মেডিকেল থৃলারের জনক

রবিন কুক'র

কোমা

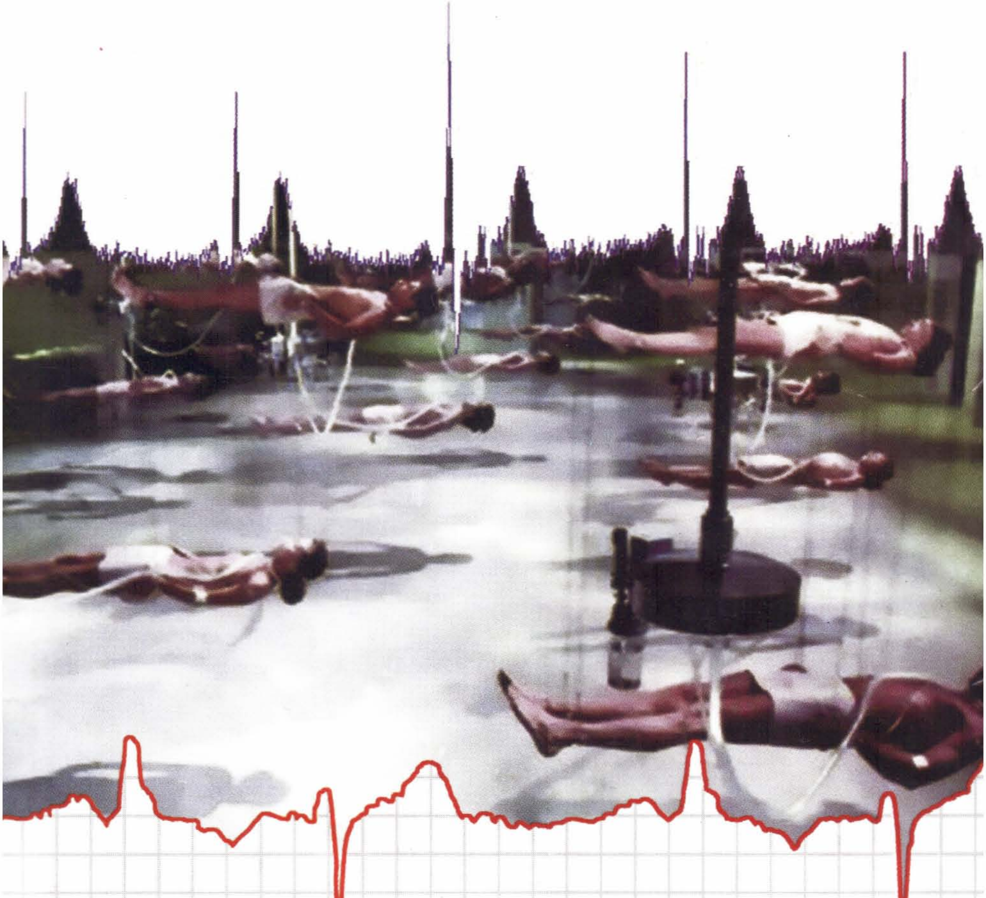

Banglapdf.net

অনুবাদ: প্রিন্স আশরাফ

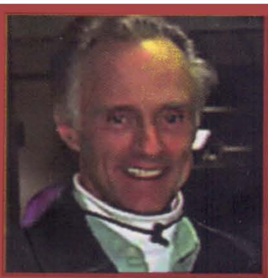

মেডিকেল থৃলারের জনক রবিক কুক বসবাস করেন বোস্টনে। ওয়েসলেইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিসিয়ান এবং সার্জন হিসেবে গ্র্যাজুয়েট করেছেন তিনি। হারভার্ডের মেডিকেল স্কুলে একজন ক্লিনিক্যাল ইন্সট্রাক্টর হিসেবে বর্তমানে কর্মরত আছেন।

চিকিৎসক বিদ্যার পাশাপাশি আশির দশকে *কোমা* উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। এই উপন্যাসের ব্যাপক সাফল্যের কারনে নিয়মিত লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন।

তার এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র *কোমা* সাড়া বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

Banglapdf.net

অনুবাদক :

পেশায় চিকিৎসক প্রিন্স আশরাফের জন্ম চৌঠা ফেব্রুয়ারি, বড়দল, সাতক্ষীরায়। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে পাইকগাছা এবং খুলনায়। কলেজে পড়াকালীন সময়ে পাক্ষিক অহরহ সায়েন্স ফিকশন পত্রিকায় "জয়-পরাজয়" নামক একটি গল্পের মাধ্যমে লেখালেখি জগতে আত্মপ্রকাশ। তারপর থেকে রহস্যপত্রিকাসহ বিভিন্ন মাসিক, পাক্ষিক এবং দৈনিক পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। Banglapdf.net
ধুয়াশা গন্তব্যে, মৃত্যুছায়া, চক্র, মূর্তি রহস্য, ছিন্নমস্তা, পিশাচ সাধক এবং ভয় সহ বেশ কিছু বইয়ের লেখক তিনি।
কোমা তার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ।

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

রবিন কুক'র

কোমা

অনুবাদ প্রিন্স আশরাফ

ISBN-984827921-9

কোমা

মূল : রবিন কুক

অনুবাদ : প্রিন্স আশরাফ

COMA

copyright©2008 by Robin Cook

অনুবাদস্বত্ব © ২০০৮ বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৮

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং সম্পাদিত

মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টিং প্রেস, ২৩, শ্রীশ দাস লেন, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০

গ্রাফিক্স : ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার , ঢাকা-১১০০

কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

অনুবাদকের উৎসর্গ :

মামুনুর রশীদ রনি

ও

সামিয়া আফরোজ মুন্নি,

মুখবন্ধ

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬

ন্যান্সি গ্রিনলি আট নম্বর রুমের অপারেশন টেবিলে চোখ ধাধাঁনো উজ্জ্বল আলোর নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে সে। অপারেশনের আগে কয়েকটি ইনজেক্‌শন দিয়ে তাকে বলা হয়েছিলো এতে ক'রে সে শান্ত, সুখী আর তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকবে। কিন্তু তার কোনোটাই হয় নি। ন্যান্সি ভেতরে ভেতরে দুর্বল আর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সত্যি বলতে কি, এখন নিজেকে আসলেই অসহায় ভাবতে শুরু করেছে সে। বিগত তেইশটি বসন্তের মধ্যে এতোটা বিব্রতকর আর অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে নি। হাসপাতালের সাদা চাদরে ঢাকা ন্যান্সির চোখ পড়লো চাদরের এক কোণায়। খোঁচা লেগে একটু ছিঁড়ে গেছে। সে বিরক্ত হলো, কিন্তু জানে না কেন। সাদা চাদরের নিচে হাসপাতালের গাউন তার গলা থেকে উরু পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। পিঠের দিকটাতে কিছু নেই। অন্যদিকে তার পরনে রয়েছে একটা মাত্র স্যানিটারি ন্যাপকিন, সেটাও নিজের রক্তে ভিজিয়ে ফেলেছে। হাসপাতালের এই অবস্থাকে যুগপৎ ঘৃণা আর ভয় করছে সে। তার ইচ্ছে হচ্ছে চিৎকার দিয়ে উঠে যেতে, রুম ছেড়ে বের হয়ে এসে করিডোরে দিয়ে চলে যেতে। কিন্তু সেটা করছে না। ভয় পাচ্ছে সে। যে রক্তক্ষরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আর হাসপাতালের নির্মম অসহযোগ পরিবেশ, দুই-ই তাকে মৃত্যুভীতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা এমন এক জিনিস বাস্তবিকই যার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে সে।

১৯৭৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা ১১ মিনিটে বোস্টন শহরের আকাশের পূর্ব দিকটা ধূসর শাদা। হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ির পিছে গাড়ি শহরের দিকে আসছে। তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রিতে নেমে এসেছে। মানুষজন নিজ নিজ পথে দ্রুত হেটে চলেছে। নৈঃশব্দের মধ্যে যন্ত্রপাতির ধাতব শব্দ আর বাতাসের আওয়াজই শুধু শোনা যাচ্ছে।

বোস্টন মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিত্র অবশ্য একেবারেই ভিন্ন। অপারেশন রুমের প্রতিটি ইঞ্চিতে উজ্জ্বল আলোর বন্যা। তড়িৎ গতিতে এবং উত্তেজিত স্বরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রতিদিনকার রুটিনমাফিক ঠিক সাড়ে সাতটায় অপারেশন শুরু হয়েছে। ঠিক সাড়ে সাতটায় চিকিৎসকের ধারালো ছুরি রোগির ত্বকে পোঁচ বসালো। সাড়ে সাতটার আগে আগেই রোগিকে নিয়ে আসা হয়েছে, পূর্বপ্রস্তুতি সম্পণ্ন ক'রে ত্বক পরিষ্কার ক'রে অজ্ঞান করার সব প্রস্তুতি শেষ করা হয়েছে।

ফলে সকাল ৭টা ১১মিনিটে অপারেশন রুমে পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গেলো। ৮ নম্বর রুমও বাদ যায় নি। রুম নম্বর ৮-এর কোনো বিশেষত্ব নেই। এটাও মেমোরিয়াল হাসপাতালের অন্যান্য অপারেশন রুমের মতোই। দেয়ালে বর্ণহীন টাইল্‌সের কাজ। মেঝেতে ভিনাইল ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে।

১৯৭৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি, সকাল ৭টা ৩০মিনিটে রুম নং ৮-এ স্ত্রীরোগ বিভাগে বিস্তৃতকরণ আর সংকোচন, মানে ডি এ্যান্ড সি প্রক্রিয়াটি নিয়মমাফিক শুরু হয়ে গেছে। রোগিনি ন্যান্সি গৃনলি; অ্যানেসথিওলজিস্ট ডা: রবার্ট বিলিং—দ্বিতীয় বর্ষের এ্যানেস্থিওলজি রেসিডেন্ট; নার্স রুথ জেনকিন্স, রক্ত পরিচালনকারী নার্স-গ্লোরিয়া ডি'ম্যাটিও। সার্জন জর্জ মেজর—প্রসিদ্ধ ওবি-গাইনিকোলজিস্ট—যখন অন্যরা কাজেই যোগ দেয় নি তখন ড্রেসিং রুমে সার্জিক্যাল পোশাক পরছে সে।

গত এগারো দিন যাবত ন্যান্সি গৃনলির যৌনাঙ্গের ভেতর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। প্রথমে এটাকে তার স্বাভাবিক পিরিয়ডই ধরে নিয়েছিলো সে, যদিও ব্যাপারটা শুরু হয়েছিলো কয়েক সপ্তাহ আগেই। পিরিয়ড পূর্ব কোনো অস্বস্তি তাতে ছিলো না। প্রথম যেদিন ব্যাপারটা ধরা পড়লো সেদিন কিছুটা খিচুনির মতো হয়েছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর মনে হলো কোনো ব্যথা নেই। প্রতিরাতেই সে আশা করতো এটা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু জেগে উঠে দেখতো ভেজা ভেজা লাগছে। প্রথমে ডঃ মেজরের নার্সের সাথে টেলিফোন আলাপ, পরে স্বয়ং ডাক্তারের সাথেই। তারা তার ভয় ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছিলো। কিন্তু সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার হচ্ছে এটা সাধারণত অসময়ে হোতো।

কিম ডেভেরুর কথা ভেবেছিলো ন্যান্সি গৃনলি। ছেলেটা ডিউক 'ল স্কুল থেকে বসন্তকালীন ছুটিতে বোস্টনে এসেছে তার কাছে। তারা দু'জন পরিকল্পনা করেছিলো সপ্তাহটা কিলিংটনে স্কি ক'রে কাটাবে। সবকিছুই ঠিকঠাক পরিকল্পনামাফিক আর রোমাঞ্চপূর্ণভাবে চলছিলো, শুধুমাত্র তার এই অহেতুক রক্তপাত ছাড়া। এটা প্রতিহত করার কোনো উপায় ন্যান্সির ছিলো না। সে আসলেই তার আভিজত্যপুর্ণ ভাবভঙ্গি আর চালচলন নিয়ে সুন্দর আর আর্কর্ষণীয়া। রুচিশীল হলেও সে একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের মেয়ে। যদি তার চুলে সামান্যতমও সমস্যা ক'রে তো সে অস্বস্তি বোধ করে। কাজেই বিরতিহীন রক্তপাত তাকে নিরানন্দ, অনাকার্ষণীয়া আর নিয়ন্ত্রণহীন ক'রে তুললো। এমনকি এটাতে সে ভয় পেতেও শুরু করলো এক সময়।

ন্যান্সির মনে পড়ে সে তার পা বাহুর উপর রেখে কৌচের উপর শুয়ে শুয়ে *গ্লোব* ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় পড়ছিলো। কিম ছিলো তখন রান্নাঘরে। সে নিম্নাঙ্গের অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে বেশ সর্তক ছিলো। এটা তার এতোদিনের অনূভূতির তুলনায় একেবারেই ভিন্ন। এটা এরকম মনে হতো যেনো কোনো স্ফীত, উষ্ণ,

পিণ্ডাকৃতির কিছু ধারণ ক'রে আছে সে। প্রকৃতপক্ষে, সেখানে কোনো ব্যথা অথবা অস্বস্তিকর অনুভূতিও ছিলো না। প্রথমত, সে ভেবেছিলো এটা হয়তো ওখানকার অনুভূতির গভীরতর কিছু। কিন্তু যখন দু'হাটুর ভেতর উষ্ণ ফিরফিরে তরল কিছু নিচের দিকে, বিরামহীন তার পশ্চাদদেশে চলে যাচ্ছে তখন তার বোধোদয় হলো।

কোনো রকম দুশ্চিন্তা ছাড়াই সে খেয়াল করলো সেখান থেকে রক্তপাত হচ্ছে। রক্তপাত দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। স্বভাবতই সে তার শরীর না নাড়িয়ে, রান্নাঘরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ডাক দিলো, "কিম, এক কাজ করো তো, একটা এ্যাম্বুলেন্স ডেকে দেবে?"

"ব্যাপার কি?" জিজ্ঞেস করতে করতে কিম দ্রুত তার কাছে চলে এলো।

"খুব রক্তপাত হচ্ছে," শান্তস্বরে ন্যান্সি বললো, "ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। হয়তো মাসিকের রক্তপাত একটু বেশি হচ্ছে, এই যা। তবে আমার মনে হয়, এই মুহূর্তেই আমার হাসপাতালে যাওয়া উচিত। দয়া ক'রে একটা এ্যাম্বুলেন্স ডেকে দাও।"

কোনো রকম সাইরেন অথবা নাটকীয় কিছু ছাড়াই এ্যাম্বুলেন্সের সময়টুকু ছিলো ঘটনাবিহীন। যতোটুকু ভেবেছিলো তার চেয়ে বেশি সময় তাকে ইর্মাজেন্সি রুমের সামনে অপেক্ষা করতে হলো। অবশেষে ডাঃ মেজরের দেখা পাওয়া গেলে প্রথমবারের মতো ন্যান্সির ভেতর কৃতজ্ঞতাবোধ জাগলো। সে সবসময় নিম্নাঙ্গের যেসব রুটিনমাফিক পরীক্ষা করিয়েছে, সেই সব কাগজপত্র জমা দিলো। কিন্তু যখন তাকে ইমার্জেন্সি রুমে নেয়া হলো তখন নিজের কান্না চেপে রাখা সত্ত্বেও সে ডাঃ মেজরকে দেখে খুশিই হলো।

ইমার্জেন্সি রুমে যৌনাঙ্গের পরীক্ষাটি সন্দেহাতীতভাবেই তার কাছে খুব বাজে জিনিস ব'লে মনে হলো। ধূসর পর্দাটা, যা বিরতিহীনভাবেই দুলছিলো, সেটাই ছিলো ন্যান্সি আর ইর্মাজেন্সি রুমের মধ্যে একমাত্র আড়াল। ব্লাড-প্রেসার কিছুক্ষণ পর পর চেক করা হচ্ছিলো। রক্ত নেয়ার পরে তার নিজের পোশাক বদলে হাসপাতালের গাউন পরিয়ে দেয়া হলো। যখনই কিছু করা হচ্ছিলো তখনই পর্দাটা সরে যাচ্ছিলো আর তাতে ক'রে সাদা পোশাক পরা একদল লোক, কাঁটাছেঁড়া নিয়ে আসা বাচ্চাকাচ্চা আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ক্লান্ত মুখগুলোর সাথে তার চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিলো। সেখানে উন্মুক্ত একটি বেডপ্যান ছিলো। চাক চাক রক্তে ভরা। এই সময়ে ডাঃ মেজর তার দু'পা ফাঁক ক'রে সেখানে তাকিয়ে নার্সের সাথে অন্য আরেকটা কেস্ নিয়ে আলাপ করতে লাগলো। ন্যান্সি যতোদূর সম্ভব নিজের দু'চোখের পাতা বন্ধ ক'রে কাঁদতে লাগলো নিঃশব্দে।

কিন্তু এটা বেশ তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেলো অথবা বলা যায় ডাঃ মেজর সেরকমই জানালো। ন্যান্সিকে সে বিস্তারিত জানালো যে, তার জরায়ুতে

লাইনিংয়ের সমস্যা হয়েছে এবং কিভাবে এটা তার স্বাভাবিক চক্রকে বদলে দিচ্ছে। তার ফলে যা ঘটছে সেটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। ওখানকার রক্তনালীতেও সমস্যা আছে আর জরায়ু থেকে ডিম্বাণুগুলো বের হওয়াটাও দরকার। এর প্রকৃত চিকিৎসা হচ্ছে ডায়ালেটেশন এবং কিউরিটেজ, মানে ডি এ্যান্ড সি। ন্যান্সি কোনো রকম প্রশ্ন ছাড়াই এই চিকিৎসায় সম্মত হলো কিন্তু তার বাবা-মা'কে জানাতে বা যাতে বুঝতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে বললো। সে সব নিজ দায়িত্বেই করাতে চায়। সে নিশ্চিত তার মা এটাকে গর্ভপাত হিসেবেই ভাববে।

এখন, মাথার উপরে বড় বড় অপারেটিং রুমের আলোর নিচে শুয়ে যে ভাবনাটা তাকে একটু সুখ, আর সান্ত্বনা দিচ্ছে সেটা হলো, এই বিশ্রী দুঃস্বপ্নটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, সে ফিরে আসবে স্বাভাবিক জীবনে। অপারেটিং রুমের সবকিছুই তার কাছে এতো অপরিচিত যে, এদিক ওদিক কোনো জিনিসের উপর বা কোনো কিছুর দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলো সে।

"একটু আরাম লাগছে কি?"

ন্যান্সি সেদিকে তাকালো। সার্জিক্যাল মাস্কের ফাঁক দিয়ে গাঢ় ধূসর চোখ দুটো তার দিকে তাকিয়ে আছে। গ্লোরিয়া ড়ি'ম্যাটিও ভাঁজ খুলে সাদা চাদর ন্যান্সির ডান হাতের চারিদিকে জড়িয়ে দিলো যাতে তার দিকটা নিরাপদ থাকে আর কোনোরকম নড়াচড়া না হয়।

"হ্যা," একটু আনমনা হয়েই ন্যান্সি জবাব দিলো। আসলে সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে। অপারেশন টেবিল তার কাছে এতো শক্ত ঠেকছে যে, তার রান্নাঘরের সস্তা ফরমিকার টেবিলটাও বোধহয় এতোটা শক্ত নয়। কিন্তু *ফেনারগান* আর *ডেমেরল* ওষুধের প্রভাব তার মস্তিষ্কের ভেতরে কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে। ন্যান্সি আরও বেশি সময় জেগে থাকতে চাচ্ছে, কিন্তু মুর্হূতেই সে অনুভব করলো পারিপার্শ্বিকতা থেকে ধীরে ধীরে বিছিন্ন হয়ে পড়ছে সে। তাকে যে *এট্রোফিন* দেয়া হয়েছে তার প্রভাবও শুরু হয়ে গেলো, ফলে তার গলা আর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যেতে লাগলো। তার জিহ্বা শুকিয়ে তালুতে লেগে যাবার যোগাড় হচ্ছে।

ডাঃ রবার্ট বিলিং তার সরঞ্জামাদি নিয়ে প্রস্তুত। জিনিসটা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি, উপরে ম্যানোমিটার সজ্জিত এবং বেশ কিছু রঙচঙে গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডারের সমন্বয়ে গঠিত। লেবেলে লেখা "২-ব্রোমো-২-ক্লোরো-১,১,১-ট্রাই-ফ্লুরুথেন।" একটা 'প্রায়' সর্বোপযোগী প্রকৃত এ্যানেসথেটিক মেশিন। 'প্রায়' এ কারণে যে, অনেক সময় এটা রোগির যকৃত ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। কিন্তু তা খুব কমই ঘটে। ডাঃ বিলিং এই যন্ত্রটা খুবই পছন্দ করেন। তার কল্পনার জগতে তিনি নিজেকে হ্যালোথেন-এর যুগান্তকারী আবিষ্কারক হিসাবে পরিচিত করাতে চান। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর প্রচলন ঘটিয়ে নোবেল পুরস্কার নেবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছেন তার বিয়ের পোশাকটি পরেই, এরকম দূরকল্পনাও তিনি করেন।

ডাঃ বিলিং সত্যিকারের একজন দক্ষ রেসিডেন্ট এ্যানেসথেলজিস্ট এবং তিনি নিজেও এটা জানেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ভাবেন তার দক্ষতা অধিকাংশেরই জানা। তিনি এতোটাই নিবেদিত যে, তিনি যে সবার চেয়ে ভালো এ্যানেস্থেলজিস্ট সেটাও জানেন। তিনি অবশ্য খুবই সতর্ক। আর রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর কোনো সমস্যাও নেই, যা সাধারনত খুবই বিরল একটি ব্যাপার।

বোয়িং ৭৪৭ বিমানের পাইলটের মতো তিনি নিজেই সব কিছুর চেকলিস্ট করতে অভ্যস্ত। এর অর্থ হলো, তিনি হাজারখানেক চেকলিস্ট ফটোকপি করিয়েছেন এবং এক কপি অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে বহন করেন প্রতিটি অপারেশনের আগে। ৭টা ১৫ মিনিটে এ্যানেস্থেলজিস্ট তাঁর শিডিউল অনুযায়ী ১২ নং স্টেপ চেক করেছেন : স্ক্রুবার মতো দেখতে ম্যাসিন টিউবটা ঝুলিয়ে নিয়েছেন। এক প্রান্ত চলে গেছে ভেন্টিলেশন ব্যাগের মধ্যে, যার ধারণ ক্ষমতা চার থেকে পাঁচ লিটার, অপারেশন চলার সময় দরকার হলে এটা রোগির ফুসফুসে বাতাস সরবরাহ করতে পারবে। অন্য প্রান্ত চলে গেছে সোডা-লাইম ক্যানিস্টারের মধ্যে। রোগির বের ক'রে দেয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড যেখানে শোষিত হবে। তার লিস্ট অনুযায়ী তেরো নাম্বার ধাপে একমুখী ভালভ্‌টা পরীক্ষা ক'রে দেখার কথা আছে; ১৪ নাম্বার ধাপ হলো অপারেশন রুমের দেয়ালে ঝুলানো নাইট্রাস অক্সাইড এবং অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাথে এ্যানেস্থেশিয়া মেশিনের চাপযুক্ত বায়ু থলির সংযোগ। এ্যানেস্থেশিয়া মেশিনের সাথে ইর্মাজেন্সি অক্সিজেন সিলিন্ডার ঝুলানো আছে। ডাঃ বিলিং দুই সিলিন্ডারের চাপ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। দুটোই পুরো চাপযুক্ত। ডাঃ বিলিংকে খুব সন্তুষ্ট দেখালো।

"আমি তোমার বুকে কিছু ছোটো ইলেকট্রোড লাগিয়ে দেবো, যাতে তুমি নিজেই তোমার হৃদপিণ্ডের গতিপ্রকৃতি মনিটর করতে পারো," গ্লোরিয়া ডি'ম্যাটিও চাদরটা নিচে টেনে নামিয়ে হাসপাতালের গাউন মাঝ বুক পর্যন্ত তুলতে তুলতে বললেন। গাউন দিয়ে শুধু ন্যান্সির স্তন ঢাকা।

"এটা এক সেকেন্ডের জন্য একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগবে," ন্যান্সির খোলা বুকের তিনটি স্থানে বর্ণহীন জেলি সদৃশ কিছু লাগাতে লাগাতে ডিম্যাটিও আরো বললেন।

ন্যান্সি কিছু বলতে চাইছিলো, কিন্তু সে কি প্রকাশ করতে চায় সে ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে পড়ে গেলো। সে কৃতজ্ঞ, কারণ এগুলো তাকে ভালো হয়ে উঠতে সাহায্য করছে, আবার সে লজ্জিতও হয়ে পড়লো, কারণ তার শরীরের অনেকখানি অনাবৃত।

"এখন তোমার একটু আঠা আঠা লাগবে," ন্যান্সির বাম হাতের পেছন দিকে চাপড় মেরে শিরার অবস্থান বের করতে করতে ডাঃ বিলিং বললেন। তিনি ন্যান্সির কব্জিতে রবারের একটা সরু নল বেঁধে দিলে ন্যান্সি তার হাতের আঙুলের ডগা

দিয়েই নিজের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করতে পারলো। সব কিছু বুঝে ওঠার আগেই এগুলো সম্পন্ন করা হয়ে গেলো।

"শুভ সকাল, মিস্ গৃনলি," উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন ডাঃ মেজর, "আশা করি, রাতে তোমার ভালো ঘুম হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তুমি রাতে তোমার নিজের বিছানায় শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।"

উত্তরে ন্যান্সি কিছু বলার আগেই তার হাতের পেছনের স্নায়ুগুলো উজ্জীবিত হয়ে ব্যথায় টনটন করতে লাগলো। প্রাথমিক ধাক্কা কাটার পর, ব্যথা বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়লো। কব্জি থেকে রবার খুলে নিতেই তার হাতে রক্ত প্রবাহ ছড়িয়ে পড়লে সে টের পেলো তার দু'চোখ দিয়ে কান্না বেরিয়ে আসছে।

"আই.ভি ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন," ডাঃ বিলিং ১৬ নং চেকলিস্ট পূরণ করতে করতে বিড়বিড় ক'রে বললেন।

"অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে," বলতে লাগলেন ডাঃ মেজর, "তাই না, বিলিং সাহেব? ন্যান্সি, তুমি হচ্ছো আজকের সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী মেয়ে। কেন, জানো? ডাঃ বিলিং একাজে এক নাম্বার।" ডাঃ মেজর তার সব রোগিনীকে মেয়ে বলেই সম্বোধন করতে পছন্দ করেন, তার বয়স যাই হোক না কেন। এটা হচ্ছে সেই ধরণের ভদ্রতাসুলভ আচরণ যা তিনি তার বয়সী সহকর্মীদের কাছ থেকেই শিখেছেন।

"তা ঠিক," ডাঃ বিলিং এ্যানেস্থেটিক নলের মুখে রাবার মাস্ক পরাতে পরাতে বললেন, "গ্লোরিয়া, দয়া ক'রে আট নম্বর টিউব, আর ডাঃ মেজর, আপনি স্ক্রাব শুরু করুন, আমরা কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটার জন্য রেডি হবো।"

"ঠিক আছে," দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন ডাঃ মেজর। একটু থেমে রুথ জেনকিন্সের দিকে ঘুরলেন, রুথ যন্ত্রপাতির সাথে মায়ো-স্ট্যান্ড লাগাতে ব্যস্ত। "রুথ, আমি আমার নিজস্ব ডাইলেটর এবং কিউরেটস্ চাই। শেষবার তুমি আমাকে মান্ধাতা আমলের বাজে জিনিস গছিয়ে দিয়েছিলে।" নার্স কোনো জবাব দেবার আগেই তিনি দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন।

ন্যান্সি আশেপাশে কোথাও কার্ডিয়াক মনিটরের মৃদু বিপ্‌বিপ্ শব্দটি শুনতে পেলো। এটা তার নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ যা অপারেশন থিয়েটারে ছড়িয়ে পড়ছে।

"সব ঠিক আছে, ন্যান্সি," বললো গ্লোরিয়া, "আমি চাই তুমি তোমার পা দুটো সামান্য নামিয়ে দাও, যাতে তোমার পা দুটো এই স্টিরাপের উপর তুলতে পারো," গ্লোরিয়া ন্যান্সির হাটুর নিচ থেকে পা দুটো ধরে স্টিরাপের উপর তুলে দিলো। ন্যান্সির পা থেকে চাদর সরে গেলে তার উরুর দিকটা নগ্ন হয়ে গেলো। টেবিলের পেছনের অংশ কাত হয়ে গেলে চাদরটা মেঝেতে পড়ে গেলো। ন্যান্সি তার দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো আর টেবিলের উপরে নিজের হাত-পা ছড়িয়ে থাকা দৃশ্যটা যাতে

মনের পর্দায় ভেসে না ওঠে সেই চেষ্টা করলো। গ্লোরিয়া চাদরটা তুলে নিয়ে সেটা কোনো মতে দলাইমলাই ক'রে ন্যান্সির পেটের উপর রেখে দিলো; ফলে চাদরের কিছু অংশ তার দু'পায়ের ফাঁক আর তার রক্তমাখা গোপনাঙ্গকে আবৃত করে ফেললো। অপারেশনের আগে এইমাত্র পরিস্কার ক'রে কামানো হয়েছে সেই জায়গাটা।

ন্যান্সি নিজেকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করলেও সে আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। সে এদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে চায়, কিন্তু রক্তের স্রোত তাকে রাগে দুঃখে আবেগে অন্ধ ক'রে দিতে চাচ্ছে।

"আমি এটা করতে চাই কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই," ডাঃ বিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ন্যান্সি বললো।

"সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, সুইটি," ডাঃ বিলিং তার লিস্টের ১৮ নম্বর চেক করতে করতে যথারীতি ভঙ্গীতে ব'লে উঠলেন। "একটু পরেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে।" সিরিঞ্জ উঁচিয়ে ধরে বাতাসের বুদবুদ ভেতর থেকে বের ক'রে দিলেন তিনি। "আমি তোমাকে এখন *পেন্টাথাল* দিচ্ছি। এখন কি ঘুম ঘুম লাগছে?"

"না," ন্যান্সি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো।

"তো, আমাকে তোমার বলা উচিৎ ছিলো," ডাঃ বিলিং বললেন।

"আমি বলে বোঝাতে পারবো না আমার কেমন লাগছে," ন্যান্সি জবাবে বললো।

"সবকিছু এখন ঠিকঠাক আছে," ডাঃ বিলিং ন্যান্সির মাথার কাছে এ্যানেস্থেশিয়া মেশিনটা টেনে আনতে আনতে বললেন। তিনি বেশ ভালোভাবেই দেখেশুনে *পেন্টাথাল* ইনজেকশনের ত্রি-মুখী ভাল্‌ভের আই.ভি লাইন লাগিয়ে দিতে দিতে বললেন, "এখন আমি চাই, তুমি আমার জন্য এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত গুনবে। বুঝেলে, ন্যান্সি?"

তিনি আশা করলেন ন্যান্সি কখনই পনেরোর বেশি যেতে পারবে না। প্রকৃত পক্ষে, এভাবে তার চোখের সামনে রোগির ঘুমিয়ে পড়াটা তাকে এক ধরণের মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। এটা বারবারই বিজ্ঞানের সত্যতাকেই প্রতিনিধিত্ব করে। অন্য দিকে, এটা তাকে শক্তিশালী ভাবতে সাহায্য করে, যেনো সেই রোগির মস্তিকে ঘুম পাড়ানির মন্ত্র ঢুকিয়ে দিচ্ছেন তিনি। ন্যান্সি দৃঢ়চিত্তের রোগিনী, কিন্তু তারপরেও তাকে ঘুমের দেশে যেতে হবে। তার মস্তিষ্ক ইতিমধ্যে *পেন্টাথাল* ড্রাগের সাথে লড়ে যাচ্ছে। ডাঃ বিলিং *পেন্টাথালে'*র অতিরিক্ত ডোজ প্রয়োগ করার সময়েও ন্যান্সি শব্দ ক'রে গুনে যেতে লাগলো। দু'গ্রাম ড্রাগ সফলভাবে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার আগপর্যন্ত ন্যান্সি সাতাশ পর্যন্ত গুনে ছিলো। ন্যান্সি গৃনলি ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, সকাল ৭টা ২৪মিনিটে শেষবারের মতো ঘুমিয়ে পড়লো।

ডাঃ বিলিংয়ের কোনো ধারণাই ছিলো না যে, এই সুন্দরী সুশ্রী সুঠাম দেহের মেয়েটি তার জন্য বড় ধরণের এক জটিলতা সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। অন্যবারের মতো সব কিছুই ঠিকঠাক আছে বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো। তিনি তার চেকলিস্ট প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন। ন্যান্সির নিঃশ্বাসের সাথে হ্যালোথেনের মিশ্রন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং অক্সিজেন দিয়েছেন তিনি। তারপর ০.২ সাকসিনাইলকোলাইন ক্লোরাইড সলুশনের ২ সি.সি পরিমাণ ন্যান্সির শিরা পথে দিয়েছেন যার প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত ঐচ্ছিক মাংসপেশীগুলো অবশ হয়ে যাবে। যা ট্রাকিয়ায় এনডোট্রাকিয়াল টিউবের প্রবেশকে সহজ করবে। এটা ডাঃ মেজর হাতেনাতে দেখে অনুমতি দিয়ে থাকেন।

সাকসিনাইলকোলাইনের প্রভাব দ্রুতই কাজ শুরু করেছে। প্রথমে মুখের মাংসপেশিতে মৃদু কাঁপুনি দেখা গেলো। তারপর পেটে। যখন রক্তপ্রবাহের সাথে ড্রাগ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো তখন ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরের ঐচ্ছিক মাংসপেশী অবশ হয়ে যেতে থাকলো। হৃদপিণ্ডের মাংসপেশী এর আওতামুক্ত থাকে, যে কারণে মনিটরে বিরতিহীনভাবে হৃদযন্ত্রের বিপ্ দেখা যাচ্ছে।

ন্যান্সির জিহ্বা অবশ হয়ে গিয়ে মুখের এক পাশে পড়ে থাকলে তার শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তার বুকের এবং পেটের মাংসপেশীও অবশ হয়ে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

যদিও রাসায়নিকভাবে ভিন্ন আমাজন জঙ্গলের এই ওষুধটার প্রতিক্রিয়া একই এবং ন্যান্সি আর মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মারা যেতে পারে। কিন্ত এখনও কোনো ভুল ধরা পড়ে নি। ডাঃ বিলিং জানেন কি ঘটছে। যে রকম প্রতিক্রিয়া আশা করা হয়েছিলো সেটাই হচ্ছে। বাইরে থেকে শান্ত কিন্তু ভেতর ভেতরে উদ্বিগ্নতা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তাকে। ডাঃ বিলিং ব্রিদিং মাস্ক খুলে ফেললেন এবং ল্যারিংঞ্জোস্কোপে চলে গেলেন, সেটা তার লিস্টে ২২ নাম্বারে রয়েছে। ব্লেডের ডগা ধরে রেখে, জিহবাকে সামনে টেনে আনলেন, সাদা আলজিহবাকে দেখলেন যেখান দিয়ে ট্রাকিয়ার প্রবেশ পথ দেখা যায়। ভোকাল কর্ড অন্যান্য ঐচ্ছিক পেশির মতোই আধখোলা আর অবশ।

দ্রুততার সাথে ডাঃ বিলিং ট্রাকিয়ায় এনডোট্রাকিয়াল টিউবের সাহায্যে কিছু লোকাল এ্যানেস্থেটিক দিলেন। ল্যারিঞ্জোস্কোপ ধাতব জিনিস যা দিয়ে ডাঃ বিলিং ছোটো সিরিঞ্জের সাহায্যে এনডোট্রাকিয়াল টিউবের ভেতর এনফ্লাট ক'রে দিলেন। দ্রুতিগতিতে রাবার নল লাগিয়ে দিলেন কোনো ফেস্ মাস্ক ছাড়াই। খুলে দিলেন এনডোট্রাকিয়াল টিউব। যখন তিনি ভেনটিলেশন ব্যাগে চাপ দিতে থাকলেন, ন্যান্সির বুক ফুলে ফুলে উঠলো। ডাঃ বিলিং ন্যান্সির বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে শুনলেন। তাকে সন্তুষ্ট দেখালো। ইনটিউবেশন যেমন চেয়েছিলেন তেমনভাবেই

চলছে। তিনি রোগিনীর শ্বাসতন্ত্রের অবস্থা স্বাভাবিক ক'রে আনলেন। আবার প্রবাহ ঠিক রেখে হ্যালোথেনের মিশ্রনে নাইট্রাস অক্সাইড ও অক্সিজেন পরিমাণ মতো ঠিক ক'রে দিয়ে কয়েক টুকরো টেপ দিয়ে এনডোট্রাকিয়াল টিউব আঁটকে দিলেন। দু'আঙুলের মোচড়ে আই.ভির প্রবাহ মাত্রা ঠিক করলেন। ডাঃ বিলিংয়ের নিজের হৃদপিণ্ডটাও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে লাগলো। তার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ না পড়লেও তিনি ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন ছিলেন। যখন রোগির শরীর অবশ হয়ে যায় তখন সঠিক কাজটাই করতে হয়।

ডাঃ বিলিং মাথা তুলে দেখেন গ্লোরিয়া আবার ন্যান্সির নিম্নাঙ্গের দিকে কাজ শুরু করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ডাঃ বিলিং নিজেকে স্বস্তিদায়ক অবস্থায় দেখতে পেলেন। এখন তার কাজ হলো রোগিনীর ভাইটাল অর্গ্যানগুলোর পর্যবেক্ষণ করা। হৃদপিণ্ডের গতি, ছন্দ, রক্তচাপ এবং তাপমাত্রা। যতোক্ষণ রোগিনী এরকম অবশ অবস্থায় থাকবে ততোক্ষণ ভেনটিলেশন ব্যাগ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসে সাহায্য করতে হবে। মিনিট দশেক গেলেই রোগিনী নিজ থেকেই শ্বাস নিতে পারবে। আর তখনই তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। ন্যান্সির রক্তচাপ ১০৫/৭০। নাড়ির গতি আগে যা পড়ে গিয়েছিলো সেটা এখন ৭২-এ দাড়িয়েছে। ডাঃ বিলিংকে সন্তুষ্ট দেখালো... আর মিনিট চল্লিশের মধ্যে তিনি একটা কফি ব্রেক নিতে পারবেন।

সব কিছুই সুচারুরূপে চলছিলো। ডাঃ মেজর তার বাইমেনুয়াল পরীক্ষা ক'রে দেখে আরেকটু স্বাভাবিকতার আশা করলেন। ন্যান্সির রক্ত সাকসিনাইলকোলাইনের প্রভাবে ডিটোক্সিফাইড ছিলো। ডাঃ বিলিং আরো ২ সি.সি দিয়ে সন্তুষ্ট হলেন। তার কর্তব্য সচেতনতার রেকর্ড হলো এ্যানেসথেশিয়ার রেকর্ড। ফল দ্রুতই পাওয়া গেলো। ডাঃ মেজর ডাঃ বিলিংকে ধন্যবাদ দিলেন। নিজের সাহায্যকারীদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, মেয়েটার জরায়ু মসৃণ একটা নাশপাতির মতো। তিনি সবসময় এ কথাটা বলেন, যখন তিনি স্বাভাবিক জরায়ু পান। মেয়েটার জরায়ু মুখ কোনো রকম ঝাঁকুনি ছাড়াই প্রসারিত হলো। ন্যান্সির জরায়ু স্বাভাবিক, যার কারণে ডায়ালেটর সঠিকভাবে লেগে গেলো। কিছু জমাট রক্ত সাকশান মেশিন দিয়ে টেনে বের ক'রে আনা হলো যৌনাঙ্গের ভেতর থেকে। ডাঃ মেজর সর্তকতার সাথে জরায়ুর ভেতরটা কিউরেটেজ করলেন। কোনো কিছুই আর অস্বাভাবিক রইলো না। যখন ডাঃ মেজর দ্বিতীয়বার কিউরেট করলেন দেখলেন কার্ডিয়াক মনিটরের ছন্দের সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বিপ্ শুনতে চাইলেন। নাড়ির গতি পড়ে গিয়ে ষাট-এ চলে এলো। সাথে সাথে রক্ত চাপ পরীক্ষা ক'রে বন্ধ ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহের শব্দ শুনলেন তিনি। রক্তচাপ ৯০/৬০। এটা খুব ভয়ংকরভাবে কম ছিলো না কিন্তু তার সতর্ক মস্তিষ্ক এটা মেনে নিতে চাইলো না। ন্যান্সির জরায়ুর ভেতর থেকে কি কোনো কিছু আসছে? তিনি বিস্মিত হলেন। কান থেকে খুলে ফেললেন স্টেথোস্কোপটি।

“ডাঃ মেজর, আপনি কি মিনিট খানেক ধরে রাখতে পারেন? রক্ত চাপ কমে আসছে। কতোটুকু রক্ত বেরিয়ে গেছে ব'লে আন্দাজ করছেন?”

“৫০০ সি.সির বেশি হবে না,” ডাঃ মেজর ন্যান্সির দু'পায়ের ফাঁকে তাকিয়ে বললেন।

“ব্যাপারটা অদ্ভুত,” স্টেথোস্কোপ কানে লাগাতে লাগাতে বললেন ডাঃ বিলিং। তিনি বি.পি লাগালেন। রক্তচাপ ৯০/৫৮। তিনি মনিটরের দিকে তাকালেন। পালস্ ৬০।

“রক্তচাপ কেমন?” জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ মেজর।

“নব্বই বাই ষাট। পালস্ও ষাট,” কান থেকে স্টেথোস্কোপ খুলতে খুলতে বললেন। পুণরায় এ্যানেসথেটিক মেশিনের ভালভ্গুলো পরীক্ষা ক'রে দেখলেন তিনি।

“ঈশ্বরের দোহাই, ভুলটা কি হলো বলো তো?” ডাঃ মেজর উত্তেজিত হয়ে গেলেন, এরকমটি বড় সার্জিক্যাল অপারেশনের আগে ঘটে থাকে।

“কিছুই না,” বললেন ডাঃ বিলিং। “কিন্তু এটা একটা পরিবর্তন। সে স্থিতাবস্থায় রয়েছে।”

“বেশ। মেয়েটার গায়ের রং অদ্ভুত সুন্দর। নীচের দিকটা চেরি ফলের মতো লাল,” ডাঃ মেজর নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন। তবে অন্য কেউ তার সাথে যোগ দিলো না।

ডাঃ বিলিং ঘড়ির দিকে তাকালেন। ৭টা ৪৮মিনিট। “ঠিক আছে। চালিয়ে যান। কোনো পরিবর্তন দেখলে আমি আপনাকে বলবো,” ডাঃ বিলিং ব্রিদিং ব্যাগে জোরে চাপ দিয়ে ন্যান্সির ফুসফুসে অক্সিজেন ভরতে ভরতে বললেন।

কিছু একটা তাকে বিব্রত আর বিরক্ত করছে। এমন কিছু যা তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে তাগাদা দিচ্ছে। তার এড্রেনাল গ্রন্থির ক্ষরণ বেড়ে হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে যাচ্ছে। তিনি তখনও ব্রিদিং ব্যাগ দেখে চলছেন। এটাকে বারবার চাপ দিচ্ছেন আর মনে মনে ন্যান্সির ব্রংকিয়াল টিউব এবং ফুসফুসের প্রতিবন্ধকতার রেকর্ড নিচ্ছেন। সে শ্বাস নেয়ার উপযোগীই আছে। তিনি আবার ব্রিদিং ব্যাগ দেখলেন। না, ন্যান্সির শ্বাসতন্ত্রের উপর কোনো প্রভাবই ফেলছে না।

রক্তচাপ একটু বেড়েই আবার নেমে গেলো। ৮০/৫৮। একঘেয়ে মনিটরের বিপ্টা হঠাৎ ক'রে লাফ দিয়ে উঠলে ডাঃ বিলিংয়ের চোখ মনিটরের স্ক্রিনের উপর স্থির হয়ে রইলো। ছন্দটা আবার ফিরে এলো।

“আমি ব্যাপারটা পাঁচ মিনিটেই শেষ করবো,” ডাঃ মেজর ডাঃ বিলিংকে আশ্বস্ত ক'রে কথাটা বললেন।

ডাঃ বিলিং নাইট্রাস অক্সাইড এবং হ্যালোথেনের প্রবাহ কমিয়ে দিলেন। বাড়িয়ে দিলেন অক্সিজেনের প্রবাহ। তিনি ন্যান্সির এ্যানেস্থেশিয়ার মাত্রা কমাতে চাইলেন। রক্তচাপ ৯০/৬০তে উঠে গেলো। ডাঃ বিলিং স্বস্তিবোধ করলেন। তিনি তার হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলার সুযোগটুকু গ্রহণ করলেন, যা তার ক্রম বর্ধমান উদ্বিগ্নতারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি সোডা লাইম আর কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের দিকে তাকালেন। দেখে স্বাভাবিক মনে হলো। তখন সময় ৭টা ৫৬মিনিট। তিনি ডান হাতে ন্যান্সির চোখের পাতা মেলে ধরলেন। চোখজোড়া কোনো বাঁধা ছাড়াই এদিকে ওদিক করছিলো। চোখের মণি যথাসম্ভব প্রসারিত হচ্ছিলো। ডাঃ বিলিংয়ের মধ্যে সেই ভয়টা আবার ফিরে এলো।

বড় রকমের কোনো সমস্যা হচ্ছে...বিশাল একটা সমস্যা...

২৩শে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, সকাল ৭টা ১৫মিনিট

উনিশ'শো ছিয়াত্তর সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি লংউড এভিনিউ জুড়ে বরফের তুষার নৃত্য চলছে। তাপমাত্রা বিশ ডিগৃতে নেমে গেছে। সূর্য প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে পুরু ধুসর মেঘের আড়ালে। মেঘে ঢেকে আছে গোটা নগরী। সমুদ্রের উত্তাল হাওয়া মেঘের পর মেঘ উড়িয়ে নিয়ে চলেছে নগরীর দিকে। কুয়াশা ছেঁয়ে আছে উঁচু উঁচু ভবনের আকাশ ছোয়া মস্তক চূড়া। যা দেখে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সন্ধ্যা তার ডানা মেলে দিয়েছে বোস্টন নগরীর উপর। এটা আসলে তুষার পাত নয়। বরফের স্তর নগরীকে ঢেকে দিয়েছে। কিছু মানুষ লংউড এভিনিউ দিয়ে লুই পাস্তর এভিনিউতে যাচ্ছে। সেখানে একটা তিন তলা মেডিকেল স্কুল ডরমেটরি রয়েছে।

সুজান হুইলার তার রুমের জানালার বাইরে কাঁচের ওপাশের দৃশ্যের ব্যাপারে সম্পূর্ন অজ্ঞাত। তার মন বিষিয়ে আছে অর্থহীন, ঝামেলাপূর্ন এক স্বপ্নের দৃশ্যে, যা তাকে সারারাত ক্লান্ত আর প্রায় নির্ঘুম রেখেছে।

তেইশে ফেব্রুয়ারি একটা কঠিন আর ঝঞ্ঝাপূর্ন দিন। মেডিকেল স্কুল হাজার হাজার ছোটোখাটো সমস্যায় আক্রান্ত, যা মাঝে মাঝে বড় বড় ঝামেলার দিকে গড়ায়।

তেইশে ফেব্রুয়ারিতে সুজান হুইলার শেষ গ্রুপের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। পাঁচ দিন আগে সে তার মেডিকেল স্কুলের প্রথম দু'বছর পুর্ণ করেছে। বেসিক সায়েন্স ল্যাব ও অন্যান্য বিষয়গুলো শিখেছে সে। বেশ ভালো করেছে, কারণ সে শিখেছে লেকচার হলে, ক্লাস রুমে, ল্যাবে আর জানালগুলো থেকে। তার ক্লাস নোটগুলো সুপরিচিত এবং ছাত্রছাত্রীরা সেগুলো তার কাছ থেকে ধার পেতে আগ্রহী। প্রথম প্রথম সে নোটগুলো যাকে তাকে ধার দিতো। পরে যখন বুঝতে পারলো প্রতিযোগীতাপূর্ণ পরীক্ষায় এটা ঝুকিপূর্ন তখনই তার কৌশল পরিবর্তন করে ফেললো। একটা ছোটো গ্রুপকে তার নোটগুলো ধার দিতো, যারা তার বন্ধুবান্ধব অথবা অনেক সময় যখন তার ক্লাস মিস্ হয়েছে তখন যেসব মানুষের কাছ থেকে ইতিপূর্বে সে নোট ধার নিয়েছে। কিন্তু সেটা কদাচিৎ।

কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তাকে কৌশলে তিরস্কার করে তার অসাধারণ একাডেমিক রেকর্ডের জন্য। সে সবসময় এটাই বলে থাকে যে, তার যা সাহায্যের দরকার তা সে পেতে পারে। অবশ্য এটাই কারণ নয়। যখন সে এমন একটা পেশায় ঢুকেছে যেখানে পুরুষেরাই কর্তৃত্ব করে, সমস্ত প্রফেসর এবং ইনস্ট্রাক্টররা যেখানে পুরুষ, সেখানে সে একটা ক্লাসও মিস্ দিতে চায় না। এই ঘটনা সত্ত্বেও সুজান খেয়াল করেছে, তার পথপ্রদর্শকরাই লিঙ্গ বৈষম্য ঘটিয়ে থাকে। তার উচ্চ

পদস্থরাও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে দেখে না। আসলে প্রকৃত ঘটনা হলো, সুজান হুইলার আর্কষণীয়া, সুন্দরী, অভিজাত তেইশ বছরের এক তরুণী।

তার চুলের রঙ দেখার মতো। সেটা শীতকালের গম আর কিছুটা খড়ের মতো এলোমেলো। যখন অনেক লম্বা ছিলো আর তার পেছন দিকটা ছেয়ে পড়তো তখন সে এটাকে পেছনে আনার চেষ্টা করতো, ঘাড়ের কাছ পর্যন্ত রাখতো। তখন থেকেই এটা তার কাঁধ পর্যন্ত ছুয়ে যাচ্ছে। তার ভরাট মুখে স্নিগ্ধ একটা কোমলতা রয়েছে। তার চোখ জোড়া নিল এবং সবুজের সমন্বয়ে খয়েরি একটা রঙ ধারণ ক'রে আছে, যেটা আলোর রঙের পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলে যায়। তার দাঁত উজ্জ্বল সাদা এবং সমান্তরাল; এটা সম্ভব হয়েছে অর্ধেকটা প্রাকৃতিকভাবে আর বাকি অর্ধেকটা ডেন্টিস্টের সহায়তায়।

আকর্ষণীয়া দেহবল্লরীর অধিকারিণী সুজান হুইলার পেপ্সি কোলার বিজ্ঞাপনের মেয়েদের মতোই পুরুষের স্বপ্ননারী। তেইশ বছরের খাপ খোলা তরুণী সুঠাম সুদেহী এবং যৌন আবেদনময়ী আমেরিকান ক্যার্লিফোনিয়ান সুজান সবসময় আত্মসচেতন। সর্বোপরি, এসব রূপের মাধুর্য বাদেও সুজান হুইলার খুব চৌকস আর তীক্ষ্মবুদ্ধির এক মেয়ে। তার স্কুলের গ্রামার রেটিং ১৪০, এবং স্কুলের অন্যান্য রেকর্ডও একইরকম। অন্যান্য সব অর্জন সত্ত্বেও সে সবসময়েই এ গ্রেডের ছাত্রি ছিলো। সুজান স্কুল পছন্দ করতো। পছন্দ করতো শিখতে এবং নিজের মেধাকে কাজে লাগাতে। সে গোগ্রাসে পড়াশোনা করতো। সে বেশ ভালো ক'রে পড়াশুনা ক'রে তার গ্রেড অর্জন করতো। কেমেস্ট্রি তার প্রধান বিষয় হলেও সে যথাসম্ভব সাহিত্য চর্চা করতো। মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হতে তাই তার কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় নি।

এতোটা আর্কষণীয়া হওয়া সত্ত্বেও সুজানের কিছু গাফিলতি ছিলো–কোনো কারণ ছাড়াই ক্লাসের বিষয় মিস্ করা। যখন প্রশ্ন করা হতো তখন সে এই ক্যাটাগরিতে চলে যেতো যেখানে নিবুর্দ্ধিতাই প্রমাণিত হতো, অথবা প্রফেসরের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পেতো। আরেকটা গাফিলতি হলো, অন্যরা তার সমন্ধে খুব কমই জানতো। তাতে তারা তার মননশীলতার অভাব দেখে হতাশ হতো।

এসবের কারণে বেশ সুবিধাও সে ভোগ করতো। একে তো মেধাবী সম্ভাবনাময়ী এবং সুন্দরী তার উপরে আবার পরিশ্রমী। সুজান ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলো যে, তাদেরকে তার দরকার রয়েছে। যদি কোনো জটিল বিষয়ে তার কোনো ব্যাখার প্রয়োজন পড়তো সে একবার মুখ দিয়ে সেটা বললেই চলতো। ইনস্ট্রাক্টর আর প্রফেসররা তাকে সে বিষয়ে বুঝিয়েই ছাড়তো। এই ভাবেই সে এন্ডোক্রাইনোলজি অথবা এ্যানাটমির বিষয়গুলো শিখে নিয়েছিলো।

ছাত্ররা যেমনটি ভাবে, সুজান আসলে তেমন কারোর সাথে ডেটে যায় না। তার এই গোঁড়ামির বেশ কিছু ব্যাখা আছে। প্রথমত সুজান একটা নিরানন্দ ডেটের চেয়ে

তার রুমে ব'সে পড়াশুনা করাটাকেই বেশি পছন্দনীয় মনে করে। আর তার বুদ্ধিমত্তার কাছে অধিকাংশ পুরুষই খুব একঘেয়ে ব'লে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, খুব কম সংখ্যক পুরুষই সুজানকে বাইরে বা ডেটের জন্য ডাকে। তার কারণটা মজার। তার অধিক সৌন্দর্য আর অধিক বুদ্ধিমত্তা পুরুষেরা ভয় পায়। সুজান তার অধিকাংশ শনিবারের রাত কাটায় উপন্যাস প'ড়ে, অথবা সাতিহ্যমণ্ডিত অন্য কোনো বিষয় নিয়ে।

তেইশে ফেব্রুয়ারি সুজান ভয় পেতে থাকলো যে, তার আনন্দদায়ক জগৎটা বুঝি বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। পরিচিত সেই লেকচার ক্লাস আর থাকবে না। সুজান এবং তার ১২২ জন ক্লাসমেটকে এবার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের জন্য যেতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি যা এই ক'বছরে তারা শিখেছে সেটা প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণ ক'রে দেখাতে হবে রোগিকে হাতে নাতে নাড়াচাড়া ক'রে।

সুজান তেমন কোনো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে নি। কারণ সে জানতো সে ডাক্তার হতে এসেছে, তাকে রোগির সেবা করেই সারাটা জীবন কাটাতে হবে। তারপরেও সে সন্দিহান হয়ে পড়ছে। এটা আর এখন এমন বিষয় নেই যা তার পাঠ্য বই এবং তার প্রয়োগিক খাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এতোদিনের সঞ্চিত জ্ঞানের বাস্তব পরীক্ষা হবে এবার।

তেইশে ফেব্রুয়ারি সুজান রোগি নিয়ে কাজ শুরু করবে। তাই সেটা যে পদ্ধতিতে হোক আর যেভাবেই হোক। এটাই ছিলো তার গত রাতের দুশ্চিন্তা; যা দুঃস্বপ্নে রূপ নিয়েছিলো এবং তাকে প্রায় নির্ঘুম একটা রাত কাটাতে হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে সে অপরিচিত গোলক ধাঁধায় ভয়ংকর লক্ষ্য নিয়ে ছোটাছুটি করেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বের হওয়ার জন্যে।

সুজানের কোনো ধারণাই নেই তার দেখা সেই দুঃস্বপ্ন বিগত কয়েকটা দিনে কিভাবে সত্যে রুপান্তরিত হতে যাচ্ছে...

সকাল সোয়া সাতটায় এ্যালার্ম ঘড়ির যান্ত্রিক শব্দে তার দুঃস্বপ্নটা ভেঙে গেলে তার মস্তিষ্ক সচেতনভাবে পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলো। চলতে থাকা রেডিও এ্যালার্মটা বন্ধ ক'রে দিলো যা তার রুমটাকে একটা লোকগীতিতে ভরিয়ে তুলেছিলো। সাধারণত ঘুম থেকে উঠেই সঙ্গীতের স্রোতে গা ভাসাতে তার ভালো লাগে। কিন্তু এই বিশেষ সকালে তার কিছু কাজে মনোযোগের দরকার।

সুজান বিছানার কিনারায় ব'সে মেঝেতে পা নামিয়ে দিলো। মেঝেটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তার চুলগুলো মাথা থেকে চারিদিকে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে। সে রুমের চারিদিকে তাকালো। রুমটা ছোটোই বলা চলে। বারো বাই চৌদ্দ। দুই মাথায় দুটো কাঁচের জানালা। জানালা গলিয়ে চোখ দিলে অন্য আরেকটা ইটের

ভবন আর পার্কিং লট চোখে পড়ে। রুমের ভেতরের দেয়ালের রঙ সজীব, কারণ গত দু'বছর যাবৎ সে রঙ ক'রে আসছে। রঙটা প্যাস্টেল হলুদ। দেয়ালে ঝুলানো বিভিন্ন রঙচঙে পোস্টার...স্টেইনলেস স্টিলের ফ্রেমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ের বিজ্ঞাপন।

রুমের আসবাবপত্র অবশ্য মেডিকেল স্কুলের। পুরনো আমলের সিঙ্গেল বেড, যা এতো মোলায়েম যে, বিনোদনের পক্ষে একটু অস্বস্তিকর। একটা পুরনো জীর্ণ ইজিচেয়ার; যা সুজান কখনও ব্যবহার করে না, ময়লা কাপড় চোপড় রাখা ছাড়া। সুজান বিছানায় ব'সে পড়তে পছন্দ করে আর সাধারণত ডেস্কেই কাজ করে। সে কারণে তার নিজের কাছে ইজিচেয়ারটা কোনো প্রয়োজনীয় আসবাব নয়। ওক্ কাঠের তৈরি ডেস্ক টেবিলটা সাধারণ চেহারার; শুধু উপরের দিকে ঝুঁকে আসা একটা অর্ধবৃত্তাকার কাঠের অংশ। তার ডান দিকেই বায়োকেমিস্ট্রির কিছু বিদ্ঘুটে তথ্য সেঁটে রাখা হয়েছে। তার ডেস্কের উপর ডায়াগনসিস বইটা খোলা অবস্থায় প'ড়ে আছে। গত তিন দিন ধরে সে বারবার এগুলো প'ড়ে যাচ্ছে কিন্তু তার মনঃপুত হচ্ছে না।

"ধ্যাত্," সে চেঁচিয়ে উঠলো। ওটা কারোর প্রতি কটাক্ষ নয় অথবা এ দিয়ে সে কিছু বোঝাতেও চাচ্ছে না। এটা আসলে তেইশে ফেব্রুয়ারি এসে গেছে তারই একটা বহিঃপ্রকাশ। সুজান অনেক প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছে এবং প্রায় সবগুলো তার নিজের কাছে। ওই ধরনের ভাষার সাহায্যে আসলে সে নিজের অবস্থাটাকে বোঝাতে চাইছে। এই অবস্থার মধ্যেই সুজান যখন তার গরম বিছানা ছেড়ে উঠে এলো তখনও তার হাতে আরো পনেরো মিনিট অতিরিক্ত সময় আছে। এটা তার একটা অভ্যাস যে, এ্যালার্ম ঘড়িটা পনেরো মিনিট বাড়িয়ে রাখা যাতে সে বাথরুমে আরেকটু বেশি সময় নিতে পারে।

দিন শুরু করার পরিবর্তে সে ব'সে পড়লো, ভাবতে লাগলো সে যদি আজ আইন বিষয়ে পড়াশুনা করতো বা সাহিত্য নিয়ে...কিংবা যে কোনো কিছু...মেডিকেল স্কুল ছাড়া।

মেঝের শীতলতা তার খালি পায়ে কাজ শুরু ক'রে দিলো। সে ব'সে আছে। তার রক্ত প্রবাহে মেঝের শীতলতা ছড়িয়ে পড়লো। পাতলা একটা ফ্লানেলের নাইট গাউন পরে আছে সে যেটা ফিফথ গ্রেডে থাকাকালীন ক্রিস্টমাসের উপহার হিসেবে পেয়েছিলো। প্রতিরাতেই ওটা পরে ঘুমায়। যখন সে একা থাকে। যাহোক, সে তার নাইটগাউনকে ভালোবাসে। তার এই ব্যস্ত জীবনের মধ্যে যেটুকু সময় তার জীবনকে পরিবর্তন করেছে, তা হলো পবিত্রময় জীবনের সাথে পথচলা। যা তার বাবা'র কাছে সবসময়েরই প্রিয় ছিলো।

ছোটোবেলা থেকেই সুজান তার পিতার সাহচার্য পছন্দ করে। প্রথমত যে জিনিসটা মনে পড়ে তা হচ্ছে তার বাবার শরীরের ঘ্রাণ, যা ছিলো ডিওডেরান্ট সোপ

এবং বাইরের আবহাওয়ার সংমিশ্রন; যা সে পরে আবিষ্কার করে পুরুষালি গন্ধ হিসেবে। তিনি তার কাছে সবসময় ভালো মানুষ, আর সে জানতো সেও তার বাবার কাছে খুবই প্রিয়। এই গোপন বিষয়টা সে অন্য কারোর সাথে ভাগাভাগি করে নি। এমন কি তার দুই ছোটো ভাইয়ের সাথেও না। এটা সবসময়ই তার গর্ব এবং আত্মবিশ্বাসের উৎস।

সুজানের বাবা দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের অধিকারী, প্রবল প্রভাবশালী কিন্তু ভদ্র, যিনি পরিবারের প্রতি কর্তব্য সচেতন। বীমা ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন তিনি। একজন মজার মানুষ যার গভীর জ্ঞান যে কোনো বিষয়ের শেষ কথা। তার অর্থ এই নয় যে, সুজানের মা দুর্বল চিত্তের মহিলা ছিলেন। বরং বলা চলে, এই মহিলা তার চেয়ে অধিক ব্যক্তিত্বের মানুষকে বিয়ে করেছিলেন।

সুজান তার বাবাকে অনেক বেশি পছন্দ করতো এই কারণে যে, বাবা তাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়ে সঠিক পথে এনেছেন। তার পরেও সুজান বুঝতে পেরেছে সে ঠিক তার বাবার মতো নয়। একদিন নিজের বাড়িতে থাকাকালীন তার নিজের পছন্দ খুব কমই মূল্যায়িত হয়েছে। তারপর থেকে সে গভীরভাবেই তার মায়ের মতো হতে চেয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কোনো কাজেই লাগে নি। তার ব্যক্তিত্ব তার পিতার মতোই হয়ে উঠেছে আর হাই স্কুলে থাকতেই সে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছে। সুজান তার গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত হয়েছিলো।

সুজানের বাবা কখনও এককভাবে কোনো কিছু তার কাছে চান নি বা কোনো কাজে তাকে ঠেলে দেন নি। তিনি তাকে আত্মবিশ্বাসের সাথে সব কিছু করতে দিয়েছেন। তাকে উৎসাহ দিয়েছেন যে কাজে আত্মতৃপ্তি লাভ করে তাই করার জন্যে, শুধু অশ্লীলতা ছাড়া। মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার পর সুজান কয়েকজন বান্ধবীর সাথে আলাপ ক'রে বুঝতে পারে, তারাও তার মতো পরিবার থেকে সমর্থন পেয়েই এতো দূর এসেছে। প্রকৃতপক্ষে, যখন সে তাদের পিতামাতার সাথে পরিচিত হয়েছে তখন তাদের মধ্যে তার নিজের বাবার ছাপ দেখতে পেয়েছে।

জানালার পাশের রেডিয়েটরে কোনো সমস্যা হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ উত্তাপ ছড়াচ্ছে না ঘরে। খুব অল্প পরিমাণ উষ্ণ বাষ্প ভাল্‌ভের ভিতর দিয়ে বের হচ্ছে। রেডিয়েটরের কারণেই রুমের ভেতর এতো ঠাণ্ডা।

সে জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এটা মাত্র আধা ইঞ্চি মতো খোলা ছিলো। সুজান তার রাতের পোশাক ছেড়ে বাথরুমের বড় আয়নায় নিজের নগ্ন শরীর দেখতে লাগলো। আয়না তাকে মোহিত ক'রে রাখে। কোনো আয়নার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক পলক তার ভেতর নিজেকে না দেখে তার পক্ষে সেখান থেকে সরে আসা প্রায় অসম্ভব।

"তোমার ড্যান্সার হওয়াই উচিত ছিলো, সুজান হুইলার," পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে এবং দু'হাত উপরে ছড়িয়ে দিয়ে বিড় বিড় ক'রে সে নিজেকে বললো, "আর জঘন্য ডাক্তার হওয়ার চিন্তাভাবনাটা তোমার ছেড়ে দেয়া উচিত।" ফাঁটা বেলুনের মতো চুপ্‌সে সে নিজের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতে লাগলো। ডাক্তারের দৃষ্টিতে নয়, নর্তকীর দৃষ্টিতে। সে আয়নায় মুগ্ধ চোখে তার খোলা শরীর দেখছে।

"আমি মনে করি আমি তা করতে পারবো," সে ঠাণ্ডা স্বরে নিজেকে সুধালো।

সুজান তার নিজের শরীর নিয়ে গর্বিত। এটা নরম এবং নমনীয় অথচ শক্তিশালী, আর ভালোভাবেই সহনীয়। সে একজন ড্যান্সার হতে পারে। তার শরীরের ভারসাম্য আছে, ছন্দ এবং ক্ষিপ্রতা সম্পর্কেও তার ভালো ধারনা রয়েছে। সে তার র‍্যাডক্লিফের বান্ধবী কারলা কারটিসকে ঈর্ষা করে, কারণ সে কলেজে থাকতেই ভালো নাচতো, এখন হয়তো নিউইয়র্কের কোথাও ড্যান্সার হিসেবেই কাজ করছে। কিন্তু সুজান ভালো করেই জানে, সে কখনও ড্যান্সার হতে পারবে না, শুধু কল্পনায় ছাড়া।

সে ভয়ংকরভাবে মুখভঙ্গি ক'রে তার জিহবা বের ক'রে ভেংচি দিলো; আয়নার ভেতরের মেয়েটাও সেরকমই করলো। তারপরেই ঢুকে পড়লো বাথরুমে।

বাথরুমে শাওয়ার ছেড়ে দিলো। এটা গরম হতে চার থেকে পাঁচ মিনিট সময় নেয়। সে বাথরুমের আয়নায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথার এলোমেলো চুলগুলো কিছুক্ষণ ধরে ঝাঁকালো। চুলগুলো মাথার উপর উঁচু ক'রে ধরে রাখলো। যদি তার নাকটা আরেকটু সরু হতো তাহলে তাকে আরো আর্কষণীয়া লাগতো, সে ভাবলো। এবারে সে তার প্রতিদিনকার বাথরুম রুটিনে ঢুকে পড়লো।

সবকিছু বাদ দিলেও এটুকু বলা যায়, সুজান হুইলার বাস্তববাদী এক মেয়ে। দৃঢ়চেতা আর বাস্তববাদী।

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, সকাল ৭টা ৩০মিনিট

বোস্টন মেমোরিয়াল হাসপাতালটি স্থাপত্য শিল্পের কোনো নির্দশন নয়, যদিও বহু সংখ্যক স্থপতির বাস এই বোস্টনে। মূল ভবনটা অবশ্য আর্কষণীয় এবং কৌতুহলোদ্দীপক। এটা একশো বছর আগে বাদামী পাথরের ব্লক দিয়ে সর্তকতার সাথে তৈরি করা হয়েছিলো। কিন্তু এই কাঠামো বেশ ছোটো আর মাত্র দু'তলার সমান উঁচু। পাশাপাশি এটা যখন ডিজাইন করা হয়েছিলো তখন বহু সংখ্যক জেনারেল ওয়ার্ড তৈরির কথা ছিলো যেটা এখন নেই। বর্তমানে এটা মূলত একটা ছোটো অংশ।

অসংখ্য বড় বড় আমেরিকান দালানগুলোর মতোই এটাও গথিক ধাঁচের। বিভিন্ন কোণে অসংলগ্নভাবে প্রসারিত, ইটের পর ইট মিলিয়ে মাঝে মাঝে নোংরা জানালা এবং একঘেয়ে ফ্ল্যাটের ছাদ। এসব দালানগুলো অসংখ্য বেডের এবং নানা রকম দাতা সংস্থার অনুদানে তৈরি। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা অনেকগুলো দালানের একটা কুৎসিত সমম্বয়, শুধুমাত্র কিছু ছোটো ছোটো রিসার্চ বিল্ডিং ছাড়া, যাদের ভালো স্থপতি এবং খরচের মতো প্রচুর টাকা আছে। তবে খুব কম সংখ্যক লোকেই দালানগুলোর অবয়বের দিকে নজর দেয়। এটা হচ্ছে বোস্টন মেমোরিয়াল হাসপাতাল, যাতে আছে রহস্য এবং বিজ্ঞানের সমম্বয়ে আধুনিক চিকিৎসা। আধুনিক মেডিসিনের এটাই উপযুক্ত ক্ষেত্র। পেশাগত দিক থেকে এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মক্কা, একাডেমিক মেডিসিনের শীর্ষস্থানীয় তীর্থক্ষেত্র।

হাসপাতালের যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল। এক দিকে নর্থ স্টেশন। অন্য দিকে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আধুনিক গৃহায়ন ব্যবস্থার নির্দশন রিয়েল স্টেট বিল্ডিং। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলো দেখলেই বোঝা যায় নিম্ন আয়ের লোকের জন্যেই তৈরি। কিন্তু ওগুলোর ভাড়া আয়ত্তের বাইরে, কেবলমাত্র ধনী আর স্বচ্ছল মানুষের সাধ্যেই কুলাবে। হাসপাতালের সামনে বোস্টন হারবার, যার পানি নর্দমার গ্যাসের কারণে ম্যাক কফির মতো সুমিষ্ট। হাসপাতাল এবং হারবারের মধ্যে একটা খেলার মাঠ রয়েছে, যেখানে টুকরো টুকরো খবরের কাগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

কিন্তু সোমবারের এই সকাল সাড়ে সাতটায় বোস্টন মেমোরিয়াল হাসপাতালের সবগুলো অপারেটিং রুম কর্মব্যস্ততায় মুখরিত। মিনিট পাঁচেকের বিরতিতে একুশটা স্ক্যালপোল বা সার্জারির ছুরি মানুষের চামড়ায় ছুরি চালাতে ব্যস্ত। বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের ভাগ্য নির্ভর করছে একুশটা অপারেশন রুমের ভেতর কী ঘটছে না ঘটছে তার উপর। সমান তালে একের পর এক অপারেশন

চলতে থাকবে একটানা দুপুর দুইটা-তিনটা পর্যন্ত। সন্ধ্যা আটটা-ন'টার দিকে মাত্র দুটো রুমে কাজ চলে, সেগুলোতে সাধারণত পরবর্তি দিন সকাল সাড়ে সাতটা না হওয়া পর্যন্ত সারা রাত ধরে কাজ চলে।

অপারেশন এরিয়ায় এই মুহূর্তে বিষন্ন নিরবতা। মাত্র দু'জন লোক সেখানে কারণ এখনও কফি ব্রেকের সময় আসে নি। যেটা সাধারণত ন'টার পরে হয়ে থাকে। বেসিনের ওখানে অসুস্থ চেহারার একজনকে দেখা যাচ্ছে, যাকে দেখে তার বাষট্টি বছর বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে। সে তার কাজে ব্যস্ত। বেসিন পরিষ্কার করছে, তার পাশে একুশটিরও বেশি কফি কাপ আছে যেগুলো এখনো অর্ধেক ভরা। ওয়াল্টার নামেই সে পরিচিত। খুব কম সংখ্যক মানুষই জানে যে, এটা তার প্রথম অথবা শেষ নাম। তার পুরো নাম চেস্টার পি. ওয়াল্টার। কেউ জানে না পি-এর মানে কি, এমন কি ওয়াল্টার নিজেও সেটা জানে না। যখন তার বয়স ষোলো তখন থেকে সে মেমোরিয়ালের অপারেশন রুম এরিয়ায় একজন কর্মচারি। কেউ তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেউ তাকে ছাটাই করার চিন্তাও করে না। কারণ সে বলতে গেলে কিছুই করে না। তার থাকা না থাকায় কিছু যায় আসে না। তার শরীর ভালো নেই। সে নিজেই এ কথা বলে। সে দেখতেও অপ্রীতিকর। তার গায়ের চামড়া বিবর্ণ সাদা এবং প্রতি মিটিটেই সে খুক্‌খুক্‌ ক'রে কাশে। তার কাশি শুনে মনে হয় তার ব্রংকিয়ালট্রিতে কিছু আঁটকে আছে। ঘড় ঘড় শব্দ হয়। কিন্তু সে কখনও এতো জোরে বা এতো বেশি কাশে না যে, এটা বেরিয়ে আসবে। তার মুখের ডান দিকে সবসময় জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলতে থাকে। অর্ধেক সময়ই তাকে দেখা যায় মাথা নাড়াচ্ছে, যাতে সিগারেটের ধোঁয়া তার চোখে না ঢোকে।

অপারেশন রুম এরিয়ার মধ্যে অন্য আরেকজন কর্মচারী হলো একজন আবাসিক সার্জন। মার্ক এইচ. বেলোজ। এইচ মানে হালপ্রেন; তার মায়ের কুমারী নাম। মার্ক বেলোজ তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

ওয়াল্টার কাশছে আর স্বভাবতই তার ঠোঁটের কোণে ঝুলছে জ্বলন্ত সিগারেট যা বেলোজকে বিরক্ত করছে। সে প্রতিবার তার দিকে তাকাচ্ছে। ওয়াল্টার নতুন ক'রে কাশি দেবার প্রস্তুতি নিলো। বেলোজের কাছে এটা ধারণাতীত যে, কিভাবে একটা মানুষ নিজের শরীরের এতোটা ক্ষতি করতে পারে। এখনও সে তাই ক'রে যাচ্ছে। বেলোজ ধূমপান করে না। সে কখনও একাজটি করে নি। এটাও বেলোজের কাছে ধারণাতীত যে, ওয়াল্টার কিভাবে তার এই হাবভাব, ব্যক্তিত্ব এবং আসল কথা যেটা, সে কিছুই করে না, তারপরেও কিভাবে এখানে থাকাটা ম্যানেজ ক'রে চলেছে।

মেমোরিয়ালের সার্জারি বিভাগটা কিংবদন্তীর মতো। আধুনিক শল্য চিকিৎসার শীর্ষস্থানীয়। এর কর্মচারীদের হতে হয় সাধু-সন্তদের মতো, এ বিষয়ে বেলোজ

সচেতন। বেলোজ এখানে চাকরির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছে। এখনও পর্যন্ত তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছে বেলোজ।

সাধারণ পরিস্থিতিতে মার্ক বেলোজের একুশটি অপারেটিং রুমের কোনো একটাতে এখন ব্যস্ত থাকার কথা। কিন্তু তেইশে ফেব্রুয়ারি তাকে অন্য কাজ দেয়া হয়েছে। পাঁচজন মেডিকেল পড়ুয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার উপর। সম্প্রতি বেলোজ বেয়ার্ড ৫-এ চলে গেছে। তার মানে পাঁচ তলার বেয়ার্ড বিল্ডিংয়ে। এটা একপ্রকার ভালো সার্জিক্যাল চিত্র, সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট। বেয়ার্ড ইউনিটের মধ্যবর্তী আবাসিক কর্মকর্তা হওয়ায় তাকে সার্জিক্যাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা আইসিইউ-এর দায়িত্বে থাকতে হয়।

বেলোজ তার টেবিলের কাছে গিয়ে চেয়ারে ব'সে কফির মগ হাতে নিয়ে তার কাজের তালিকার দিকে চোখ বুলালো। সে গরম কফি কাপে চুমুক দিলো শব্দ ক'রে। তার অন্য সহকর্মীর কথা ভাবলো সে, যে কিনা ছাত্রছাত্রিদের সামনে লেকচার দেয়ায় পটু।

বেলোজ দ্রুত হাতে নামগুলো লিখে ফেললো। তার সামনে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ছড়ানো। সে নামের কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে পাঁচজন মেডিকেল ছাত্রছাত্রির নাম পড়লো জর্জ নাইল্‌স, হার্ভে গোল্ডবার্গ, সুজান হুইলার, জিওফ্রে ফেয়ারওয়েদার তৃতীয়, এবং পল কারপিন। মাত্র দুটো নাম দেখে সে অভিভূত হলো। ফেয়ারওয়েদার নাম বলতে গিয়ে তার মুখে হাসি ফুঁটে উঠলো। সেই বখাটে, চশমা পরা, চিকনা-পাতলা, ক্রুব ব্রাদার শার্ট পরিহিত লম্বা নিউ ইংল্যান্ডের চিজটা। অন্য নামটি হলো সুজান হুইলার। এই নামটি দেখে তার চোখ আঁটকে যাওয়ার কারণ অবশ্য ভিন্ন। কারণ বেলোজ মেয়ে মানুষ পছন্দ করে অন্য যেকোনো সুস্থ সবল পুরুষের মতোই। সে অবশ্য নিজেও ভাবে যে, মেয়েরাও তাকে পছন্দ করে, যেহেতু সে একজন এ্যাথলেট এবং ডাক্তার। বেলোজকে অবশ্য খুব বেশি চতুর বলা যায় না। সে অন্য ডাক্তারদের মতোই সহজ সরল। সুজান হুইলারের নাম দেখে সে ভাবলো একজন ছাত্রি হলে বাকি ক'টা মাস মোটামুটি কম বিরক্তিকর কাটবে। সে অনেক কষ্টে নিজের কল্পনায় সুজান হুইলারের কোনো মূর্তি দাঁড় করানোর চেষ্টায় গেলো না। তার মস্তিষ্কে অতো সব ঝক্কি ঝামেলা পোষায় না।

মার্ক বেলোজ গত আড়াই বছর যাবৎ মেমোরিয়ালে আছে। সব কিছু ভালো ভাবেই চলছে, আর এভাবে চললে তার কার্যক্রম সময়মতোই শেষ হবে। প্রকৃত পক্ষে এটাই মনে হচ্ছে, সব কিছু এভাবে চললে সে হয়তো প্রধান আবাসিকের পদে প্রতিযোগীতা করতে পারবে। মধ্যম মানের রেসিডেন্ট হওয়ায় তাকে মেডিকেলের ছাত্রছাত্রি নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। যারা সব সময়ই বিরক্তিকর। এটা এক প্রকার অনাকাঙ্খিত কাজ, এর ফলে হিউ ক্যাসির মতো হেপাটাইটিসে ভুগবে সে।

হিউ ক্যাসি তার মতোই অন্য আরেকজন সিনিয়র আবাসিক সার্জন যাকে দুই গ্রুপ মেডিকেল ছাত্রছাত্রিদের পড়াতে হতো। তিন সপ্তাহ আগে সে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়। তার পরেই ডাঃ হাওয়ার্ড স্টার্কের ঘরে তার ডাক পড়ে। বেলোজ অবশ্য ক্যাসির হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হবার কথা শোনে নি। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো সার্জারির বিভাগীয় প্রধানের কাছে এটা জানানো হয়েছে। বেলোজ মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিলো, যাই হোক না কেন সে এটা করবে না। কিন্তু স্টার্ক খুব সদয় প্রকৃতির মানুষ, বেলোজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের কথা এমনভাবে বললেন যে, বেলোজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। নানা ধরণের প্রংশসামূলক বাক্যের পর তিনি জানতে চান ক্যাসির পরিবর্তে বেলোজ মেডিকেল ছাত্রদের দায়িত্ব নেবে কিনা। সত্যি বলতে কি, বেলোজ যখন পর্যায়ক্রমে তার দায়িত্ব আসে তখনও সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার আশা করেছিলো। কিন্তু তাকে রাজি হতে হলো। যা বলতে গেলে প্রায় আত্মহত্যারই নামান্তর।

বেলোজের কাজ শেষ হলে সে মেডিকেল স্টুডেন্টদের তালিকা দেখে শিডিউল ক'রে ফেললো। তিরিশ দিন ওরা তার সাথেই শিক্ষা গ্রহণ করবে। সে সকাল এবং বিকালে ক্লাস নিতে আগ্রহী। প্রতি সকালে সে নিজে একটা ক্লাস নেবে, আর সন্ধ্যায় ওদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।

গত সপ্তাহে বেলোজ তার ঊনত্রিশতম জন্মদিন পালন করেছে। কিন্তু তার ত্বকের ঔজ্জ্বল্য, মসৃনতা আর তার অদ্ভুত পুরুষালী গঠনের জন্য তাকে দেখে তার বয়স বোঝা মুশকিল। কোনো রকম বিপত্তি ছাড়াই প্রতিদিন সে দু' থেকে তিন মাইল জগিং করে। শুধু একটা ব্যাপারেই সে ধরা খেয়ে গেছে। তিরিশ আসতে আসতেই তার মাথার মাঝখানের চুল কমে আসতে শুরু করেছে। তার চোখ নিল। তার মুখে সবসময় বন্ধুসুলভ একটা ছাপ লেগে থাকে। তার কাছে আসলে মানুষজন স্বস্তি বোধ করে। প্রায় সবাই বলতে গেলে বেলোজকে পছন্দই করে।

দু'জন ইন্টার্ন ডাক্তারও তার সাথে বেয়ার্ড ৫-এ আছে। নতুনভাবে তাদেরকে প্রথম বর্ষ আবাসিক হিসেবে পরিচিত হতে হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য আবাসিকদের মতোই বেলোজ তাদেরকে ইন্টার্ন হিসেবেই ডাকে। তারা দু'জন হলো জন হপকিন্স মেডিকেল স্কুলের ড্যানিয়েল কার্টরাইট এবং ইয়েলের রবার্ট রেইড। তারা জুলাইতে ইন্টার্ন শুরু করেছে। বেশ খানিকটা পথ তাদের পাড়ি দিতে হচ্ছে। কিন্তু এই ফেব্রুয়ারিতে তাদের দু'জনকেই সেই পরিচিত ইন্টার্নজনিত বিষন্নতায় ভুগতে দেখা গেছে। কর্তব্য সচেতনভাবেই তাদেরকে সারাটা সময় ছোটাছুটি করতে দেখা গেছে। এখন তারা বেলোজের কাছ থেকে একটু মনোযোগ আর্কষণ করতে চাচ্ছে।

কার্টরাইট বর্তমানে আইসিইউ'তে এবং রেইড বেয়ার্ড ৫-এ আছে। বেলোজ ঠিক করেছে তাদের দু'জনকে মেডিকেল ছাত্রদের পড়ানোর কাজে লাগিয়ে দেবে। কার্টরাইট অনেক বেশি বন্ধুভাবাপন্ন এবং বেশি সাহায্যকারী। রেইড কালো হওয়ায়

তাকে কিছু ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তার বর্ণের কারণে। সে কারণেই বেলোজ ঠিক করেছে কার্টরাইটকেই সে কাজে লাগাবে।

"বাজে আবহাওয়া," মন্তব্য করলো ওয়াল্টার, সম্ভবত বেলোজকে উদ্দেশ্য করেই, কিন্তু মন্তব্যটা হাওয়ায় ছুড়ে দিলো সে। এটাই হলো ওয়াল্টার, যে সবসময় এই কথাগুলোই বলে। তার কাছে আবহাওয়া সবসময়ই খারাপ। একমাত্র যে অবস্থায় সে খুশি হয় তা হলো ৬৭ ডিগ্ এবং তিরিশ ভাগ আদ্রতা। কারণ, কেবল মাত্র এই আবহাওয়ায় তার শ্বাসযন্ত্র ভালো থাকে। বোস্টনের আবহাওয়া প্রায় কখনই তেমন থাকে না ব'লে ওয়াল্টারের কাছে আবহাওয়া মানেই খারপ।

"আচ্ছা," বাইরের দিকে মনোযোগ দিতে দিতে বেলোজ অন্যমনস্কভাবে বললো। এই আবহাওয়ায় বেশিরভাগ লোকই ওয়াল্টারের সাথে একমত হবে। আকাশ ধূসর সাদা হয়ে আছে। কিন্তু বেলোজ আবহাওয়া নিয়ে চিন্তিত নয়। বরং ভাবছে, হয়তো পাঁচজন মেডিকেল ছাত্র আসায় তার খুশিই হওয়া উচিত। হয়তো তারা তার কার্যক্রমের উন্নতিকল্পে সাহায্য করবে। তাই যদি হয় তাহলে হয়তো খারাপের চেয়ে ভালোই হবে। বেলোজ তার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। তাকে মেমোরিয়ালে একটা শক্ত অবস্থান তৈরি করতেই হবে। সেই প্রতিযোগীতা হবে হাড্ডাহাড্ডি।

"সত্যি বলতে কি, ওয়াল্টার, আবহাওয়া বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। এই ধরণের আবহাওয়া আমি খুবই উপভোগ করি," বেলোজ তার চেয়ার ছেড়ে উঠে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে ওয়াল্টারের কাশিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো। বেলোজের দিকে তাকিয়ে ওয়াল্টার মুচকি হাসলো। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই বেলোজ দরজা দিয়ে বের হয়ে তার পাঁচজন ছাত্রছাত্রি যেখানে আছে সেখানে চলে গেলো।

সে মোটামুটি আত্মবিশ্বাসী যে, নিজের বোঝাকে সম্পদে পরিণত করতে পারবে সে।

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, সকাল ৯টা

সুজান হুইলার জিওফ্রে ফেয়ারওয়েদারের জাগুয়ারে চড়ে হাসপাতালে এলো। এটা একটা পুরনো এক্স-১৫০ মডেলের জাগুয়ার, যাতে গাদাগাদি ক'রে বড়জোর তিনজনের জায়গা হয়। পল কারপিন তাদের একজন ভালো বন্ধু, কাজেই তিনজনের বাকি একজন সে-ই। জর্জ নাইলস্ আর হার্ভে গোল্ডবার্গ মেমোরিয়ালের বাসে চড়ে ন'টার মধ্যেই চলে এলো মার্ক বেলোজের মিটিংয়ে।

জাগুয়ারটা অন্যান্য গাড়ির মতোই চার মাইল পথ বেশ অল্প সময়েই অতিক্রম ক'রে ফেললো। সুজান হুইলার, ফেয়ারওয়েদার আর কারপিন মূল প্রবেশপথ থেকে ৮টা ৪৫মিনিটে হাটা শুরু করলো। অন্য দিকে বাকি দু'জন একই দূরত্ব পেরিয়ে এলো আধ ঘন্টায়। তারা মূল প্রবেশপথ থেকে একই দূরত্বে আসলো ৮টা ৫৫মিনিটে। তাদের প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেছে। বেয়ার্ড ৫নাম্বার ওয়ার্ডের লাউঞ্জে বেলোজের সাথে দেখা করার কথা। তারা কেউ জানে না কী ঘটতে চলেছে। শুধু এটুকু জানে, মেমোরিয়ালে যখন ঢুকেছে তখন তাদের ভাগ্য ভালোর দিকেই নিয়ে যাবে। মেডিকেলের ছাত্ররা সাধারণত সব কিছুর ভেতরই ভালো দেখতে অভ্যস্ত, অন্তত যারা প্রথম দু'বছর লেকচার ক্লাস সকাল ন'টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত করেছে। কিছুটা ঘটনাচক্রে, কিছুটা পূর্বপরিকল্পনায় দুই দলেরই দেখা হয়ে গেলো এলিভেটরের সামনে।

হুইলার, ফেয়ারওয়েদার আর কারপিন বেয়ার্ড ৫ নাম্বারে যাওয়ার জন্য থমসন ভবনের এলিভেটরে উঠে মূল পথের বিপরীত দিকে গেলো। হযবরল ক'রে তৈরি করার কারণে মেমোরিয়ালটা বলতে গেলে গোলক ধাঁধার মতোই।

"এই জায়গাটা পছন্দ করবো সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই," সুজান হুইলারের পাশে এলিভেটরের ভীড়ে নিজেকে গুজে দিতে দিতে জর্জ নাইলস্ বললো। সুজান ভালো করেই জানে যে, নাইলস্ এই কথার মাধ্যমে কি বলতে চেয়েছে। যখন তুমি কোথাও যেতে ইচ্ছুক নও এবং যখন সেখানে শুধু সমস্যা দেখতে পাও তখন এটা কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো। বস্তুত পাঁচজনেই বর্তমানে আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে। তারা সবাই জানে মেমোরিয়াল হচ্ছে সবচেয়ে সুপরিচিত হাসপাতাল যেখানে শেখার অনেক কিছুই আছে। আর সে কারণেই তারা সেখানে আসতে চেয়েছে। কিন্তু একই সাথে তারা অনুভব করে, তারা একটা বিপরীত অবস্থানে আছে। তারা ডাক্তার, কাজেই তাদের সিদ্ধান্ত বিচারকের ন্যায়। তাদের সাদা পোশাকের কাছে মানুষ অনেক কিছু প্রত্যাশা করে, সাধারণ রোগিরাও

তাদেরকে অসাধারণ কিছু ভাবে। তাদের স্টেথেস্কোপ, যা তাদের বাম পকেটে মুখ বের ক'রে থাকে, সেটা খুব কমই ব্যবহৃত হয়। তাদের যে সব তথ্য বায়োকেমিস্ট্রির ক্লাসে পড়ানো হতো বা শেখানো হতো তা বাস্তবে কাজে লাগাতে তারা দ্বিধা বোধ করে।

যদিও তারা বিভিন্ন মেডিকেল স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রি এবং সে কারণেই তাদেরকে ডাকা হয়েছে। তারা সবাই বিভ্রান্তির মধ্যে আছে। এলিভেটর থেকে বের হয়ে বেয়ার্ড-৫-এর ফ্লোরে পা রাখলো তারা। দরজা খুলে স্ক্রাব এপ্রোন পরা একজন ডাক্তার বেয়ার্ড-২ থেকে বেরিয়ে এলো। তারা এক নজর দেখেই বুঝে ফেললো যে, এই জায়গাটি পুরোদমে কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

পঞ্চম তলায় পৌছেই পাঁচজন ছাত্রছাত্রি থমকে দাঁড়ালো। তারা বুঝে উঠতে পারলো না যে, তারা ঠিক কোন্ দিকে যাবে। সুজান নিজেই নেতৃত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে করিডোর ধরে হেটে নার্স স্টেশনে চলে এলো। অন্যান্য তলার মতো এখানকার নার্সেরা তাদের নিজেদের নিয়ে বেশ খোশ মেজাজেই আছে। ওয়ার্ড ক্লার্ক কানে টেলিফোন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রক্ত-সঞ্চালক বিরস বদনে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হেড নার্স টেরি লিনকুইভিস্ট সাধারণত যেসব রোগিকে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ডাকা হবে তাদের লিস্ট পরীক্ষা ক'রে দেখছে। অন্য ছয় জন নার্স এবং ব্রাদাররা তাদের নিজ নিজ কাজ অর্থাৎ সার্জারি বিভাগে রোগি নিয়ে আসা, নিয়ে যাওয়ায় ব্যস্ত রয়েছে। মৌচাকের মতো জায়গাটা গুঞ্জরিত।

সুজান হুইলার সরাসরি এখানে এসে সর্তকতার সাথে চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করলো। ওয়ার্ড ক্লার্ককে দেখেই মনে হলো কথা শুরু করার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি সে।

"একটু শুনুন তো, আপনি কি আমাকে বলতে..," সুজান শুরু বলতে শুরু করলো।

ওয়ার্ড ক্লার্ক তার বাম হাতটা সুজানের দিকে তুললো। "আমাকে বিষয়টা আবার বলুন। এখানকার হট্টগোলে কিছুই শোনা যাচ্ছে না," লোকটা টেলিফোনে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। রিসিভারটা তার মাথা এবং কাঁধের মাঝামাঝি ধরে রাখা। সে তার সামনের প্যাডে লিখে নিচ্ছে। "অবশ্যই। আমি নিশ্চিত একজন... অনুমতি দেয়া হয়েছে।" সে অর্ডার শিট বের করা জন্য উন্মত্তের মতো চার্ট দেখতে লাগলো। "ল্যাবের অনুরোধ আমি পূরণ করেছি।" তার অর্ডার শিট চেক করা শেষ। "দেখো, ডাঃ নাদিম কাচকলা দেখাবেন যদি কোনো...সেখানে না থাকে... কি?...বেশ, তোমার কাছে যদি পর্যাপ্ত সিরাম না থাকে তাহলে ওখান থেকে পাছটা উঠিয়ে বেশ কিছু সিরাম নিয়ে এসো। রোগি এগারো নাম্বারে আছে। বারম্যানের খবর কি? তুমি তার ল্যাবের কাজটা পেয়েছো?...অবশ্যই আমি এটা পেতে চাই।"

ক্লার্ক সুজানের দিকে তাকালো, রিসিভার কান এবং কাঁধ দিয়ে চেপে ধরে রেখে দ্রুত জিজ্ঞেস করলো, "আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"আমরা মেডিকেলের ছাত্রছাত্রি, আমরা জানতে এসেছি..."

"ভালো হয়, আপনারা মিস্ লিনকুইভিস্টের সাথে কথা বলুন," ক্লার্ক হঠাৎ ক'রে তার কাগজপত্রের দিকে দেখতে দেখতে পাগলের মতো হিজিবিজি ক'রে কি সব লিখতে শুরু করলো। সে কিছুক্ষণ লেখা থেকে বিরত থেকে পেন্সিল উঁচিয়ে সুজানের সুবিধার জন্য টেরি লিনকুইভিস্টকে দেখিয়ে দিলো।

সুজান টেরি লিনকুইভিস্টের দিকে তাকালো। সে ধারণা করলো নার্সটা বড়জোর তার থেকে তিন চার বছরের বড় হবে। সবদিক থেকেই সে দেখতে আর্কর্ষণীয় কিন্তু নির্দিষ্ট ক'রে বলতে গেলে একটু বেশিই নাদুস নুদুস, অন্তত সুজানের দৃষ্টিতে। নার্সটিও ক্লার্কের চেয়ে কম ব্যস্ততা দেখাচ্ছে না। কিন্তু সুজান দেরি করতে চাইলো না। হঠাৎ এক পলক তার দলটির দিকে তাকালো। যারা সুজানের পদক্ষেপের উপরই বেশি নির্ভর করছে।

সুজান পায়ে পায়ে মিস লিনকুইভিস্টের কাছে চলে এলো। "একটু শুনুন তো," সুজান ভদ্র সুরে বললো, "আমরা মেডিকেলের ছাত্রছাত্রি, আমাদের একটা...

"ওহ্, না," কথার মাঝে কথা বলে উঠলো টেরি লিনকুইভিস্ট, তাদের দিকে তাকিয়ে দ্রুততার সাথে তার ডান হাত তুলে কপাল চেপে ধরলো যেনো হঠাৎ তার মাথাব্যথা ধরেছে। "যা এই সময়টায় ঘটে," বললো লিনকুইভিস্ট দেয়ালের দিকে তাকিয়ে, সর্তকতার সাথে প্রতিটা শব্দ আওড়ালো সে, "এটাই বছরের সবচেয়ে ব্যস্ত তম দিন। আর আমি প্রতি বছর এই সময়েই নতুন মেডিকেল ছাত্রছাত্রি পেয়ে বসি," সে সুজানের দিকে ঘুরে উত্তেজিতভাবে বললো, "দয়া ক'রে আমাকে এখন বিরক্ত করবেন না।"

"আমি আপনাকে মোটেই বিরক্ত করছি না," সুজান আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো। "আমি শুধু আশা করছি আপনি আমাকে বেয়ার্ড-৫ নাম্বার লাউঞ্জটা কোন্ দিকে সেটা বলে দেবেন।"

"সোজা এই দরজা দিয়ে গিয়ে বিপরীত দিকের প্রধান ডেস্কটা," আস্তে আস্তে কোমল স্বরে বললো টেরি লিনকুইভিস্ট।

সুজান ঘুরে তার দলের দিকে যেতেই টেরি লিনকুইভিস্ট অন্য একটা নার্সকে ডেকে বললো, "তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না ন্যান্স, আজ আবার সেরকম একটা দিন এসে পড়লো। জানো আমরা এইমাত্র কি পেলাম?...আমরা আমাদের জন্য একদল কচি মেডিকেল স্টুডেন্ট পেলাম।"

সুজানের কান নার্সের কথাবার্তার দিকেই খাড়া ছিলো। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার দলের দিকে ফিরে গেলো।

সুজান ক্লার্কের ডেস্কের দিকে তাকালো। লোকটা এখনও ফোন নিয়ে আর লেখায় ব্যস্ত আছে। সে ডেস্কের বিপরীত দিক দিয়ে দুটো সাদামাটা দরজার দিকে গেলে অন্যরা তার পিছু নিলো।

কারপিন বললো, "অভ্যর্থনা কমিটি।"

"হু, সত্যিকারের লাল গালিচা সংবর্ধনা," ফেয়ারওয়েদার টিপ্পনি কাটলো। আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকা সত্ত্বেও মেডিকেলের ছাত্ররা তাদেরকে অন্যদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ন মানুষ ব'লে ভাবে।

"আহ...কি সুন্দর দিন...নার্সরা পারলে আমাদের চিবিয়ে খায়..." চুপিচুপি বললো গোল্ডবার্গ। সুজান ঘুরে ঘৃণার দৃষ্টিতে এক পলক গোল্ডবার্গের দিকে তাকালো, যে কখনও কোনো কাজ হাতে দেয় না। এমনকি সামাজিক কর্মকাণ্ডগুলোতেও যার সমান অনুপস্থিতি। সে নিজেকে চতুর ভাবে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় ততোটা চতুর সে নয়।

সুজান ঘোরানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। কক্ষটা পুরনো বইয়ে ভর্তি, বেশিরভাগই সেকেলে চিকিৎসার ডেস্ক রেফারেন্স বই, ছিন্নভিন্ন কাগজপত্র, নোংরা কফি কাপ, আর তাকে রাখা আছে ডিসপোজেবল নিডল এবং আই.ভি ইনজেকশন। দেয়ালের সাথে গিয়ে ঠেকেছে এরকম একটি কাউন্টার দেখা যাচ্ছে। যার মাঝামাঝি কর্মাশিয়াল সাইজের কফি মেকার বসানো। একটু দূরে পর্দা ছাড়া জানালা যা দিয়ে বোস্টনের নর্দমা চোখে পড়ে। ছাদের সাথে আঁটকানো নিয়ন বাতিতে কক্ষটা আলোকিত। ডান পাশের দেয়ালে একটা বুলেটিন বোর্ডে তথ্য, ঘোষণা এবং অন্যান্য জিনিস সাঁটা। তারপরেই একটা ব্ল্যাক বোর্ডে চকের গুড়ো ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কক্ষের মাঝামাঝি কতোগুলো চেয়ার জড়ো করা, সাথে ডান দিকে একটা ক'রে ডেস্ক রয়েছে। বেলোজের জন্য একটা ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে টেনে আনা হয়েছে। ছাত্রছাত্রিতে পূর্ণ হয়ে গেলে বেলোজ তার বাম হাত উঁচু ক'রে ঘড়ি দেখলো। এই আচরণ ছাত্রছাত্রিদের সুবিধাই দেয়, কারণ তারা কিছু দিনের মধ্যেই এই ভঙ্গিটি চিনে ফেলে। বিশেষত গ্রোল্ডবার্গের জন্য, যে সাধারণত এসব বিষয়ে অধিক পারদর্শী, আর এটা তার গ্রেডের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে থাকে।

কয়েক মিনিট কেউ কিছুই বললো না। বেলোজ প্রতিক্রিয়ার জন্য নিঃশব্দে ব'সে রইলো। তার এসব মেডিকেল ছাত্রদের নিয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু তার কর্ম ক্ষমতার কারণে সে আনুগত্য বোধ করে পরিচালকের কাছে। কিছুটা ক্লাস নিচ্ছে বাধ্য হয়েও।

ছাত্রছাত্রিরাও নিঃশব্দ, কারণ তারা এতোক্ষণ সবাই অসুস্থ বোধ করা শুরু করেছে, কিছুটা পাগলের মতোও হয়ে আছে।

"এখন বাজে ন'টা বিশ," বেলোজ প্রতিটি ছাত্রছাত্রির দিকে তাকিয়ে বললো, "সাক্ষাৎকারটা আমরা ন'টায় ঠিক করেছিলাম, ন'টা বিশে নয়।"

কেউ মুখের মাংশপেশীকে সামান্যতম নড়াচড়া করলো না কারণ বেলোজের মনোযোগ তার দিকেই যাবে।

"মনে হয় আমরা যদি অন্তত এখন শুরু করি সেটা ভালো হয়, নাকি?" বেলোজ বলে চললো। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এক টুকরো চক তুলে নিলো। "সার্জারি বিষয়ে একটা কথা জেনে রাখা দরকার, বিশেষত এই মেমোরিয়ালের জন্য। সবকিছু সময় মতো হয়। তোমরা এটা আত্মস্থ ক'রে নাও, অথবা বিশ্বাস করতে পারো যে, তোমাদের অভিজ্ঞতা এখানে এসে..." বেলোজ উপযুক্ত শব্দের জন্য হাতড়াতে হাতড়াতে ব্ল্যাক বোর্ডের উপর চক দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। সে সুজান হুইলারের দিকে তাকালো, যার ভাবভঙ্গি তাকে মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় ফেলে দিলো। চকিতে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তারপর বলে উঠলো, " কী সুদীর্ঘ শীতের আগমন!" বেলোজ পেছনের ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে মুখস্ত করা সূচনাময় বক্তব্য বলতে শুরু করলো। সে নিশ্চিত, ফেয়ারওয়েদারকে সে চিনতে পেরেছে। খুব পাতলা গোছের অ্যাম্বার রঙের রিমলেস চশমা পরা ছেলেটিকেই বেলোজের মনে হলো গোল্ডবার্গ; বেলোজ বেশ আত্মবিশ্বাসী যে, সে ছেলেটিকে খুঁজে বের করতে পারবে। অন্য দু'জন ছেলে বেলোজের কাছে তেমন গুরুত্বপুর্ণ নয়।

বেলোজ হতবুদ্ধি অবস্থায় আবার সুজানের দিকে তাকিয়ে আগের মতোই দ্বিধাদ্বন্দে ভুগলো। সে মেয়েটার অদ্ভুত আর্কষণীয় চেহারা এবং ব্যক্তিত্বের জন্য প্রস্তুত ছিলো না। মেয়েটি গাঢ় নিল রঙের গাউন পরেছে যেটা তার উরু পযর্ন্ত নেমে গেছে। তার উপরে হালকা নিল রঙের অক্সফোর্ড শার্টের উপর পরেছে গাঢ় নিল আর লাল রঙের রেশমী স্কার্ফ। মেডিকেলে ছাত্রদের জন্য ব্যবহৃত সাদা এপ্রোনের সামনের বোতামগুলো খোলা-ই ছিলো। তার উন্নত বুক তার যৌন আবেদনময়তারই বহিঃপ্রকাশ, আর বেলোজ এসবের জন্য প্রস্তুত না থাকায় মেডিকেল ছাত্রদের জন্য তার সব পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে গেলো। অনেক কষ্ট করে সে সুজানের দিক থেকে নিজের চোখ সরিয়ে রাখতে সমর্থ হলো।

"তোমাদের তিন মাস সার্জিক্যাল রোটেশানের ফলশ্রুতিতে তোমরা এই ওয়ার্ড ৫-এ মাত্র একমাসের জন্য কাজ করবে।" বেলোজ বলে চললো, মেডিকেল শাস্ত্রের শুরুর দিককার কিছু কথা সে তাদের শুনিয়ে দিতে চাচ্ছে, "এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ন একটি সুযোগ। এ থেকে অনেক সুবিধাই পাবে তোমরা, আর অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে এটা এক ধরণের অসুবিধাও, তোমরা অনেক কিছু ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হবে..."

এই ধরণের দার্শনিক কথাবার্তায় কারপিন মুচকি হাসি দিয়ে অন্যদের দিকে তাকালো কিন্তু সে একাই হাসছে, বাকি সবাই গোমড়া মুখে ব'সে আছে। তাই নিজের হাসিটা সামলে নিলো সে।

বেলোজ তার দৃষ্টি কারপিনের দিকে নিবদ্ধ করে বলতে লাগলো, "বেয়ার্ড ৫ রোটেশনের মধ্যে আছে সার্জিক্যাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট। সেখানে তোমরা ইনটেনসিভ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। সেটাই সবচেয়ে ভালো বিষয়। অসুবিধার বিষয় কি জানো, এটা তোমাদের একেবারে ক্লিনিক্যাল বিষয়ের শুরুতেই হচ্ছে। আমার মনে হয়, এটাই তোমাদের প্রথম ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা। তাই না?"

কারপিন তার আশেপাশের অন্যদের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলো যে, তাকে করা এটাই শেষ প্রশ্ন কিনা।

"আমরা..." তার কথা যেনো গলা দিয়ে বের হতে চাচ্ছে না, সে তার গলা খাকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলো। "তা ঠিক," অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলে বললো।

"ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট," বেলোজ বলতে লাগলো, "এটা এমন একটা জায়গা যেখান থেকে তোমরা বেশিরভাগ জিনিস শিখতে পারবে কিন্তু এটাই রোগিদের কাছে সবচেয়ে সংকটপুর্ণ জায়গা। যে সব আদেশ বা চার্ট কোনো রোগি সমন্ধে তোমরা লিপিবদ্ধ করবে সেটা অবশ্যই আমাকে অথবা যে দু'জন ইন্টার্নি ডাক্তার আছে তাদের কাছ থেকে সই করিয়ে নেবে। যে সব অর্ডার তোমরা আইসিইউ'তে লিখবে সেগুলো সাথে সাথেই সই করিয়ে নেবে। ওয়ার্ডের যে কোনো রোগি সম্পর্কিত অর্ডার সারা দিনের বিভিন্ন সময়ে লিখে ফেলবে। ব্যাপারটা পরিস্কার?"

বেলোজ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রির দিকে তাকালো, এমনকি সুজানের দিকেও, যে তার হতবুদ্ধি অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে কোনোরকম ভাবভঙ্গি না করেই। বেলোজের প্রতি সুজানের প্রাথমিক ধারণা মোটেই বন্ধুসুলভ নয়। তার আচার আচরণ মনে হচ্ছে যেনো কৃত্রিম এবং তার শুরুতেই নিয়মানুবর্তিতার উপর ছোটোখাটো বক্তৃতা যেটা কোর্স শুরুর আগে এ অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হচ্ছে। বেলোজের একঘেমেয়ি কথাবার্তার সাথে কিছুটা দার্শনিক ভাবভঙ্গি দেখে সুজান মনে মনে সার্জিক্যাল ব্যক্তিত্বের যে ছবি গড়ে নিয়েছিলো তার সাথে মিলে গেলো। সুজানের কাছে মার্ক বেলোজ কোনো পুরুষ মানুষ নয়। এসব ভাবনার কারণে তার মনে বেলোজ কোনো রেখাপাত করলো না।

"এখন," একঘেয়ে কৃত্রিম স্বরে বলতে থাকলো সে, "আমি তোমাদের জন্য ক্যালেন্ডারের নিয়ম অনুযায়ী কিছু শিডিউল ফটোকপি ক'রে রেখেছি। আমরা এটাই অনুসরণ করবো, অন্তত যখন বেয়ার্ড ৫-এ থাকবো। ওয়ার্ড এবং আইসিইউ-এর রোগি তোমাদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেয়া হবে। তোমরা প্রয়োজনে সরাসরি ইন্টার্নদের সাথে কাজ করবে। ভর্তির নিয়ামানুযায়ী আমি চাই, তোমাদের নিজের শিডিউল অনুযায়ী ভাগ হবে। যেকোনো একজন প্রতি পরীক্ষায় পুরো কাজ করবে। রাতের কাজের জন্য আমি চাই যেকোনো একজন এখানে রাতে থাকবে। তার অর্থ

হলো, পাঁচ রাতের যে কোনো এক রাত ক'রে তোমাদের একজনকে থাকতে হবে। আর সে কারণেই সেটা তোমাদের কাছে অতিরিক্ত বোঝা ব'লে মনে হবে না। প্রকৃতপক্ষে, সেটা দরকারের চেয়ে অনেক কম। যদি কেউ সন্ধ্যায় থাকতে চাও তো বেশ ভালো কথা। কিন্তু কমপক্ষে একজনকে রাতে এখানে থাকতেই হবে। তোমরা নিজেরা একত্রে ব'সে আলোচনা ক'রে আমাকে শিডিউল দিও, কে কোন্ দিন থাকতে চাও।

"রাউন্ড প্রতি দিন ভোর সাড়ে ছয়টায় আইসিইউ'তে শুরু হবে। তার আগেই আমি চাই, তোমরা তোমাদের রোগি দেখবে। তাদের সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে সেই সময়কার রাউন্ডসহ। আমি কি বোঝাতে পারলাম?"

ফেয়ারওয়েদার কারপিনের দিকে হতবিহ্বল আর অবসাদজনিত চোখে তাকালো। সে ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কারপিনের কানে কানে বললো, "হায় ঈশ্বর, আমাকে বিছানায় শোয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হবে।"

"তোমার কি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার আছে, মিঃ ফেয়ারওয়েদার?" বেলোজ জানতে চাইলো।

"না," ফেয়ারওয়েদার তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো। বেলোজ তার নাম জানে এ কারণে সে বেশ অবাক হয়ে গেলো।

"সকালের বাকি সময়টা..." বেলোজ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলো, "প্রথমে আমি তোমাদেরকে ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে নার্সিং স্টাফদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। তারা তোমাদেরকে দেখে বেশ খুশিই হবে, আমি নিশ্চিত," বেলোজ বাঁকা হাসি হেসে বললো।

"আমরা তাদের খুশি খুশি ভাবটা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি," সুজান প্রথম বারের মতো মুখ খুললো। তার কণ্ঠস্বর শুনে বেলোজের চোখ তার দিকে স্থির হলো। "আমরা এখানে ব্যান্ডপার্টি দিয়ে আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনার আশা করি নি। তবে এটাও আশা করি নি যে, এরকম শীতল অর্ভ্যথনা পাবো।"

সুজানের ভাবভঙ্গি এর মধ্যেই বেলোজের স্নায়ুতন্ত্রে চাপ সৃষ্টি শুরু করে দিয়েছে। সুজানের কণ্ঠস্বরের ওঠানামা বেলোজের হৃদস্পন্দন আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেলোজ কথা বলার জন্য শব্দ খুঁজতে লাগলো।

"মিস্ হুইলার, তোমার বোঝা উচিত নার্সরা এখানে প্রথম এবং প্রধানত একটা জিনিসেই আগ্রহী।"

ফেয়ারওয়েদারের দিকে তাকিয়ে নাইলস্ চোখ টিপলো। কিন্তু এই চোখ টেপার মর্মার্থ সে ধরতে পারলো না।

"আর সেটা হচ্ছে রোগির সেবা করা। রোগিকে ভালোভাবে সেবা দেয়া। সে কারণেই যখন কোনো নতুন মেডিকেল ছাত্রছাত্রি বা নতুন কোনো ইন্টার্ন এসে হাজির হয়, তখন তাদের যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, যার অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে, সেটা সম্ভবত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস একত্রে রাখার চেয়ে অধিক বিড়ম্বনার।"

বেলোজ থামলেও সুজান কোনো উত্তর দিলো না। সে বেলোজ সম্পর্কে একটু চিন্তাভাবনা করছে। অন্তত পক্ষে বেলোজ একজন বাস্তববাদী। আর তার প্রতি যে খারাপ ধারণা হয়েছে সেটা কিছুটা উৎরানোর এটাই একমাত্র আশা।

"যে কথা বলছিলাম, তোমাদেরকে ওয়ার্ড দেখানোর পর আমরা সার্জারির ওখানে যাবো। সেখানে গলব্লাডারের অপারেশন আছে সাড়ে দশটায় এবং এটা তোমাদেরকে অপারেশন রুমের ভেতরটা দেখার জন্যে সুযোগ ক'রে দেবে।"

"এবং রিট্রাক্টর হাতানোর," যোগ করলো ফেয়ারওয়েদার।

প্রথম বারের মতো পরিবেশটা একটু হালকা হলে সবাই হেসে উঠলো এক সঙ্গে।

অপারেশান রুমে ডাঃ ডেভিড কাউলি সত্যিকারের একজন জাঁদরেল ব্যক্তি, কাউকেই তিনি তোয়াক্কা করেন না। রক্ত-সঞ্চালক নার্স কেস্ শেষ করার আগেই কেঁদে-কেঁটে একাকার হলে তাকে সরিয়ে আরেকজনকে সেখানে দিতে হয়েছে। অ্যানেসথেসিয়া আবাসিককে প্রায়ই বিদ্‌ঘুটে সব কথা শুনতে হয়। সার্জিক্যাল আবাসিক যখন এখানে প্রথম আসে তখন তার কেনে আঙুলের মাথা কেঁটে ফেলেছিলো কাউলির ছুরিতে।

কাউলি হচ্ছেন মেমোরিয়ালের অন্যতম প্রধান উন্নতিকামী জেনারেল সার্জন যার নিজস্ব অফিস বেয়ার্ড ১০-এ অবস্থিত। তিনি এখানেই শুরুতে ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং এখন এই মেমোরিয়ালকে তিনিই দেখাশোনা করেন। যখন সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তখন তিনি খুবই মজার মানুষ। মজার মজার জোক বলেন। অনেক অশ্লীল গল্প করেন। সবসময় অন্যের মত শুনতে আগ্রহী থাকেন। বাজি ধরেন এবং হাসেনও খুব। কিন্তু যখন তার ইচ্ছে মতো সব কিছু চলে না, তখন তিনি জ্বলন্ত আগুনের গোলা, তার অশুভ চরিত্র অগ্ন্যুৎপাতের মতো ফুঁটতে থাকে। সংক্ষেপে তিনি তখন বড়দের পোশাকে রাগী এক বাচ্চা ছেলে।

কাউলির আজকের রোগির অবস্থা বেশ খারাপভাবেই গেছে। শুরুতেই রক্ত-সঞ্চালক নার্স ভুল সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি রেখে দিয়েছিলো। সে মায়ো দণ্ডকে গলব্লাডার কাঁটার যন্ত্রপাতির সাথে রেখে দিয়েছিলো। ডাঃ কাউলি গোটা যন্ত্রপাতির ট্রে-টা হাতে তুলে নিয়ে সেটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে তাঁর রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন। পরবর্তিতে কাঁটাছেঁড়ার সময় রোগি একটু একটু কাঁপতে থাকলে তিনি কোনো মতে এ্যানেস্থেলজি রেসিডেন্টকে স্কালপোল দিয়ে আহত করা থেকে বিরত রাখেন। এরপর সময় মতো ডেকেও এক্স-রে'র দায়িত্বে থাকা লোকটাকে তিনি পান নি। যখন পেলেন তখন কাউলির ভয়ে বেচারা টেকনিশিয়ান প্রথম দুটো এক্স-রে ফিল্ম ভুল ক'রে এক্সপোজ ক'রে ফেললো।

যাইহোক, কাউলি রোগির খারাপ অবস্থার কারণটি ভুলে গেলেন। কাউলি নিজেই দূর্ঘটনাবশত গলব্লাডার ধমনীর উপরের অংশে গিট দিয়ে ফেলে ছিলেন। ধমনী আবার খুলতে এবং নতুন ক'রে হেপাটিক ধমনীর চারদিকে গিট দিতে গিয়ে বেশ ঝক্কির মধ্যে পড়তে হলো তাকে। রক্তপাত বন্ধ হওয়ার পরেও তিনি যকৃতে রক্ত বন্ধ না হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না।

ডাক্তারদের ফাঁকা লাউঞ্জে এসে কাউলি রাগে গজরাতে লাগলেন। তিনি নিজের লকারের সামনে এসে বিড়বিড় ক'রে কিছু বলতে লাগলেন। নিজের মাথার টুপি আর মাস্কটা খুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে লকারে সজোরে লাথিও মারলেন।

"সব অকর্মার দল। গোল্লায় যাক্ এই হাসপাতাল।" লাথির সাথে সাথে হাত মুঠি ক'রে ঘুষি পাকিয়ে লকারের দরজায় আঘাত করলেন। ফলে লকারের উপরে জ'মে থাকা বিগত পাঁচ বছরের ধুলো উড়তে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে লকারের উপর থেকে একজোড়া ওটি'র জুতা পড়ে গেলো। ভাগ্য ভালো, অল্পের জন্য কাউলির মাথায় পড়ে নি সেটা। লকারটা খুলে কাউলির নিজস্ব কিছু ছোটোখাটো জিনিসপত্রও হুড়মুড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

প্রথমে কাউলি জুতো জোড়া তুলে নিয়ে এটাকে এতো জোরে ছুড়ে মারলেন যে, দূরের দেয়ালে গিয়ে সেটা আছড়ে পড়লো। এরপর তিনি আবার লকারে লাথি মারলেন, যাতে ওটার ভেতর থেকে যেসব জিনিস পড়ে গেছে সেগুলো আগের জায়গায় ফিরে যায়। কিন্তু হঠাৎ লকারের ভেতরে একবার চোখ পড়তেই তিনি বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

কাছে এসে সব দেখে কাউলি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। লকারের ভেতরটা ওষুধে ভরা। কিছু খোলা, কিছু অর্ধ-ব্যবহৃত কনটেইনার এবং ভায়াল, কিন্তু বেশির ভাগই নতুন, মুখ বন্ধ। তার মধ্যে এ্যাম্পুল, বোতল এবং ওষুধের পাতা ভর্তি হয়ে আছে। যে সব ওষুধ পড়ে গেছে কাউলি খেয়াল ক'রে দেখলেন তার মধ্যে আছে *ডেমেরল*, *সাকসিনাইলকোলিন*, *ইনোভার*, *বোরাক্কা-সি* এবং *কিউরার*। লকারের ভেতরে আরো হরেক রকমের জিনিস আছে। তার মধ্যে কয়েক কার্টুন প্যাকিং করা *মরফিন*, বোতল, সিরিঞ্জ, প্লাস্টিক টিউব আর টেপ।

কাউলি দ্রুত মেঝেতে পড়ে যাওয়া ওষুধগুলো তুলে লকারটা তালা বন্ধ ক'রে চারপাশে একটু দেখে নিলেন। তিনি তার নোট বইয়ে লকারের নাম্বার ৩৩৮ লিখে নিলেন। এখন ওই নাম্বারের লকারটি কার নামে বা কে ব্যবহার করে সেটা খুঁজে বের করবেন তিনি। রাগের পরিবর্তে তার মনে যে বিষয়টি রেখাপাত করলো সেই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপুর্ণ আর এই গুরুত্বপুর্ন বিষয়টির উপরেই গোটা হাসপাতালের সুনাম নির্ভর করছে।

আরও যে জিনিসটা কাউলিকে বিব্রত করলো সেটা হলো তার প্রবাদতুল্য বুদ্ধিমত্তা।

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, সকাল ১০টা ১৫মিনিট

সুজান হুইলার স্ক্রাব এ্যাপ্রোন পরার জন্য ডাক্তার লাউঞ্জের দিকে গেলো না। কারণ ডাক্তার লাউঞ্জ মানেই পুরুষের আড্ডাখানা। সুজান নার্সদের লকারের দিকে গেলো যেটা মূলত মেয়েদেরই এলাকা। "গোল্লায় যাওয়া পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা," সে রেগেমেগে ভাবলো। তার কাছে এটা আরেকটা পুরুষ শাসিত সমাজের হট্টগোলের জায়গা বলেই মনে হলো। আর এতে ক'রে নিজের এই অসম অবস্থার কথাটাও তার মনে হলে সে একটু হতাশই হলো।

এই মুহূর্তে লকার রুমটা ফাঁকা। সুজান একটা খালি লকার খুব সহজেই পেয়ে গেলে সে তার সাদা এ্যাপ্রোনটা পরে নিলো। শাওয়ারের কাছাকাছি স্ক্রাব পোশাক পাওয়া গেলো। ফ্যাকাশে নিল রঙের কটন ফাইবারের একটাই পোশাক ওখানে আছে। এটা আসলে একজন স্ক্রাব নার্সের। সুজান সেটা নিয়ে তার সামনে মেলে ধরলো। আয়নার দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ ক'রে ভীতিকর চারপাশের মধ্যেও বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

"পোশাকটা পরে ফেলো," সুজান আয়নায় তার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে বললো। স্ক্রাব পোশাকটা পরে সুজান ডাক্তার লাউঞ্জের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। এরই মধ্যে সে তার সব সাহস হারিয়ে ফেলেছে। কোনো ভাবনা চিন্তা না করেই সে দরজাটা খুলে ফেললো।

সুজান যে দরজাটা খুললো সেটার খুব কাছাকাছিই ছিলো বেলোজ, সে তার ক্যাবিনেটের দিকেই এগুচ্ছিলো স্ক্রাব পোশাকের জন্য। জেমস্ বন্ড স্টাইলের কালো রঙের আন্ডারওয়্যার এবং কালো জুতো পরে আছে সে। এই পোশাকটাকে সে বলে 'স্কিভিস।' তাকে দেখাচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর কোনো পর্নো ছবির অভিনেতার মতো।

সুজানকে দেখা মাত্রই বেলোজ একটু ভড়কে গিয়ে ড্রেসিং রুমের ভেতরে নিরাপদ একটি জায়গায় ঢুকে পড়লো। নার্সের লকার রুম থেকে কারোরই এই দরজা দিয়ে ঢুকে ড্রেসিং রুম দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কৃত্রিম বিদ্রোহী ভাব নিয়ে সুজান ক্যাবিনেটের দিকে গিয়ে ছোটো স্ক্রাব টুপি আর প্যান্ট নিয়ে নিলো। এরপর সে যে রকম দ্রুত ঢুকেছিলো তেমনি দ্রুত বেরিয়ে পড়তেই ডাক্তার লাউঞ্জের ভেতর থেকে বেশ উত্তেজিত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো।

নার্সদের লকারের কাছে ফিরে এসে সুজান তাড়াতাড়ি তার পোশাক পাল্টে ফেললো। ফ্যাকাশে সবুজ এ্যাপ্রোনটা অনেকখানি লম্বা, তেমনি প্যান্টটাও। তার সুরু কোমরের কারণে প্যান্টটা যাতে কোমর থেকে পড়ে না যায় সেজন্যে দড়ি দিয়ে

বেঁধে নিলো। মানসিকভাবে বেলোজের মতো সবজান্তা স্বভাবের একজন সার্জনের বক্‌বকানি শোনার জন্যে প্রস্তুতি নিলো সে। ওয়ার্ডে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বের সময় বেলোজ যেরকম ভাব দেখিয়েছে, নিশ্চয় নার্সদের সাথেও একই আচরণ করে সে। নার্সরা এই আচরণের শোধ তুলতে পূর্ণোদ্যমে নতুন মেডিকেল ছাত্রছাত্রিদের উপর প্রয়োগ ক'রে থাকে। সুজানের কাছে এটা বেশ সুস্পষ্ট যে, বেলোজ একজন চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ। সুজান ঠিক করলো সে বেলোজের এই ব্যক্তিত্বের মোকাবেলা করবে। হয়তো এটা তার সার্জিক্যাল রোটেশনের কাজটাকে আরো বেশি সহনীয় ক'রে তুলবে। সে নিশ্চয় ড্রেসিংরুমে বেলোজের আন্ডারওয়্যার প্রত্যাশা করে না, কিন্তু অপারেশন রুমের দিকে যাওয়ার আগে সেই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সুজানের খুব হাসি পেলো।

"মিস হুইলার, আমার ধারণা," সুজান ঢোকার সাথে সাথে বেলোজ বললো। দরজার বাম পাশের দেয়ালের দিকে ঝুঁকে আছে বেলোজ, স্পষ্টতই সুজানের জন্য অপেক্ষা করছিলো। ডান কনুই দেয়ালে ঠেক্ দিয়ে হাতটা মাথায় রেখেছে সে। সুজান হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শুনে চম্‌কে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলো। সে মোটেও আশা করে নি বেলোজ এখানে তার জন্যে অপেক্ষা করবে।

"আমি যখন প্যান্ট ছাড়ছিলাম তখন তুমি দেখে ফেলেছো," চওড়া একটা হাসি দিয়ে বেলোজ বললো, নিজেকে সুজানের কাছে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করার খায়েশে, "এরকম মজার আর হাস্যকর ঘটনা অনেকদিন যাবৎ আমার সাথে ঘটে নি।"

সুজানও হাসির জবাবে একটু হাসলো। সে আশা করলো এসব ফালতু কথাবার্তা তাড়াতাড়িই শেষ হবে।

"আমি যখন বুঝতে পারলাম তুমি দেখে ফেলেছো," বেলোজ বলতে লাগলো, "ভাবলাম এটা আমার জন্যে একটু বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার হয়ে গেলো। আমার যদি সামান্যতম কাণ্ডজ্ঞান থাকতো তো আমি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তাম, আমার অমন পোশাক থাকা সত্ত্বেও তোমার মুখোমুখি হতাম...অথবা ওটা ছাড়া-ই। সে যাই হোক, এটা আমাকে ভাবাতে সাহায্য করেছে যে, আজ সকালে আমার শরীরে একটু বেশিই পোশাক ছিলো। আমি একজন দ্বিতীয় বর্ষের আবাসিক সার্জন, সেটাই আসল কথা। তুমি এবং তোমার বন্ধুরা হচ্ছো আমার মেডিকেল ছাত্রছাত্রিদের প্রথম দল। প্রকৃতপক্ষে আমি চাই তোমাদের এই সময়টুক যেনো তোমরা সর্বোচ্চ ব্যবহার ক'রে নিতে পারো, শিখতে পারো। অন্য দিকে এটা আমার জন্যও লাভ জনক। অন্তত পক্ষে, আমরা তো নিজেদের মতো ক'রে মজা করতে পারি।" অবশেষে হেসে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে হনহন ক'রে সুজানকে হতভম্ব অবস্থায় রেখে বেলোজ চলে গেলো গলব্লাডারের অপারেশন রুমে। এর ফলে লোকটার প্রতি

সুজান আরেকটু দ্বিধান্বিত হলো। লোকটার প্রতি তার রাগ আর বিদ্রোহচেতা মনোভাব পাল্টে গেলো। প্রকৃতপক্ষে এতে সুজানের বিদ্রোহীভাবটা উবে গিয়ে নিজেকে খুব বোকা এবং অন্য রকম কিছু মনে হলো। আসল ঘটনা হলো সুজান তার ভেতর থেকে সৌভাগ্যবশত উত্তেজিত হচ্ছিলো যেটা সুস্পষ্টভাবে বোঝায় সে নিজে এর জন্য কোনো কৃতিত্ব নিতে চায় না। এটা মার্ক বেলোজের প্রতি তার ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। সে লক্ষ্য করলো বেলোজ অপারেশন ডেস্কের ওখানে গেলো। এটা যেনো অন্য আবহাওয়ায় বেলোজের নিজের জায়গা। এই প্রথম সুজান একটু অভিভূত। আসলে সে ভাবলো লোকটা ততোটা খারাপ নয়।

অন্যরাও অপারেশন রুমে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। জর্জ নাইলস্ সুজানকে দেখালো কিভাবে জুতোর ভেতর কাগজের বুটিজ ঢুকাতে হয় এবং ফিতে দিয়ে বাঁধতে হয়। পরে সে মাথায় হুড পরে নিয়ে শেষে মুখে মাস্ক লাগালো। সবার পোশাক পরা শেষ হলে তারা ঘুরানো দরজাটা ঠেলে অতিপরিচ্ছন্ন অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে অপারেশন ডেস্কের কাছে চলে গেলো।

এর আগে সুজান কখনও অপারেশন থিয়েটারে ঢোকে নি। সে কয়েকটা অপারেশন গ্যালারির কাঁচের জানালা দিয়ে দেখেছে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা এতো কম যে, সেটা টেলিভিশনে অপারেশন দেখার মতোই। কাঁচের পার্টিশান মূল ঘটনাকে আড়াল ক'রে রাখে। কেউ সেটার সত্যিকারের অনুভূতি কখনও পেতে পারে না।

যখন বিস্তৃত করিডোর দিয়ে সুজান হাটতে লাগলো তখন সে একধরণের উত্তেজনা বোধ করলো। যে উত্তেজনা ভয় এবং মানুষের মৃত্যু নিয়ে। একের পর এক অপারেশন থিয়েটার পার হয়ে সুজান দেখতে পেলো কয়েকজন মানুষ একজন ঘুমন্ত রোগির উপর ঝুঁকে আছে। যার খণ্ডিত অংশ দিয়ে ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছে। হাসপাতালের একজনের সাথে ক্রাব নার্স রোগিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং অ্যানেসথেলজিস্ট ধাক্কা দিচ্ছে। খুব কাছাকাছি আসার পর সুজান দেখতে পেলো অ্যানেসথেলজিস্ট রোগির থুতনি উঁচু ক'রে ধরে আছে আর রোগি ভয়ানকভাবে চিৎকার করছে।

"আমি শুনেছি ওয়াটারভাইল উপত্যকায় চল্লিশ ইঞ্চি পাউডারের প্যাকেট আছে," অ্যানেসথেলজিস্ট ক্রাব নার্সকে বললো, "আমি শুক্রবারে কাজের পরে যাচ্ছি।"

গোটা দলটি আঠারো নম্বর রুমের ভেতর ঢুকে পড়লো।

"যতো কম কথা বলা যায় সেই চেষ্টা করবে," দরজার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বেলোজ বললো। "রোগি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। খুবই খারাপ ব্যাপার। আমি চাই, তোমরা এটা দ্যাখো। বেশ, কোনো সমস্যা নেই। আমাকে এখানে

অনেক বার দেখাতে হবে...কাজেই ডান দিকের দেয়ালের কাছাকাছি থাকো। যাতে যখনই কাজ শুরু হবে তোমরা একটু ঘুরলেই যেনো অন্তত কিছু দেখতে পারো। যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, সেগুলো কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখো, সেগুলো পরে করতে পারো। ঠিক আছে?" বেলোজ প্রতিটি ছাত্রছাত্রির দিকে তাকালো। সে নতুন ধরণের হাসি দিলো যখন দেখলো সুজান তার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর দরজা গলিয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

"ওহ্, প্রফেসর বেলোজ, স্বাগতম," জোরালো শব্দে, গাউন আর গ্লোভস পরিহিত এবং জীবাণুমুক্ত একজন এক্সরে মেশিনের কাছ থেকে জোরে চেঁচালো। "প্রফেসর বেলোজ তার ছাত্রদের নিয়ে এসেছে পাশ্চাত্যের দ্রুততম হাতের কাজ দেখাতে," হাসতে হাসতে লোকটা বললো। লোকটা তার হাত হলিউডের সার্জিক্যাল ফ্যাশানের স্টাইলে উপরে তুলে সামনের দিকে ঝুঁকে বলতে লাগলো, "আমি আশা করি তুমি বলেছিলে, আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা তারাই যারা দর্শক হিসেবে দূর্লভ চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে।"

"এ হলো হাঙ্ক," বেলোজ ছাত্রদেরকে এক্সরে মনিটরিং করানো এবং ও.টি থেকে শোনা যায় এমন জোরে হাস্যরত লোকটিকে দেখিয়ে বললো, "এর ফলে রিপোর্ট আসতে দেরি হয়। এ হলো স্টুয়ার্ট জনস্টন, এখানকার একজন সিনিয়র আবাসিক। আমরা কেবল চার মাস তার সাথে কাজ করার সুযোগ পাই। সে বলেছে সে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করবে। কিন্তু আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত নই।"

"তুমি আসলে একটা বোকা খেলোয়াড়, বেলোজ। কারণ আমি এই কেসটা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি," হাসতে হাসতে জনস্টন বললো। তারপর সে তার দু'জন সহকারীর দিকে তাকিয়ে কোনো রকম না হেসে বললো, "এখন রোগিকে উপযুক্ত পোশাক পরাও, তোমরা দু'জন? তোমরা কি করছো? তোমাদের গতরটাকে একটু নাড়াও, খাটাও।"

রোগিকে বেশ দ্রুতই পোশাক পরানো হলো। এক টুকুরো ধাতব টিউব রোগির মাথার উপরে দেয়া হলো, সার্জিক্যাল এরিয়া থেকে সরিয়ে নেয়া হলো এ্যানেসথেলজিস্টকে। যখন পোশাক পরানো হচ্ছিলো শুধুমাত্র রোগির পেটের ডান দিকের উপরের অংশ খোলা রাখা হলো। জনস্টন ছাত্রদের ডান দিকে দিয়ে ঘুরে গেলেন, একজন সহকারী বাম দিকে চলে গেলো। স্ক্রাব নার্স সব যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে ঘুরে মায়ো-দন্ডের কাছে এলো। সবকিছু ট্রে'তে সজ্জিত করা আছে। স্ক্যালপোলে নতুন ধারালো ব্লেড ঢুকানো হলো।

"ছুরি," বললো জনস্টন। স্ক্যালপোল তার ডান হাতের গ্লোভের চেটোয় ধরা। তার বাম হাত দিয়ে সে পেটের চামড়া টেনে ধরলো যাতে সেটা টান টান থাকে। মেডিকেলের ছাত্ররা সবাই নিঃশব্দে সামনে চলে এলো। নিষিদ্ধ কৌতুহলের মতো

নিঃশ্বাস আঁটকে দেখতে লাগলো সবাই। এটা যেনো কাউকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে দেখা। তাদের মন মানসিকতা এখন যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জনস্টন টান টান চামড়ার প্রায় দুই ইঞ্চি উপরে স্ক্যালপোল ধরে রেখে অ্যানেসথেলজিস্টের স্ক্রিনের দিকে তাকালো।

অ্যানেসথেলজিস্ট খুব ধীর গতিতে রক্তচাপের বেল্ট বেঁধে ওটা দেখতে লাগলো। ১২০/৮০। সে জনস্টনের দিকে তাকিয়ে সম্মতিসুচক মাথা ঝাঁকালো, যেনো গিলোটিনে কাটাকাটি শুরু করার সংকেত দিচ্ছে। ছুরি চামড়ার ভেতরে ব'সে গেলো খুব ধীরে স্লাইসের ন্যায়, যার কোণ হতে থাকে ৪৫ ডিগ্। ক্ষতস্থান উন্মুক্ত থাকলে রক্ত সেই ক্ষতস্থান পুর্ণ করে ভাসিয়ে দিলো।

ঠিক সেই সময়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার জর্জ নাইল্সের মস্তিষ্কে ঘটে গেলো। ছুরি দিয়ে রোগির দেহে কেটে স্লাইস করার সময় তার অক্সিপিটাল কর্টেক্সে কি যেনো খেলে গেলো। সহযোগী স্নায়ুগুলো সাথে সাথেই তথ্য সংগ্রহ ক'রে সেটা প্যারাইটাল লোবে পাঠিয়ে দিলো। ঘটনাগুলো এতো দ্রুত ঘটতে লাগলো এবং এতো বিস্তৃত ছড়িয়ে পড়লো যে, হাইপোথ্যালামাস উজ্জীবিত হলো। ফলে, মাংসপেশীর রক্ত নালীকা প্রসারিত হয়ে গেলো। তার মস্তিষ্ক থেকে রক্ত প্রসারিত নালিকায় চলে এলো। জর্জ নাইলস্ জ্ঞান হারালো। কাটা কলাগাছের মতো সে পেছনের দিকে ঢলে পড়লো। তার ঝুলে পড়া মাথা ভিনাইলের মেঝেতে অদ্ভুত শব্দ ক'রে পড়ে গেলো।

জর্জের মাথা মেঝেতে ঠুকে যাওয়ার শব্দে জনস্টন দ্রুত সেদিকে ঘুরে তাকালে তার বিস্ময়বোধ দ্রুত রাগে রুপান্তরিত হলো।

"ঈশ্বরের দোহাই, বেলোজ, যারা সামান্য রক্ত দেখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না সেই সব পোলাপানকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও," মাথা ঝাঁকিয়ে সে রক্তজমাট বাধা স্থানের দিকে চলে গেলো।

রক্ত-সঞ্চালক নার্স একটা জ্ঞান ফেরানো ক্যাপসুল জর্জের নাকের কাছে ধরলে তার গন্ধে জর্জের জ্ঞান ফিরে এলো। বেলোজ ঝুকে প'ড়ে তার ঘাড়ের কাছে ধরে মাথার পিছনটা উঁচু ক'রে তুললো। পুরোপুরি জ্ঞান ফেরার পর জর্জ উঠে বসলো। কী ঘটে গেছে তা নিয়ে তাকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ব্যাপার কি বুঝতে পারলে তাকে খুব বিব্রত দেখালো।

জনস্টন সেই মুহূর্তেও ব্যাপারটাকে সহজে ছেড়ে দিলো না।

"ধুত্তোরি, বেলোজ, তুমি কি আমাকে বলবে না যে, এই সব পোলাপান একেবারেই অনভিজ্ঞ? আমি বলতে চাইছি, যদি ছেলেটা আমার অপারেশনের ছুরির উপর পড়তো, তাহলে কি হতো?"

বেলোজ কোনো কিছুই বললো না। সে জর্জকে দাঁড়াতে সাহায্য করলো, যতোক্ষণ না জর্জ পুরোপুরি সুস্থ বোধ করলো। তারপর সে পুরো দলটাকে ১৮ নাম্বার অপারেশন রুম ত্যাগ করতে বললো।

অপারেশন থিয়েটারের দরজা বন্ধ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তারা শুনতে পেলো জনস্টন রাগি স্বরে তার জুনিয়র আবাসিকের প্রতি চেঁচাচ্ছে, "তুমি এখানে আছো কি আমাকে সাহায্য করতে, নাকি আমার কাজে ব্যঘাত সৃষ্টি করতে...?"

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, সকাল ১১টা ১৫মিনিট

জর্জ নাইল্‌সের গর্ব এর আগে কোনো কিছুতে এতোটা আহত হয় নি। তার মাথার পেছন দিকটা আঘাতের কারণে আলুর মতো ফুলে উঠেছে, কিন্তু কোনো ক্ষত তৈরি হয় নি। তার চোখের মনি স্থির অবস্থায় আছে, তার স্মৃতিশক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

যাহোক, এই ঘটনাটা গোটা দলটার সব শক্তি যেনো শুষে নিয়েছে। বেলোজ বেশি নার্ভাস ছিলো এজন্য যে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তার কাজের বিচারের উপর প্রভাব ফেলবে। প্রথম দিনেই অপারেশন থিয়েটারে ছাত্র নিয়ে সে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়েছে।

জর্জ নাইলস্ চিন্তিত এই ভেবে যে যতোবারই সে কোনো সার্জিক্যাল অপারেশন দেখবে ততোবারই তার এই কথাটা মনে পড়ে যাবে। অন্যেরাও কম বেশি বিব্রত এ কারণে যে, একজনের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া গোটা দলটার উপর প্রভাব ফেলবে।

প্রকৃতপক্ষে, সুজান অন্যদের মতো ক'রে ব্যাপারটা দেখছে না। সুজান বেশি ব্যথিত এ কারণে যে, জনস্টনের ব্যবহার এবং দৃষ্টিভঙ্গি হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে বদলে গেছে, কিন্তু বেলোজের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী একই আছে। এক মুহূর্তে তারা বন্ধুত্বপূর্ন হাস্যময়ী, পরমুহূর্তেই তারা রাগান্বিত, প্রতিহিংসাপরায়ণ, শুধুমাত্র একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য। সুজান তার মনের মধ্যে সার্জিক্যাল ব্যক্তিত্বের যে ধারণা ছিলো সেটা খতিয়ে দেখলো। সম্ভবত এরকম ব্যবহারই উপযুক্ত।

নিজেদের পোশাকেই তারা সার্জিক্যাল লাউঞ্জে ব'সে কফি পান করতে লাগলো। বিস্ময়করভাবেই কফিটা বেশ ভালো। সুজান লাউঞ্জের আশেপাশে মনোযোগহীনভাবে তাকিয়ে লোকজনের চলাচল দেখছে। ফ্যাকাশে সাদা চামড়ার একজন মানুষ সিঙ্কের কাছে, সুজান তাকে দেখলো। ওয়াল্টার। সুজান অন্য দিকে তাকালো, তারপর আবার লোকটার দিকে। ভাবলো লোকটা আসলে তাকে একবারও দেখে নি। কিন্তু সে দেখেছে। লোকটা ছোটো ছোটো কুতকুতে চোখে তাকে ভালো করেই দেখেছে। ওয়াল্টারের মুখের কোণে সব সময় সিগারেট ঝুলানো থাকে, যেটার জন্য মাঝে মধ্যে ঠোঁটের কোণ দিয়ে থুথু বেরিয়ে পড়ে। সিগারেটের ধোঁয়া উপরে উঠছে। ছাই লেগে আছে সিগারেটের মুখে। কোনো কারণ ছাড়াই সুজানের মনে হচ্ছে লোকটা নটরডেমের সেই কুঁজো লোকটা, শুধু কুঁজোটা ছাড়া। যেনো একটা অশুভ পিশাচের ছায়া মেমোরিয়ালের সার্জিক্যাল এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুজান বাইরের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার

চোখ ঘুরে ফিরে ওয়াল্টারের অস্বস্তিকর উপস্থিতির দিকেই পড়ছে। বেলোজ যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে সুজান খুশি হলো। তারা তাদের কফি কাপগুলো ফেলে দিয়ে যাওয়ার পথে সিঙ্কের কাছাকাছি আসতেই সুজান বুঝতে পারলো ওয়াল্টারের চোখের দৃষ্টির তার উপরেই আবদ্ধ। ওয়াল্টার কাশলে তার গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ হতে লাগলো।

"ভয়ংকর দিন, তাই না মিস্," সুজান যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন ওয়াল্টার সুজানের দিকে তাকিয়ে বললো।

সুজান কোনো উত্তর দিলো না। সে উৎফুল্ল যে এক দৃষ্টিতে তাকানো চোখের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে। সার্জিক্যাল এলাকায় তার অপছন্দের তালিকায় আরেকটি জিনিস যোগ হলো।

দলটা একত্রে সরে গেলো আইসিইউ থেকে। আইসিইউ-এর দরজা বন্ধ হতেই বাইরের দুনিয়া অস্পষ্ট এবং বিছিন্ন হয়ে গেলো। এক ধরণের পরাবাস্তব আবহাওয়া ছাত্রদের চোখের সামনে আলোকিত হয়ে উঠলো। সাধারণ কথাবার্তা এবং পায়ের শব্দ নিঃশব্দ হয়ে গেলো শব্দহীন উচ্চ সিলিংয়ের কারণে। যান্ত্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স শব্দ প্রকাশিত হতে থাকলো। বিশেষত কার্ডিয়াক মনিটরের ছান্দিক বিপের শব্দ এবং শ্বসন যন্ত্রের এদিক-ওদিক হিস্‌হিস্ শব্দের কারণে। রোগিরা আলাদা আলাদা উঁচু বেডে শুয়ে আছে—বেডগুলোর পাশ দিয়ে উঁচু নিচু করার ব্যবস্থা আছে। রক্ত-সঞ্চালনের নল এবং সূঁচ ঢুকানোর বিছিন্ন জিনিস সংযোগ দেয়া আছে। কিছু রোগির শরীরে স্তরের পর স্তর ব্যান্ডেজে জড়ানো। ফলে তাকে দেখতে মমির মতো লাগছে। কিছু রোগি জেগে আছে কিন্তু তাদের ভয়ার্ত চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা কিছু একটা নিয়ে শংকিত।

সুজান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রুমের ভেতরটা দেখলো। তার চোখ উজ্জ্বল মেশিনগুলোর লেখা দেখতে লাগলো। বুঝতে পারলো কতো কম তথ্য সে অর্জন করেছে এসব যন্ত্র সমন্ধে। সুজান এবং অন্য ছাত্ররা নিজেদের অপুর্ণতা সমন্ধে অনুভব করলো অস্বস্তিকর এক অনুভূতি। তাদের মেডিকেল স্কুলের প্রথম দু'বছর বলতে গেলে তারা কিছুই শেখে নি।

একত্রে থাকার কারণে পাঁচজন ছাত্রছাত্রি একটু স্বস্তি পেলো। তারা গায়ে গায়ে লেগে ডেস্কের মাঝামাঝি এলো। বেলোজকে পাপেটের মতো অনুসরণ করতে লাগলো তারা।

"মার্ক," একজন আইসিইউ নার্স ডাকলো। তার নাম জুন সেরগুড। তার বেশ পুরু বিলাসী সোনালী চুল এবং বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, যা মোটা কাঁচের লেন্সের চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকে। সে সত্যিকারের আর্কষণীয়। সুজানের তীক্ষ্ণ চোখ বেলোজের আচরণের পরিবর্তনটা দেখে নিলো।

"উইলসন মাত্র কয়েকবার পিভিসি দিয়েছে এবং আমি ড্যানিয়েলকে বলেছি আমাদের একটা লিডো-ড্রিপ ঝুলিয়ে দিতে।" মেয়েটা ডেস্কের দিকে হেটে গেলো। "কিন্তু বেচারা বুড়ো ভালোমানুষ ড্যানিয়েল কি করবে তা বুঝতে পারছে না... অথবা অন্যকিছু..." সে একটা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের ট্রেসিং পেপার বেলোজের সামনে তুলে ধরলো। "শুধু একবার এই পিভিসিটা দেখো।"

বেলোজ ট্রেসিং পেপারের দিকে তাকালো।

"না, এখানে না, বোকা," মিস্ সেরগুড বললো, "এগুলো তার নৈমিত্তিক ট্রেসিং। এখানে, ঠিক এখানেই।" সে বেলোজের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বেলোজের দিকে তাকালো প্রত্যাশার চোখে।

"দেখো, দেখো তার একটা লিডোকেইন ড্রিপ দরকার," বেলোজ হাস্যসুলভ মুখে বললো।

"সে বিষয়ে আমি বাজি ধরতে পারি," সেরগুড আবার বললো, "আমিই একটা মিশিয়েছি যাতে আমি প্রতি মিনিটে ২ মিলিগ্রাম ৫০০ ডোজে দিতে পারি। আসলে এটা লাগানো হয়েছে, আর তুমি যখন অন্য ঘটনাগুলোসহ আদেশটা লিখবে তখন আমি এটা চালিয়ে দেবো। এটা ঠিক যে, তুমি এটা কার্টরাইটকে জানাতে পারো। আমি এটা এ নিয়ে চারবার বলতে চাইছি, সে এই সামান্য আদেশের ব্যাপারে তার মন স্থির করতে পারছে না। আমি চাই না কোনো আইন এখানে এড়িয়ে যাওয়া হোক।"

মিস্ সেরগুড একজন রোগিকে নিয়ে বেলোজের সামনেই তার মন্তব্যে সাড়া দিয়ে আই.ভি লাইনে একটা দিতে থাকলো। সে দেখলো ওটা কোনো বোতল থেকে আসছে। সে লিডোকেইন ড্রিপ দেয়া শুরু করলে বোতলের মধ্যে প্রতি ফোঁটা পড়ার সময় দেখে নিলো। এই দ্রুত বিনিময় নার্স এবং বেলোজের মধ্যে ছাত্রদের মধ্যেকার অদেখা আত্মবিশ্বাসকে একটু উপরে তুলে দিলো। নার্সের দক্ষতা তাদের একটু যেনো মনোক্ষুন্নও করলো। এটা তাদের বিস্মিতও করেছে। নার্সের সরাসরি কর্মকাণ্ড এবং আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ তাদের পেশাগত নার্স-চিকিৎসক সর্ম্পকিত ধারণাকে কেমন যেনো গোলমালে ফেলে দিচ্ছে।

বেলোজ একটা দীর্ঘ তালিকা টেনে বের ক'রে ডেস্কের উপর রেখে ব'সে পড়লো।

সুজান চার্টের উপর নামটা লক্ষ্য করলো। *এন গ্রিনলি।*

ছাত্ররা বেলোজের চারিদিকে হল্লা করছে।

"সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ দিকটা সার্জিক্যাল কেয়ারের অথবা যে কোনো রোগির স্পেশাল কেয়ারের ক্ষেত্রে তরলের সামঞ্জস্যতা," বেলোজ চার্ট খুলে বললো, "আর সেটা প্রমাণের জন্যে এটা হচ্ছে সবচাইতে ভালো কেস।"

আইসিইউ-এর দরজা ঘুরে খুলে গেলে কিছু আলো এবং হাসপাতালের শব্দ এক ঝলক ঢুকে গেলো। এর সাথে সাথে ডাঃ কার্টরাইট, বেয়ার্ড ৫-এর একজন ইন্টার্ন ঢুকে পড়লো। সে একটু বেটেখাটো মানুষ। পাঁচ ফুট সাত। তার সাদা রঙের বহিরাবণ কোচকানো এবং তাতে রক্তের দাগ লেগে আছে। মোচ রাখার চেষ্টা করলেও তার দাড়ি বেশি ঘন নয় এবং প্রতিটি চুল আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন দিকে ঘুরে আছে যেনো। তার মাথার ঠিক মাঝখানটাতে টাকের আভাস দেখা যাচ্ছে। যা দ্রুত টাকে পরিণত হয়ে যাবে। কার্টরাইট বন্ধুভাবাপন্ন এবং সে সরাসরি ছাত্রদের দলটার দিকে এগিয়ে এলো।

"হেই মার্ক," কার্টরাইট বলতে বলতে তার বাম হাত বাড়িয়ে দিয়ে বেশ আনন্দ উৎফুল্লের সাথে বললো, "আমরা আজ বেশ সকাল সকাল গ্যাস্ট্রোকটমির কাজ শেষ করেছি। কাজেই আমি তোমাদের দলের সাথে লেগে যেতে পারি।"

বেলোজ দলটার কাছে কার্টরাইটের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ন্যান্সি গৃনলি সমন্ধে সংক্ষেপে কিছু জানাতে অনুরোধ করলো।

"ন্যান্সি গৃনলি," কার্টরাইট কিছুটা যান্ত্রিক গলায় বললো, "তেইশ বছর বয়সী তরুণী, প্রায় সপ্তাহখানেক আগে এই মেমোরিয়ালে এসেছিলো ডাইলেটেশন ও কিউরেটেজের জন্য। আগের মেডিকেল ইতিহাস একেবারেই পরিস্কার। কোনো রকম জটিলতা নেই। নিয়মমাফিক অপারেশন পূর্ব সব কিছুই স্বাভাবিক ছিলো, এমনকি প্রেগন্যান্সি টেস্টও নেগেটিভ ছিলো। সার্জারির সময় সে এ্যানেসথেটিক জটিলতায় প'ড়ে কোমায় চলে গেছে। সেই সময়টাতে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। দু'দিন আগের ইইজি একেবারে ফ্ল্যাট। বর্তমান স্থিতাবস্থায় আছে। ওজন ধরে রেখেছে। মূত্র নির্গমন ভালো। বি.পি, পালস্, ইলেকট্রোলাইট ইত্যাদি সবই ঠিক আছে। গত পরশু তাপমাত্রা সামান্য বেড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু শ্বাসের শব্দ স্বাভাবিক। সর্বোপরি, তাকে দেখে মনে হয় সে সবকিছু সামলে উঠছে।"

"সামলে উঠেছে বলতে বুঝতে হবে আমাদের দিক থেকে সাহায্য পেয়েই সেটা সম্ভব হয়েছে। বুঝেছো," বেলোজ শুধরে দিয়ে বললো।

"তেইশ?" সুজান এক পলক নির্জন কক্ষগুলো দেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে বসলো। তার মুখে হঠাৎ দুশ্চিন্তার রেখা ফুঁটে উঠেছে। আইসিইউ-এর নরম-মৃদু আলো সেটা অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো।

সুজান হুইলার নিজেও তেইশ বছর বয়সী।

"তেইশ কি চব্বিশ সেটাতে কিছু যায় আসে না," বেলোজ বললো। সে চেষ্টা করছে কিভাবে সর্বোত্তম তরলের সামঞ্জস্য বোঝাতে পারে। কিন্তু এতে সুজানের অবশ্য কিছু এসে যায়।

"সে কোথায়?" সুজান জিজ্ঞেস করলো, যদিও সে আসলে জানে না, সে আসলে কী বলতে চাচ্ছে।

"এই কোণায়, ওই বাম দিকে," বেলোজ আনা-নেয়ার কাগজের তালিকাটা না দেখেই বলে দিলো। "আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ তরলের সরবরাহ, যা রোগির শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এটা অবশ্য একটা পরিসংখ্যানিক তথ্য। আমাদের বেশি দরকার কাজ করা। কিন্তু আমরা একটা ভালো মতামত দিতে পারি। এখন দেখো, সে ১৬৫০ সি.সি মূত্র ত্যাগ..."

সুজান এসব কিছুই শুনছে না। তার চোখ খুঁজে ফিরছে সেই অনড় শরীর যা কোণের দিকের বেডে থাকার কথা। সেখানে দাঁড়িয়ে সে খুঁজে বের করলো কালো চুলের ঝোপ, পাংশুটে একটা মুখ এবং মুখের ভেতর একটা নল ঢোকানো। নলটি বিছানার পাশের বড় একটা চারকোণা মেশিনের সাথে সংযুক্ত। নলটি হিস্‌হিস্‌ শব্দ ক'রে সামনে পেছনে যাচ্ছে আর রোগির শ্বাস সরবরাহ করছে। রোগির শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। হাতজোড়া খোলা এবং তা প্রায় পয়তাল্লিশ ডিগ্ৰ কোণে রাখা। বাম হাতে আই.ভি লাইন চলে গেছে। অন্য আই.ভি লাইন ডান কাঁধের কাছ দিয়ে চলে গেছে। লুক্কায়িত একটা নরম আলো উপরে বিমের সাথে লাগানো, সেটা সরাসরি রোগির মুখ এবং শরীরের উপরের অংশ আলোকিত ক'রে রেখেছে। বাকি অংশটুকু ছায়ায় ঢাকা। সেখানে কোনো নড়াচড়া নেই, কোনো জীবনের চিহ্ন নেই, শব্দ নেই, শুধু মাত্র ব্রিদিং মেশিনের হিস্‌হিস্‌ শব্দ ছাড়া। রোগির নীচ থেকে একটা প্লাস্টিকের ছোটো নল নীচের দিকে চলে গেছে। সেখানে একটা পাত্র প্রশ্রাব জমা হচ্ছে।

"আমাদের প্রতিদিনকার শরীরের ওজনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে," বেলোজ বলে চললো। কিন্তু সুজানের গলার স্বর আর সর্তক ধ্বনির জন্যে তার কণ্ঠস্বর এলোমেলো হয়ে গেলো।

"একজন তেইশ বছর বয়সী তরুণী..." এই চিন্তাটা সুজানের মনের ভেতর বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কোনো রকম চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ছাড়াই সুজান ততক্ষণাৎ তার মানবিক উপাদান হারিয়ে ফেললো। বয়স এবং লিঙ্গের সমানুপাত থাকায় সুজান রোগিনির উপর থেকে মনোযোগ সরাতে পারলো না কোনো মতে।

"কতোক্ষণ ধরে সে কোনো রকম সাড়াশব্দ করছে না?" সুজান সেদিকে তাকিয়ে কোনো রকম পলক না ফেলে নিজে নিজে বললো।

বেলোজ তার কথার মাঝখানে বাঁধা পেয়ে মাথা ঘুরিয়ে সুজানের দিকে তাকালো। সে সুজানের মনের দিকটা বিবেচনা ক'রে বললো, "আট দিন।" তার তরল সামঞ্জস্যের ব্যাপারে বলতে একটু সমস্যা হলো এবার। "কিন্তু ওই কেসে আজ আমাদের খুব সামান্য কিছুই করার আছে, মিস্‌ হুইলার। তুমি কি দয়া ক'রে আমরা এখন যে বিষয়ে আছি সেদিকে মনোযোগ দেবে?"

বেলোজ তার মনোযোগ অন্যদের দিকে ফেরালো, "আমি তোমাদের বলতে চাচ্ছি, নিয়মমাফিক তরলের অর্ডার সপ্তাহের শেষে লেখা শুরু করা উচিত। এখন

কোথায় যেনো আমি ছিলাম...” বেলোজ তার খেই হারিয়ে ফেললে সবাই আশা করলো সুজান সূত্রটা ধরিয়ে দেবে।

সুজান একভাবে সেই স্থবির শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে, মনে মনে তার কোনো কোনো বন্ধুর এ পর্যন্ত ডি এ্যান্ড সি হয়েছে তার একটা তালিকা হাতড়াচ্ছে সে। একটু অবাক হয়ে ভাবলো তার এবং তার বন্ধুদের মধ্যে ন্যান্সি গ্রিনলি সমন্ধে কেন দু'রকম মনোভাব। কয়েক মিনিট পর সুজান তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। যখন সে কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তখন তাকে এরকম করতে দেখা যায়।

“এটা কিভাবে হলো?” আকস্মিকভাবে সুজান জিজ্ঞেস করলো।

বেলোজের মাথা দ্বিতীয়বার ঘুরলো। এবার বেশ দ্রুত। “এটা কিভাবে হলো?” সে নিজেও প্রশ্নটা ক'রে রুমের চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্ট করলো কি বলা হচ্ছে।

“কিভাবে রোগি এই কোমার পর্য্যায়ে চলে গেছে?”

বেলোজ সোজা হয়ে ব'সে চোখ বন্ধ ক'রে পেন্সিলটা নিচের দিকে নামিয়ে রাখলো। কথা বলার আগে দশ পর্যন্ত মনে মনে গুনে নিলো সে।

“মিস্ হুইলার, তুমি আমার কথার মাঝে কথা বলার চেষ্টা করছো,” আস্তে আস্তে বেলোজ বললো বেশ সৌজন্যমুলকভাবেই।

“তুমি আমাদের কথা শোনো। ওই রোগির কথা কি বলবো সেটা হচ্ছে ভাগ্যের সেই নির্মম পরিহাস, ঠিক আছে? সুস্বাস্থ্য...নিয়মমাফিক ডি এ্যান্ড সি... এ্যানেসথেসিয়া এবং কোনো ঝামেলা ছাড়াই ইনডাক্শন। মস্তিষ্কের অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে সে আসলে কখনই জেগে উঠবে না। যতোটুকু অক্সিজেন প্রয়োজন ততোটুকু সে নিতে পারছে না, বুঝলে? এখন আমরা আমাদের কাজে ফিরে যাই। আমাদের সারাদিন এখানে লিখিত আদেশের ভিত্তিতে কাজ ক'রে যেতে হবে, আর সন্ধ্যায় গ্রান্ড রাউন্ডের সাথে থাকতে হবে।”

“এই রকম ঘটনা কি এখানে প্রায়ই ঘটে?” সুজান জিজ্ঞেস করলো।

“না,” বেলোজ বললো, “খুবই কম ঘটে। একশোতে একটা।”

“একশো জনের মধ্যে সে হলো একজন,” সুজান যোগ করলো।

বেলোজ সুজানের দিকে তাকালো। বুঝতে পারলো না সুজান ব্যাপারটা কিভাবে নিচ্ছে, বা তার মনে কী খেলছে। ন্যান্সি গ্রিনলি সমস্যার মানবিক দিকটি হয়তো তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বেলোজ আয়নের অনুপাত ঠিক রেখেছে, ঠিক রেখেছে মূত্রর বর্হিগমন। জীবাণুমুক্তও ক'রে রেখেছে। বেলোজ চায় না ন্যান্সি গ্রিনলি তার তত্ত্বাবধানে থাকার সময় মারা যাক। যদি সে মারা যায় তবে সেটা বেলোজের কর্মদক্ষতার উপর প্রভাব পড়বে। আর স্টার্ক তার দিকে কিছু হুল ফুটানো মন্তব্য করবে। সে বেশ ভালোভাবেই মনে করতে পারলো জনস্টন যখন

একই রকম কেস্ সামলাচ্ছিলো তখন রোগি মারা গেলে জনস্টনকে স্টার্ক কি বলেছিলো।

এমন নয় যে, বেলোজ মানবিক দিকটা অস্বীকার করছে। আসল কথা হচ্ছে এ ব্যাপারে তার অতোটা সময় দেয়ার মতো সময় হাতে নেই। সে মোটামুটি এতো বেশি সংখ্যক কেসের সাথে সংযুক্ত আছে যে, অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় তার নেই। বেলোজ সুজান এবং ন্যান্সি গৃনলির বয়সের সাদৃশ্যের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। এমন কি কারোর এমন অবস্থার জন্যে কোনো ধরণের আবেগের ব্যাপারটাও তার মাথায় ঢুকাচ্ছে না।

"একশোতে একটা, চলো, এবার কাজে ফেরা যাক," বেলোজ তার চেয়ারটা ডেস্কের কাছাকাছি ঠেলে নিতে নিতে বললো। কম্পিতভাবে চুলের ভেতর তার হাত চালিয়ে হাত ঘড়িটা দেখে নিলো। "শোনো, আমরা যদি এক চতুর্থাংশ নরম্যাল স্যালাইন দেই তাহলে দেখতে হবে ২৫০০ সি.সি পেতে কতোটুকু লাগবে।"

সুজান পুরোপুরি আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কৌতুহলের কারণে সে কোণার দিকের কাছাকাছি চলে এসে ন্যান্সি গৃনলির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে। সে খুব ধীরে ধীরে এগোলো, যেনো সে ধারণা করছে বিপজ্জনক কিছু হঠাৎ ঘটে যেতে পারে।

ন্যান্সি গৃনলির চোখ আধ বোজা আর তার চোখের নিল মণির নীচের অংশ দেখা যাচ্ছে। তার মুখ মার্বেল পাথরের মতো সাদা যা তার বাদামী চুলের কারণে আরো বেশি ফর্সা দেখাচ্ছে। তার ঠোঁট শুক্‌নো, ফাঁটাফাঁটা, তার মুখের ভেতর প্লাস্টিকের মাউথপিস দিয়ে খোলা রাখা হয়েছে, গলায় এনডোট্রাকিয়াল নল লাগানো। উপরের দাঁতের পাটিতে বাদামী রঙের কিছু লেগে জ'মে আছে। পুরনো রক্ত।

এটা দেখে সুজানের মাথা হঠাৎ চক্কর দিয়ে উঠলে সে ফিরে এলো। আগের হাসিখুশি স্বাভাবিক মেয়েটির বর্তমানের অসহায় অবস্থা দেখে সে লাগামহীন আবেগে কাঁপতে শুরু করলো। এটা আসলে দুঃখবোধ নয়। এটা অন্য এক ধরণের অন্তর্গত ব্যথা। মৃত্যু অনুভূতি। অসহায়ত্ব। এই সব অনুভূতি, চিন্তাধারা সুজানের মনের ভেতর জলপ্রপাতের মতো প্রবাহিত হচ্ছে। তার হাতের তালু ঘেমে উঠলো।

সুজান ন্যান্সি গৃনলির একটা হাত তুলে ধরলো। এটা আশ্চর্যজনকভাবেই ঠাণ্ডা এবং অবশ। সে কি বেঁচে আছে, নাকি মরে গেছে? সুজানের মনে চিন্তাটা খেলে গেলো। কিন্তু মনিটরে হৃদযন্ত্রের ইলেকট্রনিক বিপ্ তার বেঁচে থাকাটাকে প্রতি মুহূর্তে নিশ্চিত করছে যেনো।

"আমার মনে হয় তুমি তরলের সামঞ্জস্য নিয়ে জানতে চাচ্ছো, মিস্ হুইলার," বেলোজ সুজানের পাশে এসে বললো। তার গলার স্বর ভাঙা ভাঙা বলেই সুজানের

কাছে মনে হচ্ছে এখন। সর্তকতার সাথে ন্যান্সি গৃনলির হাতটা রেখে দিতেই সুজান বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলো যে, গোটা দলটাই এই বেডের কাছে চলে এসেছে।

"শোনো সবাই, এটা হচ্ছে সি.ভি.পি লাইন, নাড়ীর মূল চাপ," ন্যান্সি গৃনলির গলায় লাগানো একটা মোটা প্লাস্টিক নল দু'আঙুলে ধরে বেলোজ বললো। "আমরা এটা এখন খুলে দিলে আই.ভি ফ্লুইড অন্য দিকে চলে যাবে, এটা দিয়েই এক চতুর্থাংশ নরম্যাল স্যালাইন দিতে হবে।

"তারপরে এখন," বেলোজ একটু বিরতি দিয়ে এবং অবশ্যই ন্যান্সি গৃনলির দিকে তাকিয়ে কী যেনো চিন্তা ক'রে বললো, "কার্টরাইট, অবশ্যই ইলেকট্রোলাইটের জন্যে আজকের মূত্রের ব্যাপারে অর্ডার পেয়েছে, কিন্তু প্রতিদিনকার সিরাম মানে রক্তাম্বু ইলেকট্রোলাইট করার ব্যাপারটা ছেড়েই দাও। ও, হ্যা, ওই সাথে ম্যাগনেসিয়াম লেভেলও, বুঝেছো?"

কার্টরাইট ঝড়ো গতিতে অর্ডারগুলো ন্যান্সি গৃনলির ইনডেক্স কার্ডে লিখে নিলো। বেলোজ একটা রিফ্লেক্স হ্যামার তুলে নিয়ে ন্যান্সি গৃনলির পায়ের রগে রিফ্লেক্স দেখতে শুরু করলো। কিছুই পেলো না সে।

"আপনি কেন শ্বাস নারী ছিদ্র করছেন না, মানে ট্রাকিওস্টেমি করাচ্ছেন না?" ফেয়ারওয়েদার জিজ্ঞেস করলো।

বেলোজ ফেয়ারওয়েদারের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে বললো, "এটা খুব ভালো প্রশ্ন, মিঃ ফেয়ারওয়েদার।" বেলোজ এবার কার্টরাইটের দিকে ঘুরে তাকালো। "আমরা ট্রাকিওস্টেমি করছি না কেন, ড্যানিয়েল?"

কার্টরাইট রোগিনির দিক থেকে চোখ সরিয়ে বেলোজের দিকে তাকিয়ে আবার রোগিনির দিকে তাকালো। সে কিছুটা ঘাবড়ে গেলো। রোগিনির ইনডেক্স কার্ডের দিকে বারবার তাকালো, সেখানে এই তথ্যটি নেই।

বেলোজ আবার ফেয়ারওয়েদারের দিকে ফিরলো, "এটা খুবই ভালো প্রশ্ন মিঃ, ফেয়ারওয়েদার, যদি আমার স্মরণ শক্তি আমার সাথে প্রতারণা না করে তাহলে আমি ডাঃ কার্টরাইটকে বলেছিলাম, ই.এন.টি'র ছেলেটাকে এখানে এনে ট্রাকিও করাতে। এটা কি ঠিক নয়, ডাঃ কার্টরাইট?"

"হু...মানে...হ্যা, তা ঠিক," কার্টরাইট বললো, "আমি তাকে ডেকেছিলাম কিন্তু সে আসে নি।"

"তুমি আর এটা নিয়ে মাথা ঘামাও নি," বেলোজ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বললো।

"না, আমি অন্য একটা ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম..." কার্টরাইট আবার বলতে শুরু করলো।

"ফালতু প্যাচাল বাদ দাও," বেলোজ কথার মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বললো, "এক্ষুণি এখানে ইএনটি'কে ডাকো। দেখে মনে হয় না, সে আসবে। দীর্ঘমেয়াদী শ্বাস পরিচর্যার জন্য আমাদের ট্রাকিও করার দরকার রয়েছে। দেখেছো, মিঃ

ফেয়ারওয়েদার, এনডোট্রাকিয়াল টিউবের কাফে, কারণে ট্রাকিয়ার ভেতরের অংশ কুচ্‌কে যাবে। এটাই একটা ভালো পয়েন্ট।

হারভে গ্রোডবার্গ নড়েচড়ে উঠলো, মনে মনে আশা করলো সে যদি ফেয়ারওয়েদারের প্রশ্নটা করতো।

বেলোজ এবং কার্টরাইটের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো সুজান।

"কারো কি কোনো ধারনা আছে, এই রোগির ক্ষেত্রে এই ভয়ংকর ব্যাপারটা কি ক'রে হলো?" সুজান জিজ্ঞেস করলো।

"কি ভয়ংকর জিনিস," বেলোজ মনে মনে আই.ভি শ্বাসযন্ত্র এবং মনিটর চেক করতে করতে দুর্বলভাবে জিজ্ঞেস করলো, "ওহ তুমি বলতে চাইছো সে আর কখনও জ্ঞান ফিরে পাবে না, ভালো কথা..." বেলোজ থেমে গেলো। "এটাতে মনে পড়ে গেলো। কার্টরাইট, যখন তুমি বিশেষজ্ঞকে ডাকবে, যদি নিউরোলজিস্ট এখানে আসে এবং রোগির আরেকটা ই.ই.জি করিয়ে নেবে। এটা যদি তখনও সমান থাকে তাহলে আমাদের কিডনিগুলো পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"কিডনি?" সুজান ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, ভাবতে চেষ্টা করলো ব্যাপারটা ন্যান্সি গৃনলির জন্য বলা হচ্ছে না।

"দেখো," বেলোজ তার হাত প্রসারিত ক'রে রেলিংয়ের উপর রেখে বললো, "আমি বলতে চাইছি, যদি তার অবস্থা ফেরানোর মতো না হয়, তাহলে আমরা তার কিডনি দুটো ভালো থাকতে থাকতেই অন্য কারোর জন্য সংগ্রহ করতে পারি, অবশ্য ভালো কিছুর বিনিময়ে, সে ব্যাপারে ওর পরিবারের সাথে আলাপ করতে হবে।"

"কিন্তু সে জ্ঞান ফিরে পেতে পারে," সুজান তার চোখ বড়ো বড়ো ক'রে মুখের রেখায় রঙের ঝলক তুলে প্রতিবাদের স্বরে জোর গলায় বললো।

"খুব কম সংখ্যইকই জ্ঞান ফিরে পায়," বেলোজ কাধ ঝাঁকিয়ে বললো, "বেশির ভাগই জ্ঞান ফিরে পায় না। চলো, এটা তাহলে দেখি। এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে মস্তিষ্ক অনুভূতিহীন মৃত এবং এর ফেরার কোনো সম্ভবনা নেই। তুমি নিশ্চয় মস্তিষ্ক ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারো না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা খুব কার্যকরী," বেলোজ বিদ্রুপাত্মকভাবে কার্টরাইটের দিকে তাকালে সে কথাটার অর্থ বুঝতে পেরে হেসে ফেললো।

"কেউ কি জানে এই রোগির মস্তিষ্ক সার্জারির সময় যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিলো সেটা কেন দেয়া হয় নি," যখন ন্যান্সি গৃনলির কিডনি নেয়া নিয়ে কথা হচ্ছিলো তখন সুজান খুব সাহসীভাবে তার আগের করা প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জিজ্ঞেস করলো।

"না," সরাসরি সুজানের দিকে তাকিয়ে বেলোজ সরলভাবেই বললো, "এটা একটা সহজ বিষয়। তারা এ্যানেসথেসিয়া প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

সম্পন্ন করেছে। এটা খুব বিখ্যাত এবং দায়িত্বশীল একজন এ্যানেসথিশিয়া আবাসিকের অধীনে হয়েছে এবং সে-ই কেসটা সামলেছে। তবে এটার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। এটা সম্ভবত কোনো স্ট্রোকের ব্যাপার হবে বলেই আমি মনে করি। হয়তো তার এমন কোনো অবস্থা ছিলো যাতে তার স্ট্রোকের মতো অবস্থা হয়েছিলো। আমি জানি না। যাহোক, মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাবের ফলে মস্তিষ্কের কোষগুলো মারা যাচ্ছিলো। অতি অল্প অক্সিজেনের ব্যাপারে সেরেব্রামের কোষগুলো খুবই স্পর্শকাতর থাকে। সুতরাং কোষগুলো অক্সিজেন স্বল্পতার প্রথম দিকেই মারা গেছে। ফলে, আমরা এখন এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি..." বেলোজ তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলো, হাতের তালু তুলে ন্যান্সি গৃনলির দিকে দেখালো, "একটা জড় পদার্থ। হৃদস্পন্দন আছে কিন্তু এটা মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করছে না। এখানে যা যা করা সম্ভব সবই করা হয়েছে। আমরা তাকে রেসপিরেটর দিয়ে শ্বাস দিচ্ছি।" বেলোজ ন্যান্সির ডান দিকের হিস্‌হিস্ শব্দ করা যন্ত্রটার প্রতি ইঙ্গিত করলো। "আমরা সংকটপূর্ণ অবস্থায় তরল এবং ইলেকট্রোলাইটসের ভারসাম্য ঠিক রাখছি, যেটা কয়েক মুহূর্ত আগে তোমাদের বোঝালাম, দেখালাম। আমরা তাকে খাওয়াচ্ছি, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করছি..." বেলোজ তাপমাত্রা বলার সাথে সাথে থেমে গেলো। তখনই তার মাথায় ব্যাপারটা এলো। "কার্টরাইট, একটা বহনকারী বক্ষ এক্সরেকে আজ আসতে বলবে। আমি পুরোপুরি এই ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলাম। তাপমাত্রার কথা মনে পড়েছে।" বেলোজ সুজানের দিকে তাকালো। "এখন একটা কারণে এই রোগির জীবন বের হয়ে যেতে পারে, শ্বাসকষ্ট... নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করার সময় মাঝে মাঝে আমি বিস্মিত হয়ে ভাবি আমরা এসব কী করছি। কিন্তু মেডিসিনে আমরা কোনো প্রশ্ন করতে পারি না। আমরা নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করি কারণ আমাদের এন্টিবায়োটিক আছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের কথার মধ্যে কোথায় জানি বেজে উঠলো, "ডাঃ হুইলার, ডাঃ সুজান হুইলার, ৯৩৮, প্লিজ..."

পল কারপিন সুজানের দিকে তাকিয়ে তাকে মাইক্রোফোনের দিকে ইঙ্গিত করলে সুজান বিস্মিত চোখে বেলোজের দিকে তাকালো।

"আমাকে ডাকছে?" সুজান অবিশ্বাসের সাথে প্রশ্ন করলো, "বলছে 'ডাক্তার হুইলার!'"

"আমি নিচের নার্সদেরকে তোমাদের নামের একটা তালিকা দিয়েছিলাম যাতে ওরা তোমাদেরকে রোগিদের মাঝে ভাগ ক'রে দিতে পারে। তুমি এখন রক্ত সঞ্চালক ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করবে।"

"এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, আমাদেরকে ডাক্তার ব'লে ডাকা হচ্ছে," সুজান আশেপাশে তাকিয়ে কাছের কোনো ফোন খুঁজলো।

"ভালো হয় তুমি এটাতে লেগে পড়ো, কারণ তোমাদেরকে ডাকার এটাই পদ্ধতি। তার মানে এই নয় যে, তোমাদেরকে তোয়াজ করা হচ্ছে। এটা রোগিদের কাছে তোমাদেরকে সহজভাবে নেয়ার জন্য করা হয়েছে। তোমরা ভুলে যেও না, তোমারা এখনও ছাত্র, কিন্তু এটা কোনো মতেই ওখানে প্রকাশ করবে না। যদি তারা জানতে পারে তোমরা এখনও ছাত্র তাহলে কিছু রোগি তোমাদেরকে তাদের স্পর্শই করতে দেবে না। তারা এমনভাবে চিৎকার করবে যেনো তারা কোনো শূকরছানা দেখছে। যাহোক, যাও, ওদের ডাকে সাড়া দাও, ডাঃ হুইলার। তারপর আমাদের সাথে যোগ দিও। এখানে শেষ করার পর আমরা দশটায় কনফারেন্স রুমে থাকবো।"

সুজান প্রধান ডেস্কের কাছে গিয়ে ৯৩৮-তে ডায়াল করলে বেলোজ তাকে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো।

সে চাচ্ছে না, কিন্তু সাদা এপ্রোনের নিচে অসাধারণ দেহভঙ্গিমা দেখা থেকে সে নিজেকে এড়াতেও পারলো না।

সুজান হুইলারের প্রতি বেলোজ আকৃষ্ট হতে শুরু করছে...

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, সকাল ১১টা ৪০মিনিট

মাইক্রোফোনে 'ডা: হুইলার' সম্বোধনটা সুজানকে অবাস্তব এক জগতে নিয়ে গেলো। তার কাছে মনে হতে লাগলো সে একজন অভিনেত্রী, যে কিনা একজন ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয় করছে। তার গায়ে সাদা এপ্রোন, আর পুরো দৃশ্যটাই অতি নাটকীয় এবং যথার্থ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে এই ভূমিকাটায় ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। আর যে কোনো মুহূর্তে তার এই মিথ্যে ডাক্তারের ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যাবার আশংকা করছে সে।

ফোন লাইনের অন্য প্রান্তে একজন নার্স কথা বলছে।

"আমাদের অপারেশন পূর্ব আই.ভি দেওয়ার একজন লোক দরকার। এই কেস্‌টা দেরিতে হয়েছে, এ্যানেসথেশিলজিস্ট কিছু ফ্লুইড চাচ্ছেন।"

"কখন আপনি আমাকে কাজটা শুরু করতে বলছেন?" সুজান টেলিফোনের তার মোচড়াতে মোচড়াতে জিজ্ঞেস করলো।

"এখনই," ফোন রাখার আগেই নার্স উত্তর দিলো।

সুজানের দলের অন্যরা ঘুরে আরেকটা রোগির কাছে চলে গেছে। তারা বেলোজের সাথে তালিকাটা দেখে আবার ডেস্কের কাছে চলে এলো। কেউ খেয়াল করলো না সুজান আইসিইউ-এর হালকা আলোর মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে দরজার কাছে পৌছে বাম হাত দিয়ে দরজার স্টেইনলেস স্টিলের হাতলটা ধরে ঘোরালো। বাইরে যাবার আগে সে আরেকটিবারের জন্য ন্যান্সি গৃনলির অচল এবং প্রাণনহীন অবস্থাটা দেখে নিলে পুণরায় সুজানের মনের মধ্যে বেদনার ঝড় বয়ে গেলো। সে বেশ কঠিন অবস্থার মধ্যে আইসিইউ কক্ষ থেকে বের হয়ে এলে তার মনে হলো সে যেনো মুক্তি পেয়েছে।

মুক্তি স্বাদটা খুবই সংক্ষিপ্ত হলো। ব্যস্ততার সাথে জমজমাটপূর্ণ করিডোর পার হতে হতে সুজান তার পরের কাজটার জন্যে জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো মনে মনে। এর আগে সুজান কখনও আই.ভি দেয় নি। সে তার কয়েকজন রোগির কাছ থেকে রক্ত নিয়েছে, এমনকি তার ল্যাব পার্টনারের কাছ থেকেও, কিন্তু সে কখনও আই.ভি দেয় নি। পুঁথিগতভাবে সে আই.ভি দেয়ার প্রক্রিয়া জানে, জানে কি কি প্রয়োজন এবং তাকে কি করতে হবে। সর্বোপরি, এটা কেবলমাত্র খুব ধারালো সূঁচের সাহায্যে চামড়ার ভেতর দিয়ে শিরাপথে তরলটা প্রবেশ করানো। সমস্যাটা হলো শিরা খুঁজে বের করা। শিরা জিনিসটা নুডুল্‌সের মতো একটা জিনিস যা সহজে ধরা যায় না। আরও বলা যায়, কোনো কোনো সময় চামড়ার উপরিভাগ দিয়ে শিরা

দেখা যায় না, শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে স্পর্শের সাহায্যে অন্ধের মতো জায়গাটা আন্দাজ ক'রে সূঁচ ঢুকাতে হয়।

এসব সমস্যা সত্ত্বেও সুজান জানে না আই.ভি দেয়াটা তার জন্য এক প্রকার চ্যালেঞ্জের মতো। তার সবচেয়ে বড় ধারণা এটা স্পষ্ট যে, সে এই খেলায় একেবারেই নতুন এবং সম্ভবত তার রোগি কিছুটা ক্ষ্যাপাটে, সে একজন আসল ডাক্তারকেই চাচ্ছে। পাশাপাশি তার মনে কোনোরকম ধারণাই নেই যে, সেই হারামজাদী নার্সটা তার সাথে কেমন বিরূপ ব্যবহার করবে।

সুজান যখন বেয়ার্ড ৫-এ পৌছালো তখন দৃশ্যপট কিছুটা বদলে গেছে। টেরি লিনকুইভিস্ট সুজানের দিকে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে চিকিৎসা কক্ষে ঢুকে পড়লো। অন্য একজন নার্স, যার মাথার ক্যাপে উজ্জ্বল কমলা রঙে দাগাঙ্কিত এবং যার বুকে নাম ঝুলানো সারাহ স্টার্ন, সুজানের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতে একটা আই.ভি ট্রে এবং এক বোতল আই.ভি ফ্লুইড ধরিয়ে দিলো।

"তার নাম বারম্যান, সে ৫০৩-এ আছে," সারাহ স্টার্ন বললো, "রিডিং নিয়ে চিন্তিত হয়ো না। আমি ওটা ঠিক ক'রে দিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

সুজান সম্মতি জানিয়ে মাথা নেড়ে ৫০৩ নাম্বার কক্ষটি খুঁজে বের করলো। এই ফাঁকে সে আই.ভি ট্রে'টা পরীক্ষা ক'রে দেখলো। সেখানে অনেক প্রকার সূঁচ আছে। মাথার খুলির সূঁচ, লম্বা-নল ক্যাথেটার, সি.ভি.পি লাইন, এবং প্রচলিত ডিসপোজেবল সূঁচ। সেখানে এক প্যাকেট এলকোহলে ভেজানো স্পঞ্জ রয়েছে, অল্প লম্বা কিছু রবার টিউব যা টরনিকোয়েট হিসাবে ব্যবহৃত হবে, এবং একটা ফ্লাশলাইট।

সুজান ৫০৭ এবং ৫০৫ নাম্বার রুম পাশ কাটিয়ে ৫০৩-এর সামনে এসে ট্রে'র ভেতর থেকে একুশ নম্বার প্যাকেটটা খুললো। আই.ভি দেয়ার প্রয়োজনীয় সূঁচ ওটাতে আছে। সে চেষ্টা করতে লাগলো তাকে যেনো দেখে অন্তত‌পক্ষে অভিজ্ঞ একজন ব'লে মনে হয়।

'রুম ৫০৩,' কক্ষের দরজার উপর লেখা। দরজাটা আধখোলা। সুজান বুঝতে পারলো না সে দরজায় নক্ করবে, নাকি সোজা হেটে ভেতরে ঢুকে পড়বে। আত্মসচেতনভাবে দ্রুত ভেবেই কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে দরজায় নক্ করলো।

"ভেতরে আসুন," ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ বললো।

সুজান পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা পুরোপুরি খুলে ফেললো। ডান হাতে আই.ভি ট্রে এবং বাম হাতে বোতলটা ধরে রেখেছে সে। একজন বুড়ো বয়স্ক লোককে দেখবে আশা করেই সে রুমে ঢুকলো। এটা মেমোরিয়ালের একটা সাধারণ কক্ষ, ছোটো পুরনো মেঝেতে ভিনাইলের টাইলস্। জানালা পর্দাহীন আর নোংরা। একটা পুরনো রেডিয়েটর, বার কয়েক দেয়ালে রঙ করার ফলে ঢেকে আছে।

সুজানের প্রত্যাশা মতো রোগি খুব বেশি বয়স্ক নয়, আবার খুব শক্তপোক্তও নয়। হাসপাতালের বিছানায় আধশোয়া যুবা বয়সী মানুষটা মোটামুটি ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী। সুজান সাথে সাথে ধারণা করলো মানুষটার বয়স তিরিশের মতো হবে। লোকটা হাসপাতালের পোশাক পরে আছে। তার কোমরের নিচ থেকে হাসপাতালের চাদর দিয়ে ঢাকা। তার চুল কালো এবং খুব ঘন, ব্যাক ব্রাশ করা আর দু'কান ঢাকা। তার মুখ সরু, বুদ্ধিদীপ্ত এবং এই শীতেও টানটান। তার নাক তীক্ষ্ম, নাকের ফুটো উর্ধ্বমুখী যেনো মনে হয় সবসময়ই শ্বাস নিচ্ছে। তাকে দেখে মনে হয় একজন অ্যাথলেট। শারীরিক অভিব্যক্তি প্রকট। তার পাকানো হাতের পেশী তার হাটুর উপর রাখা। তার হাত দুর্বলভাবে কাঁপছে যেনো খুব ঠাণ্ডা বোধ করছে। সুজান তৎক্ষণাৎ ধারণা করলো, লোকটা উদ্বিগ্নতার কারণেই এমনভাবে কাঁপছে।

"লজ্জা পাবেন না, সরাসরি এখানে চলে আসুন। এটা গ্র্যান্ড সেন্ট্রালের মতোই," বারম্যান হেসে বললো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে লোকটা সার্জারির জন্য অপেক্ষা ক'রে উদ্বিগ্ন হলেও মানুষকে স্বাগত জানাতে জানে।

সুজান ভেতরে ঢুকে বারম্যানের দিকে চকিত দৃষ্টি হেনে মাত্র একবার দেখে নিলো। বারম্যান এখনও হাসছে। সে ট্রে'টা বেডের নিচের দিকে টুলে রেখে আই. ভি বোতলটা ঝুলিয়ে দিলো বেডের মাথার কাছে স্ট্যান্ডের সাথে। সে সচেতন ভাবেই বারম্যানের চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। খুব বিস্মিতও হলো সে, কেন ঈশ্বরের ইচ্ছেয় বারম্যান এতোটা স্বাস্থ্যবান আর তরুণ।

সুজান হঠাৎ ক'রে রোগির কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো।

"আর কোনো ইনজেকশান নয়," বারম্যান কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো।

"আমার মনে হয় আরেকটা লাগবে," সুজান আই.ভি টিউবের প্যাকেট খুলতে খুলতে বললো। সে টিউবটাকে স্ট্যান্ডে লাগানো বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে টিউবের ভিতর দিয়ে তরল আসাটা দেখতে লাগলো। তারপর স্টপকটা বন্ধ ক'র দিয়ে বারম্যানের দিকে তাকালো। দেখলো বারম্যান স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"আপনি একজন ডাক্তার?" বারম্যান অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলো।

সুজান তাৎক্ষণিক কোনো উত্তর দিতে পারলো না। সে বারম্যানের গভীর বাদামী চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে মনে মনে তার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি সাজাতে শুরু করলো। সে যে ডাক্তার নয় সেটা সুস্পষ্ট। তাহলে সে কি বলতে চায়? সে বলতে চায়, সে একজন ডাক্তার। কিন্তু সুজান বাস্তববাদী এবং সে

দ্বিধান্বিত। সে যদি ডাক্তার বলতে শুরু করে, তবে তার নিজেকেও সেটা বিশ্বাস করতে হবে।

"না," সুজান একুশ নাম্বার নিডলের প্যাকেট খুলতে খুলতে নেতিবাচক উত্তর দিলো। বাস্তবতা তাকে হতাশ করলো, সে ভাবলো এতে ক'রে বারম্যানের উদ্বিগ্নতা আরো বেড়ে যাবে। "আমি এখনও একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট।"

উদ্বিগ্নতাজনিত বারম্যানের হাতের কাঁপুনিটা থেমে গেলো। "তাহলে সেটা নিয়ে এতোটা আত্মরক্ষামূলক না হওয়াই ভালো," সে নিষ্ঠার সাথে বললো, "আপনাকে দেখতে মোটেই ডাক্তারের মতো লাগে না, বা হবু ডাক্তারের মতোও নয়।"

বারম্যানের সরল মন্তব্যে সুজানের মনের তন্ত্রীর একটা তার টুং ক'রে বেজে উঠলো। তার পেশাগত দায়িত্ব তাকে কিছু সময়ের জন্য দ্বিধায় ফেলে দিলো। সে দ্রুত বারম্যানের মন্তব্যের দিকটা ঝেড়ে ফেললো। যেটা তার কাছে মনে হয় পিঠ চাপড়ে দেয়ার মতো।

"আপনার নামটা জানতে পারি কি?" বারম্যান পুর্বের মন্তব্যের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে বললো। বারম্যান তার চোখ জোড়া এক মুহূর্তের জন্য নিয়ন বাতি থেকে সরিয়ে এনে সুজানের দিকে তাকালো যাতে সুজানের বুকে লেখা নেমপ্লেটটা দেখতে পায় সে।

"সুজান হুইলার... ডাঃ সুজান হুইলার। এটা শুনতে বেশ লাগছে।"

সুজান তাড়াতাড়িই বুঝে ফেললো সে ডাক্তার কিনা এ বিষয় নিয়ে বারম্যান কোনো ঝামেলা করবে না। যদিও সে এখনও কোনো সাড়াশব্দ দেয় নি। বারম্যানের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যেটা কিছুটা স্বস্তিদায়কভাবে পরিচিত মানুষের মতো কিন্তু সে এটা ধরতে পারছে না। সে মনে মনে চেষ্টা করলো কিন্তু এটা এতো বেশি দূর্বোধ্য যে, সে ধরতে পারলো না। এটা এমন কিছু যাতে বারম্যানের সুন্দর কর্তৃত্বপরায়ণ আচরণটা ধরা পড়লো।

কিছুটা নিজের চিন্তাভাবনার সাথে কাজে মনোযোগ এবং কিছুটা কথোপকথনে অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে সুজান আই.ভির কাজ প্রস্তুত করতে থাকলো। বেশ দক্ষতার সাথেই সে বারম্যানের বাম কব্জিতে টরনিকুয়েট শক্ত ক'রে বেঁধে দিলো। প্যাকেটের মুখ ছিড়ে সূঁচ বের ক'রে এলকোহল স্পঞ্জ নিলো সে।

বারম্যান খুব আগ্রহের সাথে এইসব কর্মকাণ্ড দেখতে লাগলো।

"সেই হাসপাতালে ভর্তির শুরু থেকেই আমি সূঁচের ব্যাপারে আগ্রহী নই," বারম্যান এভাবে বলার চেষ্টা করলো যাতে ভদ্রতা বাজায় থাকে। সে তার হাত থেকে সুজানের হাতের দিকে বারবার তাকাতে লাগলো।

সুজান বারম্যানের বিষয়ে বেশ সর্তক আছে। সে আশ্চর্য হলো সে যদি বারম্যানকে বলতো যে, এটাই তার প্রথম আই.ভি দেয়া। সে কিছুটা নিশ্চিত যে, সে যা করছে তা ঠিকই করছে। সে এটা একারণে ভাবলো যে, যদি সেরকম কিছু হয় তো সেটা সামাল দিতে পারবে সে।

টরনিকোয়েট বারম্যানের হাতটা চেপে ধরলো যাতে তার হাতের উল্টো পিঠে শিরা ফুঁটে উঠে, যেনো এটা বাগানের হোস্ পাইপ। সুজান একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে চেপে রাখলো। বারম্যানও একই কাজ করলো। এলকোহল দিয়ে জায়গাটা মুছে দেয়ার পর সুজান বারম্যানের হাতের উল্টো পিঠে সূঁচ ঢোকানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু মোটা চামড়ার কারণে সেটা সহজে করা গেলো না।

"আহ্," বারম্যান চেঁচিয়ে তার খোলা ডান হাত দিয়ে বিছানার চাদরটা আকড়ে ধরলো। সে অবশ্য কিছুটা নাটকীয় ভঙ্গিতে একটু বেশিই প্রতিক্রিয়া দেখালো। যাহোক, এই প্রতিক্রিয়া সুজানকে আরো বেশি স্নায়ুবিক চাপের মধ্যে ফেলে দিলো। চামড়া ভেদ ক'রে সূঁচ ঢোকাতে চেষ্টা করলো সে।

"যদি এটা কোনো দুঃখজনক ঘটনা হয় তো আপনি সত্যিকারের ডাক্তারের মতোই আচরণ করছেন," বারম্যান তার হাতের উল্টো পিঠ দেখতে দেখতে বললো। টরনিকোয়েট আগের জায়গায় আছে এবং তার হাতের ওই জায়গাটা নিলবর্ন ধারণ করেছে।

"মিঃ বারম্যান, আপনি কি আরেকটু সহায়তা করতে পারেন না," সুজান বললো, সে আবার নতুন ক'রে চেষ্টা ক'রে দেখছে, আশার করছে এবার আর কোনো রকম বিপত্তি ছাড়াই কাজটা করতে পারবে।

"সহায়তা, আপনি বললেন," বারম্যান কথাটা প্রতিধ্বনি করলো। "আমি এতো শান্ত যেনো আমি কোনো উৎসর্গীকৃত বলির পাঠা।"

সুজান বারম্যানের বাম হাতটা বেডের উপর রেখে নিজের বাম হাত দিয়ে বারম্যানের হাতের চামড়া টানটান ক'রে ধরে রাখলো আগের চেয়ে অধিক শক্তিতে, এবার সূঁচটা চামড়া ভেদ ক'রে ঢুকে গেলো।

"আমি পেরেছি," বারম্যান রসিকতার সুরে বলে উঠলো।

সুজান ভেতরে অর্ধেক ঢুকে যাওয়া সূঁচের প্রতি মনোযোগী হলো। প্রথমে এটা শিরার ভিতরে ঢুকে গেলে দ্রুতই সে আই.ভি লাইনে ঢুকিয়ে দিলো। স্টপকক খুলে টরনিকোয়েট খুলে ফেললো সে। আই.ভি খুব ভালোভাবেই ভেতরে যেতে লাগলো।

দু'জনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

সত্যিকারের কিছু ঘটে যাওয়ার পর, রোগির জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু করতে পারার পর সুজান যেনো ইউফোরিয়ায় ভুগতে লাগলো। এটা একটা ছোটোখাটো কাজ, একটা ছোটো আই.ভি কিন্তু তারপরেও তো এটা চিকিৎসারই

অংশ। মনে হচ্ছে এখানে তার ভবিষ্যৎ আছে। এই আনন্দানুভূতি তার কাছে এমন একটা অনুভূতি নিয়ে এলো যাতে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেলো। বারম্যানের প্রতি তার মন দ্রবীভূত হলো, এমনকি হাসপাতালের পরিবেশের ভেতর সে সহজ বোধ করতে শুরু করলো।

"আপনি আমাকে আগে বলেছিলেন আমাকে দেখতে ডাক্তারের মতো দেখায় না," বারম্যানের হাতের উল্টো পিঠে আই.ভি লাইনের সাথে টেপ লাগিয়ে দিতে দিতে সুজান বললো, "দেখতে ডাক্তারের মতো দেখায় না, তার মানে কি?" তার কণ্ঠস্বরে কিছুটা বিদ্রুপাত্মক ভাব, যদিও সে বারম্যানের কথা শোনার জন্যে খুবই আগ্রহী।

"হতে পারে এটা একটা বালখিল্য মন্তব্য," বারম্যান সুজানের প্রতিটি নড়াচড়া, আই.ভি লাইনের টেপ লাগানো দেখতে দেখতে বললো। "কিন্তু আমি কিছু মেয়েকে জানি যারা আমাদের কলেজ থেকে মেডিসিনে চলে গিয়েছিলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভালো আছে। সবাই খুব মেধাবিই ছিলো। কোনো সন্দেহ নেই তাতে, কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমই মেয়েলি ভাব অবশিষ্ট রয়েছে।"

"তারা হয়তো আপনার কাছে ততোটা মেয়েলি নয়, কারণ তারা অন্য কোথাও যাওয়ার পরিবর্তে মেডিসিনের দিকে ঝুঁকেছে," আস্তে আস্তে আই.ভি ড্রিপ দিতে দিতে সুজান বললো।

"হয়তো...সম্ভবত..." বারম্যান চিন্তিতভাবে বললো। সে বুঝতে পারলো সুজানের ধ্যান ধারণা একটা নতুন ধারণার জন্ম দিচ্ছে। "কিন্তু আমি তা মনে করি না। তাদের মধ্যে দু'জনকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি। প্রকৃতপক্ষে, আমি তাদেরকে কলেজ থেকেই চিনি। তারা শেষবর্ষ পর্যন্ত কেউ মেডিসিনের ব্যাপারটা ভাবে নি। তারা তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকেই পুরুষালি ভাব অর্জন করতে শুরু করে। কিছুটা আপনার মতোই হবু ডাক্তার হুইলার, যদিও আপনার চারদিকে মেয়েলি আবহাওয়া ঘিরে রেখেছে।"

বারম্যানের মন্তব্যের প্রতিবাদে সুজান তার বান্ধবীদের উদাহরণ দিতে পারে অথবা তার নিজের মেয়েলিপনা সমন্ধেও। কিন্তু সে উচ্চস্বরে বললো, "আপনি সত্যি একজন বাস্তব মানুষ," অন্যদিকে সে ভাবলো বারম্যান খুব সিরিয়াস প্রকৃতির এবং প্রশংসা করার খাতিরেই এসব বলছে।

"আমাকে যদি আপনার পেশা বেছে নেয়ার ব্যাপারে সুযোগ দেয়া হতো," বারম্যান বলে চললো, "তবে আমি চাইতাম আপনি একজন নর্তকী হোন।"

সুজানের নিজের কল্পনার সাথে এটা মিলে যাওয়ায় একটু হতভম্বই হয়ে গেলো। সুজানের ভেতরের ব্যক্তিত্ব বারম্যান বের ক'রে নিয়ে এসেছে। তার জন্য

নর্তকীর কথা বলা হচ্ছে সত্যিকারের প্রংশসা, এবং সে নিজেও এতো বেশি ইচ্ছুক যে, বারম্যানের মন্তব্যটিকে মেয়েলিত্বের সত্যিকারের প্রশংসা হিসেবেই নিলো।

"ধন্যবাদ মিঃ বারম্যান," সুজান আন্তরিকতার সাথে ধন্যবাদ জানালো।

"দয়া ক'রে আমাকে শেন ব'লে ডাকবেন," বারম্যান বিনয়ের সাথে বললো।

"ধন্যবাদ শেন," সুজান পুণারাবৃত্তি করলো। সে তার আই.ভি সংক্রান্ত জিনিসপত্র গোছানো বন্ধ ক'রে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। সে নোংরা, ময়লা, মলিনতা, ইট, কালো মেঘ, পাতাহীন নির্জীর্ব গাছগুলো দেখছে না। সে ফিরে বারম্যানের দিকে তাকালো, "আপনি জানেন, আমি আপনাকে ব'লে বোঝাতে পারবো না আপনার প্রশংসা শুনে কতোটা খুশি হয়েছি আমি। এটা শুনে আপনার আশ্চর্য লাগতে পারে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, শেষের কয়েক বছর আমি ততোটা মেয়েলি ছিলাম না। আপনার মতো একজন মানুষের মুখের কথা শুনে নিজের কথাই মনে হচ্ছে। তার মানে এই নই যে, আমি এখানেই থাকছি কিন্তু কথা একই, আমি নিজেকে নিয়ে ভাবতাম..." সুজান থেমে গেলো, প্রকৃত শব্দটা বেছে নেয়ার জন্য চিন্তাভাবনা করলো, "নিরপেক্ষ অথবা ক্লীব। এটা খুব ধীরে ধীরে ঘটছে বিশেষত আমার পুর্বের ক্লাসমেটের সাথে, আমার পুরনো রুমমেটের সাথে যখন আমি তুলনা করি তখন আমি মনে করি আমি সত্যিই ওরকম কিছু হয়ে যাচ্ছি।"

সুজান হঠাৎ তার কথার মাঝামাঝি কথা শেষ ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সে নিজেও কিছুটা বিব্রত এবং কিছুটা বিস্মিত তার নিজের খোলাখুলি কথাবার্তা বলার জন্যে। "আমি এসব কি নিয়ে কথা বলছি? মাঝে মাঝে আমি নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারি না," সে হেসে ফেললো। "আমি এমনকি ডাক্তারের মতো অভিনয়ও করতে পারি না, দেখতে অবশ্যই তাদের মতো নই। আমি নিশ্চিত, শেষ যে কথাটা আপনি জানতে চান সেটা হলো আমি আমার পেশাগত বিষয়ে কতোটা খাপ খাওয়াতে পারবো।"

বারম্যান সুজানের দিকে হেসে তাকালো। সে সত্যিই মেয়েটার আত্ম বিশ্লেষণে মজা পেয়েছে।

"রোগি হচ্ছে এমন একজন যার সাথে কথা বলা যায়," সুজান বলতে লাগলো। "ডাক্তারের সাথে নয়। আপনি কেন আমাকে জানাচ্ছেন না যে, আপনি কি করেন, তাহলে তো অন্তত আমি একটু চুপ মেরে যেতে পারি?"

"আমি একজন স্থপতি," বারম্যান বললো, "লক্ষ লক্ষ স্থপতিদেরই একজন। কিন্তু সেটা অন্য গল্প। আমি বেশি উপভোগ করবো যদি আপনি আপনার কথা চালিয়ে যান। এটা আমার কাছে কতোটা আশ্চর্যের যে, আপনার মানবিক গুণাবলির কথা শুনছি এমন একটা জায়গায় এসে।" বারম্যানের চোখ জোড়া ঘরের চারদিক ঘুরলো। "আমি ছোটোখাটো অপারেশন নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, কিন্তু চারদিকে এইসব,

এই ধৈর্য ধরে থাকা, সেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আর সবাই এতোটা ব্যস্ত যে...” সে সুজানের দিকে ফিরে তাকালো। “আপনি বলুন, আপনি আপনার পুরনো রুমমেট সম্পর্কে কী যেনো বলছিলেন। আমি সেটা শুনতে চাচ্ছি।”

“আপনি চালিয়ে যেতে বলছেন? আশ্বস্ত করছেন?” সুজান জিজ্ঞেস করলো চোখ কুচ্‌কে।

“অবশ্যই।”

“ঠিক আছে। এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। মেয়েটা বেশ স্মার্ট। সে আইন স্কুলে পড়ে, নিজেকে একজন মেয়ে হিসাবেই প্রতিপন্ন ক'রে যতোক্ষন পর্যন্ত না সামনের দিকে এগিয়ে যায়, সে তার প্রভিতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে এবং বুদ্ধিদীপ্তভাবেই সব বিষয়ে অবদান রাখে।”

“আমি ভেবে পাই না আপনি বুদ্ধিদীপ্তভাবে কী করছিলেন, কিন্তু আপনি যে একজন মেয়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি কোনো মতেই একজন ক্লীব হতে পারেন না।”

প্রথমে সুজান বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাউকে মেয়ে হিসেবে বিবেচনা করার ব্যাপারে বারম্যানের মনোভাবের বিরুদ্ধে তর্ক করতে প্রলুব্ধ হলো। সে বুঝতে পারলো এটা একটা অংশ, ছোট্ট একটা অংশ। কিন্তু সে নিজের ইচ্ছেটা দমন করলো, তর্ক করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলো। হাজারহোক, বারম্যান সার্জারির জন্যেই অপেক্ষা করছে, তার সাথে বির্তকে জড়ানোর কোনো দরকার নেই।

“আমি এরকমটি না ভেবে পারি না,” সুজান বললো, “নিজেকে ক্লীব হিসেবে বর্ণনা করাটাই আমার কাছে সবচেয়ে সহজ। প্রথম দিকে আমি ভেবেছিলাম কতোগুলো কারণে মেডিসিনে পড়াটা ভালোই হবে। এটা আমাকে সামাজিক নিশ্চয়তা দেবে। সামাজিকভাবে বিয়ের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি হোক সেটা আমি চাই না।” সুজান দীর্ঘশ্বাস ফেললো, “এটা হয়তো আমাকে সামাজিকভাবে নিশ্চয়তা দেবে অথবা তারচেয়েও ভালো কিছু। প্রকৃতপক্ষে, আমি এটা অনুভব করতে শুরু করেছি যে, আমি সাধারণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি।”

“সেক্ষেত্রে আমি আপনার সহকারী হতে রাজি আছি,” বারম্যান হাসি মুখে বললো। “অবশ্য আপনি যদি স্থপতিদেরকে সাধারণ সমাজের মানুষ হিসাবে বিবেচনা করেন তো। কেউ কেউ তা করে না, এটা আপনাকে আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি। যাক্‌গে...” বারম্যান তার মাথার পিছনটা চুলকাতে চুলকাতে বললো, “আমি এই অবমাননাকর রাত পোশাকে আর এই ব্যক্তিত্বহীন অবস্থায় এই জাতীয় আলোচনা চালিয়ে যেতে খুব একটা পছন্দ করছি না। তবে আমি এইসব কথাবার্তা চালিয়ে যেতে খুবই পছন্দ করছি। আমি নিশ্চিত আপনি প্রথমে এক নাগাড়ে বলতে শুরু করবেন, আর আপনার কথার পিঠে কথা চাপাবো না। তবে আমরা হয়তো

কোথাও ব'সে কফি অথবা পানীয় পান করতে পারি, অথবা এই শালার হাটুর অসহ্য অবস্থার অবসানের পরে অন্যকিছুও হতে পারে," বারম্যান তার ডান হাটু উঁচুতে তুলে ধরে বললো, "কয়েক বছর আগে ফুটবল খেলতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। সেই থেকে আমার গোড়ালীতে সমস্যা হচ্ছে।"

"আজকে কি এটার জন্যে শিডিউল করা হয়েছে?" সুজান যখন ভাবছিলো কিভাবে বারম্যানের প্রস্তাবে সাড়া দেবে তখন সে জিজ্ঞেস করলো। সে জানতো এটা কোনোভাবেই তার পেশাগত কাজের মধ্যে পড়ে না। একই সময়ে সে বারম্যানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলো।

"সেটা ঠিক, মাইনাসকিউল-একটমি অথবা সে জাতীয় কিছু," বারম্যান বললো।

দরজায় নক্ করার শব্দ হতেই রুমে সারাহ স্টার্ন প্রবেশ করলো। সুজান সাড়া দেবারও সুযোগ পেলো না। সে চমকে উঠে স্টপকক দিয়ে আই.ভির চ্যানেল শুরু করতে লেগে গেলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুজান বুঝতে পারলো এই সব কর্মকাণ্ড কতোটা শিশুসুলভ। এটা তাকে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ ক'রে তুললো।

"আর কোনো ইন্‌জেকশন নয়," বারম্যান বিষন্নভাবে বললো।

"আরেকটা সূঁচ। এটা অপারেশনের আগে দেয়া হয়। ঘুরে শোও, বন্ধু," মিস্ স্টার্ন সুজানকে তার ট্রে'টা টেবিলে নামিয়ে রাখতে ব'লে বললো।

বারম্যান ডান দিকে ঘুরে শোবার আগে চকিতে সুজানের দিকে তাকালো। মিস্ স্টার্ন বারম্যানের বাম উরুটা উন্মুক্ত ক'রে এক মুঠো মাংস চেপে ধরে মাংসের ভেতর সূঁচ ঢুকিয়ে দিলো। খুবই অল্প সময়ের ব্যাপার। শুরু করতেই শেষ হয়ে গেলো।

"আই.ভি নিয়ে চিন্তা করবেন না," দরজার দিকে যেতে যেতে মিস্ স্টার্ন বললো। "আমি অল্প সময়ে এটা ঠিক ক'রে দেবো," এ কথা বলেই সে চলে গেলো।

"বেশ, আমিও তাহলে যাই," সুজান তাড়াতাড়ি বললো।

"তাহলে কথা দিচ্ছেন?" বারম্যান তার উন্মুক্ত উরুটা না সরিয়েই জিজ্ঞেস করলো।

"শেন, আমি জানি না। আমি এটা সমন্ধে কেমন বোধ করছি সে ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নই। মানে, পেশাগত দিক থেকে আর কি।"

"পেশাগত দিক থেকে?" বারম্যান খুবই আশ্চর্য হলো, "নিশ্চয় আপনার মগজ ধোলাই করা হয়েছে।"

"হয়তো," সুজান বললো। সে তার ঘড়িটা দেখে দরজার দিকে গিয়ে বারম্যানের দিকে ফিরে তাকালো।

"ঠিক আছে," সুজান শেষপর্যন্ত বললো। "আমরা আবার দেখা করবো। এর মধ্যে আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। আমি অপেশাদারভাবেই থাকবো কিন্তু আমি কোনো খোড়া লোকের কাছ থেকে ফায়দা লোটার সুযোগ নেয়ার দায়ে দোষি হতে চাই না। আমি এটা এখানেই শেষ করবো। আপনি বাড়ি যাওয়ার আগেই। আপনার কি কোনো ধারণা আছে হাসপাতালে আপনাকে কতো দিন থাকতে হবে?"

"আমার ডাক্তার বলেছে তিন দিন।"

"আপনি যাওয়ার আগেই আমি আবার আপনার সাথে দেখা ক'রে যাবো," সুজান দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতে বললো।

দরজার কাছ থেকেই সুজান বারম্যানকে ৮ নাম্বার অপারেশন রুমে নিয়ে যাবার জন্যে একটা ক্যারিয়ার আনার জন্যে আরদার্লিকে বললো। করিডোর দিয়ে যাবার সময় সুজান চকিতে বারম্যানের দিকে ফিরে তাকালো। সে তাকে বুড়ো আঙুল তুলে শুভকামনা জানালে বারম্যান তার জবাবে স্মিত হাসি উপহার দিলো।

নার্সদের স্টেশনের দিকে যাবার সময় সুজান মিশ্র এক অনুভূতিতে তাড়িত হলো। কারোর সাথে দেখা হওয়ার পরে ভেতরে ভেতরে যে রকম রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে ঠিক সেরকম একটা অনুভূতি। আবার একই সাথে তার অপেশাদারিত্ব মনোভাবের জন্যে নিজের ভেতরে একটা খচখচানিও শুরু হয়ে গেলো।

সুজান এটা না ভেবে পারলো না যে, তাকে একজন ডাক্তার হতে গেলে প্রতি পদক্ষেপে অনেক কঠিন সময় পার করতে হবে।

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, বেলা ১২টা ১০মিনিট

সালোম স্কাইয়ারের মতো সুজান করিডোর দিয়ে জনাকীর্ণ লাঞ্চ-ঘরের দিকে চলে গেলো। সেখানে কিছু রঙবিহীন খাবারের ট্রে রয়েছে। সারা দিনে প্রায় বলতে গেলে কিছুই খায় নি সে। দু'টুকরো টোস্ট সারা দিনের জন্য খুব কমই বলা যায়।

লাঞ্চের ট্রেগুলো যখন বেয়ার্ড ৫-এর নার্স স্টেশনে পৌছালো তখন হৈ হল্লা শুরু হয়ে গেলো। সুজানের কাছে মনে হলো সঠিক রোগির জন্যে সঠিক ওষুধ, থেরাপি আর সঠিক খাবার দেয়াটা অবাক করার মতোই ব্যাপারই। আই.ভি ট্রে'টা যখন সুজান জায়গামতো রাখতে গেলো তখন সারাহ স্টার্ন সুজানের দিকে তাকিয়ে হাসলো, সুজানের জন্য এটা খুবই অবাক আর আনন্দদায়ক ব্যাপার। সে স্টার্নকে ধন্যবাদ দিলো। অন্য কেউ সুজানের উপস্থিতি লক্ষ্য করে নি। সুজান ওখান থেকে চলে এলো। তিন সেকেন্ড ভেবেই সে এলিভেটরের ভীড়ের মধ্যে না গিয়ে সিঁড়ি ব্যবহার করতে মনস্থির করলো। আসলে এটা আইসিইউ থেকে মাত্র তিন তলা নিচে।

সিঁড়িগুলো লোহার। উপরের অংশটা রুপালি রঙ করা। সিঁড়ির রঙগুলো কমলা রঙের কিন্তু এখন সেটা নোংরা আর মাঝখানের জায়গাগুলো পায়ের আঘাতে আঘাতে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সিঁড়ির দেয়ালগুলো সিন্ডার ব্লকের এবং গাঢ় ধূসর রঙের। কিন্তু রঙটা খুবই পুরনো।

সুজান প্লাটফর্মটা ঘুরে নিচে নামতে শুরু করলো। সিঁড়ি ঘরে একমাত্র যেখানে আলো আসছিলো তা ফ্লোরের ল্যান্ডিংয়ের কাছে। চার তলার কাছে বাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে, তাই সেখানকার অন্ধকারে সুজান সর্তকভাবে সিঁড়ি দিয়ে পা ফেললো। তার কাছে সিঁড়ির পথটা অনেক বেশি দীর্ঘ মনে ব'লে হচ্ছে।

সিঁড়ির ধাতব অংশটা ধরে সুজান ঝুঁকে নিচের তলার দিকে যেতে লাগলো, যেখানে প্যাঁচানো সিঁড়িগুলো শেষ হয়েছে। সুজান সেখানে গিয়ে অসুস্থ বোধ করতে লাগলো। এটা তার শৈশবের বার বার দেখা স্বপ্নের কথাটা মনে করিয়ে দিলো। যদিও সেই স্বপ্নটা দীর্ঘদিন যাবত সে দেখছে না। কিন্তু সে ভালো ভাবেই এটা মনে করতে পারলো। এটা যদিও সিঁড়িঘর সর্ম্পকিত নয় কিন্তু সামগ্রিক অনুভূতি একই রকম। স্বপ্নটা একটা টানেল নিয়ে—যেটা প্যাঁচানো এবং ধীরে ধীরে যা ছোটো হতে থাকে। সে স্বপ্নে কখনও টানেলের শেষপ্রান্তটি খুঁজে পায় না, তা সত্ত্বেও লক্ষ্যে পৌছানোটা যেনো খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

সিঁড়িঘরের এই ভয় জাগানো অনুভূতি সত্ত্বেও সুজান খুব ধীরে ধীরে নামতে লাগলো। ধাপের পর ধাপ। তার সর্তক পদক্ষেপ ধাতব ভোতা একটা প্রতিধ্বনি তুললো। সে একা। কোনো মানুষজন নেই এখানে। এটা তাকে কয়েক মুহূর্ত ভাবতে সাহায্য করলো। কিছুক্ষণের জন্য সুজানের কাছে হাসপাতালের অস্তিত্বটা উধাও হয়ে গেলো যেনো।

বারম্যানের সাথে তার আকস্মিক সাক্ষাৎটা তার ভেতরে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। বারম্যানের সাথে তার অপেশাদার সুলভ আচরণটা এখন একটু কম অযৌক্তিক ব'লে মনে হচ্ছে তার কাছে, কারণ বারম্যান সরাসরি সুজানের রোগি নয়। তাকে ডাকা হয়েছিলো সামান্য একটা কাজের জন্য। সত্যি বলতে কি, বারম্যানের রোগি হিসেবে গুরুত্বটা তাদের আবার দেখা হবার সুযোগের জন্যেই। কিন্তু সুজান এই ব্যাপারটাকে যৌক্তিক করার চেষ্টা করছে কিনা সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। তৃতীয় তলায় নেমে সুজান তার পরবর্তি পদক্ষেপের জন্য একটু থমৃকে দাঁড়ালো।

সে বারম্যানের সাথে একজন নারী হিসেবেই আচরণ করেছে। অন্য দিকে তার কাছে বারম্যানের একটা আবেদন সৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। সত্যি বলতে কি, এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক আর আশ্বাসমূলকও। কোনো সন্দেহ নেই, মেডিকেল স্কুলের প্রথম দু'বছর সে নিজেকে একজন যৌনতাবিহীন তরুণী হিসাবে প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলো। সে যদিও বারম্যানের সামনে শব্দটা ক্লীব হিসেবেই ব্যবহার করেছে কিন্তু সেই মুহূর্তে আর কোনো শব্দ তার মাথায় ছিলো না। স্পষ্টত সে একজন নারী, সে রমণীয়ভাবেই ভাবে এবং তার প্রতি মাসের ঋতুস্রাবই এটা প্রমাণ করে। কিন্তু সত্যিই কি সে একজন নারী?

সুজান পরবর্তি তলার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিস্মিত হয়ে ভাবলো, যদি কারপিনকে তার পরিবর্তে ডাকা হতো, আর বারম্যান একজন আর্কষণীয়া তরুণী হতো, তাহলে কি কারপিন মেয়েটির সাথে পুরুষালী আচরন করতো?

সুজান আবার থেমে পড়লো তার ভাবনাকে গুছিয়ে নেয়ার জন্য। তার অভিজ্ঞতা বলে কারপিনও সেক্ষেত্রে একইরকম আচরণ করতো।

সুজান খুব ধীর ধীরে সিড়ি ভাঙলো। একজন পুরুষ মানুষ তার মতোই আচরণ করতো, এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে সে কেন অন্য রকম আচরণ করবে? আর কেন এটা নিয়ে এতো ভাবতে যাবে সে?

এটা চিকিৎসা শাস্ত্রের বহুল আলোচিত নৈতিকতার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। বারম্যান সুজানের নিজেকে একজন নারী হিসেবে ভাবতে সাহায্য করেছে। এটা হঠাৎ করেই সুজানের ভেতরে এসেছে। কারপিন এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা হচ্ছে, সুজানের অতিরিক্ত একটা বাঁধা আছে। সে জানে তারা দু'জনেই

ডাক্তার হতে চায়। ডাক্তারদের মতো আচরণ করে। ডাক্তারদের মতো চিন্তা করে। তবে সুজানের জন্য বাড়তি একটা ব্যাপারও আছে। সুজান একই সাথে একজন পরিপূর্ণ নারী হতে চায়। নারীর মতো অনুভব করতে চায়। তার সব কিছুই নারীর মতো। আর সে নারীদের সম্মানও করতে চায়। ডাক্তারি পেশায় যখন সে চলে এসেছিলো তখনই সে জানতো, এটা হচ্ছে পুরুষশাষিত একটি পেশা। সেটাই হলো একমাত্র চ্যালেঞ্জ। সুজান কখনও কল্পনাও করে নি, তার সামাজিক অবস্থানকে পরিপূর্ণ করতে ডাক্তারি পেশাটা বেছে নেয়া তার জন্য খুব কঠিন হবে। পুঁথিগতভাবে সে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারে, এ বিষয়ে সে পুরোপুরি নিশ্চিত। কিন্তু বাস্তবিক এটা তার জন্য কঠিনই হবে, যার কোনো উল্লেখ বইতে নেই। আর কারপিন? তার জন্যে অবশ্য সামাজিক অংশটাও বেশ সহজ। সে একজন পুরুষ, পুরুষ সমাজে সুপরচিত। পুরুষ হিসাবে ডাক্তারি পেশায় আসাটা তাকে সাহায্যই করবে। কারপিনের শুধু একটা বিষয়ে দুশ্চিন্তা করার আছে, সেটা হলো নিজেকে ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু সুজানের নিজেকে একজন ডাক্তার এবং একজন নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দ্বিতীয় তলায় পৌছে সুজান বড় বড় অক্ষরে একটা সাইন দেখতে পেলো। "অপারেশন রুম এরিয়া সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।" কিন্তু এই সাইনটার কোনো দরকারই নেই, কারণ সুজান দেখলো দরজাটা লক্ করা আছে! তার অতি উর্বর কল্পনায় সে দেখতে পেলো সিঁড়ির দু'পাশের সবগুলো দরজায়ই তালা দেয়া আছে। তার নিজেকে একজন বন্দী বলেই মনে হলো। সে ভাবলো এটা খুবই অযৌক্তিক একটি ভাবনা। "হুইলার, তুমি খুব বেশি বাড়াবাড়ি করো," সে ভয় কাটানোর জন্যে নিজেকে শুনিয়ে জোরে জোরে বললো। খুব দ্রুতই সে প্রথম তলায় চলে এলো। দরজাটা সহজেই খুলে গেলে সুজান অপারেশন রুমে সার্জারির লোকদের সাথে যোগ দিলো।

লিফ্‌টে ক'রে আইসিইউ'র প্রবেশ পথের দিকে ফিরে এলো সে। দরজাটা খুলতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো তার। সেটা খুলতে তাকে বেশ শক্তি প্রয়োগ করতে হলো। আইসিইউ-এর দরজাটা বিশাল আর খুব ভারি। সুজান আইসিইউ-এর ভেতরে চোখ বোলালো। একজন নার্স ডেস্ক থেকে মুখ তুলে তাকিয়েই তার সামনে রাখা ই.কে.জি'র মনিটরের দিকে তাকালো। সুজান রুমটার দিকে তাকাতেই আবারও আগের মতো কেবল যন্ত্রের শব্দ শুনে হতভম্ব হয়ে গেলো। এখানে মানুষের কোনো সাড়া শব্দ নেই। এমন কি কোনো রকম নড়াচড়াও লক্ষ্য করা যায় না, শুধু মেশিনগুলোর আলোকিত বিপ্ ছাড়া। সেখানে ন্যান্সি গৃনলি পাথরের মূর্তির মতো অনড় হয়ে পড়ে আছে, ওষুধের ভুলে, প্রযুক্তির শিকার হয়ে। সুজান ন্যান্সির জীবন নিয়ে ভাবলো, ভাবলো মেয়েটির প্রেম-ভালোবাসা নিয়েও।

সবকিছু শেষ হয়ে গেছে সাধারণ একটা ঋতুস্রাবের বিঘ্নতার জন্যে; সাধারণ একটা ডি এ্যান্ড সি'এর সময়।

সুজান জোর ক'রে তার চোখ ন্যান্সি গৃনলির উপর থেকে সরিয়ে নিলো। সে আব্লে দেখতে পেলো তার দলটা ততোক্ষণে আইসিইউ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে সম্ভবত কোনো গ্র্যান্ড রাউন্ডের জন্য। ঠিক সেই সময়েই সুজান আইসিইউ সমন্ধে এক ধরণের অস্বস্তি অনুভব করলো। এই ঘরটার মানসিক এবং প্রযুক্তিগত জটিলতা তার আই.ভি পর্বের যেটুকু উচ্ছ্বাস আতিশয্য ছিলো তার সবটুকুই উধাও ক'রে দিলো। তাকে ভাবতে বাধ্য করলো তার সামনেই হঠাৎ কোনো এক রোগির বেলায় কোনো কিছু ভুল হয়ে গেলে কী হবে। অথবা কেউ যদি তার গায়ে সাদা এ্যাপ্রোন আর তার পকেটে থাকা এই সামান্য স্টেথেস্কোপটা দেখে জীবন মৃত্যুর কোনো একটা সিদ্ধান্ত তার উপর চাপিয়ে দেয়, তাহলেই বা কী হবে?

কিছুটা ভয় পেলেও সে দরজার কাছ থেকে সরে এসে করিডোর দিয়ে ছুটে চললো। লিফটে ঢুকেই বাস্তবতা আর কল্পনার মাঝখানের বিশাল ব্যবধানটা বুঝতে পারলো সে। বুঝতে পারলো বাস্তবতা এবং গল্পকথার মাঝে কতো পার্থক্য। বুঝতে পারলো একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট আর লোকজন তাদেরকে যেভাবে দেখে, তার মাঝে কতোই না পার্থক্য রয়েছে।

গ্রাউন্ড রাউন্ড ১০-এর সময় বেলোজের মন্তব্যটি স্মরণ ক'রে সুজান দশ তলার বাটনে চাপ দিয়ে লিফটের এক কোণে গুঁটিসুটি মেরে রইলো। এটা একটা ভয়ানক ভ্রমণ। লিফটটা প্রতি তলায় থামছে, লোকজন উঠছে নামছে। এলিভেটরের ভেতর বাতাস গরম আর ভারি। বিশেষ ক'রে যেখানে ধূমপান কড়াকাড়িভাবে নিষিদ্ধ সেখানে একজন যাত্রি আয়েশ করেই ধূমপান করছে। ভেতরের লোকগুলো একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে না। তারা সুজানের মতোই নির্লিপ্তভাবে বিভিন্ন তলার আলোকিত নাম্বারগুলো দেখছে।

অধৈর্যভাবে সে লিফটের নয় তলায় নেমে পড়লো। দশ তলায় কিউবিকলে এসে একটু স্বস্তি বোধ করলো সে। এখানে পরিবেশ একেবারেই ভিন্ন। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। দেয়ালগুলো নতুন ক'রে রঙ করার কারণে একটু বেশি আলোকিত। দেয়াল জুড়ে মেমোরিয়ালের পূর্বতন বিখ্যাত ব্যক্তিদের পোর্ট্রেট ঝুলছে।

লিফটের বিপরীত দিকেই বিশাল কনফারেন্স রুমের চিহ্ন লাগানো। করিডোর দিয়ে যাবার সময় অফিসগুলো দেখতে পেলো সে। এগুলো মেমোরিয়ালের প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের ব্যাক্তিগত কক্ষ। কিছু রোগি করিডোর দিয়ে চলাচল করছে। কেউ ম্যাগাজিন পড়ছে। কেউ বা অপেক্ষা করছে। তারা সবাই সুজানকে লক্ষ্য করছে। তাদের মুখগুলো অস্বাভাবিক ভাবেই অনুভূতিশূন্য।

করিডোরের শেষ মাথায় সুজান সার্জারি বিভাগের প্রধান ডা: এইচ স্টার্কের অফিস ঘরটি দেখতে পেলো। দরজাটা ভেজানো আছে, ভেতরে এক পলক তাকিয়েই সুজান দেখতে পেলো দু'জন সেক্রেটারি তড়িৎগতিতে টাইপ ক'রে চলেছে। স্টার্কের অফিসের ঠিক পেছনেই এবং করিডোরের অন্য প্রান্তে দ্বিতীয় সিঁড়িপথটি। করিডোরের একেবারে শেষপ্রান্তে মেহগনি কাঠের দুটো ঘূর্ণায়মান দরজার উপরে আলোকিত চিহ্ন দেয়া : 'কনফারেন্স চলছে।'

সুজান কনফারেন্স রুমে প্রবেশ ক'রে তার পেছনের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। অন্ধকার সয়ে নিতে তার চোখ কয়েক মুহূর্ত সময় নিলো। রুমের ভেতরে কোনো আলো নেই। রুমের শেষপ্রান্তে একটা নির্দিষ্ট জায়গা আলোকিত, সেখানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মানবদেহের ফুসফুসের একটি আলোকচিত্র এসে পড়ছে। সুজান কেবল সেই মানুষটাকে দেখতে পেলো যিনি একটা পয়েন্টার দিয়ে আলোকচিত্রটার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন।

সামনের দিকে তাকিয়ে সুজান সারি সারি সিটের মধ্যে একটা খালি সিট আর তাতে বসা লোকজনকে খুঁজতে লাগলো। রুমটা কমপক্ষে তিরিশ ফুট চওড়া আর পনেরো ফুট লম্বা। মেঝেটা একটু ঢালু, পোডিয়াম বা মঞ্চটা একটু উঁচুতে অবস্থিত। প্রজেক্টরের মেশিনগুলো সঙ্গত কারণেই আড়ালে রাখা হয়েছে। প্রজেক্টরের আলোর রেখা দিয়েই প্রবেশপথের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। এমনকি এই অন্ধকারেরর মধ্যেও সুজান বুঝতে পারলো কনফারেন্স রুমটা নতুন, সুন্দর, নক্সাখচিত আর শৌখিনভাবে তৈরি করা হয়েছে।

পরবর্তি বিষয়টা রঙিন মাইক্রোস্কোপিক সেকশন, যার ফলে রুমে একটু বেশি আলোকিত হয়ে উঠলো। সেই আলোতে নাইল্সের পেছন দিকটা দেখে চিনতে সক্ষম হলো সুজান। সে একপাশের একটা সিটে ব'সে আছে। সুজান কাছে এগিয়ে গিয়ে নাইল্সের কাঁধে ধাক্কা দিলো। সুজান দেখতে পেলো তারা তার জন্যে একটা খালি সিট রেখে দিয়েছে। সে নাইলস্ এবং ফেয়ারওয়েদারের মাঝখানের সিটে ব'সে পড়লো। এটা ঠিক বেলোজের সিটের পাশেরটা।

"তুমি কি লেপরোটমি করেছো নাকি আই.ভি দিয়েছো?" সুজানের দিকে ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো বেলোজ। "আমাদের এখানে আধঘন্টা কেটে গেছে।"

"রোগিটি বেশ মজার ছিলো," সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে আরেকটা লেকচারকে পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে সুজান বললো।

"আমি আশা করবো তুমি এর চেয়েও ভালো একজনকে নিয়ে ভাবতে পারো।"

"সত্যি বলতে কি, আমার কাছে এটা রবার্ট রেডফোর্ডের খৎনার ড্রেসিং বদলানোর মতোই একটি ব্যাপার ব'লে মনে হয়েছিলো," সুজান প্রজেক্টরের ছবির

প্রতি কয়েক মুহূর্ত মনোযোগ দিয়ে কথাটা বলে বেলোজের দিকে তাকালো। সে মাথা নিচু ক'রে মাথাটা ঝুঁকাচ্ছে।

"কী যে বলো না..." বেলোজ থেমে গেলো কারণ মঞ্চের উপর দাঁড়ানো মানুষটা তাকে একটা প্রশ্ন করেছে। সে কেবল শুনতে পেলো, "...আপনি আমাদেরকে এ বিষয়ে জানাতে পারেন, ডাঃ বেলোজ, তাই নয় কি?"

"আমি দুঃখিত ডাঃ স্টার্ক, প্রশ্নটা আমি শুনতে পাই নি," বেলোজ আরক্তিম মুখে বললো।

"মেয়েটার কি নিউমোনিয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেছে?" ডাঃ স্টার্ক পুণরায় বললেন। বুকের ডান দিকের একটা বিশাল এক্সরের ছবি পর্দায় ভেসে উঠলো যেটা স্টার্কের পাতলা শরীরের কারণে ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না।

একজন রেসিডেন্সিয়াল ডাক্তার বেলোজের ঠিক পেছনেই ব'সে আছে। সে সামনে ঝুঁকে এসে বেলোজের কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো, "ন্যান্সি গৃনলির কথা জিজ্ঞেস করছে, গাধা।"

"আচ্ছা," বেলোজ দাঁড়াতে দাঁড়াতে কেশে বললো, "গত পরশু তার তাপমাত্রা একটু নিচের দিকে ছিলো। যাহোক, তার বুকে অসকালটেশন ক'রে ক্লিয়ার পাওয়া গেছে। দু'দিন আগের বুকের ফিল্ম ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের ফিল্মটা এখনও হাতে পাই নি। তার মূত্রে কিছু ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে, আমরা বিশ্বাস করি এটা সিসটাইটিস, নিউমোনিয়া নয়, যার জন্যেই তাপমাত্রা বেড়ে গেছে।"

"এই ক্ষেত্রে কি এই সর্বনামই আপনি ব্যবহার করেন, ডাঃ বেলোজ?" ডাঃ স্টার্ক যখন দুই হাত কোমরে দিয়ে হেটে ডায়াসের দিকে গেলেন তখন জানতে চাইলেন। সুজান মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। ইনিই সেই বিখ্যাত সার্জন এবং সার্জারির বিভাগীয় প্রধান। কিন্তু তার মুখ তখনও ছায়ার আড়ালে।

"সর্বনাম স্যার?" বেলোজের সুর বিনম্র এবং সেই সাথে দ্বিধান্বিত।

"সর্বনাম, হ্যা সর্বনাম। আপনি নিশ্চয় জানেন সর্বনাম কি? নাকি জানেন না, ডাঃ বেলোজ?"

খুব সামান্য একটা হাসির হল্লা উঠলো সেখানে।

"হ্যা। আমি মনে করি আমি জানি।"

"সেটাই ভালো," বললেন স্টার্ক।

"কি ভালো?" বেলোজ জানতে চাইলো। যখনই সে সেটা বললো সে আশা করলো সে জানে না।

আরো বেশি হাসি উৎসারিত হলো।

"আপনার সর্বনাম জ্ঞান খুব ভালো, ডাঃ বেলোজ। আমি আমরা অথবা আমাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনার সার্জারি

ট্রেনিংয়ের অংশ হিসেবে আপনি অবশ্যই তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং সেটা একত্র ক'রে একটা সিদ্ধান্তে আসবেন। যখন আমি আপনাদের মতো কোনো আবাসিককে কোনো প্রশ্ন করি আমি শুধু তারই মতামত জানতে চাই। গোটা দলের নয়। তার মানে এই নয় যে, অন্যেরা কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করবে না। কিন্তু যখন আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নেবেন তখন আমি শুনতে চাই আমি, আমরা বা অন্য কেউ নয়।" স্টার্ক কয়েক পদক্ষেপ হেটে ছবির দিকে গেলেন এবং নির্দেশক চিহ্নের উপর ঝুঁকে পড়লেন, "এখন আমরা আবার সেই কোমা অবস্থার রোগির নিকট ফিরে যাই। আমি আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা অবশ্যই পুরোপুরি সর্তক হয়েই এই সব রোগির ক্ষেত্রে কাজ করবেন। এটা যদিও খুব হতাশাব্যঞ্জক কারণ এদের নিরবিছিন্ন দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যা দরকার, আর সম্ভবত শেষ ফলাফল খুব খারাপ। এইসব শিক্ষার অধিকাংশ মূল্যহীন। রক্তক্ষরণ বন্ধ করা খুবই কষ্টসাধ্য, অতিরিক্ত সতর্কতা সত্ত্বেও যেখানে মস্তিষ্কই...

একটা লাল আলো পাশের দেয়ালে হঠাৎ ক'রে বার বার উন্মমত্তের মতো জ্বলতে নিভতে থাকলে কনফারেন্স কক্ষের সবার চোখ সেদিকে ঘুরে গেলো। নিরবে হঠাৎ লাল আলোর নিচে টিভি পর্দায় একটা তথ্য ভেসে উঠলো: "কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, বেয়ার্ড ২।"

"উফ্," বেলোজ বিড়বিড় করতে করতে লাফিয়ে উঠলে কার্টরাইট এবং রেইড তার পিছু নিলো। তারা তিনজন তড়িৎ গতিতে বের হয়ে গেলো। সুজান এবং বাকি চারজন মেডিকেল ছাত্র এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাদ্বন্দে ভুগে একে অন্যের দিকে তাকালো। তারপর সবাই তাদের অনুসরণ করলো।

"যে কথা বলছিলাম, যখন মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন রক্তক্ষরণ বন্ধ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে, ঠিক করার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে সেটা। পরবর্তি স্লাইড, প্লিজ।" স্টার্ক তার নোট নিয়ে আলোচনা করতে করতে বললেন, একটা দলকে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে খুব কমই মনোযোগ দিতে পারলেন।

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, দুপুর ১২টা ১৬মিনিট

কোনো সন্দেহ নেই শন বারম্যান হাসপাতালে আসার পর থেকে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে, বিশেষত তার সার্জারির ব্যাপারটা নিয়ে। সে মেডিসিন সমন্ধে খুবই কম জানে আর সে আশা করে তাকে ভালোভাবে জিনিসগুলো বুঝানো হবে। সে তার সমস্যা এবং চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চেয়ে কাউকে বিরক্ত করতে চায় না। নিজের ঔষুধপত্র এবং রোগব্যাধি নিয়ে ভয় পায় সে। এখানে তার আসন্ন সার্জারি তাকে খুব স্পর্শকাতর ক'রে তুলেছে। তার শরীর ছুরি দিয়ে কাটা হবে এই বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। এই চিন্তায় তার পেট গুলিয়ে উঠে কপালে ঘাম ফুঁটে উঠলো। সুতরাং সে এই বিষয়ে চিন্তা না করার চেষ্টা করলো। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলে উপেক্ষা করা। তার শিডিউল সার্জারির আগপর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত সে এটা এড়িয়ে থাকতে সফল হলো।

"আমার· নাম বারম্যান, শন বারম্যান," ভর্তি প্রক্রিয়াটি বারম্যান খুব ভালোভাবেই মনে করতে পারে। সেই প্রক্রিয়ায় তাকে হতাশাজনকভাবেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়তে হয়েছিলো।

"বারম্যান? আপনি কি নিশ্চিত, আপনি মেমোরিয়ালে আজকেই এসেছেন?" নখে কালো রঙের নেলপলিশ ব্যবহার করা অভ্যর্থনাকারী মেয়েটা বেশ ভালোভাবেই প্রশ্নটা করলো।

"হ্যা। আমি নিশ্চিত," বারম্যান কালো নেলপলিশের দিকে তাকিয়ে প্রত্যুত্তরে বললো। এটা তাকে বুঝতে সহায়তা করছে হাসপাতাল হচ্ছে একটি একচেটিয়া ব্যবসা। কোনো প্রতিযোগীতামূলক ব্যবসায় কেউ কালো নেইলপলিশ ব্যবহার করা রিসিপশনিস্ট রাখার মতো ভুল করবে না।

"বেশ, আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি আপনার জন্য কোনো ফাইল দিতে পারছি না। আপনি কিছুক্ষণ বসুন, এই ফাঁকে আমি আরেকটা রোগির সাথে কথা বলে নিই। এরপর আমি ভর্তির কাগজগুলো দেখবো। আপনার কাছে কিছুক্ষণ পরে আসছি আমি।"

সুতরাং বারম্যান ভর্তির ব্যাপারে আরও কিছু বুঝতে পারলো। বসে বসে বড় ঘড়িটা দেখতে দেখতে অপেক্ষা করলো সে।

"আমি আপনার একটা এক্সরে করানোর জন্য এসেছি, দয়া ক'রে আসবেন কি?" এক তরুণ এবং হ্যাংলা পাতলা এক্সরে টেকনিশিয়ান তাকে বললো। বারম্যান এক্সরে করানোর আগপর্যন্ত চল্লিশ মিনিট ব'সে অপেক্ষা করেছে।

"আমার তো কোনো এক্সরে করানোর কথা ছিলো না," তাকে যেসব কাগজপত্রগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলোর দিকে একবার নজর বুলিয়ে বারম্যান বললো।

"অবশ্যই আপনার করার কথা। এখানে যারা ভর্তি হয় তারা সবাই করে।"

"কিন্তু আমি করবো না।"

"আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।"

"আমি আপনাকে বলেছি তো, আমি করবো না।"

সুস্পষ্ট হতাশা সত্ত্বেও ভর্তি প্রক্রিয়ার হাস্যকর দিকটা তার উপরে ইতিবাচক একটা প্রভাব ফেললো। এটা নিয়ে সে এতোটাই ব্যস্ত রইলো যে, নিজের আসন্ন সার্জারি সম্পর্কে মাথা ঘামাতে পারলো না বারম্যান। কিন্তু নিজের রুম থেকে হাসপাতালের হৈহট্টগোল, ব্যান্ডেজ বাঁধা রোগি আর স্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন মানুষজনকে ঘুরে বেড়াতে দেখে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বাধ্য হলো সে। একবার হাসপাতালে চলে এলে মানসিক সুরক্ষার জন্যে চারপাশের সবকিছু অস্বীকার করাতে খুব বেশি লাভ হয় না। বারম্যান অন্য একটা কৌশল খাটাতে চেষ্টা করলো। আসন্ন অপারেশন সম্পর্কে ভাবার চেষ্টা করলো সে।

"আমি একজন ডায়েটিশিয়ান, আপনার খাবার তালিকা সম্পর্কে কথা বলতে এসেছি," খুব জোরে নক্ ক'রে ক্লিপবোর্ড হাতে মোটাসোটা এক মহিলা বারম্যানের রুমে প্রবেশ করলো। "আমার ধারণা আপনি এখানে সার্জারির জন্য এসেছেন।"

"সার্জারি?" বারম্যান হেসে বললো। "ও, হ্যা। আমি প্রতিবছর একবার ক'রে সার্জারি করাতে আসি। এটাই আমার শখ।"

ডায়েটিশিয়ান, টেকনিশিয়ান এবং আশেপাশে যারা শুনছিলো তারা বারম্যানের এই রসিকতায় হেসে উঠলো। বলতে গেলে, বারম্যানের এই আত্মরক্ষামূলক পরিকল্পনাটা অপারেশনের আগপর্যন্ত সফলই হলো। করিডোর দিয়ে দু'চাকার গাড়ির ঘর্ঘর্ শব্দে সকাল সাড়ে ছয়টা বাজেই বারম্যান জেগে উঠলো। আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো, কারণ এরকম সময় বই পড়াটাও অসম্ভব মনে হলো। সময়টা ধীরগতির বলে মনে হচ্ছে তার কাছে, ভয়ংকর ভাবে এগোতে লাগছে সেটা। এভাবে তার সার্জারির শিডিউল করা সময় এগারোটা বেজে গেলো। সকাল থেকে কিছু না খাওয়ার ফলে তার পেটে ঘর্ঘর্ শব্দ হতে লাগলো। ঠিক এগারোটা পাঁচে তার রুমের দরজা সজোরে খুলে গেলে বারম্যানের নাড়ির গতি একটু বেড়ে গেলো। সেই সব অস্থিরমতির নার্সদেরই একজন হবে।

"মিঃ বারম্যান, অপারেশনের শিডিউলে কিছুটা দেরি হবে।"

"দেরি? কতোক্ষণ?" বারম্যান নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেও তার মেজাজ চড়ে গেলো।

“ঠিক বলতে পারছি না। আধ ঘণ্টা অথবা এক ঘণ্টাও হতে পারে,” নার্স কাঁধ ঝকিয়ে বললো।

“কিন্তু কেন? আমি কিছু খাই নি,” বারম্যান আসলে ক্ষুধার্ত নয়, সে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

“অপারেশন রুম খালি হয় নি। আমি কিছুক্ষণ পরে এসে আপনার অপারেশন পূর্ব মেডিকেশন দিয়ে যাচ্ছি। জাস্ট রিলাক্স।” নার্স চলে গেলো।

বারম্যান আরো প্রশ্ন করার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিলো, একটা না, হাজারটা প্রশ্ন। রিলাক্স? প্রকৃতপক্ষে সুজান আসার আগপর্যন্ত শন বারম্যান সারাটা সকাল শীতল এক ভয়ে কাটিয়েছে। প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করেছে তীব্র অনিশ্চয়তার সাথে, ভেবেছে সময়টা যেনো দ্রুত কেটে যায়। বার কয়েক সে নিজের এই অনুভূতির ব্যাপারে বিব্রত বোধ করেছে। আর অবাক হয়ে ভেবেছে তার এই অনুভূতিটা আসন্ন সার্জারির কথা ভেবে হচ্ছে কিনা। যদি তাই হয়, তাহলে সে কখনও সত্যিকারের কোনো অপারেশন করাতে পারবে না। অপারেশনের যন্ত্রণা কেমন হবে সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এই ভেবে যে, তার হাটু হয়তো পুরোপুরি সেরে উঠবে না। ডাক্তার অবশ্য আশ্বস্ত করেছে এটা একেবারে নব্বই ভাগ সেরে উঠবে। সে আরো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অপারেশনের পর কয়েক সপ্তাহ তার হাটুতে যে প্লাস্টার লাগানো থাকবে সেটা নিয়ে। এ্যানেসথেসিয়া নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সেরকম কিছু হলে তারা এ্যানেসথেসিয়া করবে না। তবে সে লোকাল এ্যানেসথেসিয়াও চায় না। চায় পুরোপুরি অচেতন থাকতে।

সাম্ভাব্য জটিলতা নিয়ে বারম্যান চিন্তিত নয়। এমনকি নিজের জীবন নিয়েও তার কোনো সংশয় নেই। সে যথেষ্ট তরুণ আর স্বাস্থ্যবান একজন। যদি সেরকম কিছু হতো তাহলে অপারেশন করার ব্যাপারে আরও দু'বার ভাবতো। এটা বারম্যানের সব সময়ের ভুল যে, সে গাছের জন্য বন দেখতে পায় না। একবার সে একটা অ্যাওয়ার্ড জয়ি ভবনের নক্সা করেছিলো কিন্তু সেটা লোকাল সিটি কাউন্সিল এই অভিযোগে বাতিল ক'রে দিয়ে ছিলো যে, ওটা পরিবেশের সাথে খাপ খায় নি। সৌভাগ্যবশত বারম্যান আই.সি.ইউ'র ন্যান্সি গৃনলির ব্যাপারটা জানতো না।

বারম্যানের জন্য সুজান হুইলার মেঘপূর্ন আকাশে একটি নক্ষত্র। তার অতিরিক্ত সংবেদনশীল মন আর উদ্বিগ্নতার মধ্যে অপারেশনের আগে আগে মেয়েটা যেনো তাকে উৎফুল্ল করতেই এসেছিলো। কিন্তু মেয়েটা করেছে তার চেয়েও বেশি। সকালের প্রথম দিকে বারম্যান শুধু চিন্তা করছিলো তার হাটু এবং অপারেশনের ছুরি-চাকু নিয়ে। পরে সে সুজানের কথায় এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছে। যখন এলিভেটর দিয়ে তাকে নিচের অপারেশ রুমে নিয়ে যাওয়া হলো তখন সুজানের আর্কষণ করার ক্ষমতা, কিংবা তার হাস্যরস, নয়তো

বারম্যানের নাজুক আবেগীয় অবস্থার জন্যে সে উৎফুল্ল আর বেশ স্বস্তিবোধ করলো। সে মিস্ স্টানর্কে এক ঝলক দেখতে পেয়েও আরো হালকা অনুভব করলো।

"ধারণা করছি আপনি অনেক লোককে সার্জারি হতে দেখেছেন," এলিভেটর দোতলায় আসতে আসতে বারম্যান লোকটাকে বললো। বারম্যান চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, তার দু'হাত মাথার পেছনে।

"হুম," লোকটা তার নখ পরিস্কার করতে করতে নিরাসক্তভাবে বললো।

"আপনি কি কখনও এখানে সার্জারি করেছেন?" এক ধরণের প্রশান্তি অনুভব করতে করতে বারম্যান বললো। তার নিচের অংশটা তার কাছে শরীর থেকে বিছিন্ন ব'লে মনে হচ্ছে।

"না, আমার এখানে কখনও অপারেশন হয় নি," লোকটা এলিভেটরের ফ্লোর ইন্ডিকেটরের দিকে চেয়ে বললো।

"কেন হয় নি?" বারম্যান জানতে চাইলো।

"মনে হয় আমি অনেক দেখেছি, সেজন্যে," বারম্যানকে হলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে দিতে লোকটা বললো।

ইতিমধ্যে তার ট্রলিটা অপারেশন রুমের সামনে ওয়েটিং এরিয়াতে এসে পড়েছে। বারম্যান মাতাল মাতাল বোধ করায় খুশি হলো। একটু আগে এ্যানেসথেলজিস্ট ডাঃ নরম্যান গুডম্যান তার শরীরে যে এক সি.সি *ইনোভার* দিয়েছে এটা তারই প্রতিক্রিয়া। জিনিসটা অপেক্ষাকৃত এক ধরণের নতুন ঔষুধ। বারম্যান তার পাশে রাখা এক মহিলার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু মনে হলো তার জিভ শিশার মতো ভারি হয়ে গালের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। নিজের এই অবস্থার জন্য হেসে ফেললো সে। তার পাশ দিয়ে যেতে থাকা একজন নার্সকে ধরার চেষ্টা করলো, কিন্তু ধরতে না পেরে হেসে ফেললো। সময়ের সাথে সাথে তার মধ্যে সচেতনতা হ্রাস পাচ্ছে। নিজের মস্তিষ্কে কী ঘটছে সেটা বুঝতে পারছে না বারম্যান।

অপারেশন রুমের ভেতর সব কিছু ভালোভাবেই এগিয়ে চলছে। পেনি ওরিলি এর মধ্যেই হাত-টাত ধুয়েমুছে গাউন পরে ফেলেছে। যন্ত্রপাতির ট্রে'টা জীবাণুনাশক ক'রে নিয়ে এসে মায়ো-স্টান্ড লাগিয়ে দিলো সে। মেরি আব্রুজি নামের যে নার্সটি রক্তসঞ্চালন দেখাশোনা ক'রে সে একটা নিউমেটিক টরনিকোয়েট খুঁজে পেয়ে রুমে নিয়ে এসেছে।

"আমরা বোধহয় শুরু করতে পারি, ডাঃ গুডম্যান," মেরি পায়ের প্যাডেল চালিয়ে অপারেটিং টেবিলটা একটু উঁচু করতে করতে বললো।

"তুমি ঠিক বলেছো," ডাঃ গুডম্যান খোশ মেজাজে বললেন। মেঝেতে থাকা আই.ভি তরল টিউবের ভেতর চালিয়ে দিয়ে তা থেকে ভেতরের বুদবুদগুলো বের ক'রে ফেললেন। "এটা বেশ দ্রুতই হয়ে যাবে। আমি জানি ডাঃ স্পালেক একজন দক্ষ সার্জন। আর রোগিও বেশ স্বাস্থ্যবান তরুণ। আমি বাজি ধরতে পারি আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে বেরুতে পারবো।"

ডাঃ নরম্যান গুডম্যান এই মেমোরিয়ালে আট বছর ধ'রে কাজ করছেন, সেই সঙ্গে তিনি মেডিকেল কলেজেও শিক্ষকতা করেন। চতুর্থ তলার হিলম্যান বিল্ডিংয়ে তার একটা ল্যাব আছে যেখানে প্রচুর সংখ্যক বানর নিয়ে গবেষণা করা হয়। তার আগ্রহের বিষয় নতুন ধরণের এ্যানেসথেসিয়া এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণা করা। তিনি সেই সব ড্রাগ নিয়ে গবেষণা করেন যেগুলো কেবলমাত্র মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশেই কাজ করবে, তাতে ক'রে দরকারের চেয়ে অনেক কম এ্যানেসথেসিয়া লাগবে। প্রকৃতপক্ষে, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি এবং তার ল্যাব সহকারী ডাঃ ক্লার্ক নেলসন বানরের মস্তিষ্কের উপর একটা বুটোরোফেনন ডেরিভেটিভ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে হোচট খেয়েছেন। কড়া .সর্তকতা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে প্রতিবারই তিনি গবেষণা চালিয়েছেন, প্রথম দিকে যখন একটা বানর নিয়ে কাজ করছিলেন তখন খুব বেশি আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষত যখন ফলাফলগুলো বেশ আশাব্যঞ্জক ছিলো। মোট আটটা বানরের উপর তিনি এটা প্রয়োগ ক'রে একই রকম ফলাফল পেয়েছেন।

ডাঃ নরম্যান গুডম্যান সব কাজ ফেলে চব্বিশ ঘণ্টাই নতুন নতুন উদ্ভাবনে নিয়োজিত থাকতে পছন্দ করেন। নতুন কোনো ড্রাগের ব্যাপারেই তার আগ্রহ বেশি, বিশেষত যদি সেটা মানুষের উপর প্রয়োগ করার মতো হয়। ডাঃ নেলসন এসব ব্যাপারে আরো বেশি উৎসুক এবং আশাবাদী। ডাঃ গুডম্যান এসব নিয়ে ডাঃ নেলসনের সাথে খুব একটা কথা বলেন না।

ডাঃ গুডম্যান অবশ্য জানেন সত্যিকারের বিজ্ঞান অনেক যন্ত্রণার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আস্তে আস্তে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে এগোতে হয়। প্রাথমিক ট্রায়াল, দাবি করা, অথবা উদঘাটন, অনেক সময় বিপর্যয়ও ডেকে আনে। ডাঃ গুডম্যান নিজের উত্তেজনা এবং উচ্ছ্বাস চেপে রাখেন, নিজে থেকে প্রকাশ করার আগে তিনি নিজের গবেষণা বিষয়ক কিছু সহজে কাউকে জানান না।

"ধ্যাত্তেরি," ডাঃ গুডম্যান সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "মেরি, আমি এনডোট্রাকিয়াল টিউব আনতে ভুলে গেছি। তুমি এক দৌড়ে একটু এ্যানেসথেসিয়া রুমে যেয়ে আট নম্বর রুম থেকে ওটা এনে দেবে?"

"এক্ষুণি নিয়ে আসছি," মেরি আক্রুজি অপারেশন রুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো। ডাঃ গুডম্যান গ্যাস লাইনের সংযোগগুলো পরখ ক'রে দেখে নাইট্রাস অক্সাইড এবং অক্সিজেন উৎসের প্লাগ খুলে দেখে নিলেন।

শন বারম্যান ১৯৭৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিনটিতে ডাঃ গুডম্যানের চতুর্থ এবং শেষ কেস্। ইতমধ্যে সেই দিনে তিনি তিনটি রোগির এ্যানেসথেসিয়া সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন তিনি। একজন দুশো সত্তর পাউন্ড ওজনের পেট-ফাঁপা মহিলার পিত্তথলির পাথরের অপারেশনই ছিলো একটু জটিল ধরণের। ডাঃ গুডম্যান ভয় পাচ্ছিলেন যে, চর্বির আস্তরের মধ্যে এ্যানেসথেসিয়ার উপাদানগুলো কার্যকরি হতে একটু বেশি কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। অপারেশনটায় অনেক সময় লাগলেও রোগি খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে পেলো, কাঁটা জায়গার সেলাই করাটাও যথাসময়েই সম্পন্ন হলো।

আজ সকালের অন্য দুটো কেস্ ছিলো নিয়মমাফিক একটা শিরা জোড়া দেয়া। অন্যটা সাধারণ রক্তক্ষরণ। বারম্যান হলো ডাঃ গুডম্যানের শেষ কেস্, ডান পায়ের হাটুতে একটা ছোটোখাটো অপারেশন করতে হবে। ডাক্তার আশা করছেন আজ সোয়া একটা বাজেই তিনি তার ল্যাবে ফিরে যেতে পারবেন। প্রতি সোমবার সকালে তিনি তার নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেন এই জন্য যে, তিনি তার গবেষণা কর্ম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারছেন। তার কাছে ক্লিনিক্যাল এ্যানেসথেসিয়া খুবই বিরক্তিকর একটি কাজ। নিরানন্দ, খুব বেশি সহজ-সরল আর ভয়ানকভাবে নিরস।

মেরি এব্রুজি এনডোট্রাকিয়াল টিউব নিয়ে ফিরে এলো।

"মেরি, তুমি একটা রোবোট," ডাঃ গুডম্যান তার প্রস্তুতি পরখ করতে করতে বললেন। "আমি মনে করি আমরা প্রস্তত। নিচ থেকে রোগি আনার কি হলো?"

"আমার সৌভাগ্য। আমি এই কেস্ শেষ না ক'রে লাঞ্চে যাচ্ছি না," মেরি আব্রুজি দ্বিতীয়বারের জন্য রুম থেকে বের হয়ে গেলো।

যেহেতু বারম্যানের কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না তাই গুডম্যান সিদ্ধান্ত নিলেন নিউরো এ্যানেসথেসিয়া ব্যবহার করবেন। তিনি জানতেন স্পালেক এসব নিয়ে মাথা ঘমাবে না। বেশির ভাগ অর্থোপেডিক সার্জনই এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। "তাকে যতোটা পারো নিচে নামাও, যাতে আমি জায়গা মতো টরনিকোয়েট বাঁধতে পারি।"

নিউরো এ্যানেসথেসিয়া একটা ভারসাম্য রক্ষার কৌশল। রোগিকে একটা শক্তিশালী নিউরোলেপ্ট অথাবা ট্রাংকুলাইজিং দেয়া হয়, সেই সঙ্গে একটা শক্তিশালী এনালজেসিক অথবা পেইনকিলার। দুটো উপাদানের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে রোগি ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে ডাঃ গুডম্যান ড্রোপেরিডল অথাবা ফেনটানাইল বেশি পছন্দ করেন। এগুলো দেয়ার পর রোগি পেনটোথাল এবং নাইট্রাস অক্সাইডের প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। কিউরার ব্যবহৃত হয় মাংসপেশিগুলোকে অবশ ক'রে দেয়ার জন্য, যেটা ইনটিউবেশন এবং সার্জিক্যাল রিলাক্সেশন-এর জন্য লাগে। বারম্যানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত এ্যানেসথেসিয়ান জন্য উভয়েরই দরকার আছে।

রোগিকে এসবের মাধ্যমে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, ডাঃ গুডম্যান এটা পছন্দ করেন। ব্যস্ত থাকলে তার সময় খুব দ্রুত কেটে যায়।

একজন আরদার্লি অপারেশন রুমের দরজা খুলে দিলে মেরি আক্রুজি ধাক্কা দিতে দিতে বারম্যানের ট্রলিটা নিয়ে রুম নাম্বার ৮-এ প্রবেশ করলো।

"এই যে, আপনার বেবি, ডাঃ গুডম্যান। সে গভীর ঘুমে আছে," মেরি আক্রুজি বললো।

তারা আর্ম রেইলটা নামিয়ে রাখলো।

"ঠিক আছে, মিঃ বারম্যান। এখন সময় হয়েছে অন্য টেবিলে যাওয়ার," মেরি আক্রুজি আস্তে আস্তে বারম্যানের কাঁধ ঝাকাতে লাগলে সে চোখের পাতা অর্ধেক খুললো। "আপনাকে আমাদের একটু সহায়তা করতে হবে যে, মিঃ বারম্যান।"

বারম্যানকে টেবিল থেকে সরাতে একটু বেগ পেতে হলো। ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক ক'রে পাশ ফিরলে তার ঘাড়ের নিচে চাদর বিছিয়ে দিলে বারম্যানকে দেখে মনে হলো সে তার নিজের ঘরের বিছানায় আছে।

"ঠিক আছে, রিপ ভ্যান উইঙ্কল, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন," মেরি আক্রুজি বেশ সযত্নে বারম্যানকে পিঠের উপর শুতে এবং তার ডান হাত এক পাশে রাখতে সাহায্য করলো। বারম্যান ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে নিয়ে যা ঘটছে সে সমন্ধে সম্পুর্ন অচেতন সে। টরনিকোয়েটের কাফ তার ডান উরুতে বেঁধে সেটা পরীক্ষা করা হলো। তার ডান পায়ের গোড়ালি অপারেটিং টেবিলের উপর ঝুলে থাকা স্টেনলেস স্টিলের সাথে বাঁধা হলে তার গোটা ডান পা'টা-ই ঝুলন্ত অবস্থায় থাকলো। সহকারী আবাসিক সার্জর টেড কলবার্ট ডান হাটুটা ঔষুধ দিয়ে ঘষে দিলো।

ডাঃ গুডম্যান কাজে নেমে গেলেন। ১২টা ২০ বাজে। রক্ত চাপ ১১০/৭৫। পালস্ বাহাত্তর এবং নিয়মিত। তিনি বড় ধরণের ক্যাথেটার লাগিয়ে একটা আই.ভি দিতে শুরু করলেন। চামড়া ফুঁড়ে কাজটুকু করতে মাত্র ষাট সেকেন্ড সময় লাগলো।

মেরি আক্রুজি কার্ডিয়াক মনিটরের সংযোগ লাগালে গোটা রুমে তীক্ষ্ম কিন্তু নিম্নমাত্রার বিপ শোনা গেলো। এ্যানেসথেসিয়া মেশিন প্রস্তুত করা হলে ডাঃ গুডম্যান আই.ভি লাইনের সাথে সিরিঞ্জ সংযুক্ত করলেন।

"ঠিক আছে, মিঃ বারম্যান। এখন আমি চাই আপনি রিলাক্স বোধ করুন," মেরি আক্রুজির দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা ক'রে ডাঃ গুডম্যান বললেন।

"উনি যদি এর চেয়ে বেশি রিলাক্স হন তাহলে টেবিল থেকে ছিটকে পড়ে যাবেন," মেরি হেসে বললো।

ডাঃ গুডম্যান ৬ সি.সি বড় ডোজের ইনোভারের সেই মিশ্রণটাই দিলেন যেটা অপারেশন-পূর্ব ঔষুধ হিসেবে দেয়া হয়। এরপর তিনি চোখের পাতার রিফ্লেক্স পরীক্ষা ক'রে টুকে রাখলেন। বারম্যান এখন ঘুমের গভীর স্তরে আছে। ফলে ডাঃ

গুডম্যান সিদ্ধান্ত নিলেন পেনটোথ্যালের কোনো প্রয়োজন নেই। তার বদলে তিনি নাইট্রাস অক্সাইড ও অক্সিজেনের মিশ্রণ বারম্যানের মুখের কালো মাস্কের উপর ধরলেন। রক্তচাপ ১০৫/৭৫। পালস্ বাষট্টি এবং নিয়মিত। ডাঃ গুডম্যান ০.৪০ মিলিগ্রাম ডি-টিউবোকিউরারমা তরলের ইনজেকশন দিলেন, যে ঔষুধটার জন্যে আধুনিক যুগের লোকেরা আমাজনের জঙ্গলের অধিবাসীদের কাছে ঋণী। বারম্যানের শরীরের কিছু মাংসপেশি একটু খিচে উঠলেও সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো পেশী রিলাক্স হয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। ইনটিউবেশন দ্রুত হতে লাগলে ডাঃ গুডম্যান ভেনটিলেটিং ব্যাগের সাহায্যে বারম্যানের ফুসফুসে অক্সিজেন দিতে দিতে বুকের দু'পাশে স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে শুনতে লাগলেন।

যখন টরনিকোয়েট কাজ করতে শুরু করলো ডাঃ স্পালেক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দ্রুতগতিতে হাটুর জয়েন্টে কাজ করতে শুরু করলেন।

"*ভয়েলা,*" ছুরি শূন্যে তুলে ধরে এবং মাথা উঁচু ক'রে তার নিজের হাতের কাজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললেন, "এখন দরকার মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর ছোঁয়া।"

ডাঃ স্পালেকের হাতের দিকে পেনি ওরিলির দু'চোখ ঘুরছে, সে মেনিসকাস ছুরিটা ডাক্তারের হাতে দিতে দিতে মুচকি হাসলো।

"এই যে আমার ছুরি," ডাঃ স্পালেক ছুরিটা ধরে বললেন। এরপর ছুরিটা বেশ দক্ষতার সঙ্গে, না তাকিয়েই হাটুর জয়েন্টে ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি ছাদের দিকে চেয়ে আছেন। চোখে না দেখেই তিনি কাটাকাটি করছেন। কিছু ভেঙে যাওয়ার ভোঁতা শব্দ শোনা গেলো, তারপর একটা মট ক'রে ভাঙার শব্দ। "ঠিক আছে," ডাঃ স্পালেক দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন, "এই যে, বদমাশটা বেরিয়ে আসছে।"

নষ্ট কার্টিলেজগুলো বেরিয়ে এলো। হাড়ের সাথে হাড়ের ঘর্ষণ রোধ করে এগুলো। "আমি চাই সবাই এটা দেখুক। দেখুক এই ছোট্ট যন্ত্রণাদায়ক জিনিসটা ভেতরে ছিলো। এই জিনিসটাই এই মানুষটাকে ভোগাচ্ছিলো।"

ডাঃ কোলবার্ট পেনি ওরিলির কাছে রাখা নমুনাটা দেখলো। তারা দু'জনেই বিস্মিত হয়ে মেনে নিলো ছোট্ট জিনিসটা কিভাবে মেনিসকাস ছুরি দিয়ে অন্ধের মতো কাটা হলো!

ডাঃ স্পালেক টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে নিজের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে হাতের গ্লোভস্ দুটো খুলে ফেললেন। "ডাঃ কোলবার্ট, আপনি কেন বাকি কাজটুকু শেষ ক'রে লাউঞ্জে আসছেন না। আমি ওখানেই থাকবো," এ কথা বলেই তিনি চলে গেলেন।

ডাঃ কোলবার্ট ক্ষতস্থানটা হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখলেন কিছুক্ষণ।

"কতোক্ষণ সময় লাগবে ব'লে আপনি মনে করেন?" পর্দার ওপাশ থেকে ডাঃ গুডম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

ডাঃ কোলবার্ট মুখ তুলে তাকালেন। "মনে হচ্ছে, পনেরো কিংবা বিশ মিনিট লাগবে।" পেনি ওরেলির কাছ থেকে তিনি সুঁই-সূতা নিয়ে সেলাই করতে শুরু করলেন। সুইয়ের খোঁচায় বারম্যান একটু ন'ড়ে উঠলো, ঠিক একই সময় ডাঃ গুডম্যান রোগিকে ভেন্টিলেটিং ব্যাগ দিয়ে ব্রিদিং দেয়ার ব্যাপারে একটু চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তার মনে হলো বারম্যান নিজের শ্বসন নিজে চালানোর চেষ্টা করছে। এই কারণেই রক্তচাপ বেড়ে ১১০/৮০-তে উন্নীত হয়েছে।

"সে নিশ্চয় কিছুটা হাল্কা বোধ করছে," ডাঃ কোলবার্ট ক্ষতস্থানের ময়লা পরিস্কার করতে করতে বললেন।

"আমি তাকে আরেকটু ঔষুধ দেবো," ডাঃ গুডম্যান বললেন। তিনি আরেকটা ইনোভার ইনজেকশন দিলেন। একটু পরেই তিনি বুঝতে পারলেন এটা একটা মারাত্মক সমস্যা হতে পারতো। তিনি শুধু অ্যানালজেসিক ফেনটানাইল ব্যবহার করলেই পারতেন। রক্তচাপ দ্রুত পড়ে গেলে বারম্যান গভীর অচেতনে তলিয়ে গেলো আবার। কিছুক্ষণ পরই রক্তচাপ ৯০/৬০-তে চলে এলে পালস্ বেড়ে প্রতি মিনিটে আশিতে উঠে গেলো। তারপর সেটা আবার স্বস্তিদায়ক বাহাত্তরে চলে এলো।

"সে এখন স্বাভাবিক অবস্থায় আছে," বললেন ডাঃ গুডম্যান।

"বেশ। ঠিক আছে, পেনি। আমাকে এই সূতাগুলো দাও। সেলাই ক'রে জোড়া লাগিয়ে দেই এবার," বললেন কোলবার্ট।

আবাসিক সার্জন কোনো কথাবার্তা না বলে সুন্দরভাবে কাজ করতে লাগলেন। মেরি আক্রুজি কোণার এক দিকে ব'সে আছে। নিজের ছোটো রেডিওটা শোনার চেষ্টা করছে সে। হাল্কা আওয়াজে রক মিউজিক ভেসে বেড়ালো ঘরে। ডাঃ গুডম্যান এ্যানেসথেসিয়ার শেষ রেকর্ডগুলো দেখে নিলেন।

"উপরের চামড়া সেলাই করতে হবে," ডাঃ কোলবার্ট হাটুর দিকে ঝুঁকে বললেন। একটা পরিচিত চাপড়ের শব্দ হলো, নিডল খোলার চেষ্টা করার শব্দ। মেরি এক্রুজি তার মাস্কের নিচের অংশ তুলে একটা পুরনো চিউইংগাম ফেলে নতুন আরেকটা মুখে দিলো।

প্রথমে এটা কেবলমাত্র ভেনটিকুলার কনট্রাকশান ছিলো, যেটা নির্দিষ্ট বিরতিতে হচ্ছিলো। ডাঃ গুডম্যানের চোখ মনিটরে নিবদ্ধ। আবাসিক সার্জন আরো সেলাই করা হবে কিনা জানতে চাইলো। ডাঃ গুডম্যান নাইট্রাস অক্সাইডকে বের ক'রে দেয়ার জন্য অক্সিজেনের প্রবাহ বাড়িয়ে দিলেন। সেখানে দু'ধরণের অস্বাভাবিক হৃদশব্দ হতে লাগলে হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে মিনিটে ৯০তে চলে এলো। শ্রবণযোগ্য হৃদশব্দ এতো অস্বাভাবিক হলো যে, স্ক্রাব নার্সের কাছেও সেটা ধরে পড়লো। সে

ডা: গুডম্যানের দিকে তাকালো কিন্তু যখন বুঝতে পারলো ডা: গুডম্যান বিষয়টা জানেন তখন চামড়া সেলাইয়ের জন্য আবাসিক সার্জনের কাছে চলে গেলো সে।

ডা: গুডম্যান অক্সিজেন প্রবাহ বন্ধ ক'রে দিয়ে ভাবতে লাগলেন হৃদপিণ্ডের মাংসপেশী অক্সিজেনের প্রতি নির্দিষ্টভাবে হয়তো বেশি সংবেদনশীল যেটা রক্তে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে তার মনে হতে লাগলো এটা হয়তো ভুলও হতে পারে। তিনি এবার বারম্যানের ফুস্‌ফুসে চাপ দিয়ে বাতাস প্রবেশ করতে লাগলেন। বারম্যান আগের মতো আর নিজে নিজে শ্বাস নিতে পারছে না।

পরপর কয়েকবার অদ্ভুত অপূর্ন হৃদস্পন্দন হতে লাগলে ডা: গুডম্যান একটু ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভালো করেই জানেন এ ধরণের অদ্ভুত অপূর্ণ হৃদস্পন্দন প্রায়শ দ্রুত কার্ডিয়াক এ্যারেস্টে রুপ নেয়। যখন রক্তচাপ মাপার কাফ রোগির হাতে পরাতে লাগলেন তখন ডা: গুডম্যানের হাত দৃশ্যত কাঁপতে শুরু করলো। রক্তচাপ ৮০/৫৫। এটা কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই কমে গেছে। ডা: গুডম্যান মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপূর্ণ হৃদস্পন্দন দ্রুত বাড়ছে। বিপের শব্দ দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। ডা: গুডম্যান ভয়ংকর কিছু আশংকা করলেন। দ্রুত তিনি এ্যানেসথেসিয়া মেশিনের দিকে তাকালেন। তার মন একটা উত্তর খুঁজতে লাগলেন। তার মনে হচ্ছে তার পেটের নাড়িভূড়ি গিট পাকিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। মারাত্মক কোনো ভুল হয়ে গেছে। অপূর্ণ হৃদস্পন্দন এতো বেড়ে গেলো যে, স্বাভাবিক বিটের কোনো অস্তিত্ব রইলো না, মনিটরের ইলেকট্রনিক বিপ জানিয়ে দিচ্ছে রোগির অবস্থা ভয়াবহ।

"এখানে হচ্ছেটা কি?" সেলাই করতে করতে চেঁচিয়ে উঠলেন ডা: কোলবার্ট।

ডা: গুডম্যান কোনো উত্তর দিলেন না। তার কাঁপুনিরত হাত একটা সিরিঞ্জ খুঁজছে। "লিডোকেইন," তিনি একজন রক্তসঞ্চালক নার্সের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। নিডলের মুখ থেকে প্লাস্টিক ক্যাপ টেনে খুলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু খুলতে পারলেন না।

"হায় ইশ্বর!" তিনি আৎকে উঠলেন হতাশ হয়ে দেয়ালের গায়ে সিরিঞ্জটা চেপে ধরলেন। অন্য আরেকটা সিরিঞ্জের প্যাকেট ছিড়ে কোনো মতে মুখটা খুলতে সমর্থ হলেন তিনি। মেরি আব্রুজি তার জন্য লিডোকেইনের বোতলটা খুলে ধরলো কিন্তু ডা: গুডম্যানের কাঁপুনিরত হাত সেটা নিতে অসমর্থ হলো। তিনি বোতলটা আব্রুজির হাত থেকে না নিয়েই নিডল ঢুকিয়ে কাজ সারলেন।

"হায় ঈশ্বর, এই লোক তো কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের শিকার হতে যাচ্ছে," ডা: কোলবার্ট অবিশ্বাসের সাথে বললেন। তিনি মনিটরের দিকে তাকালেন। তার ডান হাতে নিডল হোল্ডার এবং বাম হাতে ফরসেপ ধরা।

ডাঃ গুডম্যান সিরিঞ্জে লিডোকেইন ভরে বোতলটা টাইল্‌সের মেঝের উপর ফেলে দিলেন। নিজের কাঁপুনির সাথে যুদ্ধ ক'রে তিনি নিডলটা আই.ভি লাইনে ঢোকানোর চেষ্টা করলেও কেবলমাত্র নিজের কড়ে আঙুলে রক্তপাত ঘটাতে সমর্থ হলেন। গ্লেন ক্যাম্পবেলের কণ্ঠটা রেডিও থেকে শোনা গেলো।

ডাঃ গুডম্যান আই.ভি লাইনে লিডোকেইন দেয়ার আগেই মনিটর এলোমেলো অবস্থা থেকে বিপজ্জনক স্থির অবস্থায় চলে এলো। অবিশ্বাসের সাথে ডাঃ গুডম্যান দেখতে পেলেন ইলেকট্রনিক বিপ্‌ আবার পরিচিত এবং স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এসেছে। তিনি ভেনটিলেটিং ব্যাগে চাপ দিয়ে বারম্যানের ফুস্‌ফুসে বাতাস ঢোকালেন। রক্তচাপ ১০০/৬০ এবং পালস্‌ মিনিটে ৭০ বার। ডাঃ গুডম্যানের কপালে ঘাম জমতে লাগলো। এরকম অবস্থায় তিনি এর আগে কখনও পড়েন নি। তার নিজের হৃদপিণ্ডের গতি মিনিটে একশোরও উপরে উঠে গেছে। ডাঃ গুডম্যান সিদ্ধান্তে আসলেন যে, ক্লিনিক্যাল এ্যানেসথেসিয়া আসলে সবসময় বিরক্তিকর নয়।

"ঈশ্বরের দোহাই, এসব কি হচ্ছিলো?" ডাঃ কোলবার্ট জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার এ সমন্ধে সামান্যতম ধারণাও নেই," ডাঃ গুডম্যান বললেন। "কিন্তু আমি এটা শেষ করেছি। আমি এ লোককে জাগিয়ে তুলতে চাই।"

"হতে পারে এটা মনিটরের কোনো গোলমাল," মেরি আক্রুজি কিছুটা আশাবাদী ভঙ্গিতে বললো।

আবাসিক সার্জন তার সেলাই শেষ করলেন। কিছুক্ষণের জন্য ডাঃ গুডম্যান টরনিকোয়েটটা ধরে রাখলে হার্টরেট কিছুটা বেড়ে আবার স্বাভাবিকে ফিরে এলো।

রেসিডেন্ট বারম্যানের পায়ে কাস্ট লাগাতে শুরু করলেন ডাঃ গুডম্যান মনিটরের দিকে নজর রাখলেন। রেটের গতি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। ডাঃ গুডম্যান এ্যানেসথেসিয়ার ঘটনাগুলোর রেকর্ড রাখলেন। যখন কাস্টের কাজ শেষ হলো ডাঃ গুডম্যান অপেক্ষা করলেন বারম্যান নিজ থেকে শ্বাস নিতে পারে কিনা। শ্বাস নেবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। ডাঃ গুডম্যান ঘড়ির দিকে তাকালেন। পৌনে একটা বাজে। তিনি ভাবলেন, যদি ফেনটানাইল দিতেন তাহলে হয়তো এটা ঘটতো না। একই সাথে তিনি চান বারম্যানকে যাতে খুব কম ঔষুধ দিতে হয়। তার নিজের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেলো এই ভেবে যে, বারম্যান কোনো সাধারণ কেস্‌ নয়।

ডাঃ গুডম্যান ভাবলেন বারম্যান যদি মোটেও শ্বাস না নেয়ার চেয়ে কিছুটাও শ্বাস নিতো তাহলে ভালো হোতো। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন লিড রিফ্লেক্সগুলো আরেকবার পরখ করবেন। সেখানে কোনো সাড়া নেই। তিনি লিডগুলো উঁচু ক'রে তুললে সেখানে অদ্ভুত কিছু দেখতে পেলেন। সাধারণত ফেনটানাইলের ক্ষেত্রে অন্যান্য শক্তিশালী নারকোটিক্সের মতো চোখের মণি খুব ছোটো হয়ে যায়।

বারম্যানের মণি বড় বড়। কালো অংশ কর্নিয়ায় প্রায় ঢেকে গেছে। ডাঃ গুডম্যান পেন্সিল লাইট বের ক'রে বারম্যানের চোখের উপর আলো ফেললে একটা লাল রিফ্লেক্স প্রতিফলিত হলো কিন্তু চোখের মণি কোনো রকম নড়াচড়া করলো না। অবিশ্বাসের সাথে ডাঃ গুডম্যান বারবার এটা করলেন। অনেকবার করলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। ডাঃ গুডম্যান দুটো শব্দ সজোরে উচ্চারণ করলেন, "...হায় ঈশ্বর!"

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, দুপুর ১২টা ৩৪ মিনিট

সুজান হুইলার এবং অন্য চারজন মেডিকেল ছাত্র নিচ তলায় এসে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের সমন্ধে নিজেদের পূর্ব-ধারণা দারুণভাবে খাপ খেয়েছে দেখে যারপর নাই উত্তেজিত। সেখানে একটা ভীড় আর হৈহল্লা দেখে বোঝা গেলো ভয়ানক কিছু ঘটেছে। ভয়ে চম্‌কে যাওয়া রোগিরা সেখানে ব'সে নিউইয়র্কের পুরনো ম্যাগাজিনগুলোর পাতায় চোখ বুলাতে বুলাতে তাদের ডাক্তারদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা অবাক চোখে সেই সব ছুটে চলা মানুষদের দেখছে যাদের বুকে কলম, পেনলাইট, স্টেথোস্কোপ এবং অন্যান্য মেডিকেলের জিনিসপত্র রয়েছে।

যখন দলটা তাদের পাশ দিয়ে গেলো তখন প্রতিটি রোগি মাথা ঘুরিয়ে তাদেরকে করিডর দিয়ে চলে যেতে দেখলো। প্রত্যেকেই ধারণা করছে সাদা এ্যাপ্রোন পরা এই ডাক্তারের দলটা ইর্মাজেন্সির জন্য হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছে, তারা নিশ্চিত এই সব ডাক্তারেরা কতো সচেতনভাবে রোগিদের জন্য কাজ ক'রে যায়। বিশেষত এই মেমোরিয়ালে। এই মেমোরিয়াল হাসপাতালটি একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান।

এলিভেটর কিছুটা দেরি করলে বেলোজ বারবার 'নিচে' লেখা তীর চিহ্নিত বাটনটা এমনভাবে চাপতে লাগলো যেনো তার হাতের চাপেই এলিভেটরটা দ্রুত নিচে নেমে আসবে। প্রতিটি তলার ইনডিকেটর জানিয়ে দিচ্ছে এলিভেটর ঠিক সময় নিয়েই কাজ করছে। একটু একটু ক'রে প্রতি তলায় থেমে থেমে উঠছে, প্রতি তলায় যাত্রি নামিয়ে নতুন ক'রে তুলে তার সময়মতোই ধীর গতিতে নিচে নেমে আসছে। এই ধরণের জরুরি অবস্থার জন্য এলিভেটরের পাশেই একটা ফোন আছে। বেলোজ সেটার ক্র্যাডল তুলে নিয়ে অপারেটরকে ডায়াল করলেও অপারেটর কোনো উত্তর দিলো না। যে কোনো ফোন তুলে উত্তর দিতে মেমোরিয়ালের অপারেটরদের সাধারণত কমপক্ষে পাঁচ মিনিট সময় লাগে।

"গোল্লায় যাক্ শালার এলিভেটর," বেলোজ বাটনে দশম বারের মতো চাপ দিতে দিতে বললো। তার চোখ গেলো বের হওয়ার চিহ্ন সম্বলিত সিঁড়ির দিকে। "সিঁড়ি দিয়েই যাই," বেলোজ সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বরে বললো।

খুব দ্রুত গতিতেই গোটা দলটা সিঁড়ি দিয়ে হনহন ক'রে নেমে গেলো দশ তলা থেকে দ্বিতীয় তলায় যাওয়ার জন্য। যাত্রাটা দেখে মনে হচ্ছে সেটা সমাপ্তির অযোগ্য। দুটো বা তিনটে ধাপ্ একত্রে ডিঙিয়ে যেতে লাগলো তারা। ছয় তলায় তারপর পাঁচ। চার তলায় এসে গোটা দলটা খুবই সর্তকতার সাথে ধীরে ধীরে পা

ফেললো। চার তলার বাল্বটা নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা চুরি হয়েছে। তারপর আবার আগের তালেই পা ফেলতে লাগলো তারা।

ফেয়ারওয়েদার খুব ধীরে ধীরে হাটছে, সুজান তার পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে গেলো। "আমি জানি না আমরা কিসের জন্য এভাবে গাধার মতো দৌড়াচ্ছি," সুজান তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ফেয়ারওয়েদার বললো।

সুজান তার মুখের উপর এসে পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে বললো, "যতোক্ষণ পর্যন্ত বেলোজ আমাদের পালের গোদা ততোক্ষণ দৌড়ানোতে আমি কিছু মনে করছি না। আমি দেখতে চাই কী ঘটতে চলেছে, কিন্তু আমি সেই সব ঘটনার প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না।"

ফেয়ারওয়েদার ধীরেসুস্থে হাটতে লাগলে বেশ দ্রুতই পেছনে পড়ে গেলো সে। সুজান তিন তলার শেষ মাথায় চলে এলে বেলোজকে দুই নম্বর দরজায় করাঘাত করতে শুনলো। সে তার ফুস্‌ফুসের সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে কাউকে দরজা খুলতে বলছে। সুজান শেষ ধাপ অতিক্রম করলে দুই নম্বরের দরজাটা খুলে গেলো, দেখা গেলো নাইল্‌স তার জন্য দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। সুজান হল ঘরে প্রবেশ ক'রে বাম দিকে মোড় নিতেই তার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। কিন্তু তারপরও সে থামলো না। অন্যদের অনুসরণ ক'রে সে দৌড়ে সোজা আই.সি.ইউ'তে ঢুকে পড়লো।

পূর্বের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর এখন তীব্র ফ্লুরোসেন্ট লাইটের কারণে এতোটাই আলোকিত হয়ে আছে যে, কক্ষের সব বস্তুর উপর সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। সাদা ভিনাইলের মেঝেতে সেই আলোতে প্রতিফলিত হচ্ছে। কক্ষের এক কোণে তিনজন আই.সি.ইউ নার্স ন্যান্সি গৃনলির বুকে চেস্ট ম্যাসেজ দিতে ব্যস্ত। বেলোজ কার্টরাইট, রেইড এবং অন্যান্য মেডিকেল ছাত্ররাও বেডের চারদিকে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

"থামো," বেলোজ কার্ডিয়াক মনিটর দেখতে দেখতে বললো। নার্স খুব কাছ থেকে সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে বুকে ম্যাসেজ করছে। সুজান হাটু গেঁড়ে ন্যান্সি গৃনলির বিছানার কিনারার কাছে, ঠিক ডান পাশে ব'সে পড়লো। মনিটরের দৃশ্যটা খুবই অনিয়মিত আর লাফাচ্ছে।

"তাকে চার মিনিট ধরে ফাইব্রেলিটিং করা হয়েছে," মনিটর দেখতে দেখতে শেরগুড জানালো। "আমরা দশ সেকেন্ড পরে আবার ম্যাসাজ শুরু করবো।"

বেলোজ বেশ দ্রুত ন্যান্সি গৃনলির ডান পাশে চলে এসে মনিটর দেখতে দেখতে হাতের মুঠি দিয়ে রোগিনির বুকে আঘাত করতে লাগলো। সুজান আঘাতের ভোঁতা শব্দ শুনে ছটফট করছে। মনিটরের কোনো পরিবর্তন হলো না। বেলোজ আবার বুকে ম্যাসাজ করতে শুরু করলো।

"কার্টরাইট কুচকির কাছে পাল্স দেখো তো," মনিটর থেকে তার চোখ না সরিয়েই বেলোজ বললো। "ডিফাইব্রিলেটর চারশো জুল পর্যন্ত তুলে দাও," কাউকে সে বললে একজন আই.সি.ইউ নার্স সেটা পালন করলো।

সুজান এবং অন্যান্য ছাত্রেরা দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরব দর্শকের মতো সব দেখতে লাগলো। তারা চাইলেও তাদের সামনে ভয়াবহ ঘটনায় কোনো সাহায্য করতে পারছে না।

"নাড়ির গতি এখনও বেশ ভালো অবস্থায় আছে," কার্টরাইট ন্যান্সির কুচকিতে চাপ দিতে দিতে বললো।

"আগে থেকে কি কিছু বোঝা যায় নি, নাকি আচম্কাই এটা হয়েছে?" বেলোজ মনিটরের দিকে তাকিয়ে বললো।

"খুব সামান্য লক্ষণই দেখা গেছে," শেরগুড উত্তর দিলো। "তার হৃদস্পন্দন একটু বেড়ে গিয়ে কিছু অপূর্ন ভেন্ট্রিকুলার বিট শোনা গিয়েছিলো, আমি সেটা রেকর্ড ক'রে রেখেছি," শেরগুড একটা ই.সি.জি পেপার বেলোজের সামনে মেলে ধরলো তাকে দেখানোর জন্যে। "তারপরই হঠাৎ ক'রে এই অবস্থায় চলে এসেছে।"

"কি কারণে তার অবস্থা এতোটা খারাপ হলো?" বেলোজ জিজ্ঞেস করলো।

"কিছুই না," শেরগুড বললো।

"ঠিক আছে," বেলোজ বললো। "এক এ্যাম্পুল বাই-কার্বনেট এবং ১০সি.সি ইফিনেফ্রিন কার্ডিয়াক নিডলের সাহায্য ওর শরীরে পুশ করো।"

একজন আই.সি.ইউ নার্স বাই-কার্বনেটের ইনজেকশন দিলো, আর অন্যজন এপিনেফ্রিন প্রস্তুত করতে শুরু করলো।

"ইলেকেট্রোলাইট ও ক্যালসিয়ামের হিসেব দেখার জন্যে ওর থেকে একটু রক্ত নিয়ে নাও।" বেলোজ রেইডকে ম্যাসাজ করার দায়িত্ব দিতে দিতে বললো। বেলোজ রোগির ফিমোরাল পালস্ দেখে সন্তুষ্ট হলো। "এই কেসের ব্যাপারে কনফারেন্স করার সময় বিলিং কি বলেছিলো, অপারেশন রুমে যেটা ঘটেছিলো এখন দেখছি আবার সেটাই ঘটছে। একই জাতীয় সমস্যা প্রথম থেকেই হচ্ছে," বেলোজ চিন্তিত ভাবেই বললো। সে নার্সের কাছ থেকে ১০ সি.সি'র ইফিনেফ্রিনের সিরিঞ্জটা নিয়ে সেটা থেকে বাতাস বের ক'রে নিলো।

"ঠিক তা নয়," রেইড চাপ দিতে দিতে বললো, "অপারেশন রুমে তাকে কোনো রকম ফাইব্রিলেট করা হয় নি।"

"সে ফাইব্রিলেটেড হয় নি, কিন্তু তার অপূর্ন ভেনিট্রিকুলার কনট্রাকচার ছিলো। স্পষ্টতই তার হৃদস্পন্দন দ্রুতই ছিলো, ঠিক এখন যেমন রয়েছে। ঠিক আছে। এবার থামো!" বেলোজ ন্যান্সির বাম দিকে ঘুরে গেলো একটা কার্ডিয়াক নিডল সিরিঞ্জ নিয়ে। রেইড সোজা হয়ে দাঁড়ালো, যাতে বেলোজ ন্যান্সির বক্ষস্থি অনুভব করতে পারে সেজন্যে পাঁজরের একটা জায়গা চিহ্নিত ক'রে দিলো।

বেলোজের সিরিঞ্জের নিডল সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা আর তাতে আলো প'ড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। সিরিঞ্জটা মেয়েটার বুকে ঢুকিয়ে দিলো বেলোজ। যখন সিরিঞ্জটা একটু টানা হলো তখন গাঢ় রক্ত সিরিঞ্জের ভেতর চলে এলো।

"ঠিক আছে," হৃদপিণ্ডে দ্রুত ওটা ঢোকাতে ঢোকাতে বেলোজ বললো।

ন্যান্সির বুকে সুঁইটা ঢুকতেই সুজানের গায়ের লোম কাটা দিয়ে উঠলো। সুজান যেনো তার নিজের হৃদযন্ত্রে সিরিঞ্জের সুঁইটার শীতলতা অনুভব করতে পারলো।

"এটা চালিয়ে যাও," বেলোজ রেইডের দিকে তাকিয়ে বললো। রেইড দ্রুত আবার কার্ডিয়াক ম্যাসাজ শুরু ক'রে দিলো। "স্টার্ক এটা নিয়ে খুব চিল্লাফাল্লা করবে," বেলোজ মনিটরে চোখ রেখে বললো। "বিশেষত এইসব রোগিদের ভিজিলেন্স করার পর তার বক্তৃতার সময়। আরে, আমি সত্যিই এই ধরণের জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাই না। যদি সে কিছু বলে তো তাতে আমার বয়েই গেলো।"

বেলোজ যে সমস্যায় পড়েছে সেটা যেনো সুজানের বোধগম্য হলো। এখানকার সব কর্মচারীরা ন্যান্সি গৃনলিকে একজন মানুষ হিসেবে গণ্য করছে না, তারা রোগিকে একটা জটিল খেলার অংশ হিসেবে দেখছে, যেনো ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনো ব্যাপার স্যাপার। ন্যান্সি গৃনলি এখন কেবলই একটি টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জ। দিনের পর দিন খেলায় এবং অন্যান্য কাজে শেষপর্যন্ত মূল ফলাফলটি অনেক কম গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে।

সুজান ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের প্রতি দ্বিধা অনুভব করছে। এই সব যন্ত্রপাতি আর গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সে নিজেকে একজন প্রতিবন্ধী হিসেবে মনে করছে। বাস্তবতা খুবই তিক্ত, শীতল আর বিচ্ছিন্ন ব'লে মনে হচ্ছে তার কাছে। আবার এমন কিছুও আছে যেটা আনন্দদায়ক, একাডেমিক দিক থেকে অনেকটা স্বস্তিদায়ক। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সে একটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করছে। অন্য প্রাণীর হৃদপিণ্ডের সাথে সে ন্যান্সির হৃদপিণ্ডের তুলনা করলো। যদি গোটা জিনিসটা ডিপোলোরাইজ ক'রে ইলেকট্রিক্যাল কর্মক্ষমতা অচল করা যেতো তাহলে ভেতরের ছন্দ হয়তো আবার ফিরে আসতো।

সুজান লক্ষ্য করলো বেলোজ ন্যান্সির খোলা বুকে ডিফিব্রিলেটিং প্যাডল স্থাপন করছে। একটা প্যাডল সরাসরি তার বক্ষস্থিতে এবং অন্যাটা বুকের বাম দিকে।

"সবাই বিছানার পাশ থেকে সরে যাও," বেলোজ আদেশ করলো। একটা শক্তিশালী ইলেকট্রিক চার্জ ন্যান্সির বুকে প্রবাহিত করলে তার শরীরটা মারাত্মকভাবে ঝাঁকি খেয়ে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠলে স্ক্রিন থেকে ইলেকট্রনিক বিপ্ উধাও হয়ে আবার ফিরে এলো।

"তার পালস্ খুব ভালো অবস্থায় ফিরে এসেছে," কার্টরাইট বললো।

রেইড বাইরের দিকে ম্যাসাজ করছে। গতিটা কয়েক মিনিট যাবৎ একই রকম থেকে অনিয়মিত হৃদস্পন্দন শুরু হয়ে গেলো আবার।

“ভি-টাক,” শেরগুড আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো, “হৃদপিণ্ড এখনও খুব সহজেই উত্তেজিত হচ্ছে। বড় ধরণের কোনো ভুল হচ্ছে মনে হয়।”

“যদি তুমি জানো সেটা কি, তাহলে আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখো না,” বেলোজ বললো। “এই ফাঁকে আমরা কিছু লিডোকেইন দিয়ে দেই। ৫০ সি.সি।”

একজন নার্স লিডোকেইন ঢেলে বেলোজের হাতে দিলো। বেলোজে সেটা আ.ইভি লাইনে পুশ করলে সুজান ঘুরে দাঁড়ালো যাতে সে মনিটরের স্ক্রিনটা খুব ভালোভাবে দেখতে পায়।

লিডোকেইন দেয়া সত্ত্বেও হৃদস্পন্দনের ছন্দ খুব দ্রুতই খারাপের দিকে যেতে লাগলো, আবারও সেটা অনুভূতিহীন ফাইব্রিলেশনে পরিণত হচ্ছে।

বেলোজ ভর্ৎসনা করতে লাগলে রেইড ম্যাসাজ শুরু ক'রে দিলো। একজন নার্স আবার ডিফাইব্রিলেটর চার্জ দিতে লাগলো।

“এখানে কোন্ ঘোড়ার ডিম হচ্ছে?” আরেকটা বাইকার্বনেট দিতে দিতে বেলোজ চিৎকার দিয়ে উঠলো। সে কোনো উত্তর আশা করে নি। একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে শূন্যে।

আই.ভি লাইনে আরেকটা ডোজ ইফিনেফ্রিন দেয়া হলো। আর সেটা দেয়া হলো দ্বিতীয় ডিফাইব্রিলেশনের পরে, যাতে হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু কিছুই হলো না। অবস্থা আরো খারপের দিকে চলে যাচ্ছে।

“এখানে সেই একই সমস্যা হচ্ছে যেরকম হয়েছিলো অপারেশন রুমে,” বেলোজ বললো। “আবার দাও, রেইড বুড়ো খোকা। সবাই একটু মন দাও।”

সোয়া একটার মধ্যে ন্যান্সি গৃনলিকে একুশ বার ডিফাইব্রিলেটেড করা হলো। প্রতিটি শকের পর একটা ক'রে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসে শুধুমাত্র অল্প সময়ের জন্য। একটা ষোলো মিনিটে আইসিইউ থেকে একটা ফোন এলো। এটার উত্তর ওয়ার্ড ক্লার্কই দিলো। তার কাছেই সব তথ্য থাকে। রিপোর্টটা ল্যাব থেকে আসা ইলেকোট্রোলাইট-এর। সবকিছুই স্বাভাবিক আছে, শুধুমাত্র পটাশিয়ামের লেভেল ছাড়া। এটা খুবই কম। শুধুমাত্র ২.৮ মি.মি পার লিটার।

ওয়ার্ড ক্লার্ক রিপোর্টটা নার্সকে জানালে সে সেটা বেলোজকে জানিয়ে দিলো।

“হায় ঈশ্বর! মাত্র ২.৮। ঈশ্বরের নামে বলো এটা কিভাবে ঘটলো? অন্ততপক্ষে আমাদের এটুকু জানা দরকার। ঠিক আছে, তাকে তাহলে পটাসিয়াম দেয়া যায়। ৮০ মি.লি আই.ভি বোতলে দাও, আর এটাকে প্রতি ঘণ্টায় ২০০ সি.সি ক'রে দিতে থাকো।”

ন্যান্সি গৃনলি এই ব্যবস্থায় খুব দ্রুতই সাড়া দিলো। বেলোজ প্যাডল দিতে লাগলো আর রেইড চাপ দেয়া অব্যহত রাখলো। আই.ভি'তে পটাসিয়াম দেয়া হলে

সুজান গোটা প্রক্রিয়াটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। প্রকৃতপক্ষে, সে এতো মনোযোগ দিয়ে জিনিসটা দেখতে লাগলো যে, যখন স্পিকারে তার নাম ডাকা হলো, তাকে প্রধান ডেস্কের কাছে যেতে বলা হলো, তখন সেটা সে শুনতেই পেলো না। অনেকবারই স্পিকারে ছাড়া ছাড়াভাবে চিকিৎসকদের নাম্বার ধরে সিরিয়ালি ডাকতে লাগলো, কিন্তু হট্টগোলের কারণে নাম আর নাম্বার সবই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে সুজানের পেইজারে যখন বিপ্ হলো তখন সুজান সেটা শুনতে পেলো। সে তার জায়গা ছেড়ে দেয়ালের দিকে গিয়ে ফোন ব্যবহার ক'রে পেইজারের জবাব দিলো।

৩৮১ নাম্বার রিকভারি রুম থেকে সুজানকে ডাকা হলে সে খুবই আশ্চর্য হলো এই ভেবে যে, সেখানে তার নামটা গেলো কিভাবে। সে তার নাম ওখানে জানালো সুজান হুইলার ব'লে, ডাঃ সুজান হুইলার হিসেবে নয়। ক্লার্ক তার নাম শুনে তাকে লাইনে থাকতে বলে খুব দ্রুতই উত্তর দিলো।

"এখানে একজন রোগির ধমনীতে রক্ত-গ্যাস দেয়ার দরকার।"

"রক্ত-গ্যাস?"

"ঠিক। অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং এসিড লেভেল। আমাদের এখনই প্রয়োজন।"

"আপনি কিভাবে আমার নাম জানলেন?" সুজান জিজ্ঞেস করলো। সে আশা করলো হয়তো ভুলবশত তার নাম ডাকা হয়েছে।

"আমাকে যা বলা হয়েছে আমি তাই করেছি। আপনার নাম চার্টে আছে। মনে রাখবেন।" সুজান কিছু বলার আগেই ক্লার্ক লাইনটা কেটে দিলো। প্রকৃতপক্ষে তার কিছুই বলার ছিলো না। সে রিসিভারটা রেখে ন্যান্সির বেডের কাছে চলে এলো। বেলোজ পেডেলগুলো আবার জায়গা মতো রাখছে। রোগির শরীরে শক্ ছড়িয়ে পড়ছে। তার দু'হাত বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা। এটা একই সাথে নাটকীয় এবং করুণার ব'লে মনে হচ্ছে। মনিটরে স্বাভাবিক ছন্দ দেখাচ্ছে এখন।

"তার পালস্ এখন বেশ ভালো," কার্টরাইট কুচ্‌কিতে হাত রেখে বললো।

"আমি মনে করি তার সাইনাস রিদম এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো। বিশেষত পটাশিয়াম দেয়ার পরে," বেলোজ দু'চোখ মনিটরের স্ক্রিনে স্থির রেখে বললো।

"ডাঃ বেলোজ," সুজান শান্ত স্বরে বললো, "রিকভারি রুম থেকে আমি ডাক পেয়েছি, একজন রোগিকে আর্টেরির রক্ত-গ্যাস দেয়ার জন্য।"

"বেশ, নিজের কাজ উপভোগ করো," বেলোজ বললো বিক্ষিপ্ত স্বরে। সে শেরগুডের দিকে ফিরলো। "ঈশ্বরের দোহাই, বলো কোথায় তোমাদের মেডিকেল রেসিডেন্টরা? হায় ঈশ্বর, যখন তাদের দরকার হয় তখন তাদের কোনো পাত্তা

থাকে না। কিন্তু তারা সার্জারির জন্য একজনকে নিয়ে শকুনের মতো তার চারদিকে ঘিরে থাকে।"

কার্টরাইট আর রেইড দু'জনেই বেলোজের কথায় হেসে উঠলো।

"আপনি বুঝতে পারছেন না, ডাঃ বেলোজ," সুজান বলে চললো, "আমি কখনও আর্টেরিতে রক্ত-গ্যাস দেই নি। আমি কখনও কাউকে দিতেও দেখি নি।"

বেলোজ মনিটর থেকে সুজানের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। "হায় ঈশ্বর, এটা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হওয়ার মতো কিছুই দেখছি না। এটা সাধারণত শিরা থেকে রক্ত নেয়ার মতো একটি ব্যাপার, শুধু ধমনী থেকে নিতে হবে। তোমরা প্রথম দুই বছর মেডিকেল স্কুলগুলোতে কি ঘোড়ার ডিম শিখেছো?"

সুজান অপমানিত বোধ করলে তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেলো।

"আর কিছু বলার দরকার নেই," বেলোজ তাড়াতাড়ি বললো, "কার্টরাইট, তুমি সুজানের সাথে গিয়ে..."

"আমার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাঃ জ্যাকবের সাথে একটা থাইরয়েডেকটমি আছে," কার্টরাইট ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে কথার মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বললো।

"ধ্যাত্," বেলোজ বললো। "ঠিক আছে, ডাঃ হুইলার, আমি তোমার সাথে যাচ্ছি। তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে ধমনী খুঁজে পেতে হয়। কিন্তু এখানে সব কিছু পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না আসা পর্যন্ত যেতে পারছি না। এটা আমাকে মানতেই হচ্ছে অবস্থা এখন আগের চেয়ে ভালো।" বেলোজ রেইডের দিকে ঘুরে বললো, "পটাশিয়ামের পরিমাণ জানার জন্য আরেকটা রক্তের স্যাম্পল পাঠিয়ে দাও। চলো দেখি, আমরা কি করতে পারি। সম্ভবত আমরা বিপদ মুক্ত।"

সুজান অপেক্ষা করার সময় বেলোজের শেষ মন্তব্যটা নিয়ে ভাবতে লাগলো। সে 'আমরা' সর্বনামটি ব্যবহার করেছে, ন্যান্সি গৃনলির পরিবর্তে। সে নিজেকে বিমূর্ত কিছু ভাবতে শুরু করলো। এটা আবার তাকে স্টার্কের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। স্টার্কও মনে হয় না বেলোজের মন্তব্যটা নিয়ে মাথা ঘামচ্ছে।

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, দুপুর ১টা ৩৫ মিনিট

"কিছুদিন এরকমই যায়," আইসিইউ থেকে বের হবার সময় সুজানের জন্য দরজাটা খুলে দিতে দিতে বেলোজ বললো। "দুপুরের লাঞ্চ আমাদের জন্য একটা বিলাসিতার ব্যাপার। এমনকি কোনো সুন্দর..." বেলোজ থেমে গেলো। তারা করিডোর ধরে মেঝের দিকে তাকিয়ে হাটছে। বেলোজ শব্দ খুঁজতে লাগলো। তারপর সে তার অসমাপ্ত বাক্যটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বললো, "কখনও কখনও এতোটাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে, নিঃশ্বাস নেয়ারও সময় থাকে না।"

"তার মানে, আপনি বলতে চাচ্ছেন, ব্যাপারটা খুবই জঘন্য, তাই নয় কি?"

বেলোজ সুজানের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো সে তার দিকে হাসি মাখা মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। "আমার সাথে আপনার আলাদা আচরণ করার কোনো দরকার নেই," সুজান হাসিমুখেই বললো।

বেলোজ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে অভিব্যক্তি পড়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু মেয়েটি খুবই সতর্কতার সাথে সেটা আড়াল ক'রে রেখেছে। তারা নিঃশব্দে সার্জারি এলাকাটা পার হয়ে গেলো।

"আমি আগে যেরকম বলেছিলাম, ধমনী আসলে শিরার মতোই একটা জিনিস," বেলোজ বিষয় পরিবর্তন করার জন্যে কথাটা বললো। সে মনে করছে সুজান এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। "তুমি ধমনীকে আলাদা ক'রে ফেলবে, সেটা ব্র্যাকিয়াল, রেডিয়াল অথবা ফিমোরাল হোক, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। ধরবে তোমার মধ্যমা এবং তর্জনী দিয়ে। ঠিক এভাবে..." বেলোজ তার বাম হাত উঁচু ক'রে ধরলো। তার মধ্যমা ও তর্জনী দিয়ে এমন ভঙ্গী করলো যেনো অদৃশ্য একটা ধমনী ধরে রেখেছে সে। "যদি তুমি ধমনীকে তোমার আঙুলের মাঝে ধরতে পারো তাহলে তুমি নাড়ির গতি বুঝতে পারবে। তারপর খুব সাধারণভাবেই ওটাতে তোমার নিডল ঢুকাবে। সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে ধমনীর চাপে সিরিঞ্জের ভেতরটা ভরতে দাও। এই পদ্ধতিতে তুমি বাতাসের বুদবুদকে এড়াতে পারবে।"

ধমনী ধরার পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে দিতে বেলোজ রিকভারি রুমের কাছাকাছি চলে এলো। "দুটো গুরুত্বপুর্ন বিষয়—রক্ত যাতে জ'মে না যায় সেজন্যে তুমি হেপারিনযুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে পারো, এটা দিয়ে তুমি প্রায় পাঁচ মিনিট চাপ দিয়ে রাখতে পারবে। এতে ক'রে রোগিও একটু কম ঘাবড়ে যায়।"

সুজানের কাছে রিকভারি রুমটা দৃশ্যত আইসিইউ'র মতোই, কেবল একটু বেশি আলোকিত, কোলাহলপূর্ন আর জনাকীর্ণ। সেখানে প্রায় পনেরো থেকে বিশটির মতো বেড রাখার জায়গা আছে। প্রতিটি ফাঁকা জায়গায় দেয়ালের সাথে

যন্ত্রপাতি ঝুলানো, এর মধ্যে মনিটর, গ্যাস-লাইন আর আছে সাকশান-লাইন। বেশিরভাগ জায়গাই বিছানাগুলো উঁচু করার ফলে দু'পাশের রেল উঠানো হয়েছে। প্রতিটি বিছানায় শরীরের কোনো না কোনো অংশে সদ্য ব্যান্ডেজ মোড়ানো একজন ক'রে রোগি আছে। আই.ভি তরলের বোতলগুলো স্ট্যান্ডের উপর এমনভাবে টাঙানো হয়েছে যেনো কোনো পাতাহীন ফলবান বৃক্ষের ফল ঝুলছে।

নতুন রোগি আসছে, পুরাতনরা চলে যাচ্ছে। সিক বেডের ছোটোখাটো একটা ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে। ওখানে যারা কাজ করছে তারা এমনভাবে কথাবার্তা বলছে যেনো তারা নিজেদের বাড়িতেই আছে। এমনকি সেখানে মাঝে মধ্যে হাসির রোলও ভেসে আসছে। তবে কিছু গোঙানির শব্দও হচ্ছে। একটা শিশুর চিৎকার নার্সেস স্টেশন পর্যন্ত ভেসে আসছে। শত শত লাইন ভাল্‌ভ এবং টিউব সম্বলিত কোনো কোনো বেডে কয়েকজন ডাক্তার এবং নার্স ব্যস্তভাবে ঘিরে রেখেছে। কিছু ডাক্তার কোচকানো স্ক্রাব এ্যাপ্রোন পরে আছে। অন্যেরা পরে আছে লম্বা সাদা এ্যাপ্রোন। এটা একটা ব্যস্ত জায়গা। একটা চার রাস্তার মোড়, যেখানে রোগি, চার্ট, গতি এবং কথাবার্তা চারপাশ থেকে ছুটে আসছে।

বেলোজ তার কাজটা করা নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন। বিশাল কক্ষের ঠিক মাঝখানটাতে প্রধান ডেস্কের কাছে এসে পড়লো সে। ওখানে এসে জানতে চাইলে তাকে একটা হেপারিনযুক্ত সিরিঞ্জের ট্রে দিয়ে বামের দিকের একটা বেড দেখিয়ে দেয়া হলো।

"আমি এটা সামলাচ্ছি, তুমি কেন পরেরটা দেখছো না?" বেলোজ বললে সুজান সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সায় দিলো। তারা বেডের কাছে গিয়ে রোগিকে দেখতে পাচ্ছে না, কারণ তাদের দৃষ্টিপথে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বায়ে কয়েকজন নার্স, দু'জন স্ক্রাব এ্যাপ্রোন পরিহিত ডাক্তার এবং ডানে সাদা এ্যাপ্রোন পরা একজন লম্বা কালো ডাক্তার। যখন বেলোজ আর সুজান তাদের কাছাকাছি গেলো, তারা স্পষ্ট বুঝতে পারলো যে, একজন শ্বাসযন্ত্র ঠিক করছে আর আরেকজনের সাথে কথা ব'লে যাচ্ছে। স্ক্রাব বুট পরা দু'জন ডাক্তারই স্পষ্টত বেশ টেনশনে আছে। ছোটোখাটো মানুষটি ডাঃ গুডম্যান স্পষ্টতই কাঁপছেন। অন্যজন ডাঃ স্পালেক দাঁত মুখ খিচিয়ে মুখে রাগের বহিঃপ্রকাশ ফুঁটিয়ে তুলছে। তার নাক দিয়ে নিঃশ্বাসের শব্দ এতো জোরে বের হচ্ছে যে, যারা তার সামনে আছে যেনো তাদের আক্রমণ করা হবে।

"এসব কি হচ্ছে, অন্তত এর একটা ব্যাখ্যা দরকার," স্পালেক রাগত স্বরে বলে তার মাস্কটা খুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিলো। "খুব বেশি কিছু জিজ্ঞেস করা হয় নি," সে হিস্‌হিসিয়ে বলতে বলতে ঘুরে চলে যেতেই বেলোজের সাথে ধাক্কা খেলো। বেলোজ তখন খুব সাবধানে একটা ট্রে বহন ক'রে আনছিলো, তবে

অলৌকিকভাবেই ট্রে থেকে কোনো জিনিস পড়ে গেলো না। ডাঃ স্পালেকের মুখ থেকে ক্ষমাসূচক কিছুই বের হলো না। রিকভারি রুম থেকে সজোরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো সে।

বেলোজ সোজা বাম দিকের বেডের কাছে গিয়ে ট্রে'টা নামিয়ে রাখলো। সুজান খুব সতর্কভাবে এখানকার লোকজনের ভাবভঙ্গী আর সবকিছু দেখছে। কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রেগেমেগে সে ডাঃ স্পালেকের গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো। এই ফাঁকে সুজান দ্রুত মানুষটাকে দেখে নিলো। ট্যাগে তার নাম ঝুলছে : ডাঃ রবার্ট হ্যারিস। দীর্ঘদেহী, উচ্চতা হবে ছয় ফিটেরও উপরে। তার কালো চুলের বুননে আফ্রিকান ভাব। চক্‌চকে চামড়া আর তার মুখে আশ্চর্যজনকভাবেই সংস্কৃতি এবং হিংস্রতার সংমিশ্রণ রয়েছে। তার চালচলন শান্ত, সেই সাথে কিছুটা ধীরস্থির। তার চোখ ডাঃ স্পালেকের উপর থেকে ঘুরে সুজানের উপর পড়লো। যদি সে সুজানকে আগে লক্ষ্য ক'রে থাকতো তবে সে এরকম কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ করতো না।

"অপারেশনের আগে তুমি কি ব্যবহার করো, নরম্যান?" হ্যারিস জিজ্ঞেস করলো। তার মধ্যে টেক্সাসের টান বিদ্যমান।

"ইনোভার," বললো গুডম্যান। তার গলার স্বর অস্বাভাবিকভাবে উঁচু এবং প্রচণ্ড মানসিক চাপের কারণেই ভাঙা ভাঙা।

সুজান বেডের দিকে গেলো, যেখানে স্পালেক দাঁড়িয়ে আছে। সে তার পাশে দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখলো। ডাঃ গুডম্যান। গুডম্যানকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তার মাথার সামনের দিককার চুল ঘামে লেপ্টে রয়েছে। তার নাক খাড়া, সুজানের কাছে সেটা অন্যরকম লাগছে। তার গভীর চোখ দুটো রোগির দিকে আবদ্ধ। চোখের পলক পর্যন্ত ফেলছে না সে।

সুজান রোগির দিকে তাকালো। তার চোখ আশ্চর্যজনকভাবে রোগির কব্জির দিকে গেলো, যেখানে বেলোজ ধমনী খুঁজছে। হঠাৎ ক'রে তার চোখ রোগির মুখের দিকে যেতেই সঙ্গে সঙ্গেই সে চিনতে পারলো। মিঃ বারম্যান!

মুখটা দেখেই সুজানের মনে প'ড়ে গেলো মাত্র নব্বই মিনিট আগে ৫০৩ নাম্বার রুমে তাদের দেখা হয়েছে। বারম্যানের মুখ বিবর্ণ ধুসর রঙের। তার মুখের চামড়া টান টান। একটা এনডোট্রাকিয়াল নল তার মুখের বাম পাশ দিয়ে ঢোকানো। নিচের ঠোঁটের কাছে কিছু নিঃসরণ শুকিয়ে লেগে আছে। তার চোখ মুদ্রিত কিন্তু পুরোপুরি নয়। তার ডান পা'টা প্লাস্টার কাস্ট দিয়ে মোড়ানো।

"ওর কি অবস্থা?" সুজানের চাহ্নি হ্যারিস থেকে গুডম্যানের দিকে গেলো। "কি হয়েছে ওর?" কোনো রকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই সুজান আবেগের বশবর্তী হয়ে বলতে লাগলো। সে বুঝতে পারছে কিছু একটা ভুল হচ্ছে, অধৈর্যভাবেই তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো সে।

বেলোজ সুজানের হঠাৎ প্রশ্ন করায় বিস্মিত হয়ে তার কাজ ফেলে সুজানের দিকে তাকালো। তার ডান হাতে সিরিঞ্জটা ধরা। হ্যারিস খুব ধীরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সুজানের দিকে ঘুরে তাকালো। গুডম্যানের চোখও বাদ গেলো না।

"সব কিছুই ঠিক আছে," হ্যারিস খুব ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ চয়ন ক'রে বললো। "ব্লাড প্রেসার, পালস্, তাপমাত্রা, সবকিছুই ঠিক ঠিকভাবে আছে, স্বাভাবিক আছে। যাই হোক, সে আপাতত তার এ্যানেসথেসিয়া এতোটাই উপভোগ করছে যে, সে আর জেগে না ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

"এরকম আরেকটি যেনো না ঘটে," বেলোজ বললো, তার মনোযোগ হ্যারিসের দিকে। সে যে গৃনলির মতো আরেকটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে সে ব্যাপারে একদম সচেতন আছে। "ই.ই.জি-টা কেমন?"

"তুমিই সেটা প্রথমেই জানবে," হ্যারিস ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললো। "এরকম আদেশই দেয়া হয়েছে।"

আবেগের কারণে সুজানের বোধগম্যতা প্রলম্বিত হচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে অযৌক্তিকভাবেই একটু বেশি আশাবাদী হয়ে উঠলো। প্রকারান্তরে এটা তাকে ভাসিয়ে দিলো। "ই.ই.জি?" সুজান উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো। "তার মানে, আপনি বলতে চাচ্ছেন এই রোগি আই.সি.ইউএর সেই রোগির মতোই?" বারম্যান ও হ্যারিসের দিকে ঘুরে এরপর বেলোজের দিকে তার চোখ পড়লো।

"কোন্ রোগি?" হ্যারিস এ্যানেসথেসিয়ার রেকর্ড ঘাটতে ঘাটতে জানতে চাইলো।

"ডি এ্যান্ড সি'র ঘটনাটা," বেলোজ বললো। "আপনি স্মরণ করতে পারেন, এই তো দিন আটেক আগে ঘটেছে, তেইশ বছর বয়সি মেয়েটা।"

"আমার মনে হয় আমি এটা জানি না," হ্যারিস বললো। "কিন্তু এটাও শুরু হয়েছে বোধহয় সেভাবেই।"

" এ্যানেসথেসিয়ায় কি সমস্যা হচ্ছে?" বেলোজ বারম্যানের ডান চোখের পাতা তুলে চোখের মণি দেখতে দেখতে বললো।

"নাইট্রাস সহ নিউরোলেপ্ট এ্যানেসথেসিয়া," হ্যারিস বললো। "ওই মেয়েটাকে হ্যালোথেন দেয়া হয়েছিলো। যদি ক্লিনিক্যালি সমস্যা একই হয় তবে এ্যানেসথেটিক উপাদানের কোনো সমস্যা নেই," হ্যারিস এ্যানেসথেসিয়ার রেকর্ড নিয়ে নরম্যানের সামনে তুলে ধরলো। "কেন তুমি শেষের দিকে অতিরিক্ত ইনোভার দিয়েছো, নরম্যান?" ডাঃ হ্যারিস আবার তার নাম ধরে ডাকলো। তবে ডাঃ গুডম্যান সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

"রোগির অবস্থা খারপের দিকে যাচ্ছিলো," গুডম্যান বললো।

"কিন্তু এই কেসে ইনোভার এতো দেরিতে দেয়া হলো কেন? শুধু ফেনাইলটাইল কি এর চেয়ে অধিক সাশ্রয়ী ও কার্যকরী ছিলো না?"

"সম্ভবত ছিলো। আমি শুধু ফেনটানাইল ব্যবহার ক'রেও দেখেছি। এরপর খুব কম মাত্রায় ইনোভার দিয়েছি।"

"আর কিছু কি করার ছিলো না?" মরিয়া হয়ে সুজান জিজ্ঞেস করলো। ন্যান্সি গৃনলিকে দেখে তার যে অনুভূতি হয়েছিলো সেটা আবার ফিরে এসেছে, সেই সঙ্গে বারম্যানের সাথে তার সাম্প্রতিক কথোপকথনের টুকুরো টুকরো কথাগুলোও। সে স্পষ্টত বারম্যানের প্রাণ-প্রাচুর্যের ছবিটি স্মরণ করতে পারলো, বিশেষ ক'রে এখনকার জীবন্মৃত অবস্থাটা দেখে।

"যাই হোক না কেন এটা ঘটে গেছে," এ্যানেসথেসিয়া রেকর্ড গুডম্যানের কাছে দিয়ে যেনো শেষ কথা বলে দিচ্ছে এমন ভাবে বললো হ্যারিস। "এখন আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করা আর মস্তিষ্কের কাজ কতোটুকু ফিরে আসে সেটা দেখা। চোখের মণি স্থির হয়ে আছে, সেগুলো আলোর প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। এটা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। এটা দেখে মনে হচ্ছে সম্ভবত মস্তিষ্কের মৃত্য ঘটেছে।"

সুজান ভেতরে ভেতরে অসুস্থ বোধ করতে লাগলো। তার মধ্যে ভয়ের শিহরন ছড়িয়ে পড়লে মাথাটা হালকা হয়ে গেলো। সর্বোপরি নিজেকে অসহায় অথচ বিধ্বস্থ মনে হতে লাগলো তার।

"যথেষ্ট হয়েছে," আবেগের বশবর্তী হয়ে সুজান হঠাৎ বলে উঠলো। তার গলার স্বর কাঁপা কাঁপা শোনাচ্ছে। "একজন স্বাস্থ্যবান স্বাভাবিক মানুষ দেহের নিচের অংশের সামান্য একটু সমস্যা নিয়ে এসে এভাবে শেষ হয়ে গেলো...একটা জড়পদার্থের মতো। হায় ঈশ্বর, এভাবে চলতে পারে না। দু'জন তরুণ-তরুণী মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে এভারে শেষ হয়ে যেতে পারে না। আমি বলতে চাচ্ছি, এটা কোনো মতেই মেনে নেয়া যায় না। কেন এ্যানেসথেসিয়া বিভাগের প্রধান বিভাগটা বন্ধ ক'রে দিচ্ছেন না? এখানে মারাত্মক কিছু ভুল হচ্ছে। এটা সহ্য করা যায়..."

রবার্ট হ্যারিস সুজানের দিকে চোখ কুচ্‌কে তাকালেন। সুজানকে বাঁধা দিয়ে বললেন, "ইয়াং লেডি, আমিই এ্যানেসথেসিয়া বিভাগের প্রধান। আর আমি জানতে চাচ্ছি ,তুমি কে?"

সুজান কথা বলতে গেলে বেলোজ দুর্বলভাবে বাঁধা দিলো। "ও হচ্ছে সুজান হুইলার, ডাঃ হ্যারিস, তৃতীয় বর্ষের মেডিকেল স্টুডেন্ট, সার্জারি বিভাগের রোটেশনে আছে। আর...আমরা আসলে এখানে এসেছি শুধুমাত্র রক্ত নিতে...তারপরই আমরা চলে যাবো," বেলোজ বারম্যানের ডান কব্জিটা স্পঞ্জ দিয়ে জায়গাটা মুছে ফেললো।

"মিস্ হুইলার," হ্যারিস বেশ কর্তৃত্বের সুরে বললেন, "এটা কারো ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশের জায়গা জন্য নয়। খোলাখুলি বলতে গেলে তোমার এ রকম

আবেগে গঠনমূলক কিছুই হবে না। আমি একটু আগেই ডাঃ বেলোজকে জানিয়েছি, দুটো কেসে দু'রকম এ্যানেসথেসিয়া ছিলো। এ্যানেসথেটিক পরিচর্যা একটা বির্তকের উর্ধ্বের বিষয়। সংক্ষেপে, দুটো কেসই সুস্পষ্টত এ্যানেসথেসিয়া এবং সার্জারি, দুইয়ের ভুলের ফল। শুধু এ্যানেসথেসিয়া বোর্ডকে দায়ি করা এবং সার্জারি থেকে ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখাটা হতে পারে আরো বেশি খারাপ। তার চেয়ে সামান্যতম ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এ্যানেসথেসিয়া গ্রহন করা ভালো। যেটা..."

"গত আট দিনে দুটো কেস্ খুব কমই সামান্যতম ঝুঁকি," সুজান ভরাট গলায় বাঁধা দিয়ে বললো।

বেলোজ সুজানের চোখের দিকে তাকিয়ে হ্যারিসের সাথে এসব না বলার জন্যে ইশারা করলো, কিন্তু সুজান হ্যারিসের সাথে তর্ক করেই গেলো।

"গত এক বছরে এই জাতীয় কয়টা কেস্ এখানে ঘটেছে?" সুজান জিজ্ঞেস করলো।

হ্যারিস উত্তর দেয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত সুজানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "আমি হঠাৎ বুঝতে পারছি এই জাতীয় কথোপকথন আসলে এক ধরণের জেরা করার মতো হয়ে যাচ্ছে। এটা আর সহ্য করা যায় না, এটা একেবারে অপ্রয়োজনীয়ও।" কোনো রকম উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে হ্যারিস সুজানকে পাশ কাটিয়ে রিকভারি রুমের দিকে চলে যেতে লাগলে সুজান তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। বেলোজ ডান হাত বাড়িয়ে সুজানকে ধরার চেষ্টা করলো, তাকে এ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে চাইলো। কিন্তু সুজান তাকে এড়িয়ে গেলো। সে হ্যারিসকে পেছন থেকে ডেকে বললো, "জিনিসটা ধৃষ্টতার মতো শোনালেও, আমার মনে হচ্ছে কাউকে না কাউকে কারো কাছে এ ব্যাপারে জহবাবদিহি করতেই হবে।"

হ্যারিস দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়লে বেলোজ তার চোখ জোর ক'রে বন্ধ ক'রে রাখলো। তার মনে হতে লাগলো তার মাথার মধ্যে যেনো বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

"সামান্য একজন মেডিকেল স্টুডেন্টের কাছে! তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, গত কয়েক বছরে এ রকম মাত্র ছয়টা কেস্ হয়েছে। এখন আমি যদি তোমার অনুমতি পাই তো আমি কাজে ফিরে যেতে চাই," হ্যারিস ঘুরে দরজার দিকে চলে যেতে উদ্যত হলো।

"আমি মনে করি আপনার এ রকম আবেগে গঠনমূলক কিছুই হবে না," সুজান বললো।

বেলোজ বেডের কাছে ঝুকে কাজ করছিলো। হ্যারিস কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে দাঁড়ালো কিন্তু ফিরে এলো না। হল ঘরের দরজা দড়াম ক'রে বন্ধ ক'রে চলে গেলেন তিনি।

বেলোজ তার বাম হাত দিয়ে কপালে চাপড় মারলো। "ধ্যাত্তারিকা, তুমি কি করার চেষ্টা করছো? মেডিকেল আত্মহত্যা?" বেলোজ সুজানের সামনে এসে

মুখোমুখি দাঁড়ালো। "উনি হচ্ছেন রবার্ট হ্যারিস, এ্যানেসথেসিয়া বিভাগের প্রধান। হায় ঈশ্বর!"

বেলোজ নার্ভাসভাবে কাজ করতে করতে দুর্বলভাবে বললো, "তুমি জানো, শুধু তোমার সাথে এখানে আসার কারণে তুমি আমাকেও এসবের সাথে জড়িয়ে ফেলেছো? আরে সুজান, কেন তুমি তাকে এভাবে আক্রমণ করতে গেলে?" বেলোজ রেডিয়াল ধমনী খুঁজে পেয়ে হেপারিনযুক্ত সিরিঞ্জের নিডল বারম্যানের কব্জির চামড়ায় ঢুকিয়ে দিলো। "অন্য কারোর কাছ থেকে জানার আগে আমি স্টার্ককে পুরো বিষয়টা জানাবো। সুজান, আমি বলতে চাইছি, তোমার দরকারটা কি ছিলো উনাকে এভাবে ক্ষেপিয়ে তোলার? তোমার স্পষ্টত কোনো ধারণা নেই যে হাসপাতালের রাজনীতি কতোটা খারাপ।"

সুজান বেলোজের ধমনী দেখার সময় সচেতনভাবে বারম্যানের অসুস্থ মুখের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলো। সিরিঞ্জটা ঢোকানোর সাথে সাথেই রক্তে ভরে গেলো। রক্তটা খুব গাঢ়।

"উনি ক্ষেপেছেন, কারণ উনি সেটা চেয়েছেন। আমি মনে করি না আমি ধৃষ্টতা দেখিয়েছি। তবে তিনি সেটা পাওয়ার উপযুক্তই ছিলেন।"

বেলোজ আর কোনো কথা বললো না।

"যাই হোক, আমি সত্যিই উনাকে রাগিয়ে দিতে চাই নি...বেশ, আমি হয়তো তাই করেছি," সুজান কয়েক মুহূর্ত ভেবে আবার বললো, "আপনি দেখেছেন, আমি এই রোগির সাথে কথা বলেছি মাত্র ঘণ্টা খানেক বা তারও একটু আগে। তিনি সেই রোগি যার জন্য আমি আই.সি.ইউ থেকে চলে এসেছিলাম। এটা সত্যিই খুব অবিশ্বাস্য। সে সম্পূর্ন কর্মক্ষম সাধারণ সুস্থ্য-সবল মানুষ। এবং...আমি... আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিলো, আমার মনে হয় আমি তার সমন্ধে বেশ কিছুটা জানি। আমি তাকে সেই জন্য কিছুটা পছন্দ করতে শুরু করেছিলাম। সেটা হয়তো আমাকে একটু ক্ষুব্ধ অথবা দুঃখিত, দুটোই করেছিলো। আর মিঃ হ্যারিস তার আচার আচরণ দ্বারা এটাকে আরো বেশি খারাপ ক'রে তুলেছেন।"

বেলোজ সাথে সাথে কোনো জবাব দিলো না। সে ট্রে'তে সিরিঞ্জ ব্যাগ খুঁজতে লাগলো। "আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলো না," একটু থেমে আবার বললো, "আমি এ বিষয়ে আর কিছু শুনতে চাই না। এখানে, এই সিরিঞ্জটা ধরো দেখি," বেলোজ সুজানকে সিরিঞ্জটা দিয়ে আইস বেড প্রস্তুত করতে লাগলো। "সুজান, আমি ভীত যে, তুমি এখানে আমার জন্য বিষ ফোঁড়ার মতো হয়ে গেছো। তোমার কোনো ধারণাই নেই হ্যারিস কারোর জন্য কতোটা দূর্ভোগের কারণ হতে পারে। এখানে এই পাংচারের জায়গায় একটু চাপ দাও।"

"মার্ক?" সুজান বারম্যানের কব্জিতে চাপ প্রয়োগ করলো কিন্তু সরাসরি বেলোজের দিকে তাকালো না। "আপনাকে মার্ক বলে সম্বোধন করলে নিশ্চয় মনে কিছু করবেন না, তাই না?"

বেলোজ একটা সিরিঞ্জ বরফের ব্যাগে রাখলো। "সত্যি বলতে কি, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই।"

"বেশ, যাই হোক, মার্ক, আপনি সেই ছয় জনকে কিংবা হয়তো সাতজনকে ভর্তি করিয়েছেন, বারম্যানও গৃনলির মতো ব্রেন ডেথ অথবা জড়পদার্থ হয়ে যাবে ব'লে আপনি মনে করেন কি?"

"কিন্তু এখানে অনেক সার্জারি হয়ে থাকে, সুজান। দিনে প্রায় একশোর উপর। বছরে পঁচিশ হাজারের মতো। তার মানে, এই ছয়টা কেস্ দুইশোতে একটা ঘটনা মাত্র। আর এটা তো শুধু সার্জিক্যাল এ্যানেসথেসিয়ার ঝুঁকি।"

"সেটা হয়তো সত্যি, কিন্তু এই ছয়টা কেসই এক প্রকার সম্ভাব্য জটিলতাকে প্রতিপন্ন করে। যেটা সাধারণ সার্জিক্যাল এ্যানেসথেসিয়ার ঝুঁকি নয়। প্রকৃতপক্ষে, আজ সকালে আইসিইউ'তে আপনি বলেছিলেন ন্যান্সি গৃনলির মতো দুর্ঘটনা এক লাখে একটি ঘটে। এখন আপনি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন পঁচিশ হাজারে ছয়টা ঘটে, ঠিক আছে। গোল্লায় যাক এসব। এটা হয়তো আপনার অথবা হ্যারিসের জন্য অথবা হাসপাতালের যে কারোর জন্য অনেক বেশি সংখ্যার। আমি বলতে চাইছি আপনি কি এই প্রকার ঝুঁকি নিয়ে আগামীকাল ছোটোখাটো কোনো সার্জারি করতে পারবেন? আপনি জানেন গোটা ব্যাপারটা যতোই আমি ভাবছি ততোই সেটা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে।"

"বেশ, এটা নিয়ে তাহলে আর ভেবো না। চলে এসো। আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে।"

"এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আপনি জানেন আমি এখন কি করতে যাচ্ছি?"

"আমার কোনো ধারণা নেই, আর আমি এটা জানতে চাচ্ছি কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিতও নই।"

"আমি ঐ ছয়টি সমস্যার প্রতিটি খতিয়ে দেখতে চাচ্ছি। একটা যুক্তিপূর্ণ উপসংহারে আসার জন্য সেগুলোই যথেষ্ট। আমি তিন বছরের পেপারগুলো নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি।"

"ওহ, ঈশ্বরের দোহাই, সুজান, অতি নাটকীয় কিছু করতে যেয়ো না।"

"আমি অতি নাটকীয় কিছু করছি না। আমি ভাবছি আমি একটা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে যাচ্ছি। শন আমাকে এর আগে ডাক্তার হিসেবে আমার ইমেজ নিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো। আমি সেই চ্যালেঞ্জটা নিতে ব্যর্থ হয়েছি। আমি বিচ্ছিন্ন অথবা পেশাদার নই। আপনি হয়তো আমাকে বলতে পারেন আমি স্কুলবালিকাদের

মতো আচরণ করছি। কিন্তু আমি আবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। কিন্তু এবার বুদ্ধিগত দিক থেকে একটা সমস্যা আছে। বেশ জটিল সমস্যা। হয়তো আমি এই সমস্যার মোকাবেলা বেশ প্রংশসনীয়ভাবেই করতে পারবো। হয়তো এই কেসগুলো নতুন কোনো উপসর্গ, জটিলতা অথবা রোগের প্রতিনিধিত্ব করবে। হয়তো এগুলো এ্যানেসথেসিয়ার নতুন কোনো জটিলতারও প্রতিনিধিত্ব করবে। কারণ কিছু অদ্ভুত সন্দেহবশতার কারণে এই সব লোকগুলো পূর্বের কোনো সমস্যা থেকেই এখন এটা ভোগ করছে।"

"বেশ, অধিক কার্যকরী ব'লে মনে হচ্ছে তোমাকে," বেলোজ ধমনীর কাজ শেষ করতে করতে বললো। "খোলাখুলিভাবে বললে, এটা শুনে মনে হচ্ছে আবেগের বশে কঠিন একটা দণ্ড দিতে যাচ্ছো, অথবা তোমার নিজের মানসিক সমস্যার কারণেও হতে পারে সেটা। পাশাপাশি, আমি মনে করি, তুমি তোমার সময় নষ্ট করবে। আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, ডাঃ বিলিং অ্যানেসথেসিয়ার রেসিডেন্ট। ন্যান্সি গৃনলির কেসের ব্যাপারে তিনি বেশ মনোযোগের সাথেই কাজ করেছেন। আমাকে বিশ্বাস করো, তিনি খুবই প্রতিভাবান। তিনি বলেছেন, গৃনলির ব্যাপারটাতে ব্যাখা দেয়ার মতো সত্যিকারের কিছু পাওয়া যায় নি।"

"আপনার সহযোগিতা প্রংশসার যোগ্য," সুজান বললো, "আমি আপনার আই সিইউ'র রোগি দিয়েই শুরু করতে চাই।"

"এক মিনিট, সুজান। আমি তোমাকে একটা বিষয়ে খুব পরিস্কারভাবে জানাতে চাই," বেলোজ তার তর্জনী এবং মধ্যমা বিজয় চিহ্নের মতো তুলে ধরলো। "যেখানে হ্যারিসের মেজাজ খিচড়ে আছে সেখানে আমি যুক্ত হতে চাই না। না, কেন বুঝতে পারছো না? তুমি যদি এ বিষয়ে সত্যি উত্তেজিত হয়ে জড়িয়ে পড়তে চাও এটা তোমার পুরোপুরি নিজের ব্যাপার।"

"মার্ক, এটা শুনে আপনাকে আমার অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মতো মনে হচ্ছে।"

"আমাকে অবশ্য হাসপাতালের বাস্তবতার দিকটা দেখতে হচ্ছে, আমি একজন সার্জনও হতে চাই।"

সুজান সোজাসুজি মার্কের দিকে তাকালো। "এটা, অল্প কথায় বলতে গেলে সম্ভবত আপনার একমাত্র খুঁত, মার্ক।"

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, দুপুর ১টা ৫৩ মিনিট

মেমোরিয়ালের ক্যাফেটেরিয়াটা অন্যান্য হাসপাতালের মতোই। দেয়াল মেটে হলুদ রঙের, যা আরও বিবর্ণ হওয়ার পথে। সিলিং নিম্নমানের টাইল্‌সের। টেবিলগুলো লম্বা এল আকৃতির, বাদামি রঙের।

মেমোরিয়ালের ক্লিনিক্যাল সার্ভিসের সুনাম খাদ্য বিভাগের বেলায় প্রযোজ্য নয়। একজন দুভার্গা খরিদ্দারের চোখে প্রথম যে খাবারটা চোখে পড়ে সেটা হলো সালাদ। লেটুসগুলো এমন কড়মড়ে যেনো ভেঁজা কিছু। বেশি বাড়িয়ে বললে বলতে হয় সালাদগুলো একটা আরেকটার সাথে লেগে থাকে।

খাবারের টেবিলগুলো তার রহস্যময়তা নিয়ে যেনো বেশ সরব। সবগুলো জিনিসেরই স্বাদ প্রায় একই রকম, আলাদা করা যায় না। শুধুমাত্র গাজর আর কর্নটাই আলাদা। গাজর তার নিজস্ব বিরক্তিকর স্বাদের জন্য, আর কর্নের তো আসলে কোনো স্বাদই নেই।

দুপুর পৌনে দুইটার দিকে ক্যাফেটেরিয়াটা প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। যেসব লোক তখনও সেখানে ব'সে থাকে তারা আসলে রান্নাঘরের কর্মচারি। বিশ্রাম নিচ্ছে দুপুরের লাঞ্চ টাইমের ভিড়ের পর। যতো খারাপ খাবারই হোক ক্যাফেটেরিয়াটা খুব ভালোই চলে, কারণ এটাই ওখানে একমাত্র ক্যাফেটেরিয়া। হাসপাতাল কমপ্লেক্সের খুব কম লোকই আধঘন্টার বেশি সময় নেয় লাঞ্চের জন্য। তাছাড়া সেখানে যাওয়ার মতো কোথাও জায়গাও নেই।

সুজান একটা সালাদ নিয়ে লেটুসের অবস্থা দেখে সে এটা পরিবর্তন ক'রে নিলো। বেলোজ সরাসরি স্যান্ডইউচ এরিয়ার দিকে গিয়ে একটা নিয়ে এলো।

"সেখানে খুব বেশি টুনা স্যান্ডইইচ নেই," সে সুজানের কাছে আসতে আসতে বললো।

সুজানের চোখ গরম জিনিসের দিকে, সে ঘুরে দাঁড়ালো। বেলোজের পিছু পিছু গিয়ে সে টুনা সান্ডইউচ বেছে নিলো। ক্যাশে যে মহিলার থাকার কথা তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

"এদিকে এসো," বেলোজ চলতে চলতে বললো। "আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।"

টাকা পরিশোধ না করায় নিজেকে সুজানের একজন শপ-লিফটার ব'লে মনে হলো। বেলোজের সাথে একটা টেবিলের দিকে গিয়ে ব'সে পড়লো সে। স্যান্ডইউচটা বেশ শক্ত। যেভাবে হোক অনেক বেশি পানি টুনা মাছে ঢুকে

পড়েছিলো হয়তো। বিস্বাদ সাদা পাউরুটিটাও অনেক বেশি শক্ত। কিন্তু এটাই খেতে হবে। ক্ষুধার্ত সুজান এটা কষ্ট ক'রে তাই খেতে লাগলো।

"দুটোয় আমাদের একটা লেকচার আছে," স্যান্ডউইচে বড়সড়ো একটা কামড় বসিয়ে বেলোজ বললো। "কাজেই পেট ভরে খেয়ে নাও।"

"মার্ক?

"হু," বেলোজের দু'ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে দুধের ধারা পড়ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে অলিম্পিকের প্রথম শ্রেণীর একজন খাদক।

"মার্ক, আমি যদি তোমার প্রথম সার্জারির লেকচারটা বাদ দিতে বলি, তবে তুমি দুঃখ পাবে না, পাবে কি?" সুজান তার চোখ নাচিয়ে বললো।

বেলোজ তার টুনা স্যান্ডউইচের দ্বিতীয়বার কামড় দেয়ার মাঝপথে থেমে গিয়ে সুজানকে বোঝার চেষ্টা করলো। তার মনে হচ্ছে সুজান হয়তো তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে এই ধারণাটা বাতিল ক'রে দিলো।

"দুঃখ পাবো? হ্যা, কিন্তু তুমি একথা কেন জিজ্ঞেস করছো?" বেলোজের ভেতর অসহায়ের মতো একটা অনুভূতি কাজ করছে।

"বেশ, আমি মনে করি ঠিক এই মুহূর্তে লেকচার শোনার জন্য আমি ব'সে থাকতে পারি না," সুজান তার দুধের কার্টুন খুলতে খুলতে বললো, "আমার বারম্যানের সাথে ছোটোখাটো একটা সম্পর্ক...ঠিক সম্পর্ক নয়। যেভাবেই হোক আমি সত্যিই চাচ্ছি আমি এখন লেকচার শুনতে পারবো না। আমি যদি কিছু সক্রিয়ভাবে করতে পারি সেটাই আমার জন্য অনেক ভালো হবে। আমি ভাবছি, আমি এখন লাইব্রেরিতে যাবো, এ্যানেসথেসিয়ার জটিলতা নিয়ে কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো। এটা আমাকে আমার 'ছোট্ট' তদন্তের শুরুতে সাহায্য করবে। এটা আজ সকাল থেকেই আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।"

"তুমি কি এই বিষয়েই কথা বলতে চাইছো?" বেলোজ জিজ্ঞেস করলো। "ঠিক আছে," বেলোজের হঠাৎ উষ্ণতায় সুজান বিস্মিত হলো। "লেকচারটা ততোটা গুরুত্বপূর্ন নয়। এটা একজন অনারারি প্রফেসরের এক ধরণের পরিচিতিমূলক লেকচার। এরপরে আমি পরিকল্পনা করেছি তোমার অন্য বন্ধুরা ওয়ার্ড এসে তোমার রোগিকে দেখে যাবে।"

"মার্ক?"

"কি?

"ধন্যবাদ।"

সুজান উঠে দাঁড়ালো, বেলোজের দিকে তাকিয়ে হেসে চলে গেলো।

বেলোজ টুনা স্যান্ডউইচের বাকি অংশটা মুখের ভেতর পুরে দিয়ে চিবোতে থাকলো। সে এখনও নিশ্চিত নয় সুজান কি জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিলো। সে তাকে তার ট্রে জমা দিয়ে ক্যাফেটেরিয়া পার হতে দেখলো। সুজানের ফেলে রাখা দুধ

আর স্যান্ডউইচ তুলে নিলো সে। দরজার কাছে এসে সুজান ঘুরে দাঁড়িয়ে বেলোজের দিকে তাকিয়ে শরীরে ঢেউ তুললে বেলোজ নড়ে চড়ে বসলো, সেই সাথে জবাব দেবার জন্যে তার হাতটা তুলতেই সুজান বেরিয়ে গেলো। বেলোজ সতর্কতার সাথে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো কেউ তার হাত নাড়ানো দেখেছে কিনা। হাত নামিয়ে সে সুজানকে নিয়ে ভাবতে লাগলো। মেয়েটি তাকে আকৃষ্ট করেছে তার সজীবতা আর সরলতা দিয়ে। তার কল্পনায় সে হঠাৎ এক ধরণের রোমান্টিকতার আবহাওয়ায় সুজানকে ভাবতে শুরু করলো। কিন্তু সাথে সাথেই সেটা তার কাছে কৈশোরের আবেগের মতো মনে হলো।

বেলোজ তার খাবারটুকু আরেকটা বৃহৎ গ্রাসে শেষ ক'রে ট্রে'টা ময়লা রাখার পাত্রে রেখে দিলো। সেই সাথে সে ভাবলো সুজানের সাথেই যদি বেরিয়ে যেতো তবে খুব ভালো হোতো। এখানে দুটো সমস্যা আছে। একটা হচ্ছে সে রেসিডেন্সি, অন্যটা স্টার্ক। বেলোজের কোনো ধারণাই নেই যে, একজন আবাসিক তার ছাত্রির সঙ্গে ডেটিং করলে চিফ কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। এমন কি বেলোজ এই ধরণের দুশ্চিন্তা যুক্তিসংগত কিনা সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নয়। সে জানে স্টার্ক বিবাহিত আবাসিকদের বেশি পছন্দ করেন। ধারণাটা হচ্ছে বিবাহিতরা বেশি নির্ভরযোগ্য। বেলোজের কাছে পুরো বিষয়টি একেবারেই ফালতু ব'লে মনে হয়। তবে ছোট্ট একটা আশা আছে, তার ও তার ছাত্রির মধ্যে গোপনে একটা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা। স্টার্ক যদি এটা কোনোভাবে জানতে পারে তবে খুব খারাপ হবে। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে সুজান নিজেই। সে খুব তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্না, এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু সে কি আন্তরিক এবং উষ্ণ? বেলোজের কোনো ধারণাই নেই। হতে পারে সে শুধুই ব্যস্ত অথবা খুব বেশি বুদ্ধিদীপ্ত আঁতেল অথবা বেশি উচ্চাকাঙ্খি। কোনো শীতল গোছের মেয়ের জন্য বেলোজ তার সামান্য অবসর সময় আর অপব্যয় করতে চাইলো না।

আর তার নিজের সমন্ধে কি? বেলোজ কি তার মতোই চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্না আর চমৎকার উষ্ণ মেয়েকে বশে রাখতে পারবে? সে কয়েকজন নার্সের সাথে ডেটিং করেছে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ন আলাদা ব্যাপার। কারণ নার্সেরা ডাক্তারদের সহযোগী, তবে ডাক্তার থেকে অনেক ভিন্ন। বেলোজ কখনও অন্য আরেকজন ডাক্তারের সাথে ডেটে যায় নি, এমনকি হবু কোনো ডাক্তারের সাথেও না। যেভাবেই হোক চিন্তাভাবনাটা একটু বিপজ্জনকই।

ক্যাফেটেরিয়া ছেড়ে সুজান সারা দিনে যা ভেবেছে সেটা করার জন্য বেশ উত্তেজনা বোধ করছে। যদিও তার কোনো ধারণাই নেই দীর্ঘস্থায়ী কোমা অবস্থা যা অ্যানেসথেসিয়ার পরে শুরু হয় সেটা নিয়ে কিভাবে তদন্ত কাজটি শুরু করবে। সে

অনুভব করতে পারছে এটা একটা বুদ্ধিদীপ্ত চ্যালেঞ্জ যেখানে তাকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকারণের সাথেই মোকাবেলা করতে হবে। সারা দিনের এইসব কাজ দেখে প্রথমবারের মতো তার মনে হলো মেডিকেল স্কুলের প্রথম দু'বছর তার জন্য কিছুটা হলেও উপকার করেছে। তার উৎস লাইব্রেরির লিটারেচারগুলো আর রোগির চার্ট, বিশেষত গৃনলি এবং বারম্যানের।

ক্যাফেটেরিয়ার কাছেই হাসপাতালের গিফট শপ। এটা একটা শান্ত আনন্দময় জায়গা। সুন্দর গোলাপী রঙের পোশাক পরিহিতা একজন মধ্যবয়স্ক অর্ধশহুরে মহিলা সেটা চালায়। শপের জানালা হাসপাতালের প্রধান করিডোরের দিকে। শপটা দেখে মনে হয় এই ব্যস্ত হাসপাতালের মাঝে একটা ছোট্ট কুটির। সুজান গিফট শপে ঢুকে যেটা খুঁজছিলো দ্রুত সেটা পেয়ে গেলো। একটা কালো রঙের নোটবুক। সে তার সাদা কোটের পকেট থেকে টাকা বের ক'রে দাম মিটিয়ে আই সিইউ'র উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো। তার এভাবে বের হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ন্যান্সি গৃনলি।

আইসিইউ আগের মতোই তার শান্ত অবস্থায় আছে। সুজান প্রথম বারের মতো এবারেও কর্কশ আলো দেখতে পেলো। তার সামনেই ভারি দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে সুজান আগের মতোই একই ধরনের উদ্বিগ্নতা অনুভব করতে লাগলো। সেই আগের মতোই অদ্ভুত এক অনুভূতি। আবারও সে কিছু ঘটার আগেই বেরিয়ে যেতে চাইলো। সে সাধারণ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হলো যার উত্তর তার কাছে 'আমি জানি না' জাতীয়। তবে সে সেটা নিয়েই পড়ে থাকলো না। এখন সে অন্ততপক্ষে কিছু না কিছু করবে যেটা তার আত্মবিশ্বাস যৎকিঞ্চিত বাড়িয়ে দেবে। সে ন্যান্সি গৃনলির চার্টটা দেখতে চাচ্ছে।

বায়ে তাকিয়ে সুজান দেখতে পেলো ন্যান্সি গৃনলির বেডের কাছে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। পটাশিয়াম লেভেল আগের মতোই আছে, তার হৃদপিণ্ডও আগের মতো স্বাভাবিক। ন্যান্সি গৃনলি বিস্মৃত হয়ে গেছে এখন। নিজের অসীমতায় ফিরে যাবার সময় হয়েছে তার। যন্ত্রপাতিগুলো তার অসাড় দেহে কাজ ক'রে যাচ্ছে বিরামহীনভাবে।

এক ধরণের অদম্য কৌতুহল নিয়ে সুজান ন্যান্সি গৃনলির বেডের কাছে পায়ে পায়ে হেটে গেলো। সে তার আবেগ দমিয়ে রাখার জন্য নিজের সাথে যুদ্ধও করলো। ন্যান্সি গৃনলির দিকে তাকিয়ে এটা সুজানের জন্য বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো যে, মেয়েটা একজন মস্তিষ্কহীন জড়পদার্থের চেয়ে বরং একজন সাধারণ ঘুমন্ত মানুষের মতোই দেখাচ্ছে। খুব সাবধানে মৃদুভাবে ন্যান্সির কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে সে তাকে জাগাতে চাইলো, যাতে সে জেগে উঠে তার সাথে কথা বলতে পারে। পরিবর্তে সুজান কাছে গেলো, ন্যান্সির কব্জিটা তুলে ধরলো। সুজান কিছু

নোট নিলো। মেয়েটার পান্ডুর বর্ণের হাত ছেড়ে দিলে পড়ে গেলো জড় পদার্থের মতোই। ন্যান্সি সামগ্রিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্থ। একেবারেই চলৎশক্তিহীন। সুজান ভাবতে আরম্ভ করলো মস্তিস্কের ক্ষতির কারণে তার প্যারালাইসিস হয়েছে কিনা।

সুজান এমনভাবে ন্যান্সির হাত ধরলো যেনো সে হ্যান্ডশেক করছে, খুব ধীরে ধীরে এটাকে বাঁকালো তারপর আবার সোজা ক'রে রাখলো। সেখানে কোনো প্রতিরোধ নেই। এরপর সুজান জোরে কব্জি বাঁকালো এর সর্বোর্চ্চ সীমায়, আঙুল প্রায় অগ্রবাহু ছুঁয়ে গেলো। ভুলবশত সুজান প্রতিরোধ অনুভব ক'রে শুধুমাত্র এক মুহূর্তে কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট নয়। সুজান এটা অন্য কব্জিতে করার চেষ্টা করলো। এখানেও একই ব্যাপার। সুতরাং ন্যান্সি গৃনলি পুরোপুরি অসাড় হয় নি। সুজান কিছুটা একাডেমিক আনন্দ অনুভব করলো। এ হলো কোনো কিছুর ভালো দিকটা দেখতে পারার আনন্দ।

সুজান পায়ের পাতার প্রতিক্রিয়া নেবার জন্য একটা ছোট্ট হাতুড়ি খুঁজে নিলো। এটা খুব শক্ত লাল রঙের রাবার আর স্টেনলেস স্টিলের হাতলে তৈরি। সে সেটা নিজে নিজে এর আগে পরীক্ষা করেছে অন্যান্য ছাত্রছাত্রিদের উপর ফিজিক্যাল ডায়াগনসিসের ক্লাসে, কিন্তু কখনও কোনো রোগির উপর নয়। কাঁপা হাতে সুজান ন্যান্সির ডান কব্জিতে টোকা মারার চেষ্টা করলো। কিছুই হলো না। কিন্তু সুজান নিশ্চিত নয় কোথায় আঘাত করতে হবে। তার পরিবর্তে সে ডান পাশের চাদরটা তুলে ধরে হাটুর নিচে আঘাত করলো। কিছুই হলো না। সে তার বাম হাতে আবারো আঘাত করলো। এখানেও কিছুই পাওয়া গেলো না। নিউরো এ্যানাটমির ক্লাসে সে জানতে পেরেছিলো, যে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সে খুঁজছে সেটা কোনো একটা পায়ের পাতার টানটানের ফলে সৃষ্ট হয়। কাজেই সে ন্যান্সির হাটু আরো জোরে চেপে ধরে আঘাত করলে উরুর মাংসপেশী কিছুটা সংকুচিত হলো। সুজান আবারো চেষ্টা করলো একটা রিফ্লেক্সের জন্য যেটা নরম হয়ে যাওয়া মাংসপেশীর ভেতর দিয়ে আসবে। সুজান এবার বাম পায়ে চেষ্টা করলো। একই ফলাফল। ন্যান্সি গৃনলি খুবই দুর্বল, কিন্তু নির্দিষ্ট রিফ্লেক্স দানে সে সক্ষম। সেগুলো একই মাত্রার।

সুজান নিউরোলজিক্যাল পরীক্ষার অন্য অংশের কথা চিন্তা করলো। সে সচেতনতার লেভেল পরীক্ষার কথা মনে করতে পারলো। ন্যান্সি গৃনলির কেসে একমাত্র যে পরীক্ষাটা করা যাবে সেটা হচ্ছে ব্যথার উদ্দীপনা। যখন সে ন্যান্সির একিলিস টেনডনে পিন ফুঁটিয়ে দিলো সেখানে কিছুই হলো না। মস্তিষ্কের যতো কাছাকাছি স্টিমুলাস দেয়া যাবে ততোই সে বেশি ব্যথার অনুভূতি পাবে ব'লে সুজান ভাবলো। ন্যান্সির উরুতে পিন ঢুকিয়ে দিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠলো সে। ভাবলো হয়তো ন্যান্সি উঠে বসবে কারণ ন্যান্সির শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে। তার দু'পাশের হাত একটু সোজা হয়ে গেছে, ব্যথার অনুভূতির কারণে ঘুরে গেছে। চোয়ালের

দু'পাশে কেমন একটা চিবানোর মতো নড়াচড়াও হচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে সে যেনো জেগে উঠবে। কিন্তু সেটা আবার হারিয়ে গেলো। হঠাৎ ক'রে ন্যান্সি আবার আগের পক্ষাঘাত অবস্থায় চলে গেলে চোখ বড় বড় ক'রে সুজান পিছু হটে দেয়ালে ঠেস্ দিলো। তার কোনো ধারণা নেই সে কী করছে অথবা সে কিভাবে এটা সামলাবে। কিন্তু সে জানে সে তার বর্তমানের জ্ঞান ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করে যাবে।

কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা সেজন্যে সুজান রুমের চারদিকে চকিতে দেখে নিলো। কেউ তাকে দেখছে না ব'লে সে স্বস্তিবোধ করলো। সে এটা দেখেও স্বস্তি বোধ করলো যে, এতো কিছু করার পরও হার্টের মনিটর একই রকম এবং স্বাভাবিক গতিতে আছে। সেখানে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

সে ভুল কিছু ক'রে ফেলছে, অনধিকার প্রবেশ করেছে এরকম একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো সুজানের। ন্যান্সি গৃনলির কোনো রকম হৃদজনিত চাপ সৃষ্টি হলে যে কোনো মুহূর্তে সে অফিশিয়ালি ভর্ৎসনার শিকার হতে পারে। সুজান দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলো সে আপাতত এভাবে রোগি দেখা বন্ধ রাখবে এই সব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ন কিছু পড়ার আগপর্যন্ত।

খুব সাহসের সাথে নিরুত্তেজভাবে সুজান প্রধান ডেস্কের দিকে গেলো। একটা কাউন্টারের উপর চার্টগুলো গোলাকৃতি স্টেইনলেস স্টিলের ফাইলের মধ্যে আছে। সে চার্ট র‍্যাকটা ধীরে ধীরে নামাতে চেষ্টা করলো।

"আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?" জেন শেরগুড সুজানের পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলো এমনভাবে যেনো সুজান কোনো ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে, যে বিস্কুট চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছে।

"আমি চার্টটা দেখতে চাইছিলাম," নার্সের কাছ থেকে তিক্ত কিছু কথা শোনার প্রত্যাশায় সুজান বললো।

"কোন্ চার্ট?" শেরগুডের গলায় খুশির আমেজ।

"ন্যান্সি গৃনলির। আমি তার কেস্ সমন্ধে একটা ধারণা নিতে চাচ্ছি যাতে আমি তার পরিচর্যায় ভালোভাবে অংশ নিতে পারি।"

জেন শেরগুড তন্নতন্ন ক'রে চার্ট খুঁজতে লাগলো, ন্যান্সি গৃনলির কাছে এসে বললো, "এর চেয়ে আপনি যদি ওখানে বেশি মনোসংযোগ দেন তো সহজেই সেটা খুঁজে পাবেন," শেরগুড হাসিমাখা মুখে ন্যান্সির দরজার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো।

সুজান তাকে ধন্যবাদ জানালো সুযোগটি দেয়ার জন্যে। যে দরজাটা শেরগুড দেখিয়ে দিয়েছে সেটা কাঁচের দেয়ালে ঘেরা একটা ছোট্ট রুমের, দেখতে মেডিসিন ক্যাবিনেটের মতো। তিন দিকে কাউন্টার আর ডেস্কের জায়গা। ডান দিকে একটা সিঙ্ক আর বাম দিকে একটা কফিপট।

সুজান চার্টের পাশে ব'সে পড়লো। যদিও এই হাসপাতালে ন্যান্সি গৃনলির এখনও দু'সপ্তাহ হয় নি কিন্তু তার চার্টটা বিশাল ভলিউমের। এটা আইসিইউ'র রোগির জন্য স্বাভাবিকই বলা যায়। বিশাল এক কাগজের স্তূপ।

টুনা স্যান্ডউইচ আর মিল্কের কথাটা সুজানের মনে পড়তেই এক কাপ কফি ঢেলে নিলো সে। তারপর তার নোটবুকটা বের ক'রে পাতা খুলে কাজ শুরু করলো। রোগির চার্ট নিয়ে কিছুটা সময় ব্যয় ক'রে এটার পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করলো সে। প্রথমে অর্ডার শিট, তারপর রোগির ভাইটাল সাইনের গ্রাফ। এরপর ইতিহাস ও ভর্তির তারিখসহ শারীরিক পরীক্ষা। পরের চার্টগুলো প্রগ্রেস নোটে ভর্তি। তারপর অপারেটিভ এবং অ্যানেসথেসিয়ার নোট। নার্সের নোট আর অসংখ্য ল্যাব টেস্টের ভ্যালু, এক্সরে রিপোর্ট, বিভিন্ন টেস্টের রেকর্ড এবং পদ্ধতি।

যদিও সুজান জানে না সে কি খুঁজছে, সুজান সিদ্ধান্ত নিলো সে এসবের অনুলিপি করবে। প্রাথমিক অবস্থায় কোনো উপায় নেই যে, কোন্ তথ্যগুলো আসলে অধিক গুরুত্বপূর্ন। সে শুরু করলো ন্যান্সির গৃনলির নাম, বয়স, লিঙ্গ আর বর্ণ দিয়ে। পরে সে যোগ করলো মেডিকেল হিস্টোরি। কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে ন্যান্সি গৃনলি একজন সুম্পর্ন সুস্থ ব্যক্তি ছিলো। সেখানে একটু আধটু পারিবারিক ইতিহাসও আছে, সাথে তার দাদি স্ট্রোকে মারা গিয়েছিলো সেই তথ্যটাও রয়েছে। একমাত্র যে অসুখটার কথা তার অতীতের লেখা হয়েছে সেটা তার আঠারো বছর বয়সে একটা মনো নিউক্লিউসিস, যেটা এমনিতেই সেরে গিয়েছিলো। রিভিউ থেকে জানা যায়, ন্যান্সি গৃনলির হৃদ এবং শ্বাসযন্ত্রের সব কিছুই ছিলো স্বাভাবিক। সুজান ল্যাবরেটরির অপারেশন-পূর্ব রুটিন ভ্যালু লিখে নিলো। রক্ত আর মূত্রও ছিলো স্বাভাবিক। সে গর্ভবতী পরীক্ষার ফলাফলটাও লিখে নিলো। নেগেটিভ। বিভিন্ন প্রকারের রক্ত জমাটের পরীক্ষা। রক্তের প্রকৃতি। কোষের প্রকৃতি। বুকের এক্সরে এবং ই.সি.জি। সেখানের রাসায়নিক প্রোফাইলও আছে, যেটা এক ধরণের বড় ব্যাটারি টেস্ট। ন্যান্সি গৃনলির সব রিপোর্টই বেশ ভালো, সবগুলোই স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে।

সুজান শেষ টুনা স্যান্ডউইচটুকু খেয়ে দুধ দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললো। অপারেশন সেকশনের পাতা উল্টিয়ে অ্যানেসথেসিয়ার রেকর্ড বের করে অপারেশন-পূর্ব মেডিকেশনগুলো লিখে নিলো তাকে বেয়ার্ড ৫ ইউনিটের একজন নার্স ডেমেরল এবং ফেনারগন দিয়েছে সকাল ৬টা ৪৫-এ। এনডোট্রাকিয়াল টিউব নাম্বার হলো আট। আই.ভি রুটে পেনটোথ্যাল ২ গ্রাম সকাল ৭টা ২৪-এ। হ্যালোথেন নাইট্রাস অক্সাইড আর অক্সিজেন ৭টা ২৫শে। হ্যালোথেন প্রথমে ২ পার্সেন্ট ফ্লুটেক তাপমাত্রায়। কয়েক মিনিটে এটা কমিয়ে এক পার্সেন্টে নেয়া হয়। নাইট্রাস অক্সাইড ও অক্সিজেন প্রবাহ মাত্রা প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৩ লিটার ও ২ লিটার।

মাংসপেশীর রিলাক্সেশনের জন্যে ২ সি.সি ডোজে ০.২ পার্সেন্ট সাকসিনাইলকোলাইন ৭টা ২৬শে এবং দ্বিতীয় ডোজ সাত চল্লিশে।

সুজান লিখে নিলো রক্তচাপ প'ড়ে যায় সকাল ৭টা ৪৮-এ, ১০৫/৭৫-তে। হ্যালোথেন পার্সেন্ট কমে যায় অর্ধেকে। যখন নাইট্রাস অক্সাইড আর অক্সিজেন প্রবাহমাত্রা পরিবর্তিত হয়ে দুই এবং তিন লিটার হয়। রক্তচাপ আরো প'ড়ে যায় ১০০/৬০-তে। অ্যানেসথেশিয়া রেকর্ড এবং গ্রাফ থেকে সুজান একটা খসড়া কপি তৈরি ক'রে নিলো। কিন্তু অ্যানেসথেসিয়া রেকর্ড থেকে এটা উদ্ধার করা বেশ কঠিন। সুজান যতোটুকু জানতে পারলো তাতে দেখা যাচ্ছে রক্তচাপ এবং নাড়ির গতি ১০০/৬০ এবং প্রতি মিনিটে সত্তর ছিলো। যদিও হার্টরেট স্থিত ছিলো কিন্তু সেখানেও ছন্দের প্রকারভেদ হয়, অবশ্য ডাঃ বিলিং সেটা উল্লেখ করেন নি।

রেকর্ডপত্র থেকে সুজান জানতে পারলো ন্যান্সি গৃনলিকে অপারেশন রুম থেকে রিকভারি রুমে সকাল ৮টা ৫১ মিনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। ন্যান্সির পেরিফেরি নার্ভ কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা হয় স্টিমুলেটর দিয়ে। এটা এ কারণে করা হয় যে, ধারণা করা হয় অতিরিক্ত ডোজের সাকসেনাইলকোলাইন হয়তো পরিপাক হচ্ছে না। কিন্তু নার্ভ কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা হয় দু'পাশের আলনার নার্ভেও, যার অর্থ সমস্যাটা বেশির ভাগই কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কে।

সেই সময় ন্যান্সিকে অপারেশন-পূর্ব নারকোটিক দেয়া হয় নরকান ৪ মিলিগ্রাম। সেখানে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না ৯টা ১৫ পর্যন্ত। তাকে দেয়া হয় নিওসটিগমিন ২.৫ মিলিগ্রাম, এটা দেখতে যে, তার কোনো নার্ভ ব্লক হয়েছে কিনা। ন্যান্সি গৃনলিকে আরো দেয়া হয় দুই ইউনিট ফ্রোজেন প্লাজমা। কিন্তু সেটার ফলে কিছু মাংসপেশীতে কাঁপুনি দেখা দেয়, সত্যিকারের কোনো পরিবর্তন নয়।

ডাঃ বিলিংয়ের হাতের লেখা অ্যানেসথেসিয়া রেকর্ড-এর স্টেটমেন্টটা শেষ হয় এভাবে: "অ্যানেসথেসিয়া পরবর্তি দেরিতে জ্ঞান ফেরা, কারণ অজ্ঞাত।"

তারিখ : ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৭৬
অপারেশ পূর্ব ডায়াগনোসিস : জরায়ূর রক্তপ্রবাহের
অকার্যকারিতা।
অপারেশন পরবর্তি ডায়াগনোসিস : একই।
সার্জন : ডাঃ মেজর
অ্যানেসথেসিয়া : সাধারণ এনডোট্রাকিয়াল হ্যালোথেন
ব্যবহার করা হয়েছে।
আনুমানিক রক্ত ক্ষরণ : ৫০০ সি.সি।

জটিলতা : অ্যানেসথেসিয়া থেকে অনেক সময় পরে জ্ঞান ফিরে আসা।

প্রক্রিয়া : উপযুক্ত অপারেশন পূর্ব মেডিকেশনের পর (ডেমেরল এবং ফেনারগন) রোগিকে অপারেশন রুমে নিয়ে কার্ডিয়াক মনিটর সংযুক্ত করা হয়। তাকে সূচারুরূপে এনডোট্রাকিয়ালের মাধ্যমে অ্যানেসথেসিয়া দেয়া হয়। পেরিনিয়াম উঁচু ক'রে রাখা হয় এবং আগের মতোই সেটা কাজ করে। একটা বাইম্যানুয়াল পরীক্ষা করা হয় তার জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ে। তার যৌনাঙ্গে একটা চার নাম্বার পেডারসন স্পেকুলাম ঢুকিয়ে দেয়া হয়। জমাট রক্ত টেনে বের করা হয় যৌনাঙ্গের ভেতর থেকে। জরায়ু মুখ পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে সেটা স্বাভাবিকই আছে। জরায়ুর শব্দও স্বাভাবিক। জরায়ু মুখের সম্প্রসারণও ছিলো সহজ। এ প্রক্রিয়ার সময় রক্তপাত খুবই কম হয়েছে। স্পেকুলাম বের ক'রে নেয়া হয়। এক পর্যায়ে এটা মনে হয় যে, রোগি অ্যানেসথেসিয়া থেকে খুব ধীরে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে।

সুজান লেখা থেকে বিরতি দিয়ে হাতটা একটু বিশ্রাম দিলো। পেনসিল অথবা কলম খুব জোরে চেপে ধরে তার লেখার অভ্যাস, এতে ক'রে রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটে তার আঙুল সাদা হয়ে যায়। আবার কাজে ফিরে যাওয়ার আগে সে কয়েক চুমুক কফি পান ক'রে নিলো। প্যাথলজি রিপোর্ট থেকে এনডোমেট্রিয়াল এর স্বভাব জানা যায়। ডায়াগনোসিসের তালিকা থেকে কিছু জানা যায় না। কোনো সূত্রই সেখানে নেই।

পরবর্তিতে সুজান সবচেয়ে মজার পাতাটা বের করলো নিউরোলজি কনসাল্টট্যান্টের ঘরে ডাঃ ক্যারল হার্ভের স্বাক্ষর। কি লিখছে তা না জানলেও সুজান যা লেখা আছে তা হুবহু কপি ক'রে ফেললো। হাতের লেখাটা দুর্বোধ্য।

ইতিহাস : রোগিনি তেইশ বছরের এক তরুণী, শ্বেতাঙ্গ, একটা সমস্যা(অস্পষ্ট) নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। বিগত মেডিকেল ইতিহাসে তার নিজের ও পরিবারের স্নায়ুজনিত কোনো সমস্যা প্রকটভাবে দেখা যায় না। রোগিনির অপারেশন পূর্ব ক্রিয়াকর্ম (অস্পষ্ট)। শল্যচিকিৎসা ঘটনাবিহীন এবং তড়িৎ রোগ নির্ণয় আর অধিকাংশই বর্তমান সমস্যার প্রতিকার। যাইহোক, সার্জারির সময় সামান্য কিছু ছোটোখাটো সমস্যা,

যেমন রক্তচাপ নোট করা হয়, সার্জারির পর সেখানে দেখা যায় দীর্ঘ সময়ব্যাপী অচেতনতা আর দৃশ্যত পক্ষাঘাত। সাকসিনাইলকোলাইন এবং হ্যালোথেনের ওভারডোজ বেরিয়ে পড়ে। (পুরো বাক্যটাই অস্পষ্ট)।

পরীক্ষা নিরীক্ষা রোগিনি গভীর কোমা অবস্থায় চলে গেছে। কথাবার্তায় অথবা আলোর প্রতিফলনে বা প্রচণ্ড ব্যথায় কোনো রকম সাড়া দিচ্ছে না। রোগিনিকে দেখে মনে হয় একই সাথে প্যারালাইজ বাইসেপ্‌স এবং কোয়াড্রিসেপস। মাংসপেশীর টোন নিচে নেমে গেছে কিন্তু পুরোপুরি যায় নি। কোনো কাঁপুনি নেই (অস্পষ্ট)... চোখের মণি প্রসারিত এবং কোনোরকম সাড়া দিচ্ছে না। কর্নিয়াল রিফ্লেক্সও নেই।

স্নায়ু উত্তেজক : পেরিফেরাল স্নায়ুর কার্যকারিতা নেমে গেছে।
সি এস এফ পরিচ্ছন্ন তরল, নেয়ার সময় চাপ ১২৫ মি.মি।
ই.ই.জি : ফ্ল্যাট।

ইম্প্রেশন (অস্পষ্ট বাক্য)...কোনো লোকাল সাইন নেই..(অস্পষ্ট ফ্রেজ)...কোমা সেরিব্যাল ইডিমার কারণে...প্রাথমিক ডায়াগনোসিসে। সেরিব্রাল এনজিওগ্রাফি ছাড়া সেরিব্রাল দুর্ঘটনা বা স্ট্রোকের কোনো কারণ বলা যাবে না। কোনো একটা এ্যানেসথেসিয়া উপাদানের কারণে এরকম হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস...(অস্পষ্ট ফ্রেজ)। সি.এ.টি স্ক্যানে এটা বের হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা শুধু একাডেমিক ইন্টারেস্টে করা যায়। এই কঠিন কেসে এটা তেমন কোনো সাহায্য করবে ব'লে মনে হয় না। ই.ই.জি এবং অন্যান্য জিনিস ব'লে দিচ্ছে এটা মস্তিষ্কের মৃত্যু বা চরম ক্ষতি। ঠিক একই রকম অবস্থা হতে পারে ট্রাংকুলাইজার বা এ্যালকোহলের সংমিশ্রণে কিন্তু সেটা খুবই কমক্ষেত্রে ঘটে থাকে।
কাগজপত্রে মাত্র তিনটি এমন কেস্ খুজে পাওয়া যায়। কারণ যাই হোক না কেন, এই রোগিনি মস্তিষ্কের তীব্র জটিলতায় ভুগছে। রোগিনি সেরে উঠবে তেমন কোনো আশা নেই।
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাকে এই অদ্ভুত রোগির কেস্‌টা দেখতে দিয়েছেন ব'লে।

ডা: ক্যারোল হার্ভে, আবাসিক নিউরোলজি

সুজান এই জঘন্য হাতের লেখার জন্য অভিশাপ দিয়ে কফি কাপে আরেক চুমুক দিয়ে পাতা ওল্টালো। পরের পাতায় ডা: হার্ভের অন্য আরেকটা নোট আছে।

ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৭৫, নিউরোলজির ফলোআপ—

রোগিনির অবস্থা অপরিবর্তনীয়, পুণরায় ই.ই.জি—কোনো ইলেকট্রিক্যাল সক্রিয়তা নেই। সি.এস.এফ-এর ল্যাবরেটরির সব ভ্যালু নরম্যাল লিমিট।

ইম্প্রেশন আমি এই কেস্ আমার নিম্নস্থ ও অন্যান্য নিউরোলজি রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করেছি, তারা আমার সাথে একমত হয়েছে যে, তীব্র মস্তিষ্কের সমস্যাই মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটাচ্ছে। এটা সাধারণ ধারণা যে, মস্তিষ্কে সেরিব্রাল ইডিমার কারণে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এই সমস্যা সৃষ্টি করছে।

এই ব্যাপারে দুটো পেপার আছে বেশ মজার 'তীব্র পলিনিউরোটিস, তিনটে কেসের রিপোর্ট' অস্ট্রেলিয়ান জার্নাল অব নিউরোলজি, সেপ্টম্বর ১৯৭৩।

'ঘুমের ওষুধের কারণে আঠারো বছর বয়সি তরুণীর দীর্ঘমেয়াদী কোমা এবং মস্তিষ্কের মৃত্যু,' ইংল্যান্ডের জার্নাল অব নিউরোলজি, জুলাই ১৯৭৪।

সেরিব্রাল এনজিওগ্রাফি, নিউমোসেফালোগ্রাফি এবং সি.এ.টি স্ক্যান করা হয়েছে, কিন্তু সবগুলির সম্মিলিত মতামত জানাচ্ছে ফলাফল আগের মতোই।

আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

ডা: ক্যারোল হার্ভে

সুজান দীর্ঘ নিউরোলজিক্যাল নোট নেয়ার পরে তার লেখার হাতটাকে কিছু সময়ের জন্য বিরতি দিলো। সে চার্টের কাছে গিয়ে নার্সের নোটগুলো দেখলো, ল্যাবরেটরি রেজাল্টের কাছেও গেলো। সেখানে অসংখ্য এক্সরে রিপোর্ট, তার ভেতরে মস্তিষ্কের অনেকগুলো ধারাবাহিক এক্সরে। তারপর অনেকগুলো রাসায়নিক এবং রক্তপরীক্ষা, যেটা সুজান তার নোটবুকে কপি ক'রে নিলো। যদিও সবগুলোই স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, কিন্তু সুজান মনোযোগ দিলো অপারেশন পূর্ব এবং পরবর্তি

ভ্যালুর মধ্যে কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে কিনা সেটার দিকে। সেখানে মাত্র একটিই পাওয়া গেলো ন্যান্সির অপারেশনের পর তার রক্তে প্রচুর পরিমাণে সুগার বেড়ে যায়, যেটাতে মনে হয় তার ডায়াবেটিস ছিলো। ই.সি.জি খুব একটা কিছু প্রকাশ করে না, যদিও সেগুলো অপারেশনের সময় কিছু পরিবর্তনকে দেখাচ্ছে। কিন্তু আপারেশনের আগে কোনো ই.সি.জি করা হয় নি যেটা দিয়ে তুলনা চলতে পারে।

শেষে সুজান চার্টের পাট শেষ ক'রে পেছনে হেলান দিয়ে তার দু'হাত সিলিংয়ের দিকে ছড়িয়ে দিলো। হাত পা ছড়ানোর সময় বড় ক'রে শ্বাস ছাড়লো সে। আবার সামনের দিকে ঝুঁকে এক পলকের জন্য আট পাতার ক্ষুদ্রাকৃতির হাতের লেখাটার দিকে তাকালো যেটা সে এই মাত্র শেষ করেছে। বুঝতে পারলো তার আর তদন্তের দরকার নেই। সে এতো বেশি কপি করেছে যে, সে নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না।

সুজান বিশ্বাস করে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এবং সে বিশ্বাস করে বইয়ের জ্ঞান আর তার শক্তিতে। তার কাছে তথ্যের বিকল্প কিছু নেই। যদিও সে ক্লিনিক্যাল মেডিসিন সমন্ধে খুব বেশি কিছু জানে না। তার বেশ একটা ভালো অনুভূতি আছে যে, তথ্যের সাহায্যে সে সমস্যার সমাধান করতে পারবে। যেটা সে চার্টের মধ্য থেকে বের ক'রে আনছে। পরবর্তিতে সে ডাটাগুলো বোঝার চেষ্টা করলো। বিশ্লেষণ নিয়ে গেলো বিভাজনের দিকে। সুজান এই ক্ষেত্রে আশাবাদী। ন্যান্সি গৃনলির চার্ট থেকে সে যেসব জিনিস সংগ্রহ করেছে সেটা তার কাছে কোনো সমস্য নয়। সে বেশ আত্মবিশ্বাস অনুভব করলো, তথ্যর গোলকধাঁধার যেসব জটিল বিষয় আছে সেটাই সমাধানে পৌছাতে সাহায্য করবে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সুজানের আরো তথ্য দরকার। আরো অনেক বেশি।

হাসপাতালের মেডিকেল লাইব্রেরিটা হার্ডিং ভবনের সেকেন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। কয়েকবার ভুল জায়গায় যেয়ে সুজান সিঁড়ি বেয়ে প্রথমে লাইব্রেরির অফিসে, তারপর লাইব্রেরিতে গেলো।

এটাকে বলা হয় ন্যান্সি ডার্লিং মেমোরিয়াল লাইব্রেরি। যখন সুজান একটা ছোটো বাঁকানো জায়গা ঘুরে আসছিলো তখন কালো পোশাকের একজন মেট্রোন টাইপের মহিলাকে দেখতে পেলো। একটা তামার প্লেটে ন্যান্সি ডার্লিং-এর উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ। সুজান ন্যান্সি ডার্লিং নামটা নিয়ে ভাবলো। এই নামটা একেবারে খাঁটি নিউ ইংল্যান্ডের একটি নাম।

তার যে যে বই দরকার সেগুলো পেয়ে সুজান বাড়ির মতোই লাইব্রেরিতে ব'সে গেলো। আইসিইউ'র অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির সাথে এই জায়গাটার মারাত্মক বৈসাদৃশ্য আছে। সে তার নোটবুক টেবিলে রেখে জিনিসগুলো নিয়ে এলো। রুমের

কেন্দ্রে বড় ওক্ কাঠের টেবিল চেয়ার পাতা। রুমের শেষ প্রান্তে জানালাগুলো, যেটা সিলিং পর্যন্ত চলে গেছে। তার বাইরে হাসপাতালের প্রাঙ্গণটা দেখা যাচ্ছে। ফ্যাকাশে বিবর্ণ ঘাস আর একটা মাত্র পাতাবিহীন গাছ এবং টেনিস কোর্ট আছে সেখানে।

বুক-শেলফগুলো টেবিলের দু'পাশ দিয়ে বিস্তৃত। সেখানে একটা লোহার সিঁড়ি আছে যেটা বেলকনিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। শেলফের ভেতর বইগুলো বর্ণানুক্রমিকভাবে রাখা আছে। দেয়ালের বিপরীতে জানালার কাছে একটা গাঢ় মেহগনির কার্ড ক্যাটালগ রয়েছে।

কার্ড ক্যাটালগে দেখে শুনে সুজান খুঁজে বের করলো অ্যানেসথেলজির বইপত্র। উপযুক্ত লাইনে যেয়ে সে বই থেকে বইতে খুজতে লাগলো। সে অ্যানেসথেলজির সমন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানে না, তার দরকার শুরু করার জন্যে একটা ভালো বই। বিশেষত সে অ্যানেসথেসিয়ার জটিলতা সমন্ধে জানতে আগ্রহী। পাঁচ পাঁচটা বই বাছাই ক'রে সবচেয়ে বেশি যেটা পরিচিত 'এ্যানেসথেশিয়ার জটিলতা চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থাপনা' বইটা তুলে নিলো।

যে টেবিলে নোটবুকটা রেখে গিয়েছিলো সেখানেই তার বইগুলো নিয়ে ফিরে এলো। তারপর সে তার বই আর নোটবুকের দিকে নজর দিলো। চেয়ারে বসে সুজান দুলতে লাগলো। তার নুতুন আবিষ্কৃত চ্যালেঞ্জটা নিয়ে সে ভাবলো। এটা কোনো সহজ কিছু নয়। গ্রহনযোগ্য পথে সে এগিয়ে চললো, যেটা সে অতীতে বেশ ভালোভাবে ক'রে এসেছে। সেজন্য সে তার বর্তমান অবস্থানের কাছেও কৃতজ্ঞ। আর এই অবস্থানটা তার কাছে খুবই গুরুত্বপুর্ন কারণ তার লিঙ্গবৈষম্য। প্রায় সকল মেডিসিনের মেয়েরা রক্ষণশীল পথেই চলে, কারণ তারা সংখ্যলঘু।

কিন্তু তারপরই সুজান আইসিইউ'র ন্যান্সি গৃনলি সম্পর্কে ভাবলো, রিকভারি রুমে বারম্যানের সমন্ধেও। সে তাদেরকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে ছাড়া কোনো রোগি হিসেবে ভাবতেই পারছে না। তাদের ব্যক্তিগত দুঃখদৈন্য নিয়েও সে ভাবলো। সে জানে তাকে কি করতে হবে। মেডিসিন ইতিমধ্যে তাকে বেশ কিছু বিষয়ে সমঝোতা করতে শিখতে বাধ্য করেছে। এইবার সে যেটা নিজের কাছে সঠিক মনে করবে সেটাই করবে, কমপক্ষে যতোদিন ইনটেনসিভে আছে।

"৪৮২-এর গুল্লি মারো," সে একটু হেসে অস্ফুট শব্দে বললো। ধীরস্থিরভাবে বসে পড়ে অ্যানেসথেসিয়ার জটিলতার বইটা খুললো সে। যতোই ন্যান্সি এবং বারম্যানকে নিয়ে ভাবছে ততোই তার বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে যে, সে সঠিক কাজটাই করতে যাচ্ছে।

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, দুপুর ২টা ৪৫ মিনিট

বেলোজ অধৈর্যভাবে টেলিফোনের এক্সটেনশনের ৪৮২ নাম্বার চাপছে, আশা করছে এটা যেকোনো মুহূর্তে বেজে উঠবে। প্রথম রিং হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে জবাব দেবে। ওপাশে বয়স্ক প্রফেসর এমিরেটাস ডাঃ অ্যালেন ড্রুয়েরির কণ্ঠটা শোনা গেলো। বাকি চারজন ছাত্র সার্জিক্যাল কনফারেন্স রুমের বিশালত্বের মধ্যে যেনো হারিয়ে গেছে। বেলোজ ভেবেছিলো কনফারেন্স রুমের পরিবেশ লেকচার দেবার জন্যে বেশ ভালোই হবে। কিন্তু এখন সে ততোটা নিশ্চিত নয়। কক্ষটা খুব বেশি বড়, চারজন ছাত্রের জন্য বেশি শীতল। লেকচারার পোডিয়ামের উপর দাঁড়িয়ে ছাত্রদের দিকে তাকালে একের পর এক খালি সিট দেখতে পাবে।

যেখানে বেলোজ ব'সে আছে, সেখান থেকে সে শুধু চারজন ছাত্রের পেছনের দিকটা দেখতে পাচ্ছে। গোল্ডবার্গ তড়িঘড়ি ক'রে প্রতিটি শব্দসহ নোট টুকে নেওয়ায় ব্যস্ত। ডাঃ ড্রুয়েরির লেকচার মোটামুটি ইন্টারেস্টিং, কিন্তু সত্যি বলতে কি সেটা নোট নেওয়ার মত কিছু নয়। বেলোজ লক্ষণগুলো জানে। সে এটা হাজারবার দেখেছে এবং সে নিজেই এর ভুক্তভোগী। বাতিগুলো মৃদু হয়ে আসলেই কেউ কথা বলতে শুরু করবে আর মেডিকেল ছাত্ররা নোট নিতে নিতে পাভলভীয় ফ্যাশনে সাড়া দেবে। তারা সবাই পাগলের মতো প্রতিটি শব্দ কোনো কিছু না বুঝেই টুকে নেওয়ায় ব্যতিব্যস্ত হবে।

বেলোজ দুঃখিত সে সুজানকে জানায় নি যে, সুজান যদি লেকচারটা মিস্ করে তাহলে সে সত্যিই দুঃখিত হবে। এতো ছোটো দলে তার অনুপস্থিতি সকলের উপর প্রভাব পড়বে। বেলোজ বেশ ঘাবড়ে আছে কারণ স্টার্ক নিজেই এখানে আসবেন এবং দলটাকে স্বাগত জানাবেন। আর অবশ্যই তিনি পাঁচ নম্বর স্টুডেন্ট কোথায় সেটা জানতে চাইবেন। তখন বেলোজ কি জবাব দেবে? সে ভেবে রেখেছে বলবে ও একটা কেসে স্ক্রাবিং করতে গেছে। কিন্তু শুরুতেই এরকম ঘটনা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

স্টার্ককে নিয়ে দুশ্চিন্তা শেষপর্যন্ত বেলোজকে বাধ্য করলো সুজানকে পেইজ করতে, যাতে মেয়েটিকে লেকচারে সামিল করা যায়। বেলোজ মনস্থির ক'রে ফেলেছে সে সুজানকে ডেটের জন্য বলবে। সেখানে অনেকগুলো উত্তরহীন প্রশ্ন থাকবে। এই ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়লে ঝুঁকি থাকার সম্ভাবনাআছে। সুজান প্রতিভাময়ী ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর, বেলোজ এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, মেয়েটা কর্মচঞ্চল শক্তির অধিকারী। যদিও মেয়েটা মেয়েলিপনা এবং বেলোজের এই ভুমিকার জন্য বেলোজের প্রতি কিছুটা হয়তো উষ্ণ। সমস্যাটা হলো বেলোজের মেয়েদের ব্যাপারে

বেশ কয়েকটা অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার কাছে সার্জারি এবং তার কাজের শিডিউল সবার আগে। এটাই বেলোজের জন্য গুরুত্বপূর্ন যেটা মেয়েরা হয়তো পছন্দ করে না। সে আশা করে তার মেয়ে সহযোগী তার শিডিউলগুলো তার মতোই শ্রদ্ধা করবে। একটা মজার ব্যাপার হলো, বেলোজের মনে হতে লাগলো পরের মাস থেকে বেলোজ আর সুজানের শিডিউল এক সাথেই পড়বে। যদি সকল কিছু ব্যর্থ হয় তার পরেও বেলোজের কাছে সুজান কমপক্ষে একটা আকর্ষণীয়া ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু ফোনটা বেলোজের আশান্বিত হাতের নিচে সাড়াশব্দহীন ভাবেই থেকে যায়। অধৈর্যভাবে সে বারবার ফোন অপারেটারকে ডায়াল ক'রে গেলো, ডাঃ সুজান হুইলারকে ডেকে দেবার জন্যে বারবার বলতে লাগলো। রিসিভার জায়গায় রেখে সে আবার রিংয়ের জন্য অপেক্ষা করলো। সময় গড়িয়ে চলছে। বেলোজ ভাবতে শুরু করলো এমনও হতে পারে সুজানের হয়তো কোনো সমস্যা হচ্ছে। সম্ভবত মেয়েটা তার সাথে বাইরেও যেতে পারবে না। মেয়েটা এরই মধ্যে হয়তো কারোর সাথে আছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে সমস্ত নারী জাতিকে অভিশাপ দিলো, নিজেকে নিজে বললো সে একাকী খুব ভালো ভাবেই কাটাতে পারবে। একই সাথে সে জানে, সুজান তার অনুভূতির জগতে ব্যাপক আলোড়ন তুলে চলেছে। সে আরও দেখতে পেলো সুজানের আকর্ষণীয় নিতম্বটি। সঙ্গে সঙ্গে সে আরো একবার ফোন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো।

জেরাল্ড কেলি একজন আইরিশ, ডাবলিনে নয়, বোস্টনে বাস করা একজন আইরিশ। তার চুল সোনালী লাল এবং কিছুটা কোকড়ানো, যদিও তার বয়স চুয়ান্ন বছর। তার মুখ কাঠিন্যে ভরা যেনো কোনো নাটকের মেকআপে সজ্জিত, বিশেষত তার চিবুকের কাছে।

কেলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তার পান করার ক্ষমতা। প্রতি রাতে সে তিন বোতল খায়। বিগত কয়েক বছর যাবৎ এটা দেখে আসছে যে, যখন কেলি সোজা হয়ে থাকে তখন তার বেল্ট লম্বালম্বি থাকে।

পনেরো বছর বয়স থেকে জেরাল্ড কেলি মেমোরিয়ালে কাজ করছে। সে শুরু করেছিলো রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ থেকে। বয়লার রুমে। এখন সে এটার চার্জে আছে। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এবং কর্মজীবনে সে হাসপাতালের পাওয়ার প্লান্টের ভেতর বাহির সব জানে। এটা এই কারণে যে, সে এখানকার চার্জে আছে আর তাকে বছরে ১৩৭০০ ডলার দেয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভালো করেই জানে সে অপরিহার্য, আর জেরাল্ড কেলি যদি বিগড়ে যায় তো তাহলে তাকে আরো বেশি দিতে হবে। ঘটনা হলো দু'পক্ষই সন্তুষ্ট।

জেরাল্ট কেলি বেসমেন্টের মেশিনারির কাছে নিজের ডেস্কে ব'সে আছে। তার ডে-শিফটের ক্রু আটজন এবং সে চেষ্টা করছে তাদের যোগ্যতা আর প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ ভাগ ক'রে দিতে। পাওয়ার প্লান্টের যে কোনো কাজ কেলি নিজেই করে। তার কাছের কাজে তালিকা ও আদেশ সব নিয়ম মাফিক, এমনকি নার্সের স্টেশনের ড্রেইন পর্যন্ত। সে সব শিডিউল করা হয় প্রতি সপ্তাহে। কাজের আদেশ পাওয়ার পর কেলি তার ক্রুদের মধ্যে মিল তাল ক'রে কাজ বুঝিয়ে দেয়।

যদিও মেশিনারির সাধারণ ডিন অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি জায়গায় বসে। বিশেষ ক'রে যে সব লোকজন এই এলাকার ব্যাপারে অভিজ্ঞ নয় তাদের জন্যে জায়গাটা একটু উঁচু বলেই মনে হয়। কেলির কান খুবই সংবেদনশীল। ইলেকট্রিক্যাল প্যানেলের ধাতব কোনো শব্দ তার কানে আসতেই সে তার মাথা ঘুরিয় সেদিকে তাকালো। বেশির ভাগ লোক অন্যান্য যান্ত্রিক শব্দের কারণে ওই শব্দ শুনতে পায় নি। যাই হোক, এটার কোনো পুণরাবৃত্তি না হলে কেলি মুহূর্তে নিজের প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সে কাগজের কাজ খুব একটা পছন্দ করে না। এর বদলে সে চৌদ্দ তলার মেশিন ঠিক করতে বেশি পছন্দ করে। সে নিজেও জানে সব কিছু সচল রাখতে তার প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে।

যন্ত্রপাতির শব্দ আগের চেয়ে বাড়তে লাগলে কেলি আবার ঘুরে দাঁড়ালো। ইলেকট্রিক্যাল প্যানেল আর প্রধান বয়লারের পেছনটাও সার্ভে ক'রে এলো একবার। কাগজপত্রগুলো রেখে বুঝতে চেষ্টা করলো এই জাতীয় শব্দ কোথা থেকে আসছে। এটা তীক্ষ্ম, সংক্ষিপ্ত ধাতব যন্ত্রপাতির গুঞ্জন। শেষপর্যন্ত তার কৌতুহলই জয় হলো। সে প্রধান বয়লারের কাছে গিয়ে দেখলো। ডান দিক দিয়ে যেতে পছন্দ করে সে কারণ এর ফলে বয়লারের গজ চেক করার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। এটা দেখার কোনো দরকার নেই, কারণ গোটা সিস্টেমটাই পুরোপুরি সয়ংক্রিয় ভাবে ব্যাকআপ সিস্টেমে এবং কাটঅফ সুইচে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যেদিন থেকে বয়লার স্থাপন করা হয়েছে সেদিন থেকে এটা কেলির জন্য নিছক ঘোরাফেরা করার কাজ। সুতরাং যখন সে বয়লারের পাশে ইলেকট্রিক্যাল প্যানেলের সামনের অংশটা ঘুরে দেখে এলো, নিজের জায়গায় একেবারে জমে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার ডান হাতটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আত্মরক্ষার্থে উপরে উঠে গেলো।

"হায় ঈশ্বর, আপনি তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন," কেলি অবাক হয়ে বললো।

"আমিও ঐ একই কথা বলতে পারি," একজন কৃশকায় খাকি ইউনিফর্ম পরিহিত ব্যক্তি বললো। তার শার্ট গলার কাছ থেকে খোলা এবং ভেতরে সাদা টি শার্ট পরা, যেটা কেলিকে যুদ্ধকালীন নৌবাহিনীর কথাটা মনে করিয়ে দিলো। লোকটার বাম পকেটে কলম, ছোট স্ক্রু ড্রাইভার আর একটা রুলার রাখা। পকেটে উপরে লেখা 'তরল অক্সিজেন পরিদর্শক।'

"আমার কোনো ধারণাই ছিলো না যে, এখানে কেউ থাকতে পারে," কেলি বললো।

"আমারও একই অবস্থা," বললো খাকি পোশাক পরা মানুষটা।

দু'জন একে অন্যের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। খাকি লোকটা একটা ছোটো কমপ্রেস্‌ড গ্যাসের সবুজ সিলিন্ডার বহন করছে। সিলিন্ডারের মাথায় একটা মিটার বসানো। সেখানে 'অক্সিজেন' শব্দটা খোদিত করা আছে।

"আমার নাম ড্যারেল," খাকি মানুষটা বললো। "জন ড্যারেল, দুঃখিত আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি ব'লে। আমি মূল স্টোরেজ ট্যাংকের অক্সিজেন চেক করতে এসেছিলাম। সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। প্রকৃতপক্ষে, আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনি কি সংক্ষিপ্ত কোনো পথের হদিস দিতে পারেন?"

"অবশ্যই। এই প্যাঁচানো দরজাগুলো দিয়ে বেরিয়ে সোজা উপরের সিঁড়ি বেয়ে প্রধান হলে চলে যান। তারপর আপনি আপনার পছন্দ মতো বেরিয়ে যাবেন। নসুয়া স্ট্রট ডান দিকে। কনওয়ে স্ট্রট বামে।"

"আপনাকে ধন্যবাদ," দরজা দিয়ে মাথা বের ক'রে দিতে দিতে ড্যারেল বললো।

কেলি তার বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। সে এখনও বুঝতে পারছে না কিভাবে ড্যারেল এখানে কোনো রকম জানান না দিয়ে আসতে পারলো। ওই সব মাথামুণ্ডর কাগজপত্রের কাজ করতে যেয়ে কেলি কিছুই টের পায় নি।

কেলি আবার তার ডেস্কের কাজে ফিরে গেলো। কয়েক মিনিট পরে সে এমন কিছু ভাবলো যা তার মনে একটা খচখচানির সৃষ্টি করলো। তার মনে পড়ে গেলো বয়লার কক্ষে আসলে কোনো অক্সিজেন লাইনই নেই। কেলি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো পিটার বারকারকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখবে। এই সহকারী এ্যাডমিনিস্ট্রেটর এই সব অক্সিজেন লাইনের ব্যাপারে জানে। সমস্যাটা হলো, কেলির স্মৃতিশক্তি খুবই খারাপ, শুধুমাত্র মেকানিক্যাল ডিটেলস ছাড়া আর কিছুই সে মনে রাখতে পারে না।

তেইশে ফেব্রুয়ারি
সোমবার, বিকেল ৩টা ৩৬ মিনিট

ঘন মেঘ বোস্টন নগরীর উপর দিয়ে বয়ে চলায় নগরবাসী অদ্ভুত আলো উপভোগ করছে। সাড়ে তিনটায় গোধুলী নগরীর উপর ছেয়ে গেলো। তাপমাত্রা সূর্যের কাছে যেনো নতি স্বীকার ক'রে নব্বই ডিগৃতে চলে এসেছে। নগরীর উপর তুলোর মতো বরফ পড়ছে। হাসপাতালের বাইরের বাতিগুলো আধ ঘণ্টা আগেই জ্বালানো হয়েছে।

আলোকিত লাইব্রেরির বাইরে দেখে মনে হয় পিচ রঙা কালো। কক্ষের শেষ মাথায় দুটো বড় বড় জানালা দিয়ে তাপমাত্রা পড়ে যাওয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শীতল তাপমাত্রা জানালার নিচ দিয়ে এসে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ছে আর সেটা ছড়িয়ে পড়ছে কক্ষের সব প্রান্তে, টেবিলের নিচে, এমনকি রেডিয়েটরের হিসিংয়ে। এটা এমন শীতল হাওয়া যেটা সুজানের গভীর মনোযোগে এই প্রথম ব্যাঘাত ঘটালো।

অনেক বেশি একাডেমিক সাবজেক্টে ডুবে সুজান যতো বেশি কোমা সমন্ধে পড়ছে, ততোই ধারণা করতে আরম্ভ করছে কতো কমই না সে জানে। সে অবাক হয়ে ভাবলো এই বিষয়টা অনেক ব্যাপক আর সেটা অনেকগুলো বিভাগের সাথে জড়িত, বিশেষত মেডিকেলের অনেক বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। সম্ভবত সবচেয়ে হতাশার বিষয় যেটা সুজান বুঝতে পারছে সেটা হলো সচেতনতা সম্পর্কে আসল কথাটি, সচেতনতা আসলে কাকে বলে সেটাই ঠিক নির্দিষ্ট নয়। সংজ্ঞাটা তার কাছে খুবই স্ববিরোধী। এই জাতীয় বির্তকিত বিষয় নিয়ে সুজান বুঝতে পারলো চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও অতোদূর এগোয় নি যে, সচেতনতার বিষয়ে সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সম্পূর্ণ সচতেন এবং সম্পূর্ণ অচেতন (কোমা) বিষয়টি একেবারেই অস্পষ্ট।

সব কিছুর বৈপরিত্য সত্ত্বেও সুজান এখন বেশ ভালোভাবে অবগত হতে পেরেছে—সচেতনতা আর কোমার পার্থক্য নিয়ে। বারম্যান নামের একজন রোগিকে আজকে দুই অবস্থায় বেশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে সে এই সত্যটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারছে।

পূর্ববর্তী ধারণা মোতাবেক সংজ্ঞার ভেতরে কমতি থাকলেও কোমা সমন্ধে তথ্যের কোনো কমতি নেই। 'একুইট কোমা' শিরোনাম দিয়ে সুজান তার নোটবুকে লিখতে শুরু করলো নিজের সেই চিরাচরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতের লেখায়।

তার বিশেষ মনোযোগ এসব কেন এবং কিসের জন্যে ঘটে সেইসব কারণ অনুসন্ধান করার বিষয়ে। যেহেতু ঠিক কোন্ বিশেষ কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকাণ্ড

ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সে বিষয়ে বিজ্ঞান কোনো সিদ্ধান্তে আসে নি তাই সুজান পূর্ববর্তি কেসগুলো নিয়ে কাজ করবে। একুইট কোমা অথবা হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোমা সংক্রান্ত কেস-স্টাডিগুলো কিছুটা হলেও সাহায্যে আসবে। সুজান যে নোটগুলো নিয়েছে সেটার দিকে তাকালো :

ট্রমা = কনকুইশন, কনটুইশন, অথবা যেকোনো ধরণের স্ট্রোক
হাইপোক্সিয়া =অক্সিজেন স্বল্পতা।
১. মেকানিক্যাল
–শ্বাসরোধ
–শ্বাসপথ বন্ধ
–অপর্যাপ্ত ভেনিটলেশন
২. ফুস্‌ফুসের অস্বাভাবিকতা
–এলভিওলার ব্লক
৩. ভাসকুলার ব্লক
–রক্ত মস্তিষ্কে যেতে পারে না।

৪. সেলুলার ব্লক অক্সিজেন বেশি কার্বনডাই অক্সাইডের কারণে হাইপারগ্লাইসেমিয়া=উচ্চ রক্তসুগার হাইপোগ্লাইসোমিয়া=নিম্ন ব্লাডসুগার এসিডোসিস=রক্তে উচ্চ এসিড। ইউরেমিয়া=উচ্চ ইউরিক এসিডের কারণে কিডনি ফেইলর=হাইপার কেলিমিয়া=উচ্চ পটাসিয়াম। হাইপার নাইট্রেমিয়া=উচ্চ সোডিয়াম। হেপাটিক ফেইলর=এডিসনস ডিজিজ, কেমিক্যাল/ড্রাগ...

সুজান আরো অতিরিক্ত কয়েকটা পাতা নিলো কেমিক্যাল এবং ড্রাগগুলোর নাম লেখার জন্য, যেগুলো আকস্মিক কোমার জন্য উপযোগী। সেগুলোর তালিকা বর্নণাক্রমে করতে লাগলো সে।

এলকোহল
এমফেটামিন
এ্যানেসথেটিক
এন্টিকোনভালসান্ট
এন্টিহিস্টামিন
এ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন
আর্সেনিক
বারবিচুরিটস
ব্রোমাইড
ক্যানাবিস

কার্বন ডাইসালফাইড
কার্বন মনোক্সাইড
কার্বন ট্রেট্রাক্লোরাইড
ক্লোরাল হাইড্রেট
সায়ানাইড
গ্লুটাথেমাইড
বারবিসাইড
হাইড্রোকার্বন
ইনসুলিন
আয়োডিন
মারকিউরল ডাইউরেটিকস
মেটালডিহাইড
মিথাইল ব্রোমাইড
মিথাইল ক্লোরাইড
নাফাজোলাইন
ন্যাফথেলাইন
অপিয়াম ডেরিভেটিভস
পেনটাক্লোরেফেনল
ফেনল
সালিসাইলেটস
সালফানিলামাইড
সালফাইড
ট্রেট্রাহাউড্রোজালাইন
ভিটামিন ডি
হাইপোনোটিক এজেন্টস

সুজান জানে এই তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ নয়, কিন্তু মোটেও না থাকার চেয়ে এটা তার কিছুটা কাজে দেবে। কিছু তার মনের ভেতর থাকবে তার এই অনুসন্ধানের কাজের সময়। আর এটা যেকোনো সময়ে বিস্তৃত করা যাবে।

এরপর ইন্টারনাল মেডিসিন টেক্স বই বের ক'রে সুজান বইয়ের ভেতর থেকে যে অধ্যয়ে কোমার মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটা বের করলো। দু'জনের দুটো আর্টিকেল প্রায় একই। দুটো বই-ই বেশ ভালোভাবে জিনিসটা বুঝিয়েছে যদিও কোনো নতুন ধারণা দিতে পারে নি। সুজান ব্যাপক পড়াশুনা করার জন্য আরো কয়েকটা রেফারেন্স বইয়ের তালিকা ক'রে নিলো।

সুজানকে উঠে হাতপা ছুড়লো। তার এখন বেশ ভালো লাগছে। আনন্দের একটা শব্দ করলো সুজান। সে তার পা নাড়ালো যাতে সেখানে রক্ত সঞ্চালন হয়।

মেঝের ঠাণ্ডা অনুভূতি তাকে তাড়াতাড়ি কাজ করার তাগাদা দিচ্ছে। কিন্তু যখন সে মেডিসিনের সূচিপত্রের বিশাল তালিকাটা দেখলো একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো তার মুখ দিয়ে।

সুজান 'সাম্প্রতিক ভলিউম'গুলো দিয়ে শুরু করলো। হঠাৎ তীব্র কোমা সমন্ধে সুজান খোঁজ করলো। বিশেষ ক'রে যেগুলোর শিরোনাম 'অ্যানেসথেসিয়ার জটিলতা দেরিতে সচেতনতায় ফেরা' সেগুলোতে।

১৯৭২ সালের কাজগুলো দেখলো। সুজান সাইত্রিশটা পেপারের তালিকা করলো যেগুলো পড়ে দেখবে সে।

একটা শিরোনাম সুজানের মনোযোগ কাড়লো 'বোস্টন সিটি হাসপাতালে একিউট কোমা কারণ নিয়ে স্ট্যাস্টিক্যাল স্টাডি'। সে বাঁধাই করা ভলিউমে এই আর্টিকেলটা পেয়ে সেটার ভেতরে ডুবে গেলো, যা যা পড়লো সবই নোটে টুকে নিলো।

সুজান তাকে দেখার আগপর্যন্ত বেলোজ তার নাম ধরে ডেকে গেলো। বেলোজ লাইব্রেরিতে এসে তাকে দেখে তার সামনের সিটে সরাসরি ব'সে পড়লো। কিন্তু সুজান তার পড়া থেকে চোখ তুলে তাকালো না। বেলোজ গলা খাকারি দিয়ে গলা পরিস্কার করার চেষ্টা করলো, তাতেও কোনো কাজ হলো না। যেনো সুজান কোনো পরীক্ষার পড়ার মধ্যে ডুবে আছে।

"আমার ধারণা তুমি ডাঃ সুজান হুইলার," বেলোজ টেবিলের উপর ঝুঁকে বললে তার ছায়া সুজানের জার্নালের উপর পড়লো।

সুজান শেষপর্যন্ত সাড়া দিয়ে চোখ তুলে তাকালো। "আমার ধারণা আপনিই ডাঃ বেলোজ, " সুজান হেসে বললো।

"অবশ্যই ডাঃ বেলোজই। হায় ঈশ্বর! কি এক প্রশান্তি! আমি ভাবছিলাম তুমি কোমায় চলে গিয়েছিলে," বেলোজ তার মাথা উপরে নিচে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো।

দু'জনের কেউ কয়েক মুহূর্তে কোনো কথা বললো না। বেলোজ মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে একটা ছোটোখাটো বক্তৃতা দেবে। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলো সুজানকে সোজা বলবে চেয়ার ছেড়ে ওঠার জন্যে। কিন্তু যখন সুজানের মুখোমুখি হলো তার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেলো। যেনো সে গভীর সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া কোনো নৌকা। সুজান নিশ্চুপ রয়েছে কারণ তার অনুভূতি বলছে বেলোজ তাকে কিছু বলবে। নিস্তব্ধতার মুহূর্তটি ধীরে ধীরে অদ্ভুত ব'লে মনে হচ্ছে তার কাছে।

সুজানই প্রথম কথা বললো।

"মার্ক, আমি এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় পড়ছি। তুমি এই লেখাগুলো একটু দেখো।"

সুজান উঠে দাঁড়ালো, টেবিলের উপর ঝুঁকে জার্নালটা এমনভাবে ধরে রাখলো যাতে বেলোজ পাতাগুলো দেখতে পারে, পড়তে পারে। এটা করতে গিয়ে তার

ব্লাউজ বুক থেকে একটু নিচে নেমে গেলে বেলোজ তার সুগঠিত বুকটা দেখতে পেলো। খুবই স্বচ্ছ একটা ব্রা দিয়ে ঢেকে রাখা আছে। স্তন জোড়া এতো মসৃণ যে বেলোজের মনে হচ্ছে সেটা বুঝি কোনো ভেলভেট। সে সুজানের মেলে ধরা পৃষ্ঠাগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার বাহ্যিক মনোযোগ আড়াল করেও সুজানের সুগঠিত উন্নত স্তন দেখতে লাগলো। সচেতন হয়ে বেলোজ গোটা লাইব্রেরির চারপাশটা দেখে নিলো কেউ আবার তার দেখে ফেলাটা দেখছে কিনা।

সুজান অবশ্য যা করছে সেটা নিয়েই ডুবে আছে।

"বোস্টন সিটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রকমের একুইট ধ্বংসাত্মক কোমার প্রকৃতিগুলো এখানে, এই চার্টে দেখাচ্ছে," সুজান তার আঙুল লাইনগুলোর উপর বুলাতে বুলাতে বললো, "সবচেয়ে মজার আর আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা হলো, এই সব কেস্ মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ নির্ণয় করা গেছে। আমি এই আশ্চর্যজনক জিনিসটা বের করেছি। তুমি কি এর সাথে একমত নও? তার মানে হলো পঞ্চাশ শতাংশ কেস্ কখনও নির্ণয় করা হয় নি। তারা শুধু জরুরি বিভাগে কোমা অবস্থায় আসে এবং মারা যায়। এই যা।"

"হ্যা, এটা আশ্চর্যজনক," বেলোজ বললো, সে তার বাম হাত কপালের উপর রেখে যা সে দেখছে সেটা না দেখার চেষ্টা করলো।

"আর, এখানে দেখো, মার্ক, যেসব কেসের কারণ তারা নির্ণয় করেছে এখানে সেসব কেসের বিবরণ দেয়া হয়েছে ষাট শতাংশ এলকোহল সেবনে, তিরিশ শতাংশ মারাত্মক আঘাতে, দশ শতাংশ স্ট্রোকে, তিন শতাংশ শুধু ঔষুধ অথবা বিষাক্ততার কারণে আর বাকিটুকু ভাগ হয়ে যাচ্ছে মৃগি, ডায়াবেটিস, মেনিনজাইটিস এবং নিউমোনিয়ায়। এখন নিশ্চিতভাবেই..." বলতে বলতে সুজান পেছনে ব'সে পড়লে বেলোজকে টান টান উত্তেজনা থেকে রক্ষা করলো।

বেলোজ এক পলক চারদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইলো অন্য কেউ তার এই ব্যাপারটা দেখে নি।

"...অপারেশন রুমে সংঘটিত কোমার বেলায় আমরা এলকোহল এবং মারাত্মক আঘাতকে বাদ দিতে পারি। সুতরাং...আমাদের হাতে থাকে স্ট্রোক, অন্যান্য ড্রাগ, বিষাক্ততা এবং অন্যান্য সাম্ভব্য কারণগুলো।"

"এক সেকেন্ড, সুজান," বেলোজ তার কঁনুই টেবিলের উপর রেখে হাত দিয়ে থুতনির উপর মাথা স্থাপন ক'রে সুজানের দিকে তাকালো, "এই সব খুবই ইন্টারেস্টিং। একটু কষ্টকল্পিত, কিন্তু ইন্টারেস্টিং।"

"কষ্টকল্পিত?"

"হু। তুমি সম্ভবত জরুরি বিভাগ থেকে অপারেশন বিভাগের উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু যাই হোক, আমি এখানে তোমার সাথে এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে আসি নি। আমি এখানে এসেছি কারণ তুমি তোমার পেইজারের

কোনো উত্তর দাও নি। আমি জানি, কারণ আমি তোমাকে পেইজ করেছি বলে তুমি জবাব দাও নি। দ্যাখো, তুমি যদি কনফারেন্সে যোগ না দাও তবে আমি সমস্যায় পড়ে যাবো। তুমি নিজেও তোমার জন্যে সমস্যা ডেকে নিয়ে আসছো। আসল ঘটনা হলো, তুমি যেহেতু আমার সাথে কাজ করছো তখন তোমার সমস্যা মানেই আমারও সমস্যা। আমি তোমার জন্য কেবল মাত্র কিছুক্ষণের জন্য এক্সিউজ তৈরি করতে পারি। আমি বলতে পারি তুমি রক্ত নিচ্ছো অথবা স্ক্রাব করছো। তুমি কিছু জানানোর আগেই স্টার্ক প্রশ্ন করবে। তিনি বিস্ময়কর। এখানকার চারদিকে যা ঘটে তিনি সে সম্পর্কে অবগত থাকেন। পাশাপাশি তুমি তোমার নিজের বন্ধুদের কাছেই একজন বেয়ারা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছো। সুজান, আমার মনে হয় তোমাকে তোমার গবেষণা কর্ম কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখতে হবে।"

"তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে?" সুজান আত্মরক্ষামূলক মনোভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"হু, আমার কথা শেষ।"

"বেশ। এখন আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। বারম্যান অথবা গৃনলি কি জ্ঞান ফিরে পেয়েছে?"

"অবশ্যই না..."

"তাহলে খোলাখুলি ভাবেই বলি, আমার বিশ্বাস আমার বর্তমান কার্যক্রম সার্জিক্যাল বোরিং কনফারেন্সের চেয়েও অনেক বেশি জরুরি।"

"ওহ্, তুমি ব্যাপারটা বুঝছো না। সুজান বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন হও। তুমি তোমার সার্জারির প্রথম সপ্তাহেই গোটা দুনিয়াকে রক্ষা করতে পারবে না। আমিও তোমার এই কাজে জড়িয়ে পড়বো।"

"আমি তাহলে খুশিই হবো। কিন্তু শোনো। আমার এই লাইব্রেরির কয়েক ঘণ্টা এরই মধ্যে আমাকে খুব গুরুত্বপূর্ন কিছু তথ্যের জোগান দিয়েছে। এই মেমোরিয়োলে এ্যানেসথেসিয়ার পর দীর্ঘমেয়াদী কোমার জটিলতা অন্য যে কোনো জায়গার তুলনায় একশো গুন বেশি ঘটেছে। মার্ক, আমি মনে করি আমি কিছু একটার মধ্যে আছি। কিছু পেয়েছি। যখন আমি শুরু করেছিলাম, এটা আবেগী জিনিসের বেশি কিছু ছিলো না। কিন্তু একশো গুন! ঈশ্বর! আমি তার চেয়ে বড় বিশাল কিছুর সন্ধান পেয়েছি, যেনো সাধারণ জীবনরক্ষাকারী ড্রাগের মধ্যে একটা নতুন অসুখ অথবা একটা সাংঘাতিক বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া। সামান্য ভাইরাল এনকেফালাইটিস অথবা কোনো কিছুর পূর্ববর্তি সংক্রমণের কারণে যদি এটা হয়ে থাকে তো কি হবে?"

সুজান মাত্র দু'বছর ধরে মেডিকেলে আছে। কিন্তু এখনও সে একটা নুতন অসুখ বা নতুন উপসর্গ আবিষ্কার করতে পারে। সে মনে মনে ভাবলো এটা হয়তো সবার কাছে পরিচিত হবে 'হুইলার উপসর্গ' হিসেবে। কোনো একটা নতুন অসুখের আবিষ্কারক কোনো অসুখের প্রতিষেধক তৈরির চেয়েও বেশি বিখ্যাত হয়। কতো

রকম আবিষ্কারকের নামে অসুখ আছে যেমন ফেলোট ট্রেটালজি, কোগানস ডিজিজ, টলফিন উপসর্গ অথবা ডেপারম্যানস ডিজেনারেশন। কিন্তু বেশির ভাগ ঔষুধের আবিষ্কারক অখ্যাত থেকে যায়। পেনিসিলিনকে পেনিসিলিনই বলা হয়। ফ্লেমিং এজেন্ট বলা হয় না।

"আমরা এটাকে বলতে পারি ফ্রি হুইলার উপসর্গ," সুজান বললো, সে তার নিজের আবিষ্কারে নিজের প্রাণশক্তিতে হেসে ফেললো।

"হায় ঈশ্বর," বেলোজ মাথা থেকে হাত সরিয়ে বললো। "কি উদ্ভট কল্পনা! আনাড়ি বেগম। কিন্তু তুমি একটা বাস্তব জগতের বাস্তব অবস্থার মধ্যে বাস করো। তুমি এখনও একজন মেডিকেল পড়ুয়া, অল্পজ্ঞানের মানুষ অথবা মেয়েমানুষ—এই পুরুষশাষিত সমাজে। সবচেয়ে ভালো হয়, তুমি তোমার যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে তোমার সার্জারির দায়িত্ব-কর্তব্য ভালোভাবে পালন করো, অথবা বিশ্বাস করো, তোমার সবকিছুই পণ্ড হয়ে যাবে। আমি তোমাকে এই প্রজেক্টের জন্যে আরও একটা দিন বেশি দেবো। সকালে রাউন্ডের জন্য তোমাকে খুঁজবো। তারপর তুমি তোমার অবসর সময়ে এটা নিয়ে কাজ করতে পারবে। এখন, যদি তোমাকে আমার প্রয়োজন হয় আমি তোমাকে পেইজ করবো, ডাঃ হুইলার। সুতরাং আমার পেইজারের জবাব দেবে, বুঝেছো?"

"বুঝতে পেরেছি," সুজান সরাসরি বেলোজের দিকে তাকিয়ে বললো। "আমি সেটাই করবো যদি তুমি আমার জন্য কিছু করো।"

"সেটা কি?"

"এই আর্টিকেলগুলো আমাকে বের ক'রে দাও যাতে আমি সেগুলো ফটোকপি করাতে পারি। আমি পরে এটার দাম তোমাকে দিয়ে দেবো," সুজান তার রেফারেন্স লিস্টটা বেলোজের কাছে দিয়ে টেবিল থেকে উঠে বেলোজ সাড়া দেয়ার আগেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

বেলোজ সাইত্রিশটা জার্নাল আর্টিকেলের দিকে চেয়ে রইলো। যেহেতু লাইব্রেরির কোথায় কি আছে সবই তার নখদপর্নে, তাই খুব সহজেই ভলিউমগুলো খুঁজে পেলো সে। প্রতিটি আর্টিকেলে টুকরো টুকরো কাগজ দিয়ে মার্কিং ক'রে রাখা। সে প্রথম কিছু বই ডেস্কের কাছে নিয়ে গিয়ে ওখানে নিয়োজিত মেয়েটিকে মার্কিং ক'রে রাখা আর্টিকেলগুলো কপি ক'রে দিতে বললো। কপি করার চার্জটা তার লাইব্রেরি চার্জের সাথে সংযোজন ক'রে দিতে বলে চলে এলো। বেলোজ জানে সে আবারও মেয়েটির দ্বারা চালিত হচ্ছে কিন্তু এতে সে কিছু মনে করলো না। এটা মাত্র মিনিট দশেক সময় নেবে। এগুলোর মূল্য সুদসহ আদায় ক'রে নেবে সে।

তার ধারণাই ঠিক। মেয়েটির একটি বিস্ফোরক দেহ আছে।

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, বিকেল ৫টা ৫মিনিট

সুজান যখন বেলোজকে এই মেমোরিয়ালের অ্যানেসথেসিয়া বিভাগে একশো গুন বেশি কোমার ঘটনার কথা বলেছিলো তখন সুজান জানতো তার এই হিসেবের ভিত্তি হ্যারিসের রাগান্বিতভাবে উল্লেখ করা ছয়টা কেস্। এটা সুজানকে খতিয়ে দেখতে হবে। যদি সত্যিই এটা এতোটা উচ্চহারের হয়ে থাকে তাহলে তার প্রজেক্টের উপর সে আরও বেশি জোর দিতে পারবে। পাশাপাশি তার সেই কোমায় ভূক্তভোগী মানুষগুলোর নাম জানা দরকার যাতে সে চার্ট থেকে তথ্য পেতে পারে। তার যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হলো তথ্য।

সুজান জানে তাকে মূল কম্পিউটারের তথ্য জগতে প্রবেশ করতে হবে। হ্যারিস অবশ্যই রোগিদের নাম দিতে অস্বীকৃতি জানাবে। সুজান আশা করলো বেলোজ হয়তো এগুলো এনে দিতে সমর্থ হতে পারে যদি তাকে সেভাবে প্রভাবিত করা যায়। কিন্তু সেখানে বড় একটা যদি থেকে যাচ্ছে। সুজান বুঝতে পারছে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিজ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিজের চেষ্টা করা। সে নিজেকে ধন্যবাদ দিলো কারণ কলেজে পড়ার সময় সে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের উপর একটা প্রাথমিক কোর্স করেছিলো। এরই মধ্যে সেটা আশ্চর্যজনকভাবে কাজে দিতে শুরু করেছে।

কম্পিউটার সেন্টারটা হাসপাতালের একেবারে উপরের তলায় হার্ডি উইং-এ অবস্থিত। অনেকে মজা ক'রে বলে, হাসপাতালের সব কিছুর উপরে কম্পিউটার। এটা নতুন একটা অর্থ নিয়ে গঠিত হয়েছে, 'উপর তলা থেকে সামান্য একটু সাহায্য।'

আঠারোতম ফ্লোরে এলিভেটরের দরজা খুলে গেলে সুজান বুঝতে পারলো সে এমন এক জায়গায় যাচ্ছে যেখানে সে সফল হতে পারে। সুজান এলিভেটর থেকে নেমে কাঁচের আড়াল থেকে মূল কম্পিউটার অভ্যর্থনা কেন্দ্রটি দেখতে পেলো। জায়গাটা যেনো কোনো ব্যাংকের মতো। শুধু পার্থক্যটা এই যে, এখানে অর্থ নয় , তথ্য আদান প্রদান করা হয়।

সুজান অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকে সরাসরি ডান দিকের দেয়ালের শেষ সীমানায় অবস্থিত কাউন্টারের কাছে গেলো। জনা আটেক লোক রুমটাতে আছে, বেশিরভাগই ব'সে আছে আরামদায়ক নিল ভেলভেটে মোড়া চেয়ারে। কিছু কাউন্টারের উপর ঝুঁকে কম্পিউটার ফর্ম দেখছে। প্রায় সবাই সুজানকে দেখতে পেলো। কোনো রকম ধারণা ছাড়াই সুজান কম্পিউটার ফর্ম দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ ফর্মের দিকে মনোযোগ দিয়ে সুজান এবার রুমের দিকে নজর দিলো।

রুমের পেছন দিকে সুজানের থেকে বারো ফুট দূরে একটা বড় সাদা ফরমিকা ডেস্ক। সেটার উপরে ঝুলছে 'তথ্য' সম্বলিত একটি চিহ্ন। এটা দেখেই সুজানের মুখ হাসিতে ভরে গেলো। ডেস্কে ব'সে থাকা মানুষটা বলতে গেলে স্থিরভাবেই ব'সে আছে। একটা ক্ষুদ্র গর্বিত হাসি তার মুখে। তার বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়, কিন্তু বেশ পরিস্কার পরিছন্ন। তার পেছনে আরেকটা কাঁচের পার্টিশান আছে, যেটাতে কম্পিউটারের তথ্য ইনপুট-আউটপুট'র টার্মিনাল দেখা যাচ্ছে। সুজান তার ফর্মটা প্রায় পূরণ ক'রে ফেললে ডেস্কের মানুষটা তাকে আরো কয়েকটা ফর্ম দিলো। শেষপর্যন্ত লোকটা ফর্মগুলো একসাথে পিন মেরে সেটা ডেস্কের এক কোণায় রাখা 'গ্রহন' লেখা একটি বাক্সে রেখে দিলো।

পুরো ব্যাপারটা আত্মস্থ ক'রে সুজান আগে ফর্মের উপর পূর্ণ মনোযোগ দিলো। এটা মোটামুটি বেশ সহজ। সে নির্দেশিত বাক্সে তারিখ পূরণ করলো। কর্তৃপক্ষ, অনুরোধকারী পার্টি বা অর্গানাইজেশন আর বিল পরিশোধের ঘরটা ফাঁকা রেখে তার কাঙ্খিত তথ্যের ব্যাপারে মনোযোগ দিলো সে। সুজান নিশ্চিত নয় কিভাবে এতোগুলো বিষয়ের অনুরোধ করবে। একটা আশংকার বিষয় হতে পারে যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অ্যানেসথেসিয়ার ফলে কোমার ঘটনার ব্যাপারে কোনো তথ্য নাও দিতে পারে। সম্ভবত এরকম কোনো ব্যবস্থা কম্পিউটারে করা আছে যাতে এই ব্যাপারে কোনো তথ্য চাওয়া হলে অটোমেটিক্যালি সেটা বাতিল হয়ে যাবে অথবা কম্পিউটার কমপক্ষে সর্তক ক'রে দেবে যে, এই তথ্যের ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়েছে। সুজান ব্যাপক তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী, আর এই পদ্ধতিতে সে যা চায় বা ভাবে সেটাই পেতে পারবে।

কিন্তু অনুরোধক্রমে কোমার বিগত বছরের সমস্ত কেস্‌গুলো প্রিন্ট দেওয়া খুব সময়ের ব্যাপার। যেহেতু কোমা একটি উপসর্গ, এটা কোনো রোগ নয়। সুজান প্রতিটি হার্ট এ্যাটাক, স্ট্রোক এবং ক্যান্সার রোগি যারা বিগত বছরে ভুগেছে তাদের দিয়ে কাজ শুরু করতে পারে। সে সিদ্ধান্ত নিলো শুধুমাত্র সেইসব কোমার কেস্‌ নিয়ে কাজ করবে যারা কোনো সুপরিচিত ক্রনিক অথবা ক্ষতিকর রোগে আক্রান্ত ছিলো না। এরপরই সে বুঝতে পারলো এরই মধ্যে একটা অনুমান ক'রে নিয়েছে সে। যদি নতুন কোনো রোগের খোঁজ পায় তাহলে যাদের অন্য রোগ আছে তাদের বিষয়টা খতিয়ে না দেখার তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, যদি এটা সংক্রামক প্রকৃতির হয়ে থাকে অন্য রোগ এটাকে কম প্রতিরোধেই পেয়ে বসবে।

হাসপাতালের যেসব রোগি কোনো পরিচিত রোগের সাথে সম্পৃক্ত নয় তাদের কোমার ব্যাপারে সুজান তার অনুরোধটি পরিবর্তন করলো। সুজানের পরের অনুরোধটি তার স্যাম্পল এবং মেমোরিয়ালে থাকাকালীন সার্জারির পরে যারা

কোমায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারে। সার্জারি এবং কোমার মধ্যেকার সময় নিয়েও জানতে চাইলো সে। অনেক রকম বাঁধা বিপত্তি সত্ত্বেও সুজান তার অনুরোধ কম্পিউটারের ভাষায় প্রয়োগ করতে পারলো। সে প্রায় এক বছর এটা ব্যবহার করে নি, তাই সঠিকভাবে কমান্ড লিখতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো।

এরপর সুজান পরবর্তি অনুরোধের জন্যে ডেস্কের মানুষটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। সৌভাগ্যবশত তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। প্রায় মিনিট চারেক অপেক্ষার পর এলিভেটর চলে এলো। কাঁচের আড়াল থেকে সে দেখতে পেলো একজন মানুষ এলিভেটরের দরজা পুরোপুরি খুলে যাওয়ার আগেই ওটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। অভ্যর্থনার ডেস্কে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো লোকটা। প্রায় চল্লিশের মতো বয়স হবে, শক্তপোক্ত, লেপটানো চুলের মানুষটা এক মুঠো কম্পিউটার অনুরোধ ফর্ম ধরে আছে নার্ভাসভাবে।

"জর্জ," লোকটা রিসেপশন ডেস্কের সামনে এসে বললো। "আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।"

"আরে, পুরনো বন্ধু হেনরি শোয়ার্জ," ডেস্কের পেছনের মানুষটা বললো, "আমি সবসময় একাউন্ট বিভাগকে সাহায্য করার জন্য তৈরি। আমাদের বেতনের চেকগুলো তো ওখান থেকেই আসে। আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?"

সুজান খুব সাবধানে পেন্সিল দিয়ে 'হেনরি শোয়ার্জ' নামটা তার ফর্মের অনুরোধ বিভাগের বক্সে লিখে ফেললো। কর্তৃপক্ষের বিভাগের ক্ষেত্রে সুজান লিখলো 'একাউন্ট।'

"আমার বেশ কিছু জিনিসের দরকার, কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা হলো ব্লু ক্রস-ব্লু সিল্ড গ্রাহকের তালিকা, যাদের সার্জারি হয়েছিলো গত বছর," শোয়ার্জ বললো খুব দ্রুতগতিতে। "যদি তুমি জানতে চাও কেন আমার এটা প্রয়োজন তুমি হতভম্ব হয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত তুমি তাই হবে। কিন্তু আমার এটা খুব দ্রুত দরকার। ডে শিফট হয়তো এটা রেডি ক'রে রেখেছে।"

"এক ঘণ্টা বা সেরকম সময়ের মধ্যে পেয়ে যাবে। আমি এটা তোমার জন্য সাতটার মধ্যে গুছিয়ে রাখবো," শোয়ার্জের অনুরোধ ফর্মগুলো একত্রে স্ট্যাপল করতে করতে বললো জর্জ। সেগুলো বাক্সের মধ্যে রেখে দিলো সে।

"জর্জ, তুমি জীবনরক্ষাকারী," শোয়ার্জ তার হাত চুলের মধ্যে বারবার চালাতে চালাতে এলিভেটরে দিকে গিয়ে বললো, "আমি ঠিক কাটায় কাটায় সাতটায় আসবো।"

সুজান লক্ষ্য করলো শোয়ার্জ 'নিচে'র বাটনে চাপ দিয়ে এলিভেটরের মধ্যে ঢুকে গেলো। দেখে যেনো মনে হচ্ছে লোকটা তার নিজের সাথেই কথা বলছে। লোকটা 'নিচে' বাটন কয়েকবার চাপ দিলো। এলিভেটর যখন তাকে নিয়ে নিচে নামতে শুরু করলো সুজান এলিভেটরের ফ্লোর ইন্ডিকেটরের দিকে লক্ষ্য রাখলো।

ছয় তলায় গিয়ে থামলো সেটা। তারপর তিন, তারপর এক তলায়। সুজানের দেখা দরকার কোন্ তলায় একাউন্ট বিভাগটি অবস্থিত।

সুজান আরেকটা অনুরোধ ফর্ম নিয়ে সর্তকতার সাথে ডেস্কের দিকে গেলো। "এক্সিউজ মি," মুখে হাসি ছড়িয়ে সুজান বললো যাতে ভালো মতো কাজ হয়।

জর্জ তার দিকে তার কালো রিম চশমার উপর দিয়ে তাকালো, চশমাটা তার নাকের মাঝামাঝি এসে ঠেকেছে।

"আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট," সুজান তার গলার স্বর যথাসম্ভব মিষ্টি ক'রে বলে চললো। "আমি এই হাসপাতালের কম্পিউটার নিয়ে খুবই আগ্রহী," সে অনুরোধ ফর্মটা নামিয়ে রাখলো, ফাঁকা ফর্মটা তার পূরণ করা ফর্মটার নিচে লুকিয়ে রাখা আছে।

"আপনি কি, মানে, কি বললেন?" জর্জ মুখে হাসি বিস্তারিত ক'রে বললো।

"আমি," সুজান তার মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যা সূচক মাথা নাড়লো। "আমি মনে করি কম্পিউটারের শক্তি মেডিসিনের ক্ষেত্রে ব্যাপক। কিন্তু আমাদের পাঠ্যসূচীতে যেহেতু এ বিষয়ে কোনো কিছু পড়ানো হয় না তাই আমি এখানে এই বিষয়টার সাথে একটু পরিচিত হতে এসেছি।"

জর্জ সুজানের দিকে তাকিয়ে কাঁচের ওপাশের পার্টিশানের ভেতরের রাখা আইবিএম-এর কম্পিউটারটার দিকে তাকালো। তারপর সে গর্বিত মুখভঙ্গি নিয়ে আবার সুজানের দিকে ফিরলো। "আমাদের এই সেটাআপটা খুবই চমৎকার, মিস্..."

"সুজান হুইলার।"

"এটা আশ্চর্যজনক এক যন্ত্র, মিস্ হুইলার," জর্জ তার সিটের দিকে ঝুঁকে গলার স্বর নিচু ক'রে প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে এরকমভাবে বললো যেনো সে সুজানকে কোনো ভয়ানক একটা গোপন বিষয় ফাঁস ক'রে দিচ্ছে। "এটা ছাড়া হাসপাতাল চলতেই পারে না।"

"এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে ধারণা পেতেই আমি এখানকার অনুরোধ ফর্মটা পুরণ করেছি," সুজান এমনভাবে অনুরোধ ফর্মটা ধরলো যেনো জর্জ শুধুমাত্র ফাঁকা ফর্মটা দেখতে পায়। কিন্তু জর্জ আবার ঘুরে টারমিনাল রুম দেখতে লাগলো।

"আমি একটা পুরণ করা ফর্ম দেখতে আগ্রহী," সুজান কথাটা বলেই 'গ্রহন বাক্স'র মধ্যে স্ট্যাপল করা ফর্মের মধ্যে দেখতে লাগলো।

"কম্পিউটার কিভাবে অনুরোধ ফর্মগুলো ভেতরে নিয়ে নেয় সেটা দেখতে আমি কৌতুহলী। আমি যদি এটা এর ভেতরে দেই তাহলে কি ঠিক হবে?" সে সেই ফর্মটা রেখে দিলো যেটা শোয়ার্জ একটু আগে এখানে রেখেছে।

"অবশ্যই," জর্জ সুজানের দিকে ফিরে বললো। উঠে দাঁড়িয়ে সুজানের দিকে ঝুঁকে তার বাম হাত ডেস্কের উপর রাখলো। কোথায় অনুরাধ ফর্ম সাধারণ ইংরেজিতে লিখতে হয় সেটা দেখিয়ে দিলো সে।

"এখানেই অনুরাধকারী নির্দেশ করে তারা কি চায়। তারপর এই নিচে এখানে..." জর্জের আঙুল নিচের লাল লাইনে চলে যায়, "...আমাদের একটা বিভাগ আছে যেখানে অনুরোধগুলো এমনভাবে অনূদিত হয় যাতে কম্পিউটার তা বুঝতে পারে।"

সুজান তার ফাঁকা ফর্মটা শোয়ার্জের ফর্মের স্তুপের নিচ থেকে বের করে ফেললো যেনো সে ওগুলো তুলনা করছে। তারপর সে এটা ডেস্কে অন্যগুলোর পাশে রেখে দিয়ে পূরণ করা ফর্মটা শোয়ার্জের ফর্মের নিচেই রেখে দিলো।

"কেউ যদি বিভিন্ন প্রকারের তথ্য চায় তবে কি তাদেরকে আলাদা আলাদা ফর্ম পূরণ করতে হয়?"

"একদম ঠিক, আর যদি..."

সুজান শোয়ার্জের অনুরোধ ফর্মটা অন্যগুলোর থেকে বের ক'রে এনে এটা স্ট্যাপল থেকে ছাড়িয়ে বাম কোণে রেখে দিলো।

"ওহ্, আমি সত্যিই দুঃখিত," সুজান উপরের কাগজটা জায়গামতো রাখতে রাখতে বললো। "দেখুন, আমি কি ক'রে ফেলেছি। এখন এটা আপনার জন্য স্ট্যাপল করতে দিন আমাকে।"

"এটা কোনো ব্যাপারই না," জর্জ নিজেই স্ট্যাপল যন্ত্রটা নিয়ে এসে বললো। "একটা স্ট্যাপলই এটা ঠিক ক'রে দেবে," জর্জ স্ট্যাপল মেশিন চাপ দিয়ে সুজানের ধরে রাখা পূরণকৃত ফর্মটা স্ট্যাপল ক'রে দিলো।

"এখন ওগুলো পুরোপুরি নষ্ট ক'রে ফেলার আগে আমাকে রাখতে দিন," সুজান অনুতপ্তের সুরে বললো। ফর্মগুলো আবার 'গ্রহন' বাক্সের মধ্যে রেখে দিলো সে।

"কোনো ক্ষতিই হবে না," জর্জ পুণরায় নিশ্চিত ক'রে বললো।

"কোনো অনুরোধ গৃহীত হলে তারপর ওগুলোর কি হয়?" জর্জের মনোযোগ 'গ্রহন বাক্স' থেকে অন্য দিকে নেয়ার চেষ্টায় সুজান টার্মিনাল কক্ষের দিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি ওগুলো ভেতরে নিয়ে কি পাঞ্চারে দেই, যেটা কার্ড রিডারদের জন্য কার্ড তৈরি ক'রে থাকে। তারপর..."

সুজান শুনছে না, সে ভাবছে কিভাবে সবোর্চ্চ উপায়ে তার এই ভিজিটটা কাজে লাগাতে পারে সে। প্রায় মিনিট পাঁচেক পর সুজান একাউন্ট বিভাগের হেনরি শোয়ার্জকে খুঁজতে হাসপাতালের নিচে ডিরেক্টরিতে গেলো।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ব্যয় ক'রে সুজান মেমোরিয়াল ছেড়ে তার নিজের রুমে পৌছালো। তার পেট মোচড়াতে লাগলো অভূক্ত থাকার জন্যে। টুনা স্যান্ডউইচ যতোই খারাপ হোক না কেন অনেকক্ষণ যাবৎ তার খিদে মিটিয়েছে। এবার সুজান তার রাতের খাবারের জন্য রওনা দিলো।

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিট

সাতটার একটু আগে সুজান এমবিটিএ'র বাসে ক'রে নর্থ স্টেশনে নামলো। ফুটবৃজটা দিয়ে রাস্তা পার হবার সময় সুজানের চোখেমুখে ঠাণ্ডা লেকের পানির বাতাস এসে লাগলো। সুজান বাতাসের বেগে ঝুঁকে তার স্কিহ্যাটটা উঁচু ক'রে বাম হাতে আর ডান হাতে পাজামাটা তুলে ধরলো। তার যাতে ঠাণ্ডা না লেগে যায় সেজন্যে কলারটা তুলে দিলো সে। বিল্ডিংয়ের কিনারে চলে আসতেই বাতাস বাড়তে লাগলো। বাতাসের বেগে একটা খালি বিয়ারের ক্যান রাস্তা দিয়ে গড়াচ্ছে।

সুজান আস্তে আস্তে জগিংয়ের ভঙ্গিতে দৌড়াতে লাগলো। হাসপাতালের প্রধান প্রবেশদ্বারটি দেখতে পেলে সে স্বস্তি বোধ করলো। হাসপাতালের ঘোরানো দরজাটা দিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়লো সে।

মাথা থেকে হ্যাট আর গা থেকে কোটটা খুলে সুজান প্রধান তথ্য ডেস্কের পিছনের কোট রুমে রেখে হাসপাতালের টেলিফোন ডিরেক্টরি ব্যবহার ক'রে কম্পিউটার বিভাগে ডায়াল করলো।

"হ্যালো, এটা কি একাউন্টিং বিভাগ," সুজান ছোটো ক'রে নিঃশ্বাস ছেড়ে জোর ক'রে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো। "মিঃ শোয়ার্জ কি তার জিনিসপত্র এখনও তুলে নিয়েছেন?"

উত্তর হ্যা সূচক, তিনি পাঁচ মিনিট আগেই সেটা সংগ্রহ করেছেন। সময়টা খুবই সময়মাফিক, সুজান এরকমটিই আশা করেছিলো। সে হার্ডিং ভবনের তৃতীয় তলার একাউন্টিং ভবনের জন্যে এলিভেটরের দিকে চলে গেলো।

একাউন্টিং বিভাগের সান্ধ্যকালীন কর্মচারিরা দিনের শিফটের তুলনায় অনেক কম। যখন সুজান রুমে প্রবেশ করলো দূরে মাত্র তিনজন কর্মচারিকে দেখতে পেলো। দু'জন পুরুষ মানুষ এবং একজন মহিলা সুজানের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"এক্সিউজ মি," সুজান গোটা দলটার দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনারা কি বলতে পারেন, আমি মিঃ শোয়ার্জকে কোথায় পাবো?"

"শোয়ার্জ? অবশ্যই। তিনি এই কোণার দিকে তার অফিসেই আছে," রুমের বিপরীত দিকে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত ক'রে একজন পুরুষ মানুষ উত্তর দিলো।

সুজানের চোখ লোকটার আঙুল অনুসরণ করলো। "ধন্যবাদ," বলতে বলতে দেখিয়ে দেয়া পথের দিকে গেলো সে।

হেনরি শোয়ার্জ তার অনুরোধের জিনিসগুলোর প্রিন্ট নেয়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে আছে। অফিস রুম বেশ ছোটো কিন্তু অতিরিক্ত ঝকঝকে আর তকতকে। বইয়ের শোকেসে বইগুলো এতো সুন্দর ক'রে সাজানো যে, সেগুলো অফিসের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিটি বই এক ইঞ্চির কম পুরু নয়, বেশিও নয়।

"মিঃ শোয়ার্জ?" সুজান তার ডেস্কের দিকে এগিয়ে হাস্যরত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা," শোয়ার্জ তার তর্জনি প্রিন্ট করা কাগজ থেকে না তুলেই বললো।

"মনে হয় আমার প্রিন্টকৃত কাগজটা আপনারগুলোর সাথে মিশে গেছে। আমি একটু আশ্চর্যান্বিত হবো যদি এমন কোনো কিছু পেয়ে থাকেন যেটা আপনার অনুরোধের নয়?"

"না, কিন্তু আমি এগুলো এখনও খুব একটা ভালো ক'রে দেখি নি। আপনার কি হারিয়েছে?"

"এটা কোমা বিষয়ক কিছু তথ্য, যেটা আমাদের বিভাগীয় উপস্থাপনার জন্য দরকার। আপনি কি কিছু মনে করবেন, যদি আমি দেখি এগুলো আপনার সাথে মিশে গেছে কিনা?"

"না, না, আদৌ না," শোয়ার্জ প্রিন্ট বন্ধ ক'রে দিয়ে বললো।

"যদি এটা থাকে তো শেষের দিকেই থাকবে," সুজান বললো। "ওরা জানিয়েছে এটা আপনারগুলোর পরপরই গেছে।"

সুজানের যে যে তথ্য দরকার সেগুলো রেখেই শোয়ার্জ ডেস্ক থেকে জিনিসপত্রের গোছা তুলে নিলো। সুজানের অনুরোধ ফর্মটা ওখানেই আছে।

"ঐযে," সুজান বললো।

"কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে এগুলো আমিই অনুরোধ করেছি," শোয়ার্জ এক পলক অনুরোধ ফর্মের দিকে তাকিয়ে বললো।

"তারা যে আপনার জিনিসের সাথে এটা গুলিয়ে ফেলেছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই," সুজান বলতে বলতে তার জিনিসগুলো নিয়ে নিলো। "কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আপনি এই সব বিষয় নিয়ে মোটেই আগ্রহী নন। আর এটা আপনার কোনো দোষও নয়, কোনোভাবেই না।"

"সবচেয়ে ভালো হয় আমি এটা জর্জকে জানিয়ে তারপর..." শোয়ার্জ তার নিজস্ব প্রিন্ট করা কাগজগুলো সামনে রাখতে রাখতে বললো।

"তার কোনো দরকার নেই," সুজান উত্তেজিত স্বরে বললো। "আমরা এর মধ্যে এ নিয়ে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"আপনাকেও," শোয়ার্জ বললো কিন্তু ততোক্ষণে সুজান বেরিয়ে গেছে।

"সুজান তুমি অনেক কিছু করেছো, সত্যিই অনেক কিছু," বেলোজ তার রোগির ট্রে থেকে এক চামচ কাস্টার্ড নিয়ে বললো। রোগি সেটা খেতে চাচ্ছে না।

"তুমি লেকচার, বিকেলের রাউন্ড বাদ দিয়েছো, তোমার রোগিকে এড়িয়ে গেছো আর এখন তুমি এখানে সময় কাটাচ্ছো আটটা পর্যন্ত। একমাত্র যে দক্ষতা দেখিয়েছো সেটা হলো এতো দূর পর্যন্ত আসা," বেলোজ হাসতে হাসতে বললো। কাস্টার্ড কাপটা ইতিমধ্যে শেষ ক'রে ফেলেছে সে।

সুজান আর বেলোজ বেয়ার্ড ৫-এর লাউঞ্জে ব'সে আছে। এখান থেকেই সুজান হাসপাতালে তার প্রথম দিনটি শুরু করেছিলো। সেই একই সিটে বসেছে যেটায় আজ সকালে এসে বসেছিলো। সামনে সংগ্রহ করা কম্পিউটার প্রিন্টকৃত শিটগুলো মেলে রেখেছে। নামের তালিকাটা দেখতে থাকলো আর হলুদ মার্কার কলম দিয়ে ওগুলো দাগিয়ে রাখলো।

বেলোজ এক চুমক পান করলো তার কফি কাপ থেকে।

"ঠিক এটাই প্রমাণ করে," সুজান কলমের মুখ লাগাতে লাগাতে বললো।

"কি প্রমাণ করে?" বেলোজের জানতে চাইলো।

"প্রমাণ করে এখানকার ছয়টা কেসই অব্যাখ্যাত কোমা...বারম্যানেরটা সহ। এই যে, মেমোরিয়ালের গত বছরের তালিকাটা।"

"হুর্রে," বেলোজ আনন্দ ধ্বনি ক'রে কফি মগটা তুলে ধরে বললো। "এখন আমি এ্যানেসথেসিয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা মুক্ত হবো, আমার নির্দিষ্ট হেমোরয়েডস থেকেও।"

"আমি তোমাকে জানাচ্ছি, তোমার অনেক ঝামেলা কমবে," সুজান চিহ্নিত করা নামগুলো গুনতে গুনতে বললো। "এটা আসলে ছয় জন নয়, কারণ সেখানে এগারোজন আছে। যদি এর মধ্যে বারম্যানকেও ধরা হয় তাহলে বারো জন হয়ে যাচ্ছে।"

"তুমি নিশ্চিত?" বেলোজের গলার স্বর দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেলো, সে প্রথম বারের মতো কম্পিউটার থেকে প্রিন্টকৃত কাগজগুলোর উপর আগ্রহ দেখাতে শুরু করলো।

"সেগুলো এই প্রিন্ট করা কাগজেই আছে," সুজান বললো। "যদি আমি এই তথ্যগুলো সরাসরি পেতাম তবে সেখানে আরো কয়েকজন বেশি থাকলে আমি অবাক হতাম না।"

"তুমি কি সত্যিই সেটা মনে করো? হায় ঈশ্বর! এগারো জন মানুষ!" বেলোজ সুজানের দিকে ঝুঁকে এলো, তার জিহবা খালি চামচটা চেটে চলছে। "তুমি কিভাবে এই কম্পিউটারের জিনিসগুলো জোগাড় করলে?"

"হেনরি শোয়ার্জ আমাকে অনেক সাহায্য করেছে," সুজান নিরাসক্ত গলায় বললো।

“কে এই হেনরি শোয়ার্জ?” বেলোজ জিজ্ঞেস করলো।

“হায়, তাকে যদি আমি চিনতাম!”

“আমাকে এসব থেকে রেহাই দাও,” বেলোজ তার হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে ঢাকতে বললো, “আমি এই সব মানসিক খেলা নিয়ে সত্যিই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।”

“এটা কি দীর্ঘদিনের অথবা হঠাৎ ক'রে হওয়া?”

“ওসব বাদ দাও। তুমি কিভাবে এই ডাটাগুলো জোগাড় করেছো? এই রকম জিনিস ডিপার্টমেন্ট থেকে ছাড় করিয়ে নিতে হয়।”

“আমি উপরের তলায় সন্ধ্যেয় গিয়ে এই কম্পিউটার ফর্মগুলো পূরণ করি। ডেস্কের অসম্ভব ভালোমানুষটার কাছে জমা দেই এবং রাতে ফিরে এসে ওগুলো সংগ্রহ করি।”

“আমার জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে,” বেলোজ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো। এমনভাবে চামচ নাড়লো যাতে বোঝা যায় সে এই বিষয়ে আর আগ্রহী নয়। “কিন্তু এগারো জন! সবগুলোই কি সার্জারির সময় হয়েছে?”

“না,” সুজান প্রিন্টকৃত কাগজের কাছে যেয়ে বললো। “হ্যারিস যখন লেভেলে ছিলো তখন সে ছয়জনের কথাটা জানিয়ে ছিলো। অন্য পাঁচ জন এখানকার মেডিকেলে সার্ভিসের ভেতরকার রোগি। তাদের রোগ নির্ণয়ে অজানা কারণ দেখানো হয়েছে। এটা কি তোমার কাছে অদ্ভুত ব'লে মনে হচ্ছে না?”

“না।”

“ওহ্, কী যে বলো,” সুজান অধৈর্যভাবে বললো। “ইডিওসিনক্রোটিক শব্দটা শুনতে বেশ কিন্তু এর সত্যিকারের অর্থ হলো তাদের কোনো ধারণাই নেই রোগটা কি।”

“হ্যা, সেটা সত্যি হতে পারে, কিন্তু সুজান, এটা ঘটেছে একটা নামি হাসপাতালে, কোনো গ্রাম্য হাসপাতালে নয়। এটা সমস্ত নিউ ইংল্যান্ড এলাকার সবচেয়ে প্রশংসিত আর উল্লেখযোগ্য একটি হাসপাতালে। তুমি কি জানো, এই হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন কতোগুলো মৃত্যু ঘটে?”

“মৃত্যুর কারণ থাকে...কিন্তু এই কোমার কেস্‌গুলোর কারণ নেই...অন্তত পক্ষে এখন পর্যন্ত কোনো কারণ উদঘাটিত হয় নি।”

“সত্যি বলতে কী, সবসময় মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে না।”

“এইখানেই, তুমি এখন ঠিক জায়গায় আঘাত করেছো,” সুজান বললো। “কেউ মারা গেলে তার একটা অটোপ্সির দরকার হয়, তাতে তুমি জানতে পারো মারা যাওয়ার কারণটা, এতে ক'রে তুমি তোমার জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে পারো। বেশ, এই সব কোমা কেসে তুমি কোনো অটোপ্সি করানো হয় নি, কারণ এই সব

রোগিরা কোনো না কোনোভাবে জীবন-মৃত্যুর মাঝে ঘোরাফেরা করছে। এটার কারণেই ভিন্ন ধরণের অটোপ্সি করার জন্য এটা আরও গুরুত্বপূর্ন। জীবনের অটোপ্সি, যদি তুমি সেটা করো। যদি বের করতে পারো এসব লোকের কি সমস্যা হয়েছিলো তাহলে হয়তো তুমি তাদের কোমা অবস্থা থেকে বের ক'রে নিয়ে আসতে পারবে। অথবা সবচেয়ে ভালো, প্রথম থেকেই কোমা এড়ানো যাওয়া যাবে।"

"এমনকি অটোপ্সিতেও," বেলাজ বললো, "সবসময় সব উত্তর পাওয়া যায় না। এখানে অনেক রকম মৃত্যু ঘটে যেখানে আসল কারণটা নির্নয় করা হয় না। আমার জানা ঘটনা যে দু'জন রোগি আজ মারা গেছে আমার সন্দেহ তাদের একটাও ডায়াগনোসিস করা হবে না।"

"কেন তোমার মনে হচ্ছে ডায়াগনোসিস হবে না?" সুজান জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ দু'জন রোগিই শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে। তাদের শ্বাস বন্ধ ছিলো। কোনো রকম সংকেত না দিয়েই খুব শান্তভাবে সেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়ে ছিলো। তাদেরকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়েছে। এজন্যে তুমি কাউকে দোষ দিতে পারো না।" বেলোজ সুজানের উৎসাহে উৎসাহিত হলো। সুজান একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলো কোনো রকম নড়া চাড়া না করে, চোখের পলক না ফেলে।

"তুমি ঠিক আছো?" বেলোজ মেয়েটার চোখের সামনে হাত নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো। এখনও সুজান কোনো রকম না নড়ে চড়ে পলক না ফেলে ব'সে রইলো, যতোক্ষণ না কাগজগুলোর দিকে নজর দিলো সে।

"কি ঘোড়ার মুণ্ড তোমার হয়েছে? মৃগি রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছো, নাকি অন্য কিছু?" বেলোজ জিজ্ঞেস করলো।

সুজান তার দিকে তাকালো। "মৃগিরোগ? না, অবশ্যই না। তুমি বললে আজকের দু'জন রোগিই মারা গেছে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে, মানে রেসপিরেটি আরেস্টে?"

"সেটাই তো মনে হচ্ছে। আমি বলতে চাইছি তাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তারা কেবল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।"

"তারা হাসপাতালে কি জন্যে ভর্তি হয়েছিলো?"

"আমি ঠিক জানি না। মনে হয় এদের একজন তার পায়ের কোনো সমস্যা নিয়েই এসেছিলো। হতে পারে সেটা ফেলেবাইটিস এবং তারা পালমোনারি এমবোলাস অথবা এই জাতীয় কিছু। অন্য জন এসেছিলো পেটের একটা সমস্যা বা বেল্‌স পলসি নিয়ে।"

"তাদের দু'জনকেই আই.ভি দেয়া হয়েছিলো?"

"আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু আমি আশ্চর্যান্বিত হবো না যদি দেয়া হয়। কেন এটা জিজ্ঞেস করছো?"

সুজান তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে এইমাত্র বেলোজ তাকে যা বলেছে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো। "মার্ক, তুমি কি কিছু জানো? যে মানুষগুলো মৃত্যুর কথা এই মাত্র বললে তাদের সাথে কি কোমার কেসের কোনো সম্পর্ক আছে?" সুজান তার হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে প্রিন্টকৃত কাগজগুলোতে চাপড় মারলো। "তুমি মনে হয় কোনো কিছুর উপর আলোকপাত করেছো। তাদের নাম কি? তুমি কি তা মনে করতে পারো?"

"ঈশ্বরের দোহাই, সুজান, এই জিনিস তোমার মাথায় কিভাবে ঢুকলো। তুমি অতিরিক্ত খাটছো, এক ধরণের বিভ্রান্তির মধ্যে আছো," বেলোজ কৃত্রিম একটা স্বরে কথা বলে যেতে লাগলো, "এ নিয়ে বেশি ভেবো না। আমরা দু'তিন রাত এক সাথে থাকলে আমাদের দু'জনের জন্যেই ভালো হবে।"

"মার্ক, আমি সিরিয়াস।"

"আমি জানি তুমি সিরিয়াস। আর সেটাই আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে। কেন তুমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছো না, আজকের দিনের মতো এটা ভুলে যাও। তারপর তুমি এটা নিয়ে আবার কাজ করো, সেটাই তোমার জন্যে বেশি ভালো হবে। এরপর কি করতে হবে আমি তোমাকে বলে দেবো। আমি আগামীকাল রাতের ডিউটি অফ রাখবো, ভাগ্য ভালো থাকলে আমি সাতটার মধ্যে এখানে আসতে পারবো। রাতের খাবারের কি খবর? তুমি একটা দিন এখানে আছো কিন্তু তুমি যেনো হাসপাতাল থেকে যতোটা দূরে থাকা যায় ততো দূরেই আছো, যেটা আমি মাঝে মধ্যে করি।"

সুজানকে নিয়ে এতো তাড়াতাড়ি বাইরে যাবার কথাটা বেলোজ কোনো পরিকল্পনা ক'রে বলে নি। কিন্তু সে সন্তুষ্ট, কারণ এটা এতো স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসেছে যে, যদি প্রত্যাখান করা হয় তবে খুব সহজেই সেটা মেনে নেয়া যাবে। একটা পরিকল্পিত ডেটের চেয়ে এটা দু'জনে একসাথে থাকার অনেক বেশি শ্রুতিমধুর প্রস্তাব।

"ডিনারের ব্যাপারটা ঠিক আছে। এমনকি একজন মেরুদণ্ডহীনের কাছ থেকেও এই জাতীয় অফার পেলে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। কিন্তু মার্ক, আজকের যে দু'জন মারা গেছে তাদের নাম কি?"

"ক্রফোর্ড এবং ফেরার। তারা বেয়ার্ড ছয়ের রোগি ছিলো।"

সুজান বিড়বিড় ক'রে নামগুলো আওড়ালো, তারপর তার নোটবুকে নামগুলো লিখে নিলো। "আমি এগুলো সকালে দেখবো। প্রকৃতপক্ষে..." সুজান তার হাত ঘড়ি দেখলো, "...হতে পারে আজ রাতেই। যদি তাদেরকে অটোপসির জন্য নেয়া হয়, সেটা কখন করা হবে?"

"সম্ভবত আজ রাতে অথবা সকালের প্রথম দিকে," বেলোজ কাঁধ ঝাঁকালো।

"বেশ, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় আজ রাতেই আমি চেক্ করবো।" সুজান তার প্রিন্টকৃত জিনিসগুলো গুছিয়ে ফেললো। "ধন্যবাদ মার্ক, বুড়ো খোকা; তুমি আমাকে আবারও সাহায্য করলে।"

"আবারও?"

"হ্যা। যেসব আর্টিকেল আমার জন্য ফটোকপি করিয়েছো তার জন্য ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে তুমি একজন ভালো সেক্রেটারি হতে পারবে।"

"তোমার।"

"টা-টা। আগামী রাতে দেখা হবে। রিজ হোটেলে হলে কেমন হয়? কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে খাই নি," সুজান মুচ্‌কি হেসে দরজার দিকে যেতে যেতে বললো।

"এতো দ্রুত নয়, সুজান। আমি তোমার সাথে দেখা করবো সকাল সাড়ে ছয়টার রাউন্ডে। আমাদের চুক্তির কথা মনে রেখো। যদি তুমি রাউন্ডে আসো আমি তোমাকে অন্য আরেকদিন কভার দেবো।"

"মার্ক তুমি খুব ভালো। সত্যিই। কিন্তু এটা এতো তাড়াতাড়ি হবে না," সুজান হেসে তার মাথার সামনে ঝুঁকে পড়া কিছু অবাধ্য চুল টেনে পেছনে সরালো। "আমার সমস্তটা সময় কেটে যাবে তুমি যে আর্টিকেলগুলো আমার জন্য দিয়েছো তা পড়তে পড়তে। আমার একটা পুরো দিন দরকার। আমরা আগামীকাল রাতে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।"

সে চলে গেলে কফি কাপে চুমুক দিতে দিতে আবারও বেলোজ সুজানকে দেখে উৎসাহিত হলো। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো। অনেক কাজ করার আছে তার।

তেইশে ফেব্রুয়ারি,
সোমবার, রাত ৮টা ৩২ মিনিট

হাসপাতালের প্যাথলজি ল্যাবরেটরিটা প্রধান ভবনের বেসমেন্টে অবস্থিত। সুজান সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে মাঝখানের করিডোর দিয়ে বেসমেন্টে ঢুকে পড়লো। সেখানে সিলিং থেকে অদৃশ্য আলো আলোকিত করেছে, যেটা বিশ থেকে তিরিশ ফুট দূরে দূরে অবস্থিত। প্রতিটি বাল্বের আলো পরবর্তি আলোকে স্পর্শ করছে।

সুজানের সরাসরি বিপরীত দিকে, কিছুটা দৃষ্টির আড়ালে একটা তীর চিহ্ন বাম দিকের প্যাথলজি বিভাগকে নির্দেশ করছে। সুজান করিডোর দিয়ে নিচে নামলে তার জুতো কংক্রিটের মেঝেতে ফাঁকা আওয়াজ তুললো। পরিবেশটা বেশ, জায়গাটাও হাসপাতালের সবচাইতে ভালো জায়গায় অবস্থিত। প্যাথলজি ল্যাবের উপযুক্ত জায়গা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। বায়োপ্সির উপকারিতা নিয়ে সুজানের মনে সংশয় আছে। তার কোর্সের সময় সে মাত্র একটা অটোপ্সি করতে দেখেছে। আর সেই একটাই তার কাছে অনেক। জীবন কখনও এতোটা ভঙ্গুর আর ঠুনকো ব'লে তার কাছে এর আগে কখনই মনে হয় নি। দু'জন অতিরিক্ত মোটা প্যাথলজিস্টকে সদ্য এক মৃত রোগির দেহ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখার কথাটা মনে করতেই সুজানের মনে হলো মৃত্যু এখানে কতোটাই না নিশ্চিত।

সেই ঘটনার স্মৃতি সুজানের হাটার গতি ধীর গতির ক'রে দিলেও সে দাঁড়িয়ে পড়লো না। সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু সে একশো গজ হেটে করিডোর দিয়ে যেতে যেতে ভাবলো সে ভুল ক'রে কোনো ল্যাবের দরজায় ঢুকে পড়বে কিনা। যে ধরণের ভুল সে সাধারণত একের পর এক ক'রে থাকে। কতোগুলো জায়গার বাল্ব কাজ করছে না, সুজানের ছায়া তার সামনেই, আর সেটা অনেক লম্বা। তারপর সে যখন ঘুরে অন্য আলোকিত এলাকার দিকে গেলো তখন তার ছায়া কিছুটা বিবর্ণ এবং অস্পষ্ট হয়ে এলো।

শেষপর্যন্ত সে দুটো ঘোরানো দরজা দেখতে পেলো। প্রতিটির উপরের অংশে কাঁচের জানালা রয়েছে।

সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ, প্রতিটি কাঁচের দরজায় বড় বড় অক্ষরে লেখা। ডান দিকের দরজায় উপরে 'প্যাথলজি ল্যাবরেটরি' লেখাটা খোদাই করা। সুজান দরজার কাছে এসে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো। আস্তে আস্তে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবলো সে কিসের জন্যে এখানে ছুটে এসেছে। দরজা ঠেলে এক মুহূর্তের জন্যে ভেতরটা দেখে নিলো। একটা লম্বা কালো পাথরের টেবিল রুমের প্রধান আর্কষণ, খুবই লম্বা। টেবিলের উপর মাইক্রোস্কোপ, স্লাইড, স্লাইড-

বক্স, কেমিক্যাল বই এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির সারি। সুজান দরজা ঠেলে ল্যাবের ভেতরে পা বাড়ালো। গোটা রুম জুড়ে ফরমাল ডিহাইডের কটু গন্ধ।

গোটা দেয়াল জুড়ে সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত শেল্‌ফ। খুব ঠাসাঠাসি ক'রে হলেও বোধহয় ইঞ্চি খানিক জায়গা বের করা যাবে না। পুরোটাই বিভিন্ন সাইজের বোতল আর জারে ভর্তি। খুব কাছ থেকে দেখে সুজান বুঝতে পারলো বড় বড় বোতল কিংবা জারের মধ্যে বর্ণহীন জিনিসটা হচ্ছে মানুষের মাথার অর্ধেক অংশ। আরেকটাতে জিহ্বার অর্ধেক। কাঁচের গায়ে সাটা লেবেলে শুধু লেখা আছে 'ফ্যারিঞ্জিয়াল কারসিনোমা #৩০৪-১৯৩২', সুজান ভয়ে কেঁপে উঠলো, নিজেকে এরকম আরো অনেক জিনিস দেখার প্রস্তুতি নিতে চেষ্টা করলো।

রুমের অন্যপ্রান্তের ঘোরানো একটা দরজা আছে, ওটা দিয়ে করিডোরে যাওয়া যায়। ওই রুমের পেছনে সুজান কতোগুলো কণ্ঠস্বরে মিশ্রণ আর কিছু যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পেলো। সে যতোটা নিশব্দে পারে হেটে ওই দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। নিজেকে একজন ভিনগ্রহবাসীর মতো মনে হচ্ছে তার, এক শত্রু পরিবেষ্টিত পরিবেশে আছে যেনো।

সুজান চেষ্টা করলো দরজার ফাঁক গলিয়ে দেখতে। বুঝতে পারলো অটোপ্সি রুমের ভেতরেই তাকিয়ে আছে সে। আস্তে ক'রে সে বাম দিকের দরজাটা খুলে ফেললো। দরজা খোলার সাথে সাথেই বড় ধরণের একটা রিংয়ের আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। প্রথমে সুজান ভাবলো এটা অটোপ্সি রুমের কোনো সিকিউরিটি অ্যালার্মের শব্দ। কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই একজন প্যাথলজি রেসিডেন্ট অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

"হ্যালো," লোকটা হেটে সিঙ্কের দিকে যেতে যেতে সুজানের দিকে তাকিয়ে বললো। সে তার ট্রে'তে ক'রে পানি নেবার সময় সুজানের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ট্রে'র ভেতরের স্লাইডের রঙ গাঢ় বেগুনি থেকে আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে।

"প্যাথলজি ল্যাবে স্বাগতম। আপনি মেডিকেল স্টুডেন্ট না?"

"হ্যা," সুজান জোর ক'রে হেসে বললো।

"আমরা দিনের বেলায় খুব বেশি মেডিকেল স্টুডেন্ট দেখি না...আর রাতে তো আরো কম দেখি। আমরা আপনার জন্য কি কিছু করতে পারি?"

"না, বিশেষ কিছু না। আমি শুধু চারদিকটা ঘুরে দেখছি। আমি এখানে একেবারে নতুন," সুজান তার হাত তার সাদা কোটের পকেটের মধ্যে রাখতে রাখতে বললো। তার নাড়ির গতি বেড়ে গেছে।

"জায়গাটা নিজের বাড়ির মতো মনে করুন। এখানকার অফিসে কফি পার্লার আছে যদি আপনি চান নিয়ে আসতে পারেন।"

"না, ধন্যবাদ," সুজান ডেস্কের কাছে হেটে যেতে যেতে উদ্দেশ্যহীনভাবে কতোগুলো স্লাইড দেখতে দেখতে বললো।

রেসিডেন্ট অন্য আরেকটা ট্রে'তে স্লাইড রেখে দিলো।

"সত্যি বলতে কি আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন," সুজান টেবিলের কয়েকটা স্লাইডের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে দিতে বললো, "বেয়ার্ড ৬-এর কয়েকজন রোগি আজ মারা গেছে। আমার মনে হয় তারা এখানে...মানে..." সুজান সঠিক শব্দটা আওড়াতে লাগলো।

"তাদের নাম কি?" রেসিডেন্ট হাত মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলো। "এখানে তো এখনই একটার অটোপ্সি হচ্ছে।"

"ফেরার আর ক্রফোর্ড।"

রেসিডেন্ট ঝুলানো ক্লিপবোর্ডের কাছে গিয়ে সেখানে থাকা নামগুলো দেখলো। "হুম...ক্রফোর্ড। নামটা পরিচিত। আমার মনে হয় এটা মেডিকেলে এক্সামিনারের কেস্। এই তো ফেরার...এটাও মেডিকেল এক্সামিনারের কেস্। আমার কথাই ঠিক। তারা দু'জনেই মেডিকেল এক্সামিনারের কেস্, কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন।"

রেসিডেন্ট ধীরে হেটে অটোপ্সি রুমের দিকে গিয়ে দরজাটা খুলে সুজানের দিকে তাকালো। "এই শালার হ্যামবার্গার, তুই যে কেস নিয়ে কাজ করছিস সেই রোগির নামটা কি?"

একটু নিরবতা তারপর একটা গলা শোনা গেলো, কিন্তু সুজান সেটা বুঝতে পারলো না।

"ক্রফোর্ড! আমি মনে করি এটা সেই এক্সামিনারের কেস্," আবার কিছুক্ষণ নিরবতা।

রেসিডেন্ট আবার রুমের ভেতর ফিরে এলে রিংয়ের শব্দটা আবারও হলে সুজান চম্‌কে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলো। রেসিডেন্ট আরো বেশি ডিস্টিল ওয়াটার ঢাললো স্লাইডের উপর। "আর সব সময়ের মতো মেডিকেল এক্সামিনাররাই তাদের বিভাগ থেকে দুটো কেস্ এখানে দিয়ে দেয়। যত্তোসব অলস বদমায়েশ! যাই হোক ওরা ক্রফোর্ডকে নিয়ে এখন কাজ করছে।"

"ধন্যবাদ," সুজান বললো, "আমি ভেতরে গিয়ে একটু দেখলে কি কোনো অসুবিধা আছে?"

"কোনো অসুবিধা নেই," রেসিডেন্ট কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো।

সুজান দরজার কাছে একটু দাঁড়ালো, সে জানে রেসিডেন্ট তাকে দেখছে সুতরাং সে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো।

কক্ষটা চল্লিশ ফিট বর্গাকৃতির, পুরাতন আর মলিন। এটার দেয়াল সাদা টাইল্‌সে আবৃত। জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরা। মেঝেটা ধূসর বর্ণের। কক্ষের মাঝখানে মার্বেল পাথরের টেবিল। প্রতিটি টেবিলের নিচ দিয়ে গরম পানির প্রবাহ চলে গেছে। যেটার ভেতর দিয়ে একটানা শব্দ হচ্ছে। প্রতিটি টেবিলের উপর হুড তোলা লাইট, একটা স্কেল এবং একটা মাইক্রোফোন। সুজান প্রধান ফ্লোরের

মাঝামাঝি জায়গায় চলে এলো। তার ডান দিকে কতোগুলো কাঠের বেঞ্চ। এই বেঞ্চগুলো সেই প্রাচীন আমল থেকে আছে যখন দল বেধে অটোপ্সি দেখা হোতো।

একটা মাত্র হুড তোলা লাইট জ্বলছে সুজানের কাছাকাছি টেবিলে। লাইটের সরু আলো একটা নগ্ন মৃতদেহের উপরে টেবিলে সরাসরি পড়ছে। টেবিলের দু'পাশে একজন ক'রে প্যাথলজি রেসিডেন্ট এ্যাপ্রোন আর দু'হাতে রাবার গ্লোভস পরে দাঁড়িয়ে আছে। লাইটে সরু আলো এমনভাবে পড়েছে যাতে ক'রে গোটা রুমের ভেতর একটা ছায়া ছায়া ভাব দেখা যাচ্ছে। কক্ষের কেন্দ্রের টেবিলটা ছায়ার মধ্যে কিন্তু এটা সুজানের পক্ষে দেখা সম্ভব হলো সেখানে একটা নগ্ন মৃতদেহ আছে। একটা ম্যানিলা ট্যাগ মৃতদেহের পায়ের বুড়ো আঙুলে ঝুলছে। একটা মৃতদেহের বুক থেকে পেট পর্যন্ত বড় ধরণের ওয়াই আকৃতির কাটা। তৃতীয় টেবিলটা খুব বেশি অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সেটা খালি।

সুজান ঢুকতেই কক্ষের সকল কাজ বন্ধ হয়ে গেলো। দু'জন রেসিডেন্টই সরাসরি মুখ তুলে সুজানের দিকে তাকালো। একজন রেসিডেন্ট, যার বড় গোঁফ আর মুখের একপাশ পোড়া, সে আলোর নিচে একজন পুরুষ মৃতদেহ কাটাকাটি করছে। অন্য এক লম্বা রেসিডেন্ট কাটা একটি অঙ্গ নিয়ে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সুজানের দিক থেকে চোখ সরিয়ে লম্বা রেসিডেন্ট তার কাজে ফিরে গেলো। লোকটা তার বাম হাতে একটা লিভার ধরে আছে। তার ডান হাতে একটা বড় ধারালো কসাইয়ের ছুরি। কয়েকটা কোপে লিভারটা অন্য অঙ্গ থেকে আলাদা ক'রে ফেললো। স্কেল দিয়ে চাপ দিলে লিভারের ভেতর থেকে হু হু জাতীয় শব্দ বের হলে রেসিডেন্ট মেঝের একটা প্যাডেলের উপর পা রেখে মাইক্রোফোনে কথা বলতে শুরু করলো।

"লিভার লালচে বাদামি রঙের, উপরে মেটে আবরণ। মোট ওজন...এ্যা...দুই কে.জি চারশো গ্রাম। ওভার," লোকটা তারপর প্যানের কাছে গিয়ে লিভারটা তুলে বেসিনের মধ্যে ফেলে দিলো।

সুজান কয়েক পা পিছিয়ে গেলো। এখনকার গন্ধটা কিছুটা আশটে যুক্ত। বাতাসটাও ভেজা ভেজা আর ভারি, যেমনটি থাকে অপরিছন্ন বাস টার্মিনালের রেস্ট রুমে।

"লিভারের পুরুত্ব সাধারণের চেয়ে বেশি," আলোতে ছুরিটা চক চক করছে। লিভারের উপরের ভাগ আলাদা করা হলো। "কাটা অংশে লোবার প্যাটার্ন আছে।" ছুরি দিয়ে লিভারের চার পাঁচ জায়গায় কাটাকুটি ক'রে তারপর শেষপর্যন্ত মাঝামাঝি একটা অংশ কাটা হলো। "কাটা অংশ সাধারণ ফ্রিয়াবল প্রকৃতির।"

সুজান টেবিলের কাছে চলে এলো। সাকিং ড্রেনটা এখন তার সামনে। লম্বা রেসিডেন্ট বাম দিকে বেসিনের কাছে চলে এলো, কিন্তু সে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো যখন গোঁফওয়ালা রেসিডেন্ট কথা বলতে শুরু করলো।

"হ্যালো..."

"হ্যালো," সুজান বললো, "আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত।"

"বিরক্তি করার কিছু নেই। আমাদের সাথে যোগ দিন। যদিও আমরা প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছি।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু আমি শুধু দেখেই খুশি। এটা ক্রফোর্ড, নাকি ফেরার?"

"ফেরার," রেসিডেন্ট বললো। তারপর সে অন্য মৃতদেহটা দেখিয়ে বললো, "ওটা ক্রফোর্ডের।"

"আমি ভাবছি আপনারা মৃত্যুর কোনো কারণ সমন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন কিনা।"

"না," লম্বা রেসিডেন্ট বললো, "আমরা এখনও এটার ফুস্‌ফুস্‌ খুলে দেখি নি। ক্রফোর্ডের মধ্যে কিছু পাওয়া যায় নি। মাইক্রোস্কোপিক বিভাগ হয়তো আমাদের কিছু জানাতে পারবে।"

"আপনি কি ফুস্‌ফুসে কিছু পাওয়ার আশা করছেন?" সুজান জিজ্ঞেস করলো।

"এই রোগির শ্বাস কষ্টের রেকর্ড থাকলেও আমরা তার মাথার সেকশনে কিছু পাবার আশা করছি।"

"ওখানে কিছু পাবার আশা করছেন কেন?"

"আমি এর আগে এই জাতীয় কয়েকটা কেস্‌ হাতিয়েছি, কখনও কিছুই পাই নি। সবগুলোর ইতিহাসও একই রকম। পুরোপুরি সুস্থ আর অপেক্ষাকৃত তরুণ একজনকে নিয়ে আসা হয়, যে কিনা শ্বাস নিতে পারে নি। পুণরায় শ্বাস দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য, ওতে কোনো কাজ হয় নি। এরপরই আমাদের কাছে তাদেরকে পাঠানো হয়। অথবা বলতে পারেন, মেডিকেল এক্সামিনার তাদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।"

"এরকম কতোগুলো কেস্‌ আপনি করেছেন ব'লে আপনার ধারণা?"

"কতোদিনের মধ্যে?"

"ধরুন...এক বছর, দুই বছর।"

"বিগত দু'বছরে সম্ভবত ছয়টা কি সাতটা। অনুমান ক'রে বলছি।"

"এই জাতীয় মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই?"

"না।"

"একজনেরও না?" সুজান কিছুটা বিস্মিত ভঙ্গিতে জানতে চাইলো।

"বেশ, আমি মনে করি এটা মস্তিষ্কের কোনো ব্যাপার। মস্তিষ্কে কিছু ঘটেছে, যার ফলে তাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। হতে পারে এটা স্ট্রোক। তবে আমি দুটো কেসে মস্তিষ্কের সেকশানে এমন কিছু দেখেছি যা আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

"যেমন?"

"কিছুই না। একেবারেই পরিস্কার।"

সুজান কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। আবহাওয়া, গন্ধ, দৃশ্য আর এখানকার হৈহল্লা সব কিছু তার মাথাটা হালকা ক'রে দিচ্ছে। সে মাথা ঘুরে পড়ে

যাবার আশংকা ক'রে ভয়ে ঢোক গিললো। "ক্রফোর্ড ও ফেরারের হাসপাতালের চার্টগুলো কি এখানে আছে?"

"অবশ্যই। সেগুলো কফি রুমে আছে, ল্যাবের ভেতর দিয়ে যেতে হবে।"

"আমি সেগুলো একটু দেখতে চাই। যদি আপনি গুরুত্বপুর্ন কিছু পান বা দেখেন, তবে কি আপনি আমাকে ডাকবেন? আমি এটা দেখতে খুবই আগ্রহী।"

লম্বা রেসিডেন্ট হৃদপিণ্ডটা উঁচু ক'রে তুলে ধরে একটা স্কেলের উপর রাখলো। "এগুলো আপনার রোগির?"

"ঠিক তা নয়," সুজান বেরিয়ে যাওয়ার দরজার দিকে যেতে যেতে বললো, "তবে হতেও পারে।"

লম্বা রেসিডেন্ট কৌতুকচ্ছলে সুজানের চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইলো। তার সঙ্গীও সুজানের বেরিয়ে যাওয়া দেখছে, চেষ্টা করছে মেয়েটার নাম আর নাম্বার মনে রাখতে।

কফি মেশিনটা অনেক দিনের পুরনো। সেটার এক পাশের রঙ উঠে গেছে। তারগুলো একটা জটলার মতো। দেয়াল সংলগ্ন ডেস্কের উপর চার্ট, পত্রিকা, বই, কফি কাপ আর একটা বল পয়েন্ট কলম।

"খুব দ্রুত হলো দেখছি," যে রেসিডেন্ট স্লাইড নিয়ে কাজ করছিলো সে বললো। একটা ডেস্কে আধ কাপ কফি আর অর্ধ খাওয়া ডগনাট নিয়ে ব'সে আছে। সে খুব ব্যস্ত বিশাল প্যাথলজি রিপোর্টের স্বাক্ষর করার কাজে।

"অটোপ্সি দেখে মনে হয় এটা আমার জন্য খুব বেশি কিছু," সুজান কথা শুরু করলো।

"আপনি এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন," রেসিডেন্ট ডগনাটে বড় একটা কামড় দিতে দিতে বললো।

"সম্ভবত। অটোপ্সিতে থাকা কেসগুলোর চার্ট আমি কোথায় পাবো?"

রেসিডেন্ট কফি দিয়ে ডগনাট শেষ ক'রে ঢেকুর তুললো। "'পোস্ট' দিয়ে মার্ক করা শেল্‌ফে আছে। যখন আপনি ওগুলো দেখে শেষ করবেন ওগুলো আবার আগের জায়গায় তুলে রাখবেন।"

ঘুরে দেয়ালের ডেস্কের কাছে যেয়ে সুজান দেখতে পেলো সেখানে একের পর এক বর্গাকৃতি শেল্‌ফ রয়েছে। একটাতে 'পোস্ট' লিখে চিহ্নিত করা আছে। ওটাতেই সে ফেরার এবং ক্রফোর্ডের চার্ট দুটো পেলো। একটা ডেস্ক খালি হলে সুজান তার নোটবুক বের ক'রে সেখানে ব'সে পড়লো। একটা খালি পাতার একেবারে উপরে সে লিখলো 'ক্রফোর্ড', অন্যাটার উপরের পৃষ্ঠায় 'ফেরার'।

সে যেভাবে ন্যান্সি গৃনলির চার্টটা দেখেছিলো ঠিক সেইভাবে কাজ শুরু করলো।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
মঙ্গলবার, রাত ৮টা ৫ মিনিট

পর দিন সকালে যখন সকালের রেডিও অ্যালার্মটা বাজতে লাগলো তখন বিছানার উষ্ণতা আর আরাম ছেড়ে সুজানের পক্ষে ঘুম থেকে ওঠা খুবই কঠিন হয়ে পড়লো। ঘটনা হলো লিন্ডা রনস্ট্যান্ডের চমৎকার একটা গান সুজানের মনে প্রশান্তির একটা অনুভূতি এনে দেয়াতে সে রেডিওটা বন্ধ করার পরিবর্তে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেডিও শুনতে থাকলো। গানটা পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বিছানা ছেড়ে উঠলো না। গত কালকের ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলো সে। গত রাতে, কমপক্ষে রাত তিনটা পর্যন্ত, গভীর মনোযোগের সাথে বিশাল জার্নালের স্তূপ, আর্টিকেল, অ্যানেসথেসিয়ার বই, তার নিজের ইন্টারনাল মেডিসিনের বই, ক্লিনিক্যাল নিউরোলজি টেস্ট বইগুলো দেখেছে। তার বিশাল একটা নোটের খসড়া গড়ে উঠেছে আর তার রেফারেন্স বইয়ের তালিকা বেড়ে শ'খানেকে গিয়ে ঠেকেছে। এগুলো সে পরিকল্পনা করেছে লাইব্রেরি থেকে খুঁজে নেবে। প্রকল্পটা ধীরে ধীরে আরও জটিলতর হয়ে উঠছে। একই সাথে অধিক চাহিদা সম্পন্ন, একই সাথে অধিক ভাবাবেগপূর্ণ এবং অধিক গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন। যার ফলশ্রুতিতে সুজান আগের চেয়ে আরও অধিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সে বুঝতে পেরেছে বড় ধরণের কিছু করতে যাচ্ছে সে।

গোসল, পোশাক পরা আর সকালের প্রাতরাশ খুব দ্রুতগতিতে শেষ ক'রে ফেললো। এমনকি নাস্তার সময় সে তার কোনো কোনো নোট পুণরায় পড়ে বুঝতে পারলো তার কিছু নোট আবার পড়তে হবে, যেগুলো গত রাতের শেষ দিকে সে নোট করেছিলো।

হার্টিংটন এভিনুর এমবিএটি'র স্টপ পর্যন্ত হেটে গেলো সুজান, বুঝতে পারলো আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন হয় নি। মনে মনে বোস্টনের আবহাওয়াকে অভিশাপ দিলো, যেটা ধীরে ধীরে উত্তর মেরুর আকার ধারণ করতে যাচ্ছে বলেই তার মনে হচ্ছে। সৌভাগ্যবশত সে একটা সিট পেয়ে গেলে কম্পিউটার প্রিন্টকৃত কাগজপত্র খুলে ব'সে পড়লো। সে আরও একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাইছে।

"তোমাকে দেখে খুশি হলাম, সুজান। আবার বলো না তুমি আজকের লেকচার শুনতে যাচ্ছো?"

সুজান তাকিয়ে দেখে জর্জ নাইল্‌স হাসিমুখে উপরের একটা রড ধরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

"আমি কখনও লেকচার মিস্ করি না, জর্জ, তুমি সেটা ভালো করেই জানো।"

"তাহলে তুমি রাউন্ড মিস্ করতে যাচ্ছো। এটা ন'টার পরেই শুরু হবে।"

"একই কথা আমি তোমাকেও বলতে পারি," সুজানের গলার স্বর একই সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আর ঝগড়ার সুরে মেশানো।

"গতকালের সেই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন রুমের ঘটনার পর তোমাকে আর দেখা যায় নি।"

"তুমি ঠিক আছো তো, তাই না?" সুজান আন্তরিকতার সাথেই জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, আমি ভালো আছি। এটা শুধু আমার ইগোতে আঘাত করেছে। কিন্তু ক্লিনিকের ডাক্তার বলেছে ইগোটা নিজে নিজে ঠিক হয়ে যাবে।"

সুজান হাসিতে ভেঙে পড়লো। নাইলস্ও তার সাথে যোগ দিলো। গাড়িটা থামলো নর্থইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এসে।

"প্রথম দিনের অর্ধেকটা মিস্ করেছো তুমি, বিশেষত মেমোরিয়ালে সার্জারি, তারপর কালকের রাউন্ড বাদ দিয়ে আজকেরটাও বাদ দিতে যাচ্ছো, এটা খুবই প্রশংসনীয়, মিস্ হুইলার," জর্জ একটা সিরিয়াস ভঙ্গি ক'রে বললো, "যে কোনো সময়ে তুমি মেডিকেলের স্টুডেন্টদের মধ্যে বছরের সবচাইতে বাজে একজন হতে পারো। তুমি যদি এভাবে চালিয়ে যাও তাহলে তুমি সেকেন্ড ইয়ারের ফিল গৃয়ার'র অসাধারণ রেকর্ডটা ভেঙে ফেলার জন্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারবে।"

সুজান কোনো উত্তর না দিয়ে আবারও কম্পিউটার শিটে ডুবে গেলো।

"সে যাই হোক, তুমি কি নিয়ে কাজ করছো?" নাইলস্ ঝুঁকে সুজানের প্রিন্ট করা কাগজগুলো দেখার চেষ্টা ক'রে বললো।

সুজান নাইল্সের দিকে তাকালো, "আমি আমার নোবেল পুরস্কার গ্রহণের বক্তৃতামালার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি তোমাকে এটা বলতে পারি, কিন্তু তুমি হয়তো তোমার লেকচারটা মিস্ করবে।"

একটা টানেলে ঢুকে পড়লো বাসটা তাই কথাবার্তা বলা কঠিন হয়ে পড়লো। সুজান আবার তার কম্পিউটার প্রিন্টকৃত কাগজ দেখতে লাগলো। সে কতোগুলো নাম্বার নিয়ে নিশ্চিত হতে চাচ্ছে।

বেয়ার্ড ৮-এর প্রাইভেট অফিসটা দেখতে বেয়ার্ড ১০-এর মতোই। সুজান করিডোর দিয়ে হেটে রুম ৮১০-এর সামনে থামলো। দরজার উপর কালো কালো বড় অক্ষরে লেখা :

মেডিসিন বিভাগ, প্রফেসর জে.পি নেলসন, এম.ডি পিএইচডি।

নেলসন মেডিসিন বিভাগের প্রধান, স্টার্কের একেবারে বিপরীতধর্মী চরিত্র, কিন্তু ইন্টারনাল মেডিসিনের এ্যাসোসিয়েট এবং একজন বিশেষজ্ঞ। নেলসন মেডিকেল সেন্টারের একজন গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি কিন্তু স্টার্কের মতো প্রভাবশালী নয়, এমনকি অতোটা ডাইনামিকও নয়। সে একজন ফান্ড প্রতিষ্ঠাতা। কারোর সাথে সে তুলনীয় নয়। তথাপি, এই অলিম্পিয়ান ফিগারের মানুষটার মুখোমুখি হতে সুজানের কিছুটা সময় লাগলো। কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের সাথে সে মেহগনি কাঠের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে রিমলেস চমশা আর বেশ স্বস্তিদায়ক হাসিমুখের এক সেক্রেটারির মুখোমুখি হলো।

"আমার নাম সুজান হুইলার। আমি কয়েক মিনিট আগে ডাঃ নেলসনের সাথে দেখা করার কথা জানিয়েছিলাম।"

"হ্যা, অবশ্যই। আপনি আমাদের একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট, তাই না?"

"হ্যা," সুজান বললো। সে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে, 'আমাদের' বলা হচ্ছে কোন্ অর্থে।

"আপনি সৌভাগ্যবতী, মিস্ হুইলার, ডাঃ নেলসন ভেতরেই আছেন। আমি মনে করি তিনি আপনাকে চিনতেও পারবেন, তার ক্লাসে অথবা অন্য কিছুতে হয়তো তিনি আপনাকে দেখেছেন। যাই হোক, তিনি আপনাকে খুব কম সময়ই দিতে পারবেন ব'লে মনে হচ্ছে।"

সুজান তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে লাগলো। সে আরও কিছু নোট দেখে নেয়ার জন্যে তার নোটবুকটা বের করলো। এটা সুজানের জন্যে সৌভাগ্য যে, তার বর্তমান অনুসন্ধান নিয়ে কাজ করতে পারছে।

এই সময় দরজাটা খুলে গেলে ভেতরের অফিস রুমটা দৃষ্টিগোচর হলো। লম্বা সাদা এ্যাপ্রোন পরা দু'জন ডাক্তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে কথা বলতে বলতে। দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক লোকটা কিছুটা উত্তেজিত এবং ফিস্‌ফিসানির ভঙ্গিতে কথা বলছে। অন্য ভদ্রলোক দেখেই বোঝা যাচ্ছে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, মৃদু গলায় কথা বলছে, ধূসর পরিপাটি চুল আর প্রশ্রয়সুলভ হাসি। সুজান জানে এটাই সম্ভবত ডাঃ নেলসন। তিনি সান্ত্বনার ভঙ্গিতে অন্যকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, কাঁধ চাপড়ে আশ্বস্ত করছেন। অন্য ডাক্তার চলে গেলে ডাঃ নেলসন সুজানের দিকে ঘুরে তাকিয়ে তাকে ভেতরে আসার ইশারা করলো।

নেলসনের অফিস ভর্তি জার্নাল-আর্টিকেল, বই আর চিঠিপত্রের স্তূপে। দেখে মনে হয় কয়েক বছর আগে একটা টর্নেডো গোটা কক্ষের উপর দিয়ে বয়ে যাবার পর কোনো পূনর্গঠনের কাজ করা হয় নি। আসবাবপত্রের মধ্যে বড় একটা ডেস্ক আর পুরনো ফাটল ধরা চামড়ার চেয়ার, যেটা ডাঃ নেলসনের ভার বইছে। ডেস্কের মুখোমুখি আরও দুটো চামড়ার চেয়ার আছে। ডাঃ নেলসন তার পাইপ নিয়ে

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে তামাকের কেসটা বের করতে গেলে সুজান একটা চেয়ারে বসার জন্য এগিয়ে গেলো। পাইপে তামাক ভরার আগে সে বাম হাতের তালু দিয়ে কয়েকবার তাতে আঘাত করলে কিছু ছাই অলক্ষ্যে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো।

"ও হ্যা, মিস্ হুইলার," ডেস্কের উপরের একটা কার্ড নিয়ে দেখতে দেখতে ডাঃ নেলসন বলতে শুরু করলো। "আমি তোমাকে বেশ ভালো করেই চিনতে পারছি। ফিজিক্যাল ডায়াগনোসিস ক্লাসে দেখেছি। তুমি ওয়েল্সলি থেকে এসেছো।"

"র‍্যাডক্লিফ থেকে।"

"র‍্যাডক্লিফ, অবশ্যই," ডাঃ নেলসন তার নোট কার্ডে ঠিক ক'রে লিখে রাখলো। "আমরা তোমার জন্য কি করতে পারি?"

"আমি ঠিক বঝুতে পারছি না কোথা থেকে শুরু করবো। কিন্তু আমি দীর্ঘমেয়াদী কোমার সমস্যা নিয়ে খুবই উৎসুক। আমি এটা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছি।"

ডাঃ নেলসন ঝুঁকে পড়লে চেয়ার থেকে একটা খ্যাচ্ ক'রে শব্দ হলো। "সেটা খুবই ভালো। কিন্তু কোমা একটা বিশাল বিষয় আর খুবই গুরুত্বপূর্ন। এটা কোনো রোগ নয়, একটা উপসর্গ। কোমার কোন্ কোন্ কারণ নিয়ে তুমি এতোটা আগ্রহ দেখাচ্ছো?"

"আমি জানি না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি একটা বিশেষ প্রকারের কোমা ব্যাপারে আগ্রহী, যেটা হঠাৎ ক'রে ঘটে, আর যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।"

"তুমি কি জরুরি বিভাগের রোগি নিয়ে ভাবছো নাকি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগি?" ডাঃ নেলসন জিজ্ঞেস করলো। তার গলার স্বর হঠাৎ বদলে গেলো।

"হাসপাতালের রোগি।"

"তুমি কি সার্জারির সময় ঘটে গেছে এরকম কয়েকটা কেসের কথা বলছো?"

"যদি আপনি সাতটা কেস্‌কে কয়েকটা কেস্ বলেন তো তাই।"

"সাতটা!" ডাঃ নেলসন তার পাইপে একটা লম্বা টান দিলো। "আমার বিশ্বাস অনুমাণটা অনেক বেশি।"

"এটা মোটেই অনুমাণ নয়। সার্জারির সময় ঘটে যাওয়া ছয়টা পূর্বের কেস্। বর্তমানে এখনও সেখানে আরেকটা কেস্ উপরের তলায় আছে। গতকাল যেটার অপারেশন হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে সেটাও একই ক্যাটাগরির। সেই সাথে সেখানে কমপক্ষে আরও পাঁচটা কেস্ আছে যেগুলোর সাথে কোমা হওয়ার মতো কোনো সম্পর্ক ছিলো না।"

"তুমি এসব তথ্য কিভাবে পেয়েছো, মিস্ হুইলার?" ডাঃ নেলসন একেবারে ভিন্ন কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলো এবার। পূর্বের উষ্ণতা গলা থেকে চলে গেছে। তার

চোখ জোড়া কোনো রকম পলক না ফেলে সুজানের উপর স্থির হয়ে আছে। সুজান অবশ্য এই হঠাৎ পরিবর্তন হওয়া মেজাজ সম্পর্কে একেবারেই অসচেতন।

"আমি এসব তথ্য কম্পিউটার প্রিন্টআউট ক'রে নিয়ে এসেছি। এই যে এখানে," সুজান সামনে ঝুঁকে প্রিন্টকৃত সব কাগজ ডাঃ নেলসনের কাছে হস্তান্তর করলো। "যেসব কেসের কথা আমি উল্লেখ করলাম সেগুলো হলুদ কালি দিয়ে দাগানো আছে। আপনি দেখবেন সেখানে কোনো ভুল নেই। পাশাপাশি এগুলো শুধু মাত্র গত বছরের কোমা কেস্‌গুলো উপস্থাপন করছে। আমি জানি না এগুলোর কি ঘটনায় ঘটেছে এবং আমি মনে করি প্রতি বছরের প্রিন্ট আউট বের করাটা খুবই জরুরি। আমার একটা অনুভূতি কাজ করছে যে, এই মেমোরিয়ালে এরকম হঠাৎ মৃত্যু অজানা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা দরকার। আমি বিশ্বাস করি কম্পিউটার এ ব্যাপারে বেশ সাহায্য করতে পারে। যাই হোক, এই কারণেই আমি আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি। আমি খুশি হবো যদি আপনি আমার এই আবিষ্কারে সাহায্য করেন। আমার যেটা দরকার সেটা হলো কম্পিউটার ব্যবহারের পুর্ণাঙ্গ একটি অনুমতিপত্র এবং হাসপাতালের রোগিদের চার্ট পাওয়ার সুযোগ। আমি আপনার কাছে এসেছি কারণ আমার ভেতরে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করছে, সেটা আমাকে বলছে কোনো একটা অপরিচিত মেডিকেল সমস্যা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।" তার বক্তব্য শেষ হলে সুজান চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। সে অনুভব করলো ডাক্তার তার বক্তব্যটা পরিষ্কার, নিঁখুতভাবে এবং পুরোপুরি বুঝাতে পেরেছে। যদি ডাঃ নেলসন আগ্রহী হয় তাহলে তার মনস্থির করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

ডাঃ নেলসন সেই মুহূর্তে কোনো কথা বললো না। পরিবর্তে সে সুজানকে দেখতে লাগলো। তারপর প্রিন্টকৃত কাগজগুলো পড়তে শুরু করলো সে, আর নিজের পাইপে ছোটো ছোটো টান দিতে লাগলো। "এগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং তথ্য, ইয়াং লেডি। অবশ্যই আমি এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। যাই হোক, সেখানে আরো অনেক কিছু জড়িত, আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি এই সব উচ্চমার্গের বিষয়...বেশ, খোলাখুলিই বলছি...আমরা শেষ পাঁচ বা ছয় বছর নিয়ে খুব ভাগ্যবান, কারণ আমাদের তেমন কোনো কেস্‌ নেই। উপাত্ত একটা বিষয় যেটা থেকে কিছুটা ধরা যায়, তবুও...সেটা দেখে সব কিছু বোঝা যায় না। আমি দুঃখিত যে, আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারছি না, রাখার মতো সেই অবস্থানে আমি নেই, এসবের অনুমোদন আমি দিতে পারি না। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমাদের কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের তথ্য-ব্যাংক এমনভাবে তৈরি যা আমাদের সব তথ্য সংরক্ষিত রাখে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে। কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় কাজ করা...আমি যেটা বলতে

চাইছি...মানে...তুমি যে স্তরের মেডিকেল স্টুডেন্ট তার জন্যে সত্যিই খুব কঠিন। আমি মনে করি তুমি যদি এই বিষয়টা বাদ দাও তো আমি নিশ্চিত আমি আমাদের লিভার ল্যাবে তোমার জন্যে একটা জায়গা ক'রে দিতে পারবো, অবশ্য তুমি যদি আগ্রহী হও।"

সুজান এইসব প্রাতিষ্ঠানিক অনুপ্রেণা দেয়ার ব্যাপারে বেশ অভ্যস্ত। ডাঃ নেলসন কেবল আবিষ্কারের ব্যাপারে অনুৎসাহীই নয় বরং সে চেষ্টা করছে সুজানকে এই প্রজেক্ট থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

সুজান ইতস্তত ক'রে উঠে দাঁড়ালো। "আমাকে এই অফার দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এই ব্যাপারে এতো বেশি জড়িয়ে পড়েছি যে, আমি যে কোনো মূল্যে এটা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো।"

"তুমি যেটা ভালো বোঝো মিস্ হুইলার। কিন্তু আমি দুঃখিত আমি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না।"

"আমাকে সময় দেয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ," সুজান তার কম্পিউটার প্রিন্টকৃত কাগজগুলো নিতে নিতে বললো।

"আমার আশংকা এইসব তথ্যে তোমাকে তেমন সাহায্য করবে না," ডাঃ নেলসন কাগজগুলো সুজানের হাতে দিতে দিতে বললো।

সুজান একটু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে হাত বাড়ালো। আবারও ডাঃ নেলসন তার দিকে তাকিয়ে রইলো। দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা নিয়ে সে চিন্তিত।

সুজান আর কোনো কথা না বলে ডাঃ নেলসনের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ফোন করতে লাগলো ডাঃ নেলসন।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, সকাল ১০টা ৪৮ মিনিট

ডাঃ হ্যারিসের অফিসের সবগুলো বুককেস লেটেস্ট অ্যানেসথেলজির বইয়ে ভরা, কিছু আছে প্রকাশিত হওয়ার পথে যেগুলো পাবলিশের জন্য পাঠানো হবে। সুজানের জন্য এটা একটা বিশাল উপহার। তার চোখ খুঁজে ফিরলো রোগের জটিলতার উপর কোনো বই। এরকম একটা বই দেখে সে সেটার নাম আর প্রকাশনার নাম লিখে নিলো। এরপর সে খুঁজলো সাধারণ কোনো টেক্সট বই যেগুলো সে লাইব্রেরিতে পায় নি। তার চোখ অন্য আরেকটা বই খুঁজতে লাগলো কোমা: *প্যাথোফিসিওলজিক্যাল বেসিস অব ক্লিনিক্যাল স্টেট*। উত্তেজিতভাবে সে ভলিউমটা তুলে নিয়ে ভেতরের চ্যাপ্টারের শিরোনামগুলো দেখলো। এই বইটা যদি তার নিজের হোতো তাহলে খুব ভালো হোতো।

অফিস রুমের দরজা খুলে গেলে সুজান দ্বিতীয় বারের জন্যে ডাঃ রবার্ট হ্যারিসের মুখ দেখতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে একটা ভয়ের অনুভূতি জেঁকে বসলো, অথবা ডাঃ হ্যারিসের প্রতি অবজ্ঞা আর ঘৃণা। লোকটা তাকে দেখে কোনো রকম বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখালো না। তার অফিসে তার জন্যে অপেক্ষা করবে এরকমটি কোনো ইচ্ছা সুজানের নেই। সেক্রেটারির সরাসরি নির্দেশে সুজানের সাথে হ্যারিসের মিটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন সুজান এক ধরণের অস্বস্তি বোধ করছে যেনো সে ডাঃ হ্যারিসের ব্যক্তিগত অফিস রুমে একজন অনুপ্রবেশকারী। সত্য হলো সে লোকটার একটা বই হাতে ধরে রেখেছে যেটা আরও খারাপ দেখাচ্ছে।

"যেখান থেকে ওই বইটা নিয়েছো ঠিক সেই জায়গায় রেখে দাও," হ্যারিস দরজা বন্ধ করতে করতে বললো, তার কথা ধীরস্থির আর উদ্দেশ্য প্রণোদিত যেনো সে একজন শিশুকে বলছে। তার লম্বা সাদা এ্যাপ্রোন খুলে ফেলে দরজার পেছনের হুকে ঝুলিয়ে রাখলো। আর কোনো বাক্য ব্যয় না ক'রে সে তার ডেস্কের পেছনের লেজার বুক বের ক'রে তাতে কিছু নোট করলো। সে এমনভাবে কাজ করছে যেনো সুজানের উপস্থিতিটা আমলেই নিচ্ছে না।

সুজান টেক্সবইটা বন্ধ ক'রে শেল্‌ফে রেখে নিজের জায়গায় ফিরে এলো। সে এখানে প্রায় এক ঘন্টা ধরে হ্যারিসের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। একমাত্র জানালাটা সরাসরি হ্যারিসের পেছনে, এটার আলো তার মাথার উপরে সরাসরি পড়ায় তার অভিব্যক্তিতে একটা হোমড়া-চোমড়া ভাব চলে এসেছে। সুজান সরাসরি লোকটার দিকে তাকালো।

হ্যারিসের বাম হাতের কব্জিতে সোনার একটা ঘড়ি। তার বাহু বেশ মাংসল আর পুরুষালী। বছরের এই সময় এবং এই তাপমাত্রা সত্ত্বেও ডাঃ হ্যারিস একটা হাফহাতা নিল শার্ট পড়ে আছে। কয়েক মিনিট সে লেজারের পেছনে ব্যয় করলো। তারপর শেষ করে একটা বেল বাজালো তার সেক্রেটারিকে ভেতরে এসে সেটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এরপরই সে সুজানের দিকে তাকালো।

"মিস্ হুইলার, তোমাকে আমার অফিসে দেখে আমি সত্যিই বিস্মিত," ডাঃ হ্যারিস খুব ধীরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সরাসরি সুজানের দিকে তাকাতে তার অসুবিধা হচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর শীতল।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

"আমি রিকভারি রুমে আমার রেগেমেগে কথা বলার জন্যে," সুজান একটু থামলো, "দুঃখ প্রকাশ করছি। আপনি হয়তো জেনে থাকবেন ওটা আমার প্রথম ক্লিনিক্যাল রোটেশন ছিলো, আর আমি হাসপাতালের পরিবেশের সাথে একেবারেই অপরিচিত, বিশেষত রিকভারি রুমের সাথে। তার উপরে সেখানে একটা অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে গিয়েছিলো। আমাদের সাক্ষাতের প্রায় ঘণ্টা দুই আগে আপনার একজন রোগির সাথে আমি কিছুটা সময় ব্যয় করেছিলাম। আমি তার অপারেশনের আগে আই.ভি দিয়েছিলাম।" সুজান থামলো, আশা করলো তার সামনে নির্বিকার মানুষটা কিছু একটা বলবে। কিন্তু কিছুই বললো না সে। কোনো নড়াচড়াও করছে না লোকটা। সুজান বলতে লাগলো, "ঘটনা হলো রোগির সাথে আমার কথাবার্তা শুধুমাত্র পেশাগত ছিলো না। আমরা আসলে আশা করেছিলাম আবার দেখা করবো।" সুজান আবার থামলো কিন্তু ডাঃ হ্যারিস আগের মতোই নিরব। "আমি এসব তথ্য রিকভারি রুমে আমার ওরকম আচরণের ব্যাখ্যা হিসেবে জানাচ্ছি। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, যখন আমি ওই রোগিটির ওই অবস্থা দেখলাম তখন সত্যিই খুব মুষড়ে পড়েছিলাম।"

"তাহলে তুমি তোমার স্বাভাবিক নারীত্বে ফিরে এসেছো," হ্যারিস বললো কর্তৃত্বের সুরে।

"কী বললেন?" সুজান তার কথাটা শুনেছে কিন্তু এতোটা অবাক হয়েছে যে, কথাটা সত্যিই বলা হয়েছে কিনা জানতে চাইলো।

"আমি বলছি, তাহলে তুমি তোমার স্বাভাবিক নারীত্বে ফিরে এসেছো।"

সুজানের দু'গালে লাল আভা ছড়িয়ে পড়লো। "আমি বুঝতে পারছি না কথাটা আমি কিভাবে গ্রহণ করবো।"

"এটাকে তোমার ফেস ভ্যালু হিসেবে নাও।"

হঠাৎ ক'রে ভয়াবহ নিরবতা নেমে এলো।

সুজান ভ্রুকুটি ক'রে আবার কথা বলতে শুরু করলো। "একজন নারীর প্রতি এটাই যদি আপনার মন্তব্য হয়ে থাকে, তাহলে আমি নিজেকে দোষি মানছি। ঐ

রকম পরিস্থিতিতে যেকোনো মানুষের পক্ষে আবেগ তাড়িত হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি জানাতে চাই, আমি কোনো পেশাগত আর্দশ নিয়ে আমার রোগির সাথে দেখা করি নি, কিন্তু আমি মনে করি আমি যদি রোগি হতাম আর ঐ রোগি যদি ডাক্তার হতো, সম্ভবত তাহলেও একই ঘটনা ঘটতো। আমি খুব ভালো করেই জানি পুরুষ রোগির সাথে তরুণী মেডিকেল স্টুডেন্টের ওরকম কিছু হতেই পারে, যেখানে পুরুষশাসিত সমাজে আমার পুরুষ বন্ধুরা মেয়ে নার্সের সাথে অহরহ জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আমি এখানে সেটা নিয়ে কথা বলতে আসি নি। আমি কেবল এখানে এসেছি আপনার কাছে আমার সেই অশিষ্টতার জন্য ক্ষমা চাইতে। আমি একজন মেয়েমানুষ ব'লে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে আসি নি।" সুজান আবার থামলো, আশা করলো ডাক্তার কিছু বলবে। কিন্তু কিছুই বললো না সে। সুজানের ভেতরে এক ধরণের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। "আমি একজন মেয়ে হওয়াতে যদি আপনি বিরক্ত হন তাহলে সেটা আপনার সমস্যা," সুজান জোর গলায় বললো।

"তুমি আবার অশিষ্ট আচরণ করছো," হ্যারিস বললো।

সুজান উঠে দাঁড়িয়ে হ্যারিসের মুখের দিকে তাকালো। হ্যারিসের চোখ ছোটো হয়ে আছে, সরু হয়ে আছে তার দু'গাল। তার চুলের ডগায় রুপালি আলো খেলা করছে।

"আমি বুঝতে পারছি এখান থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। আমি দুঃখিত যে, আমি এখানে এসেছিলাম। গুডবাই ডাঃ হ্যারিস।" সুজান ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলে ফেললো।

"তুমি এখানে কেন এসেছিলে?" ডাঃ হ্যারিস বললো।

"আমি ভেবেছিলাম আমি ক্ষমা চাইলে যা ঘটে গেছে সেটা অতীত হয়ে যাবে। আমি আশা করেছিলাম তারপর আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারবেন।"

"কোন্ বিষয়ে?" হ্যারিস জিজ্ঞেস করলো। তার কণ্ঠস্বর শান্ত, কিছুটা দূরবর্তী শোনাচ্ছে এখন।

সুজান আবার দ্বিধান্বিত হলো, নিজের সাথে একটু যুদ্ধ করলো তারপর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সেই চেয়ারের কাছে গেলো যেটাতে সে বসেছিলো, কিন্তু সে এবার আর বসলো না। সে হ্যারিসের দিকে তাকিয়ে ভাবলো তার হারাবার কিছু নেই। লোকটাকে সে যা বলতে এসেছিলো সেটা বলে যাবে। "আপনি আমাকে বলেছিলেন গত বছরে ছয়টা দীর্ঘমেয়াদী কোমার কেস্ আছে যেটা অ্যানেসথেসিয়ার পরে হয়েছিলো। আমি সেই সমস্যাটা নিয়ে আমার তৃতীয় বর্ষের একটা বিষয় হিসেবে নেয়ার চিন্তাভাবনা করছি। আমি দেখেছি আপনার কথাই ঠিক। সেখানে ঠিকই ছয়টা কোমার কেস্ আছে। কিন্তু গত বছরে আরও পাঁচটা অব্যাখ্যাত কোমা কেস্ আছে। গতকাল দুটো মৃত্যু হয়েছে শুধুমাত্র শ্বসন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। এইসব

রোগির ক্ষেত্রে এমন কোনো ইতিহাস নেই যে তাদের এরকম উপসর্গ দেখা দেবে। তারা হাসপাতালে এসেছিলো তাদের দেহের অন্য অঙ্গের সমস্যা নিয়ে। একজনের পায়ের সামান্য অপারেশন জনিত ফেলিবাইটিস, অন্য জনের ছিলো বেল্‌স পালসি। দু'জনেই বেশ শক্তসামর্থ্য ব্যক্তি। একজনের শুধু চোখে গ্লুকোমা ছিলো। তাদের রেসপেরেটরি এ্যারেস্টের কোনো ব্যাখাই নেই। আর আমার অনুভূতি বলছে তারা সম্ভবত অন্য কোনো কোমা কেসের সাথে সর্ম্পকিত। অন্য কথায়, আমি মনে করি আমি বারোটা কেস্‌ উপস্থাপন করছি যেগুলো আসলে একই সমস্যা। সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হলো, এই ঘটনাগুলো বেড়েই চলছে, বিশেষত অ্যানেসথেসিয়ার সময়ে। আর ঘটনাগুলোর মধ্যেকার বিরতি দিনকে দিন ক্রমশ কমে আসছে। যাই হোক আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই সমস্যাগুলো একটু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করবো। আমার এই তদন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে আপনার মতো একজনের সাহায্য খুব দরকার। ডাটা ব্যাংক থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্যে আমার কর্তৃপক্ষের নোটিশ দরকার। অবশ্য সেই সাথে আমার দরকার পূর্বের ভিকটিমগুলোর চার্টও।"

হ্যারিস একটু সামনে ঝুঁকে এলো। ধীরে ধীরে নিজের দু'হাত ডেস্কের উপর রাখলো সে। "তাহলে তো মেডিকেল বিভাগেও কিছু সমস্যা থাকতে পারে," বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বললো সে। "জেরি নেলসন অবশ্য সেটা উল্লেখ করে নি।" সুজানের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বললো। "মিস্‌ হুইলার, তুমি ঘোলা পানিতে মাছ ধরার চেষ্টা করছো। একেবারে নতুন মেডিকেল স্কুলের সাধারণ কোনো স্টুডেন্টের কাছ থেকে ক্লিনিক্যাল রিসার্চের কথা শুনতে বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু এটা তোমার কাজ নয়। এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই তোমার। আমার এটা বলার অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, কোমার সমস্যাগুলো তোমার কাছে যেরকমটি মনে হচ্ছে তার চেয়েও অনেক জটিল। এটা একটা বাতিল বিষয়। মিস্‌ হুইলার, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি আরো সুনির্দিষ্ট কিছুর পেছনে সময় ব্যয় করো। যেটা তোমার মতো তথাকথিত তৃতীয় বর্ষের ছাত্রির জন্যে কম কষ্টের হবে। আর তোমার সাহায্যের ব্যাপারে আমি জানাচ্ছি, আমার আসলে তেমন সময় নেই। আমাকে এমন কিছু করতে বলো যেটা তোমার জন্য উপযুক্ত হয়। আমি সেটা এড়ানোর চেষ্টা করবো না। আমি মেয়ে ডাক্তারদের ব্যাপারে খুব একটা অভিজ্ঞ নই। তাদের সম্পর্কে আমার ধারণাও ভালো নয়। " হ্যারিস আঙুল উঁচিয়ে সুজানের দিকে এমনভাবে নির্দেশ করলো যেনো সেটা কোনো বন্দুকের নল। "তারা এটাকে ছেলেখেলা ভাবে। এটা তাদের কাছে একটা খেয়াল বা শখ। আর সবচাইতে বড় কথা, তারা অসম্ভব আবেগী এবং..."

"ডাঃ হ্যারিস, ওসব বাজে কথা ছাড়ুন," সুজান বাঁধা দিয়ে বললো। সে একেবারে রেগে গেছে। "আমি এখানে এই জাতীয় ফালতু কথা শোনার জন্য আসি

নি। প্রকৃতপক্ষে আপনার মতো লোকেরাই মেডিসিনকে পুরনো ধাঁচে রাখতে চায়, বর্তমানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তারা অসমর্থ, যেকোনো পরিবর্তনকে তারা ভয় পায়।"

হ্যারিস ডেস্কের উপর থেকে তার খালি হাত দিয়ে কিছু পেপার আর পেন্সিল তুলে নিলো যাতে কোনো আক্রমণ আসলে সে ঠেকাতে পারে। এমনকি সে এর মধ্যে তার ডেস্কের পিছন থেকে এক ধাপ এগিয়েও এলো যাতে সুজানকে ধরে ফেলতে পারে। তার এগিয়ে আসার কারণে সুজানের মুখ থেকে তার মুখ মাত্র এক ইঞ্চি ব্যবধানে রইলো। নিজের হঠাৎ ক'রে এই রাগটা দমন করার জন্যে সুজান থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো।

"মিস্ হুইলার, তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে কী বলছো জানো না," হ্যারিস হিসহিসিয়ে উঠলো। নিজেকে অনেক কষ্টে দমন ক'রে বললো, "তুমি এখানে জিশু হিসাবে আসো নি যে, অলৌকিক ক্ষমতায় এই হাসপাতালের সব সমস্যা সমাধান ক'রে দেবে। প্রকৃতপক্ষে, আমি তোমাকে খুবই ধ্বংসাত্মক একজন হিসেবেই দেখছি। আমি তোমাকে ব'লে রাখছি, তুমি এই হাসপাতাল থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিতারিত হবে। এখন আমার অফিস থেকে বের হয়ে যাও।"

সুজান ভয় পেলো, সামনের মানুষটা যেকোনো মুহূর্তে ঘৃণায় ফেঁটে পড়তে পারে। সে দরজা খুলে করিডোর দিয়ে দৌড়তে লাগলো, তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। সেটা একই সাথে ভয় আর রাগের সংমিশ্রণ।

তার পেছনে হ্যারিস পা দিয়ে লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ ক'রে ফোনের রিসিভারটা একপ্রকার ছিনিয়ে নিলো যেনো। সে তার সেক্রেটারিকে বললো এক্ষুণি পরিচালকের সাথে দেখা করিয়ে দেবার জন্যে।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
মঙ্গলবার, সকাল ১১টা

সুজান করিডোর দিয়ে যাতায়াত করা লোকজনের প্রশ্নের ঝাঁঝ এড়িয়ে ধীরস্থির ভাবে হাটছে। তার আবেগ, তার ভয়, মনে হয় খোলা বইয়ের মতো পড়ে ফেলা যাচ্ছে। সাধারণত যখন সে কাঁদে অথবা কান্নার মতো হয় তার চিবুক আর চোখের পাতা উজ্জ্বল ক্রিমসন রঙ ধারণ করে। যদিও সে জানে সে এখন কান্নাকাটি করছে না। কেবল কাঁদার মতো উপযুক্ত স্নায়ুবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যদি এখন তার চেনা জানা কেউ তাকে ডেকে থামায়, এমন কিছু বলে, যেমন, "কি হয়েছে সুজান?" তাহলে সে সম্ভবত কেঁদেই ফেলবে। সুতরাং সুজান কিছুক্ষণের জন্য একাকী থাকতে চাইছে। তার ভয়টা এসেছে হ্যারিসের সাথে ঝগড়ার পর থেকে। সত্যিই কি হ্যারিস তার ডেস্কের পেছন থেকে তেড়ে এসেছিলো তাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করার জন্যে? এই ধারণাটা খুবই হাস্যকর। সে জানে সে কখনও কাউকে বোঝাতে পারবে না সে কেমন অনুভব করছে এখন।

সিঁড়ি ঘরই একমাত্র জায়গা যেখানে সে একা একা কিছুটা সময় কাটাতে পারে। ধাতব দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললেও নিজে নিজেই সেটা দ্রুত বন্ধ হয়ে গেলো, সাথে সাথে বাইরের নিয়ন আলো আর কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো সুজান। একমাত্র তার মাথার উপরের বাল্বটা নরম আলো ছড়াচ্ছে। ঘরটাতে একটা প্রশান্তিদায়ক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

সুজান উপরের সিঁড়িতে বসে পড়লো, তার পা নিচের ধাপে, হাটু জোড়া ভাঁজ ক'রে রাখা। তার দুই কঁনুই হাটু জোড়ার উপর। সে জোর ক'রে চোখ দুটো বন্ধ ক'রে রাখলো। এই মেমোরিয়ালে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই মেডিসিনে তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি অর্জিত হয়ে গেছে। উর্ধ্বতন থেকে ইনস্ট্রাক্টর প্রফেসর তার প্রতি উষ্ণ থেকে শত্রুতামূলক আচরণ করেছে। সাধারণত শত্রুতামূলক, বেশি আক্রমণাত্মক ছিলো হ্যারিসের আচরণ। নেলসনের প্রতিক্রিয়াটা খুব বেশি টিপিক্যাল। নেলসন প্রথমে বন্ধুভাবান্ন ছিলো পরে সেটা প্রতিবন্ধকতামূলক হিসেবে আর্বিভূত হয়। সুজান সেই পুরাতন আর অতি পরিচিতি অনুভূতিটা টের পাচ্ছে। মেডিসিনকে ক্যারিয়ার হিসেবে শুরু করার সময় তার এরকম অনুভূতি হয়েছিলো।

এটা সেই আপাত বিরোধী একাকীত্ব। যদিও চারপাশে অনেক মানুষ ঘোরাফেরা করছে তবুও সে একা। মেমোরিয়ালের পুরো দেড়টা দিন তার কাছে খুব একটা শুভ লক্ষণযুক্ত ছিলো না। এটা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস থেকেই শুরু হয়েছে। এমনকি সেই মেডিকেল স্কুলের প্রথম দিন থেকে সে অনুভব করছে সে একটা

পুরুষ শাসিত ক্লাবে ঢুকে পড়েছে, যেনো সে একজন বহিরাগত, জোর ক'রে এখানে মানিয়ে নিতে চাইছে।

সুজান চোখ খুলে তার নোটবুকের দিকে তাকালো। তার মধ্যে সংযম আবার ফিরে এসেছে। একই সাথে শিশুসুলভ ভঙ্গী তাকে বিস্মিত করলো। সম্ভবত একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট হয়ে প্রশিক্ষণের শুরুতে এতো আগেভাগে এতো গুরুত্বপূর্ন ক্লিনিক্যাল সমস্যা নিয়ে তদন্ত করাটা ঠিক হচ্ছে না। আর সম্ভবত তার আবেগ অনুভূতি তাকে একজন প্রতিবন্ধী মানুষ বানিয়ে ফেলেছে। একজন পুরুষ মানুষ কি হ্যারিসের আচরণে তার মতো প্রতিক্রিয়া দেখাতো? সে কি তার পুরুষ বন্ধুর চেয়ে বেশি আবেগী? সুজান বেলোজের কথা ভাবলো। বেলোজ ঠাণ্ডা আর বিছিন্ন প্রকৃতির, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন ঘটে যায় তখন লোকটা সোডিয়াম আয়নের প্রতি কিভাবে মনোযোগ ঠিক রাখতে পারে সে ভেবে পেলো না। সুজান প্রথমেই লোকটার ব্যবহারে খুঁত খুঁজে পেয়েছিলো কিন্তু এখন, সিঁড়ি ঘরে ব'সে দিবাস্বপ্ন দেখার সময় সে অতোটা নিশ্চিত নয়। সে যদি তার মতো বিছিন্ন ভাবটা অর্জন করতে পারতো তাহলে অনেক ভালো হোতো। এটা তার খুবই দরকার।

দূরে কোনো একটা দরজা খুলে যাওয়ায় সুজান তার নিজের জগতে ফিরে এলো। ধাতব সিঁড়ির উপর কিছু তড়িঘড়ি এবং কিছুটা শান্ত পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে। তারপর অন্য আরেকটা দরজার শব্দ, তারপর আবার নিস্তব্ধতা ফিরে এলে ধীরে ধীরে সে তার পড়ে থাকা নোটবইটা তুলে নিলো। পড়ে গিয়ে ন্যান্সি গৃনলির কপি করা চার্টটা খুলে আছে। নোটবই থেকে সুজান তার নিজের হাতের লেখাটা পড়লো 'বয়স ২৩। ককেশিয়ান। পূর্ব মেডিকেল ইতিহাস—নেই। শুধুমাত্র আঠারো বছর বয়সে মনোনিউক্লিওসিস হয়েছিলো।'

দ্রুত সুজানের মনের মধ্যে আইসিইউ'তে পড়ে থাকা ন্যান্সি গৃনলির অসহায় অবস্থার ছবিটা ফুঁটে উঠলো। কোমার তদন্তের ব্যাপারে তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, হ্যারিস, নেলসন থাকা সত্ত্বেও, সুজান এক ধরণের প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা অনুভব করলো। কোনো রকম প্রশ্ন ছাড়াই বেলোজকে খুঁজে বের করার জন্যে সে এক ধরনের তীব্র টান বোধ করছে। এক দিনের মধ্যেই বেলোজের প্রতি তার অনুভূতি একশো আশি ডিগৃ ঘুরে গেছে বলা চলে।

"সুজান, ঈশ্বরের দোহাই, তোমার কি এখনও মনে হচ্ছে না যথেষ্ট হয়েছে?" বেলোজের কঁনুই টেবিলের উপর, তার হাতের তালু তার মুখের উপর যাতে সে তার আঙুল দিয়ে বন্ধ চোখের পাতায় কিছুটা ম্যাসাজ করতে পারে। সে সুজানের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা হাসপাতালের কফি শপে ব'সে আছে। জায়গাটা বেশ

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, আধুনিক আসবাবপত্রে সজ্জিত। এটা আসলে হাসপাতালের অভ্যাগতদের জন্যে, যদিও হাসপাতালের স্টাফ যত্রতত্র এখানে আসে। ক্যাফেটেরিয়ার চেয়ে এখানের খাবারের দাম বেশি কিন্তু গুণগতমানও অনেক ভালো। সাড়ে এগারোটায় এটা জনাকীর্ন হয়ে যায় কিন্তু সুজান এক কোণে একটা টেবিল ফাঁকা পেয়ে বেলোজকে ফোনে ডেকে এনেছে। বেলোজ প্রায় সাথে সাথে দেখা করতে সম্মত হয়েছে ব'লে সে খুশি।

"সুজান," একটু বিরতি দিয়ে বেলোজ আবার বললো, "তুমি এই আত্ম বিধ্বংসি যুদ্ধটা বন্ধ করো। আমি বলতে চাইছি, এটা সত্যিকারের আত্মহত্যার শামিল। সুজান, মেডিসিনে একটা মাত্র জিনিস আছে, তুমি স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে নদীতে চলো অথবা ডুবে মরো। হায় ঈশ্বর, কিসের জন্যে তুমি আবার হ্যারিসের কাছে গেলে, বিশেষ ক'রে গতকালের ওই ঘটনার পরে?"

সুজান নিঃশব্দে তার কফিতে চুমুক দিতে লাগলো, তার চোখ বেলোজের উপর স্থির। সে বেলোজের সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। কিন্তু সেই সাথে লোকটাকে জড়াতেও চাচ্ছে, অবশ্য সেটা যদি সম্ভব হয়।

"হ্যারিস খুবই ক্ষমতাবান কিন্তু সে এখানকার সর্বশক্তিমান ব্যক্তি নয়," বেলোজ যোগ করলো। "স্টার্ক যেকোনো জিনিস উল্টে দিতে পারে। স্টার্ক এখানকার অধিকাংশ তহবিল গঠন করেছে। কাজেই সে যা বলে লোকজন তা শোনে। ধারণা করতে পারো আজকের সকালের রাউন্ডে কে মেডিকেল স্টুডেন্টদের স্বাগত জানাতে এসেছিলো? স্টার্ক। আর প্রথম যে জিনিসটা সে জানতে চেয়েছে সেটা হলো কেন এখানে পাঁচজনের মধ্যে তিনজন উপস্থিত। বেশ, আমি তাকে বলেছি, যদিও সেটা খুব বোকার মতো শুনিয়েছে, আমি তোমাকে প্রথম দিনেই একটা কেস্ দেখাতে নিলে তোমাদের একজন মূর্ছা গেলে তার মাথা মেঝেতে পড়ে আঘাত পায়। তুমি ধারণা করতে পারো এই মিথ্যেটা কিভাবে শেষ হয়েছে? আমি তারপর আর তোমার সমন্ধে উপযুক্ত কিছু বলতে পারি নি। কাজেই আমি বলেছি তুমি অ্যানেসথেসিয়ার পরবর্তি কোমার উপর একটা লিটারেচার তৈরি করছো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি ভালোভাবে মিথ্যে না বলতে পারবো আমি সত্য ব'লে যাবো। লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেলেছে এটা আমার আইডিয়া যেটা আমি প্রজেক্ট হিসেবে তোমার উপর চাপিয়ে দিয়েছি। আমি আর পুণরায় বলতে চাচ্ছি না তার উত্তরে সে আমাকে কি বলেছে। আমার দরকার তুমি একজন সাধারণ মেডিকেল স্টুডেন্টের মতো আচরণ করো। আমি তোমাকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রায় ডুবতে বসেছি।"

সুজান বেলোজকে স্পর্শ করার জন্য এক ধরণের টান অনুভব করছে। কিন্তু সে তা করলো না। তার বদলে কফি চামচ নিয়ে মাথা নিচু ক'রে চামচটা নড়াচড়া করতে লাগলো।

"আমি যদি তোমাকে কোনো ঝামেলার মধ্যে ফেলে থাকি তো আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, মার্ক। সত্যি আমি দুঃখিত। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না এটা অসচেতনভাবে ঘটেছে। প্রথম যে জিনিসটা আমার হাতে এসেছে তা এতো তাড়াতাড়ি এসেছে যে, আমি হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলাম। ন্যান্সি গৃনলি আমারই বয়সি এবং ন্যান্সি গৃনলির মতো আমারও মাঝে মধ্যে পিরিয়ডের গোলমাল হয়। আমি নিজেকে ওরকম অসহায় অবস্থায় ভাবি। তারপর বারম্যান...ওহ্, কি একটা কাকতালীয় ব্যাপার! যাই হোক, বারম্যানের কোনো ই.ই.জি কি করা হয়েছে?"

"হ্যা। তার মস্তিষ্ক অচল হয়ে গেছে।"

সুজান বেলোজের মুখে কিছু পরিবর্তন খুঁজে পেলো, কিছু আবেগের চিহ্ন। বেলোজ কফি কাপ তার মুখের কাছে তুলে চুমুক দিলো। "মস্তিষ্ক অচল হয়ে গেছে?"

"অচল।"

সুজান তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। তার কফি কাপের দিকে তাকালো সে। অল্প একটু কফি আছে। যেভাবেই হোক সে নিজের সাথে যুদ্ধ করে গেলো, তার আবেগকে যতোটা সম্ভব দমিয়ে রাখার চেষ্টা করলো সে।

"তুমি ঠিক আছো?" বেলোজ মেয়েটার থুতনি খুব আস্তে ক'রে নিজের হাত দিয়ে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো।

"এক সেকেন্ডের জন্য কিছু বোলো না," সুজান বললো, সে বেলোজের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। শেষপর্যন্ত তার কান্না আসতে লাগলো। যদি বেলোজ জোর করে তবে এটা আর আঁটকে রাখা যাবে না। বেলোজ তার কফি কাপে ফিরে এলো যদিও তার চোখ সুজানের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত পর সুজান চোখ তুলে তাকালো, তার চোখের পাতা হাল্কা লাল হয়ে উঠেছে। "যাইহোক," সুজান বেলোজের চোখের দিকে না তাকিয়ে বললো, "আমি এক ধরণের আবেগের বর্শবতী হয়েই এটা শুরু করেছিলাম, কিন্তু সেটা খুব দ্রুতই বুদ্ধিদীপ্ত কমিটমেন্টে পরিণত হয়ে যায়। আমি সত্যিই মনে করছি কিছু একটা টের পাচ্ছি। কিছু একটা...একটা নতুন রোগ অথবা একটা নতুন অ্যানেসথেসিয়ার জটিলতা কিংবা একটা নতুন উপসর্গ...আমি জানি না সেটা কি। শুরুতে আমি যতোটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে সমস্যাটা অনেক বড়। আমি জানি তুমি ভাবছো আমি পাগল হয়ে পড়েছি, কিন্তু আমি মনে করি এসবের একটা কারণ আছে। আমার মন বলছে সেখানে এমন কিছু আছে যা...আমি এর ব্যাখা কিভাবে দেবো...বলতে পারো এটা অতি প্রাকৃতিক অথবা এটা দুভার্গ্যজনক..."

"ওহ্, আরেকজন সন্দেহবাদী," বেলোজ তার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো। যেনো সে বিদ্রুপাত্মকভাবে জিনিসটা বুঝেছে।

"আমি এটা ছাড়তে পারছি না, মার্ক। নেলসন এবং হ্যারিসের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা খুবই অদ্ভুত। তুমি এটা অবশ্যই স্বীকার করবে যে, হ্যারিসের প্রতিক্রিয়া পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য।"

বেলোজ হাতের তালু দিয়ে তার কপালে চাপড় দিলো। "সুজান, তুমি পুরনো হরর মুভি দেখার মতোই আছো। এটাকে গ্রহণ করতে শেখো, সুজান...গ্রহণ করো, তা না হলে আমি মনে করছি তুমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়বে। এটা হাস্যকর। তুমি কি মনে করো, কোনো একটা দুষ্ট চক্র শয়তানের মতো ছড়িয়ে পড়ছে অথবা এটা একজন ক্ষ্যাপা খুনি যে মানুষজনকে সামান্যতম কারণে ঘৃণা করে? আমি বলতে চাইছি, হলিউডে এরকম একজন চাহিদা সম্পন্ন খুনির ধারণা ঠিক আছে, কিন্তু এসব নিয়ে সাধারণ ছোটোখাটো হাসপাতালে কৃত্রিম রহস্যময়তা তৈরি করা... এটা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। আমি এটা স্বীকার করছি যে, হ্যারিসের প্রতিক্রিয়াটা চিন্তার খোরাক দেয়, এ সমন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সাথে আমি এই জাতীয় ব্যবহারের কিছু ব্যাখাও দিতে পারি।"

"চেষ্টা করো।"

"ঠিক আছে। আমি নিশ্চিত, হ্যারিস কোমার এই সমস্যাগুলো সমন্ধে আগে থেকেই জানে। তার উপর, এটা তারই বিভাগে যার দায় দায়িত্ব তার কাঁধেই বর্তায়। একজন তরুণ মেডিকেল স্টুডেন্ট যদি এরকমভাবে ব্যথার জায়গায় আঘাত করে তবে আমি মনে করি এই জাতীয় চাপের মধ্যে একজন ব্যক্তির পক্ষে এরকম আচরণ করাই স্বাভাবিক।"

"হ্যারিস অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিলো। ওই শয়তানটা তার ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে রুম থেকে বের ক'রে দিয়েছে।"

"হতে পারে তুমি তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলে।"

"কি?"

"সব কিছুর উপরে এটা হতে পারে লোকটা হয়তো তোমার প্রতি যৌনজ প্রতিক্রিয়া দেখাতে চেয়েছিলো।"

"চালিয়ে যাও, মার্ক।"

"আমি সিরিয়াস।"

"মার্ক, লোকটা একজন ডাক্তার, একজন প্রফেসর, একজন বিভাগীয় প্রধান।"

"সেটা যৌনতার বাইরের কোনো কারণ হতে পারে না।"

"এবার তুমি হাস্যকর কথা বলছো।"

"বেশিরভাগ ডাক্তারই তাদের অধিকাংশ সময় নিজেদের পেশায় নিয়োজিত থাকে, তারা সামাজিক জীবনের সমস্যা বা কাজে সময় দিতে পারে না। অন্তত পক্ষে বলা যায়, ডাক্তাররা খুব ভালোভাবে এসব কাজ করতে পারে না।"

"তুমি কি তোমার কথা বলছো?"

"সম্ভবত। সুজান, তুমি নিশ্চয় এটা বুঝতে পারছো যে, তুমি খুব আবেদনময়ী এক তরুণী।"

"গোল্লাও যাও।"

বেলোজ সুজানের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলো। তারপর সে পলকে দেখে নিলো আশেপাশের কেউ তাদের কথাবার্তা শুনছে কিনা। সে ভুলে গিয়েছিলো তারা এখন কফি শপে আছে। সে এক চুমুক কফি পান করে সুজানের দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলো। সুজানও একইভাবে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

"তুমি কেন এমন কথা বলছো?" বেলোজ গলার স্বর নিচু ক'রে বললো।

"কারণ তুমি এরকম কথা শোনার যোগ্য। আমি এই জাতীয় জিনিস শুনে শুনে কিছুটা ক্লান্ত। যখন তুমি বললে আমি আবেদনময়ী তার মানে তুমি এই বোঝাতে চাইছো যে, আমি সচেতনভাবে তোমাকে প্রলুব্ধ করতে চাইছি। বিশ্বাস করো, আমি সে রকম নই। যদি মেডিসিন আমার জন্য কিছু ক'রে থাকে তো সেটা আমার ইমেজই নষ্ট করেছে, কারণ আমি একজন মেয়েমানুষ।"

"ঠিক আছে। হতে পারে এটা একটা খারাপ শব্দ। আমি সেই অর্থে কথাটা বলতে চাই নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম তুমি একজন আর্কষণীয়া তরুণী..."

"বেশ, তাহলে কারোর কাছে আর্কষণীয়া এবং কারোর কাছে আবেদনময়ী। এ দুটোর পার্থক্য আছে।"

"ঠিক আছে। আমি বোঝাতে চাইছি আর্কষণীয়া। যৌন আবেদনময়ী। আর খুব কম লোকই আছে এটাকে সংবরণ করতে পারে। যাই হোক, সুজান, আমি তোমার সাথে তর্কে যেতে চাচ্ছি না। আমাকে এখন যেতে হবে। আমার পনেরো মিনিট পরে একটা কেস্ আছে। যদি তুমি চাও, আমরা এটা নিয়ে রাতের খাবারের সময় আলোচনা করতে পারি। অবশ্য তুমি যদি এখনও আমার সাথে ডিনারের কথা ভাবো তো?" বেলোজ উঠে দাঁড়াতে শুরু করে তার ট্রে'টা তুলে নিলো।

"অবশ্যই, ডিনারই ভালো সময়।"

"এর মধ্যে তুমি কি একটু স্বাভাবিক আচরণ করতে পারবে?"

"বেশ, ছুড়ে মারার জন্যে আমার কাছে আর একটা মাত্র পাথরই রয়েছে।"

"সেটা কি?"

"স্টার্ক। যদি উনি আমাকে সাহায্য না করেন, আমি এটা ছেড়ে দেবো। কোনো রকম সাহায্য ছাড়া আমি ব্যর্থতায় ডুবে যাবো, আর তুমি যদি কম্পিউটার থেকে আমার জন্য তথ্য এনে না দাও তাহলেও আমি সফল হতে পারবো না।"

"সুজান, আমাকে এই জাতীয় কিছু করার জন্য অনুরোধ করো না, কারণ আমি তা পারবো না। স্টার্কের জন্যে তুমি মরিয়া হয়ে উঠেছো। তিনি তোমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবেন। স্টার্কের তুলনায় হ্যারিস অনেক ভালো।"

"সেটুকু ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। এটা এখানকার যেকোনো ছোটোখাটো সার্জারি করানোর চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ।"

"এটা ঠিক বললে না।"

"ঠিক? কি দারুণ একটা শব্দ বেছে নিলে। তুমি কেন বারম্যানের কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করছো না এটা ঠিক কিনা?"

"আমি সেটা করতে পারি না।"

"তুমি তা পারো না?" সুজান একটু থামলো, বেলোজের ব্যাখ্যার জন্যে অপেক্ষা করলো। সুজান খুব খারাপ কিছু ভাবতে চাচ্ছে না। কিন্তু এটা স্বতস্ফূর্তভাবেই চলে আসছে। বেলোজ নিজে কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই ট্রে তুলে নিয়ে এগুতে লাগলো।

"সে এখন জীবিত, নাকি?" সুজান গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো। সে উঠে দাঁড়ালো, বেলোজের পেছন পেছন হাটতে লাগলো।

"যদি তুমি শুধুমাত্র হৃদস্পন্দনকে জীবন বলো তাহলে সে জীবিত।"

"সে কি এখনও রিকভারি রুমে আছে?"

"না।"

"আইসিইউ'তে?"

"না।"

"ঠিক আছে, তুমিই বলো, কোথায় সে?"

বেলোজ এবং সুজান তাদের ট্রে রেখে কফি শপ থেকে বেরিয়ে এলো। তারা দ্রুত হল রুমের দিকে যেতে লাগলে তাদের চলার গতি বেড়ে গেলো।

"তাকে দক্ষিণ বোস্টনের জেফারসন ইনস্টিটিউটে ট্রান্সফার করা হয়েছে।"

"জেফারসন ইনস্টিটটের ব্যাপারটা কি?"

"এটা একটা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট সুবিধা, স্বাস্থ্য বিভাগের একটা অংশ। ধরা হয় এটা ইনটেনসিভ কেয়ারের একটা গুরুত্বপূর্ন জায়গা, যেখানে খরচটা কম পড়ে। এটা প্রাইভেটভাবে চলে কিন্তু সরকার এটার অধিকাংশ খরচ যোগায়। এই ধারণা এবং পরিকল্পনাটি এসেছে হারর্ভাড মেডিকেল ইনস্টিটিউট থেকে।"

"আমি কখনও এটা সমন্ধে শুনি নি। তুমি ওখানে কখনও গিয়েছো?"

"না, কিন্তু আমি জায়গাটা পছন্দ করি। আমি একবার বাইরে থেকে ওটা দেখেছিলাম। খুবই আধুনিক...বিশাল। যে জিনিসটা আমার চোখে প্রথমে ধরা পড়লো সেটা হলো সেখানে নিচ তলায় কোনো জানালা নেই। ঈশ্বরই ভালো জানেন কেন সেটা আমার নজরে পড়লো," বেলোজ তার মাথা নেড়ে বললো।

সুজান একটু হাসলো।

"মেডিকেল কমিউনিটি থেকে সেখানে ট্যুর করার ব্যবস্থা আছে," বেলোজ বলে চললো। "প্রতিমাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার সেখানে ভিজিট করা যায়। যারা একবার সেখানে গেছে তাদের খুব উৎফুল্ল দেখা গেছে। দেখে মনে হয় ওই প্রোগ্রামটা বিশাল সফলতা বয়ে এনেছে। সকল প্রকার দীর্ঘমেয়াদী আইসিইউ রোগি যারা কোমা অবস্থায় আছে অথবা প্রায় সেরকম, ওখানে তাদের ভর্তি করা হয়। একুইট আইসিইউ'এর ক্ষেত্রে একটা হাসপাতাল দরকার, যেখানে শুধু তারাই ভর্তি হবে, এই ধারণা থেকেই এটা করা হয়েছে। আমি মনে করি এটা খুব ভালো একটা আইডিয়া।"

"কিন্তু বারম্যান সবেমাত্র কোমা অবস্থায় গেছে। কেন তারা তাকে এতো দ্রুত সেখানে ট্রান্সফার করলো?"

"স্থির অবস্থায় সময়ের ব্যাপারটা অনেক কম গুরুত্বপূর্ন। সুস্পষ্টত সে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার মধ্যে চলে যাচ্ছিলো, আর আমি মনে করি সে অনেক বেশি স্থিতাবস্থায় আছে, আমাদের বন্ধু গৃনলির মতো নয়। ঈশ্বর, তার কোমরে ব্যথা আছে। তার সবগুলো পরিচিত জটিলতা রয়েছে, তাই নয় কি?"

এটা তার জন্য বোঝা কঠিন যে, বেলোজ কিভাবে এতোটা আবেগহীনভাবে ন্যান্সি গৃনলির কেস্টা উল্লেখ করলো।

"যদি সে স্থিতাবস্থায় থাকে তো," বেলোজ বলে চললো, "আমি তাকেও জেফারসনে ট্রান্সফার ক'রে দেবো। তার কেস্টা আসলে বড় ধরণের সময়ের ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে, তার কাছ থেকে আমাদের পাওয়ার কিছু নেই। আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখি তো সেটা হবে শুধুমাত্র সময়ের অপচয়। আমার অবশ্য তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। এটা এরকম যে, সব প্রেসিডেন্টই ভিয়েতনামের যুদ্ধটা বাঁচিয়ে রাখে। তারা জিতবে না কিন্তু তারা হারতেও চায় না। তাদের পাওয়ার কিছু নেই কিন্তু হারানোর অনেক কিছু আছে।"

তারা প্রধান এলিভেটরের কাছে গেলে বেলোজ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে সে 'উপর' লেখা বাটনে চাপ দিলো।

"আমি যেনো কি বলছিলাম?" বেলোজ তার মাথা ঝাঁকালো, যেনো ঝাঁকিয়ে মাথা থেকে সেটা বের ক'রে ফেলবে।

"তুমি বারম্যান এবং আইসিইউ সমন্ধে বলছিলে।"

"ওহ্, হ্যা, বেশ, আমার ধারণা সে স্থিতাবস্থায় আছে," বেলোজ তার ঘড়ি দেখলো, তারপর বন্ধ দরজার দিকে ঘৃণার চোখে তাকালো। "হারামজাদা এলিভেটর! সুজান, আমি তোমাকে কোনো উপদেশ দিতে যাচ্ছি না, কিন্তু আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। স্টার্কের সাথে দেখা করো, যদি সেটা অবশ্যম্ভাবী হয়, কিন্তু মনে রেখো, আমি তোমার জন্য এক পা এরমধ্যেই দিয়ে ফেলেছি,

কাজেই সেই অনুযায়ী কাজ করো। তারপর তুমি স্টার্কের সাথে দেখা করার পর এই যুদ্ধটা বন্ধ করো। তুমি তোমার ক্যারিয়ার শুরুর আগেই শেষ করতে চলেছো।"

"তুমি কি আমার ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তিত, নাকি তোমার নিজেরটা নিয়ে?"

"আমার মনে হয়, দুটোই," বেলোজ দাঁড়িয়ে থেকে এলিভেটরের যাত্রিদের দেখতে দেখতে বললো।

"যাক্, এটুকু তো বোঝা গেলো তুমি অন্তত একজন সৎ মানুষ।"

বেলোজ এলিভেটরের ভেতর ঢুকে সুজানকে বিদায় জানালো, সাড়ে সাতটায় তাদের দেখা করার কথাও জানাতে ভুললো না সে। সুজানের মনে পড়ে গেলো তাদের ডিনার ডেটের কথাটা। এই মুহূর্তে তার ঘড়িতে পৌনে বারোটা বাজছে।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
মঙ্গলবার, সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট

বেলোজ দরজার উপরের ফ্লোর ইন্ডিকেটরের দিকে তাকালো। সে জানে তাকে এই কেসের জন্যে সময় মতো পৌঁছাতে হলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। কেস্‌টা বাষট্টি বছরের এক বৃদ্ধের হেমারয়েড অপারেশন। এটা তার আইডিয়া না হলেও সে অপারেশন করতে পছন্দ করে। এ সময় সে দায়িত্বপূর্ণভাবে ছুরি তুলে নেয়, তোয়াক্কা করে না কোথায় ছুরি চালাচ্ছে, পেট অথবা হাত, মুখ অথবা পাছা।

বেলোজ আজ রাতে সুজানের সাথে দেখা করবে সেটা নিয়েই ভাবছে। তার মধ্যে একটা আনন্দদায়ক অনুভূতি কাজ করছে। সব কিছু সাদামাটা, কোনো ঝামেলা ছাড়াই হবে। তাদের কথোপকথন হাজার হাজার বিষয়ের যে কোনো একটি নিয়ে হতে পারে। শারীরিক বিষয়েও? বেলোজের কোনো ধারণা নেই সে কি আশা করছে। প্রকৃতপক্ষে সে বুঝতে পারছে না কিভাবে তাদের মধ্যে কলিগসুলভ একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তার নিজের মধ্যে সে সুজানের প্রতি এক ধরণের শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করে, কিন্তু এটা তার জন্যে সমস্যাও সৃষ্টি করছে। অনেক দিক থেকে যৌনতা মানে আগ্রাসী মনোভাব, কিন্তু সে সুজানের প্রতি তেমন কোনো আগ্রাসী মনোভাব টের পাচ্ছে না।

সে যখন কল্পনা করলো সুজানকে গভীর আবেগে চুমু খাচ্ছে তখন অবচেতন মনেই তার মুখে একটা হাসি ফুঁটে উঠলো। এটা তাকে তার বয়ঃসন্ধির সময়কার ভীত অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিলো। তার যৌবনের প্রাক্কালে যখন সে এক মেয়ের সাথে তার ঘরের দোর গোড়ায় কথোপকথন চালিয়ে যেতো। তারপর কোনো রকম পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই সে মেয়েটাকে ধরে চুমু খেয়েছিলো। এরপর তাকে ছেড়ে দিয়ে দেখতে চাইলো মেয়েটা তার এই আচরণ গ্রহণ করেছে কিনা। তার আশা ছিলো মেয়েটা এসব খুবই পছন্দ করবে, কিন্তু বুঝতে পারলো মেয়েটা ভয়াবহভাবে তার এই আচরণ প্রত্যাখান করছে।

সুজানের সাথে দেখা করার ধারণাটা বেলোজের কাছে সামাজিকভাবেই গ্রহণযোগ্য, কারণ সে যে ভেতর থেকে শারীরিক সম্পর্কের তাগিদ অনুভব করছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুজান স্পষ্টত স্পর্শকাতর এবং আবেগী, তাছাড়া সে একজন ডাক্তার হতে যাচ্ছে। কিন্তু যে বিষয়টা বেলোজকে বিরক্ত করছে বা চিন্তায় ফেলেছে সেটা হলো সুজানের কাছে পুরুষের লিঙ্গ কোনো আহামরি বস্তু ব'লে মনে হয় না, সম্ভবত সে এরকম একটা জিনিস কর্তন করেছে।

বেলোজ তার নিজস্ব শারীরিক যৌনতার তাগিদকে অস্বীকার করতে পারে না আর শারীরিক বাস্তবতাকেও, কিন্তু সুজানের ব্যাপারটা কি? তাকে তার হাসিতে খুব

বেশি স্বাভাবিক দেখায়, তার নরম ত্বকে, তার সুডৌল বুক নিঃশ্বাসের তালে তালে ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে। কিন্তু সে প্যারাসিমপ্যাথেটিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উপর পড়াশোনা করেছে, যা যৌনতাকে সম্ভাব্য এবং আনন্দদায়ক ক'রে তোলে। হতে পারে সুজান অনেক ভুল বিষয়ে পড়াশোনা করেছে। বেলোজের মনে হলো তার লিঙ্গটা অকেজো আর অক্রিয় হয়ে উঠেছে। সে পালাতে চাইলো, মানসিক সম্পর্কহীন যৌনতাই সর্বোত্তম পন্থা হবে ব'লে মনে করলো। তবে এটা সুজানের সাথে যদি ঘটে যায়, তাহলে সেটা অবশ্যই মানসিক সম্পর্কহীন হবে না। এটা ওরকম হতে পারে না। শেষপর্যন্ত একটা অস্বস্তিকর প্রশ্নের উদ্রেক হলো; তার অধীনে, তার সুপারভিশনে সার্জারির রোটেশনে আছে এরকম একজন ছাত্রির সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াটা কতোটা শোভন। বেলোজকে সন্দেহাতীতভাবে এক সময় ছাত্রি হিসেবে সুজানকে মূল্যায়ন করতে হবে। তার সাথে ডেটিং করাটা তাই এই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে এক রকম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে।

অপারেশ রুম এরিয়ার এলিভেটরের দরজাটা খুলে গেলে বেলোজ দ্রুত প্রধান অপারেশন রুমের ডেস্কে প্রবেশ করলো। একজন কেরাণী অপারেশন রুমের শিডিউল ঠিক করছে।

"আমার কেস্‌টা কোন্ রুমে? মিঃ ব্যারোন, হেমারয়েড কেস্।"

"আপনি ডাঃ বেলোজ?"

"এই নামে আর কেউ নেই এখানে।"

"বেশ, আপনাকে এই কেস্ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।"

"সরিয়ে দেয়া হয়েছে? কে সরিয়েছে?" বেলোজ হতভম্ভ হয়ে জানতে চাইলো।

"ডাঃ শ্যান্ডলার। তিনি আপনাকে কিছু কথা বলতে বলেছেন। যখন সময় হয় আপনাকে তার রুমে দেখা করতেও বলেছেন।"

বেলোজের কাছে তার নিজের কেস্ নিয়ে নেয়াটা খুব অদ্ভুত বলেই ঠেকলো। সম্ভবত জর্জ শ্যান্ডলার বিশেষ অধিকার ব'লে এটা করেছেন, যিনি এখানকার প্রধান রেসিডেন্ট। কিন্তু এরকমটি সচরাচর ঘটে না। মাঝে মাঝে বেলোজকে স্ক্রাব সহকারী পদ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়, সাধারণত অন্য কোনো কেসে সাহায্য করার জন্যে, খুবই গুরুত্বপূর্ন কোনো কারণে। কিন্তু তার নিজের কেস্ থেকে তাকে সরিয়ে নেয়াটা কখনই ঘটে নি।

বেলোজ নিজের বিস্ময় আর উত্তেজিতভাব গোপন রেখে অপারেশন থিয়েটারের কেরাণীকে ধন্যবাদ জানিয়ে জর্জ শ্যান্ডলারের অফিসের দিকে রওনা হলো।

প্রধান রেসিডেন্টের অফিসটা জানালাবিহীন, সেটা কিউবিকল-২-এ অবস্থিত। এই ছোট্ট জায়গা থেকে তিনি সার্জিক্যাল বিভাগটা দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্যান্ডলার সব রেসিডেন্টের শিডিউলের দায়িত্বে আছেন, এমনকি অন-কল

এবং সাপ্তাহিক দায়িত্বও তিনি বণ্টন করেন। অপারেশন রুমের শিডিউল, স্টাফ এবং ক্লিনিক্যাল কেসের ব্যাপারেও শ্যান্ডলারই সিদ্ধান্ত নেন।

বেলোজ বন্ধ দরজায় নক্ করলে ভেতর থেকে "চলে আসুন" কথাটা শোনার পর ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। জর্জ শ্যান্ডলার তার ডেস্কে ব'সে আছেন। ডেস্কটা দরজার মুখোমুখি। তার পেছনে একটা ফাইল কেবিনেট। ডেস্কের সামনে একটি মাত্র কাঠের চেয়ার। ছোটো রুমটা খালি, একমাত্র বুলেটিন বোর্ডটা দেয়ালে ঝুলছে। ফাঁকা কিন্তু পরিছন্ন কক্ষটা দেখে মনে হয় এটা একমাত্র শ্যান্ডলারের নিজের।

প্রধান রেসিডেন্ট নিচু স্তরের ছাত্রছাত্রি এবং রেসিডেন্টদের কাছ থেকে বেশ সফলভাবেই পিরামিড আকৃতির শক্তি অর্জন করেছেন। তিনি নিচের স্তরের সাথে উপরের স্তরের একটি সংযোগ সেতু। মনে হয়, তিনি যেনো কোনো ভাগেই পড়েন না। আসল কথা হলো, এগুলোই তার ক্ষমতার উৎস, একই সাথে তার দুর্বলতা এবং নিসঙ্গতার কারণও বটে। শ্যান্ডলার এখনও তরুণ, তেত্রিশ বছরের এক যুবক। তিনি খুব একটা দীর্ঘদেহী নন, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মতো হবে। তার চুল কিছুটা সিজারের চুলের মতো। তার মুখে একটা সতেজ সজীবতা রয়েছে। অনেক দিক দিয়েই শ্যান্ডলারকে দেখে একজন যুবক বলেই মনে হয়।

বেলোজ শ্যান্ডলারের বিপরীতে কাঠের চেয়ারে ব'সে পড়লো। প্রথমে কেউ কোনো কথা বললো না। শ্যান্ডলার তার হাতে ধরা পেন্সিলের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার হাত চেয়ারের হাতলের উপর আরামদায়ক ভঙ্গিতে রাখা। তিনি আবার তার কাজে ফিরে গেলেন, বেলোজ আসার আগে যে কাজটা করছিলেন।

"মার্ক, আমি দুঃখিত, আজকের কেস্ থেকে আপনাকে সরিয়ে নিতে হয়েছে," শ্যান্ডলার না তাকিয়ে বললেন।

"অন্য আরেকটা হেমারয়েড ছাড়া আমি ম্যানেজ ক'রে নিতে পারবো," বেলোজ নিরাসক্ত গলায় বললো।

সেখানে আবার নিরবতা নেমে এলো। শ্যান্ডলার তার চেয়ার সামনের দিকে টেনে এনে সরাসরি বেলোজের দিকে তাকালেন। বেলোজ মনে করছে সে এই নাটকে যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়েই আছে।

"মার্ক, আমি ধরে নিচ্ছি সার্জারিতে আপনি বেশি সিরিয়াস, ঠিক ক'রে বলতে গেলে এই মেমোরিয়ালের সার্জারিতে।"

"আমি মনে করি আপনার অনুমাণ যথার্থ।"

"আপনার রেকর্ড বেশ ভালো। প্রকৃতপক্ষে, এমন একটা বিষয়ে বার কয়েক আপনার নাম শুনেছি যেটা আসলে প্রধান রেসিডেন্টের মাথা ঘামানোর কথা। সেই কারণে আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। কিছুক্ষণ আগে হ্যারিস

আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি একেবারে রেগে আছেন। কয়েক মিনিট যাবৎ কি বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলেছেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। মনে হয় এই সমস্ত কোমা কেস্ নিয়ে আপনার কোনো একজন স্টুডেন্ট গোলমাল শুরু করেছে, এটাই হ্যারিসকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। কি ঘটছে আমার আসলে কোনো ধারণাই নেই, কিন্তু তিনি মনে করেন আপনি সম্ভবত সেই স্টুডেন্টকে উৎসাহ দিচ্ছেন, সাহায্য করছেন।"

"ও একজন ছাত্রি।"

"ছাত্র না ছাত্রি আমি কিছুই জানি না।"

"বেশ, এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ন। মেয়েটা খুব ভালো একটা নমুনা হতে যাচ্ছে। আর এই বিষয়ে যদি আমার ভূমিকার কথা বলেন, তাহলে বলবো সেটা একটা বড়সড় গোল্লা! যদি আমি কিছু ক'রে থাকি তো আমি তার সাথে অনবরত কথা বলে চলেছি যাতে সে এ ব্যাপারটা থেকে সরে আসে।"

"আমি আপনার সাথে কোনো তর্কে যেতে চাচ্ছি না, মার্ক। আমি আপনাকে সর্তক ক'রে দিতে পারি। আপনি প্রধান রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার যে জুয়া খেলায় মেতেছেন সেটা আমি ঘৃণা করি, তাও আবার তুচ্ছ সব ছাত্রছাত্রিদের কৃতকর্মের কারণে।"

মার্ক বেলোজ শ্যান্ডলারের দিকে তাকালো, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবলো শ্যান্ডলার যদি জানতে পারে আজ রাতে সে সুজানের সাথে ডেট করতে যাচ্ছে তবে সে কি বলবে।

"হ্যারিস এই ব্যাপারে স্টার্ককে কিছু বলেছে কিনা সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই, মার্ক। আমি অবশ্য আপনাকে নিশ্চিয়তা দিচ্ছি আমি যতোদূর পারি আপনাকে কভার দেবো। কিন্তু আমাকে হ্যারিসের ব্যাপারেও জোর দিতে হচ্ছে, সুতরাং আপনি আপনার স্টুডেন্টকে এসব কর্মকাণ্ড বাদ দিতে বলুন। ছোকরাকে বলুন..."

"মেয়ে!"

"ঠিক আছে, মেয়েটাকে বলুন অন্য কিছু নিয়ে আগ্রহ দেখাতে। সর্বোপরি, সেখানে দশজন লোক ইতিমধ্যে এই বিষয় নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানের এই কোমা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে হ্যারিসের বিভাগ প্রায় কিছুই করে নি।"

"আমি চেষ্টা করবো আবার তাকে বোঝাতে, কিন্তু এটা বলতে যতোটা সহজ শোনায় আসলে ততোটা সহজ নয়। মেয়েটার নিজের মন ব'লেও তো একটা জিনিস আছে, সেই সাথে উর্বর কল্পনাপ্রসূত মস্তিষ্ক," বেলোজ ভেবে পেলো না কেন সে সুজানের কল্পনাশক্তিকে এইভাবে উল্লেখ করলো। "মেয়েটা এই বিষয়ে মাথা গলাচ্ছে কারণ তার সংস্পর্শে আসা প্রথম দু'জন রোগিই এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।"

"যাই হোক, শুধু এটুকু বলা চলে আপনাকে সর্তক করা হলো। মেয়েটা কি করবে তার প্রতিক্রিয়া আপনার উপরেই পড়বে, বিশেষত আপনি যদি মেয়েটাকে কোনো ভাবে তাকে এ কাজে সাহায্য করেন। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয় যার জন্যে আমি আপনার সাথে কথা বলছি। আরেকটা সমস্যা আছে, সেটা আরও গুরুত্বপুর্ণ। মার্ক, আমাকে বলুন, অপারেশন রুমে আপনার লকার নাম্বার কতো?"

"আট।"

"তাহলে ৩৩৮ নাম্বারের ব্যাপারটা কি?"

"সেটা আমার অস্থায়ী লকার ছিলো। আট নাম্বার লকারটা পাওয়ার আগে আমি এটা এক সপ্তাহ ব্যবহার করেছিলাম।"

"আপনি কেন ৩৩৮এ থাকলেন না?"

"আমার ধারণা ওটা অন্য কারোর ছিলো, আর আমি ওটা ব্যবহার করেছি আমার নিজেরটা পাওয়ার আগে।"

"আপনি কি ৩৩৮-এর কম্বিনেশনটা জানেন?"

"সম্ভবত জানি। আপনি কেন এটা জিজ্ঞেস করছেন?"

"কারণ ডাঃ কাউলি ওখান থেকে অদ্ভুত কিছু জিনিস পেয়েছেন। তিনি বলছেন যখন তিনি তার পোশাক পরিবর্তন করছিলেন তখন ৩৩৮ জাদুর মতো আপনা আপনি খুলে যায়, আর পুরো লকারটাই নাকি ঔষুধে ভরা ছিলো। আমরা এটা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, তিনি ঠিকই বলেছেন। সকল প্রকার ঔষুধ, এমনকি নারকোটিক্সও। লকারের তালিকায় আমি আপনার নামটা পেয়েছি ৩৩৮-এ, কিন্তু আট-এ নয়।"

"আট-এ তাহলে কে?"

"ডাঃ ইস্টম্যান।"

"তিনি বিগত এক বছর যাবৎ কোনো কেস্ নিয়ে কাজ করেন নি।"

"ঠিক। আমাকে বলুন, মার্ক, আপনাকে আট নাম্বার লকারটা কে দিয়েছিলো? ওয়াল্টার?"

"হুম্। ওয়াল্টারই আমাকে প্রথমে ৩৩৮ ব্যবহার করতে বলেন, তারপর তিনি আমাকে আট নাম্বারটা দেন।"

"ঠিক আছে। এটা নিয়ে আর কাউকে কিছু বলবেন না, অন্ততপক্ষে ওয়াল্টারের কাছে তো নয়ই। ড্রাগের ভাণ্ডার পাওয়া গেছে সেটা খুবই গুরুত্বপুর্ন ঘটনা। সুস্পষ্ট কারণে কর্তৃপক্ষ উত্তেজিত নয়, কারণ, তাহলে এই খবরটা বাইরে চাউড় হয়ে যাবে। সুতরাং খবরটা আপনার টুপির ভেতর লুকিয়ে রাখুন। আর ঈশ্বরের দোহাই, আপনার স্টুডেন্টকে অন্য কিছু নিয়ে আগ্রহী হতে বলুন, অ্যানেসথেসিয়ার জটিলতা বাদ দিয়ে।"

শ্যান্ডলারের কিউবিকল থেকে বেলোজ বেরিয়ে এলো অদ্ভুত এক অনুভূতি নিয়ে। সে যে সুজানের সাথে কাজ করছে সে কথা শুনে সে অবাক হয় নি। সে এই ব্যাপারটা নিয়ে আগে থেকেই ভীত ছিলো। কিন্তু তার লকারের ভেতর ড্রাগ পাওয়ার খবরটা অন্য একটা গল্প। সে অপারেশন এরিয়ায় ওয়াল্টারের ঘোরাঘুরির ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। তার প্রশ্ন কেন কেউ একজন এভাবে ড্রাগের মজুদ রাখতে যাবে। তারপর সহযোগীতার প্রশ্নটা এসে যায়। সুজান অতিপ্রাকৃত এবং ভয়ংকর শব্দ দুটো ব্যবহার করেছে। বেলোজ বিস্মিত হলো ঠিক কি জাতীয় ড্রাগ ৩৩৮এর লকারে পাওয়া গেছে সেটা ভেবে। এই ড্রাগ আবিস্কারের গল্পটা সুজানকে জানাবে কিনা সেই কথাটা বেলোজ ভাবলো।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, দুপুর ২টা ৩৬ মিনিট

সুজান বিস্মিত চোখে প্রধান সার্জারির অফিসের দিকে তাকালো। এটা বিশাল আর এর সাজসজ্জা অসাধারণ। দুই দেয়ালের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে বিশাল বিশাল জানালা, যার একপাশ দিয়ে বোস্টনের এক দিক এবং অন্য পাশ দিয়ে উত্তর অংশ দেখা যায়। মিস্টিক রিভার বৃজটার কিছু অংশ ধূসর মেঘে ঢেকে আছে। সাগর থেকে বাতাস ভেসে এদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়।

স্টার্কের সেগুন কাঠের ডেস্কের উপরে সাদা মার্বেলের কাজ। পেছনের দেয়াল এবং ডেস্কের ডান দিকে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত আয়না। চতুর্থ দেয়ালে অভ্যর্থনা কক্ষের সাথে দরজা এবং বুক শেল্‌ফ। শেল্‌ফের একটা অংশ দরজা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেটা একটু ফাঁক হয়ে থাকাতে ভেতরের বোতল আর একটা ছোটো রেফ্রিজারেটরটা দেখা যাচ্ছে।

দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যেখানে বুক শেল্‌ফের একটা অংশ জানালার সাথে লাগোয়া সেখানে একটা নিচু নক্সা করা কাঁচের টেবিল রয়েছে, যার চারদিকে আছে ফাইবার গ্লাসের চেয়ার। চেয়ারের চামড়ার কুশনগুলো উজ্জ্বল কমলা এবং সবুজের মিশ্রণ একটি রঙের।

স্টার্ক বিশাল ডেস্কের পেছনে ব'সে আছে। তার প্রতিবিম্ব পাশের আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে। ডেস্কের উপরে পা উঠিয়ে রেখে একটা পত্রিকা পড়ছে স্টার্ক, তার কাঁধে এসে পড়েছে সূর্যের আলো।

তার শীর্ণকায় শরীরটা নিঁখুতভাবে তৈরি সুটে সজ্জিত। বাম বুক পকেট থেকে একটা কমলা রঙের স্কার্ফ বেরিয়ে আছে। তার ধূসর চুল মাঝারি মাপের লম্বা, উঁচু কপাল থেকে পেছনের দিকে ব্যাক ব্রাশ করা চুল তার দু'কান ঢেকে দিয়েছে। মুখটা আভিজাত্যপূর্ণ, তীক্ষ্ম আর সরু নাক। একটা অর্ধ কাঁচের ফ্রেমের চমশা চোখে, ফ্রেমটা লাল রঙের। তার সবুজ চোখ দ্রুত চারদিক ঘুরে এসে হাতের পত্রিকার দিকে নিবিষ্ট হলো।

সুজান চারপাশের উজ্জীবিত সাজসজ্জা এবং স্টার্কের বিশাল সার্জারির সুনামের কারণে ভয়ে ভয়ে আছে। স্টার্কের হাসি হাসি মুখ আর তার হাস্যকর অঙ্গভঙ্গির জন্যে সুজানের ভয় কিছুটা কমে এলো। ঘটনা হলো সে তার দুই পা টেবিলের উপরে তুলে রাখার জন্যে সুজান আরো বেশি স্বস্তি অনুভব করছে, যেনো স্টার্ক হাসপাতালে তার বিশাল অবস্থানকে ততোটা গুরুত্ব সহকারে নেয় না।

সার্জন হিসেবে তার দক্ষতা এবং মেডিকেলের প্রশাসনিক কাজে তার ক্ষমতার জন্যে তার পক্ষে প্রচলিত একজন এক্সিকিউটিভের ভাবভঙ্গি এড়ানো সম্ভব হয়েছে

ব'লে সুজান মনে করে। স্টার্ক তার পত্রিকা পড়া শেষ ক'রে তার সামনে বসা সুজানের দিকে তাকালো।

"এটা খুবই ইন্টারেস্টিং, ইয়াং লেডি। সার্জিক্যাল কেসগুলোর ব্যাপারে আমি স্পষ্টত পুরোপুরি সচেতন কিন্তু আমার কোনো ধারণাই ছিলো না যে, এই রকম সমস্যা এই হাসপাতালে ঘটছে। ঘটনাগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হোক আর না হোক, এ বিষয়ে তুমি একটা সম্পর্ক খুঁজে পাবার চেষ্টা করছো ব'লে আমি তোমাকে অবশ্যই কৃতিত্ব দেবো। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুটো রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট এবং মৃত্যু চিন্তার খোরাক জোগাচ্ছে, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তুমি তাদেরকে সম্পর্কযুক্ত করেছো, কারণ তুমি মনে করছো সবগুলো কেসের মধ্যেই রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন রয়েছে। আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো, এতে ক'রে অ্যানেসথেসিয়ার কেস্গুলো ব্যাখা করা যায় না, কারণ ঐ সময় রেসপিরেটরি কর্মকাণ্ড কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিলো। তুমি হয়তো বলতে পারো পূর্বের কিছু এনকেফালাইটিস অথবা মস্তিষ্কের ইনফেকশন অ্যানেসথেসিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি করেছে...ঠিক আছে, সেটা আমাকে দেখতে দাও।"

স্টার্ক তার পা ডেস্ক থেকে নামিয়ে জানালার দিকে গেলো। অসচেতনভাবে সে তার চশমাটা খুলে সেটার ডাটি চুষতে লাগলো। তার চোখ কুচ্কে আছে। "পূর্বের অজ্ঞাত ভাইরাল ইনফেকশনের সাথে পারকিনসনিজম সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি তোমার থিওরিটা সম্ভব। কিন্তু কিভাবে এটা প্রমাণ করা যাবে?" স্টার্ক ঘুরে সুজানের দিকে মুখ ক'রে বসলো। "তুমি অবশ্যই নিশ্চয়তা দেবে আমরা অ্যানেসথেসিয়ার জটিলতা নিয়ে তদন্ত করবো। সব কিছু—এবং আমি বুঝাতে চাচ্ছি আসলে সব কিছুই—আমরা অ্যানেসথেসিয়ার কেসগুলো নিয়ে খুবই গভীর মনোযোগের সাথে গবেষণা করেছি—এসব নিয়ে অনেকে কাজ করছে, অ্যানেসথেলজিস্ট, এপিডিওমিওলজিস্ট, ইন্টারনিস্ট, সার্জন...সবাই কাজ করেছে। অবশ্য একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট বাদে।" স্টার্ক উষ্ণভাবে হেসে সুজানের দিকে তাকালে সুজান লোকটার সুবিদিত ক্যারিশমাটা টের পেলো।

"আমি বিশ্বাস করি," সুজান বললো, তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করেছে, "প্রধান কম্পিউটার ব্যাংক থেকে অনুসন্ধান শুরু করা উচিত। কম্পিউটারের তথ্য আমি যেটা পেয়েছি সেটা শুধুমাত্র গত বছরের, তাও অন্যের মাধ্যমে। যদি কম্পিউটারকে সরাসরি সমস্ত কেসের জন্য বলা হয়, ধরুণ বিগত পাঁচ বছরের রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন, কোমা এবং অব্যাখ্যাত মৃত্যু সম্পর্কে, তাহলে আমার কোনো ধারণাই নেই কি রকম ফলাফল বেরিয়ে আসবে।

"তারপর এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কেসগুলোর সম্পূর্ণ একটা রিপোর্ট, আর সেই তালিকা থেকে কমন কিছু আছে কিনা সেটা খুঁজে বের করাটা হবে খুবই

পীড়াদায়ক। আগের কোনো ভাইরাল ইনফেকশন আর রোগের ব্যাপারে জানার জন্যে রোগির পরিবারের ইন্টারভিউও নিতে হবে। অন্য কাজটা হলো বিদ্যমান সব ধরণের এন্টিবডি স্ক্রিন কেস্ থেকে সিরাম নিতে হবে।" সুজান ভালো ক'রে স্টার্কের দিকে তাকালো, মনে মনে এক ধরণের অপ্রীতিকর জবাব পাবার প্রস্তুতি নিতে থাকলো সে, ঠিক যেমনটি সে পেয়েছে নেলসন আর হ্যারিসের কাছ থেকে। পক্ষান্তরে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে স্টার্ক সুজানের পরামর্শটি নিয়ে ভাবছে। দেখে মনে হচ্ছে সে একজন খোলা মনের মানুষ।

শেষ পর্যন্ত সে বলে উঠলো। "শটগান-স্টাইল এন্টিবডি স্ক্রিনিং খুব একটা কার্যকরী নয়, এটা সময় সাপেক্ষ এবং অনেক বেশি ব্যয়বহুল।"

"কাউন্টার-ইমিউন-ইলেকট্রোফোরোসিস টেকনিক এসব অসুবিধা দূর করতে পারে," সুজান স্টার্কের কথায় উৎসাহ যোগালো।

"সম্ভবত, কিন্তু এটা অসংখ্য অর্থের প্রতিনিধিত্ব করছে, যেটা থেকে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার সম্ভবনা খুব কম। এ কাজ করার আগে আমাকে নির্দিষ্ট কিছু প্রমাণ হাজির করতে হবে। কিন্তু তুমি এই ব্যাপারটা মেডিসিন বিভাগের ডাঃ নেলসনের কাছে সাজেস্ট করতে পারো। ইমিউনোলজি একটি স্পেশাল বিভাগ।"

"আমি মনে করি না ডাঃ নেলসন এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন," সুজান জবাবে বললো।

"সেটা কি জন্যে?"

"সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এর মধ্যে ডাঃ নেলসনের সঙ্গে কথা বলেছি। সুতরাং আমি জানি তিনি আগ্রহী নন। আর এ ব্যাপারে তিনি মোটেও একা নন। আমি আমার ধারণাটা আরেকটা বিভাগীয় প্রধাণের কাছে জানিয়েছিলাম, তিনি মনে করেন আমি বোধহয় এমন কোনো দুষ্ট শিশু যার সংশোধন হবার প্রয়োজন রয়েছে। চারদিক থেকে অসহযোগীতা পেয়ে আমার মনে হচ্ছে এখানে কিছু একটা ঘটছে।"

"সেটা কি?" সুজান যে তথ্যগুলো দিয়েছে সেগুলোতে চোখ বুলাতে বুলাতে স্টার্ক জিজ্ঞেস করলো।

"বেশ, আমি জানি না সঠিক কি শব্দ ব্যবহার করতে হবে...নোংরা খেলা...অথবা জঘন্য কিছু।"

সুজান হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করলো, আশা করলো ওপক্ষ থেকে হাসি অথবা রাগের বর্হিপ্রকাশ দেখা যাবে। কিন্তু স্টার্ক কেবল তার চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে শহরের দিকে তাকালো আবার।

"নোংরা খেলা। তোমার একটা কল্পনাশক্তি আছে, ডাঃ হুইলার, সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

স্টার্ক আবার রুমের দিকে ফিরে উঠে দাঁড়ালো, নিজের ডেস্কের চারপাশে পায়চারী করতে লাগলো সে। "নোংরা খেলা," আবারও বললো সে। "আমি মানছি, আমি কখনও সেটা ভাবি নি। কখনই না," স্টার্ক খুব সংক্ষেপে সেদিন সকালে ৩৩৮ নাম্বার লকার থেকে কাউলির উদঘাটন করা ড্রাগ সমন্ধে বললো; এই খবরটা তাকে খুবই বিব্রত করেছে। সে আবারো তার ডেস্কে ঝুঁকে ব'সে সুজানের দিকে তাকালো।

"যদি তুমি নোংরা খেলা সমন্ধে ভেবে থাকো, তবে উদ্দেশ্যটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে। আর এরকম হৃদয়বিদারক অধ্যায়ের কেবলমাত্র একটা উদ্দেশ্য থাকবে না। অনেকগুলো অসংগতি রয়েছে। আর কোমা? তাহলে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে অতি চুতুর কোনো সাইকোপ্যাথ এইসব কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অপারেশন রুমে এরকম নোংরা খেলার ধারণাটি প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। ওখানে রোগিকে খুব কাছ থেকে অনেকগুলো মানুষ দেখে থাকে।

"তবে এটাও ঠিক, অনুসন্ধান করতে হলে খোলা মনে নিয়েই করা উচিত, তারপরও আমি মনে করি না এক্ষেত্রে কোনো নোংরা খেলার ব্যাপার সম্ভব। তবে আমি এটা মানছি, এ বিষয়ে আমি একটুও ভাবি নি।"

"আসলে," সুজান বললো, "আমি আপনাকে কোনো নোংরা খেলার ধারণা দেবার জন্য এখানে আসি নি। কিন্তু এটা আমি করতে পেরেছি ব'লে খুশি। আসল সমস্যায় ফিরে আসি। এন্টিবডি স্ক্রিনিং যদি খুব ব্যয়বহুল হয়ে থাকে তবে চার্ট রিভিউ এবং ইন্টারভিউ নেয়াটা তুলনামূলকভাবে সস্তায় করা যাবে। আমি সেটা নিজ দায়িত্বে নেবো শুধু আপনার কাছ থেকে আমার সামান্য সাহায্যের দরকার হবে।"

"কি জাতীয় সাহায্য?"

"প্রথমত, কম্পিউটার ব্যবহারের ব্যাপারে আমার কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের দরকার। দ্বিতীয়ত, ঐসব চার্টগুলো যাতে আমি পেতে পারি সেই অনুমোদনেরও প্রয়োজন রয়েছে। তৃতীয়ত, নিচের তলায় হয়তো আমার একটু সমস্যাটা হতে পারে।"

"কি জাতীয় সমস্যার কথা বলছো?"

"ডাঃ হ্যারিস। তিনি আমার উপর খুব ক্ষেপে আছেন। আমি মনে করি তিনি আমার সার্জিক্যাল রোটেশনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন। মনে হয় তিনি মেয়েদের মেডিসিনে আসাটা পছন্দ করেন না, আর আমি হয়তো তার এই সংস্কারে আঘাত করেছি।"

"ডাঃ হ্যারিসের সাথে তাল মিলিয়ে চলাটা কঠিনই। তিনি একটু আবেগী চরিত্রের মানুষ। কিন্তু এটাও ঠিক, এই দেশে তিনিই সম্ভবত অ্যানেসথেলজি সমন্ধে

সবচেয়ে বেশি জানেন। সুতরাং তার অন্য দিকটা দেখার আগপর্যন্ত তুমি তার সাথে উল্টাপাল্টা কিছু করো না। আমি বিশ্বাস করি মেয়েদের মেডিসিনে আসার ব্যাপারে তার যে অনীহা সেটা তার ব্যক্তিগত কিছু কারণেই তৈরি হয়েছে। এটা হয়তো প্রশংসার যোগ্য নয়, কিন্তু এটা বোধগম্য। যাই হোক, তোমার জন্য কি করতে পারি সেটা আমি দেখবো। একই সাথে আমি অবশ্যই তোমাকে বলছি, তুমি খুব স্পর্শকাতর একটা বিষয়ে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছো। তুমি সন্দেহাতীতভাবেই নিজের কাজের বাইরের বিষয় নিয়ে কাজ করছো যেটা কেবল এই হাসপাতালের জন্যেই নয় বরং বোস্টন মেডিকেল কমিউনিটির জন্যেও খুবই খারাপ একটি প্রচারণার জন্ম দেবে। সতর্কভাবে এগোও, ইয়াং লেডি, যদি তুমি এটা নিয়ে এগোতে চাও আর কি। এ কাজে তুমি কোনো বন্ধু পাবে না। আমার মতামত হলো, গোটা ব্যাপারটা তোমার বাদ দেয়া উচিত। যদি তুমি এটা চালিয়ে যাওয়া মনস্থির করো তবে আমি চেষ্টা করবো তোমাকে সাহায্য করতে, যদিও আমি কোনো কিছুর গ্যারান্টি দিতে পারছি না। তুমি কোনো কিছু জোগার করতে পারলে আমি খুশি হয়েই আমার মতামত জানাবো। যতো বেশি তথ্য থাকবে তোমার কাছে ততোই তোমাকে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাইয়ে দিতে আমার জন্যে সুবিধাজনক হবে।"

স্টার্ক দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলো। "আজ সন্ধ্যায় আমাকে একটা কল দিও, তোমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমি যদি কোনো সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারি তবে তোমাকে জানাতে পারবো।"

"ধন্যবাদ, আপনার মূল্যবান সময় আমাকে দেয়ার জন্য, ডাঃ স্টার্ক," সুজান দরজার কাছে যেয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো, ফিরে স্টার্কের দিকে আবার তাকালো সে। "আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, আপনার সেই সুনামটা আর বজায় থাকবে না। একজন নারী-খাদক হিসেবে আপনার সুনামের কথা বলছি।"

"সম্ভবত যখন তুমি টিচিং রাউন্ডের সময় পাবে তখন তুমিও অন্যদের সাথে একমত হবে," স্টার্ক হাসতে হাসতে বললো।

সুজান বিদায় জানিয়ে চলে এলো।

স্টার্ক তার ডেস্কে ফিরে এসে ইন্টারকমে তার সেক্রেটারির সাথে কথা বললো। "ডাঃ শ্যান্ডলারকে ডাকুন, দেখুন তো তিনি ডাঃ বেলোজের সাথে কথা বলেছেন কিনা। তাকে বলুন আমি লকার রুমে পাওয়া ড্রাগগুলোর সবটাই পেতে চাই, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

স্টার্ক ঘুরে ব'সে মেমোরিয়ালের মূল কমপ্লেক্সের দিকে তাকালো। তার জীবন এতো বেশি ঘনিষ্টভাবে এই হাসপাতালের সাথে জড়িত যে, একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে সেটাকে আর আলাদা করা যায় না। যেমনটি বেলোজ সুজানকে বলেছিলো, স্টার্ক ব্যাক্তিগতভাবে এতো বেশি টাকা জোগার করেছে যে, সেই টাকা দিয়েই এই

হাসপাতালটাকে পুণরুজ্জীবিত করা হয়েছে, এর সাতটা নতুন ভবনও তৈরি করা হয়েছে। অনেকটা তার তহবিল গড়ে তোলার ক্ষমতার কারণেই তাকে এই মেমোরিয়ালের সার্জারির বিভাগের প্রধান করা হয়েছে।

সে যতোই ৩৩৮-এর ড্রাগের কথা ভাবছে, সম্ভাব্য জড়িতদের কথা অনুমাণ করছে ততোই তার রাগ বেড়ে যাচ্ছে। এর পরিণামে সাধারণ জনগণ এই মেমোরিয়োলের উপর আর বিশ্বাস রাখতে পারবে না।

"ঈশ্বর," সে অনেকটা জোরে বলে উঠলো, তার চোখ সম্মোহিত হয়ে আছে পুঞ্জীভূত বরফের মেঘের দিকে তাকিয়ে। তার কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই মেমোরিয়ালটা এ দেশের এক নাম্বার হাসপাতালের যে অবস্থানে এসে পৌঁছেছে সেটা বোকাচোদারা ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। বছরের পর বছরের সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যেতে পারে। হাসপাতালের সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলছে তার এই বিশ্বাসকে এটা নাড়িয়ে দিতে পারে।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭টা ২০মিনিট

সন্ধ্যার বিষন্নতা বোস্টনের শীতের রাতকে আরো দীর্ঘায়িত ক'রে দিচ্ছে। সুজান হারভার্ড লাইনের চালর্স স্ট্রিটের স্টেশনের একটা ট্রেন থেকে নেমে মুক্ত বাতাসে পদার্পন করলো। বাতাস এখনও আর্কটিক থেকে বয়ে চলছে, নদীর শেষপ্রান্ত আর স্টেশন থেকে শিষ দিয়ে উঠে এসে দীর্ঘ প্লাটফর্মের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। সুজান সিঁড়ির দিকে এগোতে থাকলে ট্রেনটা তার ডান পাশ দিয়ে ছুটে স্টেশনটা ছাড়তে শুরু করলো। টানেলে ঢোকার সময় এর চাকার ঘর্ষণের শব্দ শোনা গেলো বহু দূর পর্যন্ত।

সুজান চালর্স স্ট্রিট এবং ক্যামবৃজ স্ট্রিটের মাঝামাঝি ওভারবৃজটা ব্যবহার ক'রে রাস্তা পার হলো। তার নিচ দিয়ে ছোটো ছোটো গাড়ি যাতায়াত করছে, কিন্তু ক্ষতিকর গ্যাসের গন্ধ রাতের বাতাসটাকে এখনও ভারি ক'রে রেখেছে। সুজান চালর্স স্ট্রিটে নেমে পড়লো, তার সামনের ঔষুধের দোকানগুলো সারা রাত খোলা থাকে। পথে কিছু মাতাল অথবা ভবঘুরে ঘোরাফেরা করছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন সুজানের কাছাকাছি এসে কিছু খুচরো পয়সা চাইলে সুজান আরো দ্রুত পা চালালো। একজন ব্যস্ত দাড়িওয়ালা লোক তার সামনে এসে দাঁড়ালে তার সাথে ধাক্কা খেলো।

"আসল পত্রিকা অথবা ফিনিক্স, সুন্দরি?" দাড়িওয়ালা লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করলো ঘোরলাগা চোখে। লোকটার ডান হাতে কয়েকটা পত্রিকা।

সুজান লোকজন এবং তাদের হাসাহাসি উপেক্ষা ক'রে চলে গেলো। সে চার্লস স্ট্রিট অতিক্রম করলে তার চারপাশের পরিবেশটাও বদলে গেলো। কতোগুলো এন্টিক শপের জানালা দিয়ে ভেতরে রাখা পণ্যগুলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু ঠাণ্ডা রাতে সেটা তার কাছে জরুরি নয়।

মাউন্ট ভারনন স্ট্রিটে সে বাম দিকে মোড় নিয়ে বিকন হিলে পৌছে গেলো সে। দরজার নাম্বার দেখে বুঝতে পারলো তাকে আরেকটু যেতে হবে। সে লুইসবার্গ স্কোয়ারটা ফেলে আসলো। জানালা দিয়ে কমলা রঙের আলো বাইরে বের হয়ে আসছে, সেটা যেনো শীতের রাতে একটু উষ্ণতার প্রতীক। বাড়িগুলো তাদের কঠিন ইটের আস্তরণে এক ধরণের শান্তি আর সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

বেলোজের অ্যাপার্টমেন্ট এখানকার বিল্ডিংয়ের বাম দিকে, প্রায় একশো গজ দূরে লুইসবার্গ স্কয়ারের পেছনে। এখানকার বিল্ডিংগুলোর পেছনে রয়েছে লন। সুজান ধাতব গেটটা ঠেলে পাথর বিছানো লন দিয়ে ভারি দরজাটার কাছে পৌছে

গেলো। তার নিল আঙুলগুলো ঘষে নিলো আর হাটতে হাটতে তার পায়ে রক্তচলাচল বাড়ানোর চেষ্টা করলো। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত তার পায়ে এবং হাতে সবসময় ঠাণ্ডা লাগে। বাজার বেলের কাছে পৌছে সেটার নিচে নামগুলো পড়ে নিলো সুজান। বেলোজের নাম্বার পাঁচে। সে জোরে বাটন চেপে ধরলে বাজারের শব্দ শুনতে পেলো।

কিছুটা ভয়ে দরজার নবটা ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেলো। তার সামনে বাম দিকে উঠে গেছে একটা ঘুরানো সিঁড়ি। মাথার উপরে পিতলের একটি ঝারবাতি ঝুলছে। হলঘরে রাখা বিশাল আয়নার ফ্রেমটার কারণে ঘরটাকে আরো বেশি বড় ব'লে মনে হচ্ছে। আয়নার নিজের চেহারাটা দেখে চট ক'রে চুলটা একটু ঠিক ক'রে নিলো সে। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় খেয়াল করলো প্রতিটি ল্যান্ডিংয়ে চমৎকার সব পেইন্টিং টাঙানো আছে।

বেলোজের ঘরের দরজার সামনে পৌছাতেই তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেলে সে একটু থামলো। সিঁড়ির রেলিংটা ধরে নিচে তাকিয়ে পাঁচ তলার নিচে ফয়ারটা দেখতে পেলো। সুজান দরজায় নক করার আগে বেলোজই দরজাটা খুলে দিলো।

"এখানে এক বোতল অক্সিজেন আছে, আপনার যদি লাগে, দাদি মা," বেলোজ হাসতে হাসতে বললো।

"হায় ঈশ্বর, এখানকার বাতাস খুবই হাল্কা। আমি কি এখানে কিছুক্ষণের জন্য বসতে পারি, কয়েক মিনিট এখানে থাকলে হয়তো সুস্থ বোধ করবো।"

"এক গ্লাস *বোরদ্* তোমাকে একেবারে সুস্থ ক'রে তুলবে। তোমার হাতটা এদিকে দাও তো।" বেলোজ সুজানের হাত ধরে তাকে তার অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে নিয়ে গেলে সে তার কোটটা খুলে ফেললো। ঘরের চারপাশটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিলো সে। রান্নাঘরে গিয়ে দু'গ্লাস রেড ওয়াইন নিয়ে ফিরে এলো মার্ক বেলোজ।

দরজার কাছে রাখা একটা চেয়ারে সুজান তার কোটটা ছুড়ে ফেলে বুট জুতো জোড়া খুলে ফেলে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিলো। তার মনোযোগ এখনও ঘরের দিকে। "একজন সার্জনের জন্য সত্যিই খুব সুন্দর আর রুচিসম্মত সাজানো গোছানো ঘর," ঘরের মধ্যে হাটাহাটি করতে করতে বললো সে।

বিশ বাই চল্লিশ ফিটের একটি ঘর। প্রতিটি প্রান্তে একটা ক'রে বিশাল পুরনো ফায়ারপ্লেস আর প্রতিটি থেকে আনন্দদায়ক আলো ছড়াচ্ছে। ছাদ অনেক উঁচুতে। দূরের দেয়ালটা কিছুটা জ্যামিতিক ধাঁচের। সেখানে গৃহস্থালী বুক-শেলফ, আর বিশাল স্টেরিও, টিভি এবং টেপ সিস্টেম রয়েছে। কাছের দেয়ালে কিছু ইট খোলা, সেখানে লিথোগ্রাপ এবং মধ্যযুগীয় মিউজিক শিটের আর্কষণীয় ফ্রেম আর পেইন্টিং দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। ফায়ারপ্লেসের ডান দিকে একটা এন্টিক হাওয়ার্ড ঘড়ি। জানালার দুই দিকে দুটো ফায়ারপ্লেস।

ঘরে আসবাবপত্র খুব বেশি নেই। বোখারা থেকে আনা চমৎকার কিছু নিল এবং ক্রিম রঙের কার্পেট আছে ঘরের মাঝখানে। পাশেই খুব নিচু একটা কফি টেবিলও রয়েছে, যার চারপাশ জুড়ে রাখা আছে কিছু বালিশ।

"খুবই সুন্দর," সুজান ঘরের চারপাশে আরেকবার তাকিয়ে বললো, তারপর ধপ্ ক'রে একটা হাতাওয়ালা চেয়ারে ব'সে পড়লো সে। "আমি এরকম কিছু কখনও আশা করি নি।"

"তুমি কি আশা করে ছিলে?" মার্ক নিচু টেবিলের অন্য পাশে ব'সে পড়লো।

"একটা অ্যাপার্টমেন্ট। মানে, টেবিল, চেয়ার, সোফা, সচরাচর যেমনটি থাকে।"

দু'জনেই হেসে ফেললো। তারা বেশ ভালো করেই জানে তারা একে অন্যকে ভালো ক'রে চেনে না। ওয়াইন পান করতে করতে তাদের কথোপকথন একটা চপল আর চটুল পর্যায়ে চলে এলো। সুজান তার পায়ের আঙুলগুলো উষ্ণ করতে তার মোজাযুক্ত পায়ের পাতা আগুনের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"আরেকটু ওয়াইন দেবো, সুজান?"

"হ্যা, অবশ্যই। এটার স্বাদ সত্যিই ভালো।"

মার্ক কিচেনের দিকে গেলো বোতল আনার জন্যে। দুই গ্লাসে আরও ওয়াইন ঢাললো সে।

"কেউ বিশ্বাসই করবে না আজ আমি কেমন দিন কাটিয়েছি, অবিশ্বাস্য," সুজান তার ওয়াইনের গ্লাস চোখের সামনে ধরে বললো। আগুনের আঁচ তার লালচে আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে।

"তুমি যদি তোমার আত্মহত্যার যুদ্ধ থেকে বিরত না থাকো তাহলে আমি যেকোনো কিছুই বিশ্বাস করবো। তুমি কি স্টার্কের সাথে দেখা করেছো?"

"তুমি বিশ্বস করবে না তিনি আসলে খুবই বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন একজন মানুষ... অন্তত হ্যারিস অথবা এমনকি নেলসনের চেয়ে অনেক বেশি।"

"সর্তক থেকো, সুজান, কেবল এটাই আমি বলতে পারি। স্টার্ক হচ্ছে একজন বহুরুপী মানুষ। আমি তার সাথে অনেক বেশি কাজ করেছি। এমনকি আজও। আমি দেখতে পাচ্ছি কোনো কারণ ছাড়াই সে আমার প্রতি খুব রেগে আছে, কারণ কোনো শয়তান অর্ধ-ব্যবহৃত মেডিসিন আমার লকারে রেখে দিয়েছিলো। ঐ লকারটা আমি মাত্র কয়েকদিনের জন্য ব্যবহার করেছিলাম। সে আমাকে এ সমন্ধে কিছু জিজ্ঞেসও করে নি, অথচ এটা করাই খুব স্বাভাবিক একটা কাজ হোতো। তার বদলে সে ব্যাপারটা এখানকার রেসিডেন্ট প্রধান বেচারা শ্যান্ডলারকে জানিয়েছে। আর শ্যান্ডলার আমার একটা কেস্ বাতিল ক'রে দিয়েছে, আমাকে ডেকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করেছে। তারপর সে আমাকে রাউন্ড থেকে ডেকে নিয়ে

জানিয়েছে স্টার্ক চায় আমি এর একেবারে আদ্যোপান্ত সবই যেনো জেনে নিই। আমার আসলে কিছু করার নেই।"

"লকারের ড্রাগগুলোর ব্যাপারটা কি?" সুজানের মনে পড়ে গেলো ডাক্তার নেলসন তার সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলছিলো।

"আমার মনে হয় না আমি পুরো গল্পটা জানি। খালি জানি একজন সার্জন একটা অপারেশন লকারে, যেটা বুড়ো ওয়াল্টার আমাকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলো, সেখানে কিছু ড্রাগ খুঁজে পেয়েছে। সেখানে নারকোটিক, কিউরার, এন্টিবায়েটিক—আস্ত একটা ফার্মেসি পেয়েছে সে।"

"তারা জানে না কে সেগুলো সেখানে রেখেছে, এবং কেন রেখেছে?"

"আমারও তাই মনে হয়। আমার ধারণা কেউ এই সব ড্রাগ সংরক্ষণ ক'রে রাখে জাহাজে ক'রে বায়াফ্রা অথবা বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য। ওখানে সবসময় এরকম কিছু লোক থাকে যারা এই প্রকৃতির। কিন্তু কেন তারা সেগুলো লাউঞ্জের একটা লকারে সংরক্ষণ করবে যেটা আমি ব্যবহার করছি, এটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।"

"কিউরার হচ্ছে স্নায়ু প্রতিবন্ধক, তাই না মার্ক?"

"হু, একটা মারাত্মক স্নায়ু প্রতিবন্ধক ঔষধ। মহামূল্যবান ড্রাগ। ওহ্, তোমাকে তো বলা হয় নি, আমি কিছু স্টিকস্ এনে রেখেছি আর রান্নাঘরের জানালার বাইরের ফায়ারপ্লেসে দেবার জন্যে কিছু হিবাচির ডালপালা।"

"এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না, মার্ক। আমি ক্লান্ত। ক্ষুধার্তও বটে।"

"আমি তোমার জন্য স্টেকস নিয়ে আসছি," মার্ক তার ওয়াইন গ্লাস নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেলো।

"কিউরার ঔষুধটি কি শ্বাসপ্রশ্বাসে বিঘ্ন সৃষ্টি করে?" সুজান জিজ্ঞেস করলো।

"না। এটা কেবল সব ধরণের মাংসপেশীকে অবশ ক'রে দেয়। তখন শ্বাস নিতে চাইলেও শ্বাস নেয়া যায় না। ফলে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়।"

সুজান তার গ্লাসটা ঠোঁটের কিনারায় ধরে রেখে এক দৃষ্টে ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে রইলো। নৃত্যরত আগুনের শিখা তাকে সম্মোহিত ক'রে রেখেছে। কিউরার, গৃনলি আর বারম্যান সমন্ধে ভাবছে সে। একটা বড় কয়লা জ্বলতে থাকলে ফায়ারপ্লেসের আগুন হঠাৎ ক'রে বেড়ে গিয়ে সেখান থেকে এক টুকরো কয়লা জ্বলতে জ্বলতে বাইরে এসে পড়লো। সুজান লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে সেটা আবার ফায়ারপ্লেসের গর্ভে ঠেলে দিলো। তারপর রান্নাঘরের দরজার দিকে পা বাড়ালো সে। ওখানে গিয়ে দেখতে পেলো মার্ক স্টেকস্গুলো গরম করছে।

"আমি যেটা খুঁজে পেয়েছি স্টার্ক সেটা নিয়ে খুবই আগ্রহী। তিনি এরই মধ্যে আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। আমি তাকে আমাকে সাহায্য করার জন্য বলেছিলাম, রোগিদের তালিকাটা পাওয়ার জন্যে। আজ সন্ধ্যায় যখন আমি তাকে কল ব্যাক করি তখন তিনি বললেন তিনি সেগুলো আমাকে পাইয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাকে বলা হয়েছে সেগুলো সবই নাকি নিউরোলজির একজন প্রফেসর ডাঃ ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ারি নিয়ে গেছেন। তুমি কি তাকে চেনো?"

"না। কিন্তু এতে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আমি নন-সার্জিক্যাল লোকদের খুব একটা চিনি না।"

"ম্যাকলিয়ারিকে আমার খুবই সন্দেহজনক ব'লে মনে হচ্ছে।"

"ওহ্ হো, আবার ঐ এক প্যাচাল, উর্বর কল্পনা! ডাঃ ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ারি রহস্যজনকভাবে ছয়টা রোগির গুরুমস্তিষ্ক নষ্ট ক'রে ফেলেছেন..."

"বারোজন..."

"ঠিক আছে, বারোজন। যাতে কোনো ধরণের সন্দেহের উদ্রেক না হয় সেজন্যে তিনি সেইসব লোকের চার্ট ধ্বংস ক'রে ফেলেছেন। আমি দিব্য চোখে এই খবরটার হেডলাইন *বোস্টন গ্লোব* পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি।" মার্ক হাসতে হাসতে হিবাচি গাছের ডাল ফায়ারপ্লেসে ঢোকাতে লাগলো।

"বলতে থাকো, আর আরো জোরে জোরে হাসো। কিন্তু একই সাথে ম্যাকলিয়ারির ব্যাপারে একটা ব্যাখা তো দেবে। সবাই এই কেসগুলো একসূত্রে গাঁথতে দেখে কম বেশি বিস্মিত হয়েছে। সবাই, একমাত্র ডাঃ ম্যাকলিয়ারি ছাড়া। তার কাছে পুরো তালিকাটা আছে। আমার মনে হচ্ছে তালিকাগুলো দেখতে পারলে কাজের কাজ হবে। হতে পারে তিনি এই বিষয়গুলো নিয়ে কিছু সময় অনুসন্ধান করেছেন, হয়তো এক্ষেত্রে তিনি আমার চেয়ে এগিয়ে আছেন। এটা বিশ্বাস করতে ভালো লাগছে। আর যদি তাই হয়, তাহলে আমি তাকে হয়তো কিছুটা সাহায্যও করতে পারবো।"

মার্ক কোনো জবাব দিলো না। সে ভাবতে লাগলো কিভাবে সুজানকে সে এই ব্যাপারটা থেকে সরিয়ে আনতে পারবে। অন্তত এই সব কথাবার্তা থেকে। একই সাথে সে সালাদ তৈরিতেও মনোযোগ দিলো। তার স্পেশাল ডিশ। যখন সে রান্নাঘরের জানালাটা খুলে দিলো চারদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

সুজান দরজায় হেলান দিয়ে মার্ককে দেখছে। তার মনে হলো একজন বউ থাকলে কতো দারুণই না হতো। বাসায় ফিরে এসে দেখতে পেতো বউ সব গোছগাছ ক'রে রেখেছে। টেবিলে খাবার-দাবার সব সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একই সাথে এটা তার কাছে খুবই হাস্যকর আর অনায্য ব'লে মনে হচ্ছে যে, সে কখনও একজন বউ পাবে না।

"আমি আজ জেফারসন ইনস্টিটিউটে কল করেছিলাম।"

"তারা কি বললো?" মার্ক সুজানের হাতে কয়েকটা প্লেট ধরিয়ে দিয়ে রুপার চামচ, ন্যাপকিন আর টেবিলের দিকে যেতে ইঙ্গিত করলো।

"তোমার কথাই ঠিক, ওখানে যাওয়াটা, মানে পরিদর্শন করাটা একটু কঠিন ব'লেই মনে হচ্ছে," সুজান তার জিনিসপত্র টেবিলে বয়ে নিতে নিতে বললো। "আমি বলেছিলাম আমি সেখানে একটু আসতে চাচ্ছি, সেখানকার সুযোগ সুবিধাগুলো দেখতে চাচ্ছি কারণ আমি ঐসব রোগিদের একজনকে দেখতে চাই। তারা আমার কথা শুনে হাসলো। আমাকে জানালো শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠরাই নাকি দেখা করতে পারে, তাও আবার আগে থেকে জানিয়ে আসতে হয়। ওখানে আগতদেরকে খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে থাকতে দেয়া হয়। তারা আমাকে বললো রোগি দেখাশুনা করার প্রয়োজনে দেখা করাটা নাকি গ্রহণযোগ্য নয়, কেবলই আবেগবশত একটি ব্যাপার। পরিবারেরর সদস্যদের জন্য তারা শুধু বিশেষ ব্যবস্থায় দেখা করার আয়োজন ক'রে থাকে। তুমি যে মাসিক টুরের কথা বলেছিলে তারা সেটার কথা বললো। আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট হলেও আমার জন্যেও একই নিয়ম প্রযোজ্য ব'লে জানালো। কোনো রকম রুটিন পরিবর্তন করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে জায়গাটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং বলেই মনে হচ্ছে।"

সুজান টেবিল গোছানো শেষ ক'রে আবার আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলো। "আমি সত্যিই পরিদর্শন করতে চাচ্ছি, শুধুমাত্র বারম্যানকে আরেকবার দেখার জন্য। আমার একটা অনুভূতি কাজ করছে যে, আমি যদি বারম্যানকে আবার দেখতে পারি তাহলে সম্ভবত আমি অনায়াসে এই কেসটা...ক্রুসেডটা, যে নামে তুমি ডাকো, সেটা ছেড়ে দিতে সমর্থ হবো। এমনকি আমি এটাও বুঝতে পারছি যে, আমি হয়তো স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারবো।"

মার্ক একটা আশা বুকে নিয়ে রান্নাঘরের কাজ ফেলে সোজা চলে এলো তার শেষ বাক্যটা শুনতে। স্টেকস্‌গুলো আবার উল্টে দিয়ে জানালাটা আবার বন্ধ ক'রে দিলো সে। "তুমি কেন ওখানে যাচ্ছো না? আমি বলতে চাইছি, এটা অবশ্যই অন্য যেকোনো হাসপাতালের মতোই হবে। সম্ভবত মেমোরিয়ালের মতোই কোলাহলপূর্ণ একটা জায়গা। তুমি যদি ওখানকার লোকজনের মতো আচরণ করো তাহলে সম্ভবত কেউ তোমাকে কোনো প্রশ্ন করবে না। তুমি একটা নার্সের ইউনিফর্মও পরে নিতে পারো। যদি কেউ এই মেমোরিয়ালে ডাক্তার বা নার্সের পোশাকে আসে তারা যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে।"

রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মার্কের দিকে সুজান তাকালো।

"আইডিয়াটা খারাপ না...ভালোই। কিন্তু ধরা পড়ার একটা সম্ভবনা আছে।"

"সেটা কিভাবে?"

"খুব সহজ। কারণ আমি জানি না আমি সেই ভবনের কোথায় যেতে চাচ্ছি। তুমি যখন দিশা হারিয়ে ফেলবে তখন ওখানকার একজনের মতো আচরণ করাটা খুব কঠিন হয়ে যাবে।"

"সেটা খুব বড় একটা সমস্যা নয়। তুমি ঐ ভবনের নকশা অথবা প্রতিটি বিভাগের খোঁজ সিটি হল থেকে পেতে পারো। বিল্ডিং প্ল্যান অথবা ফ্লোর-প্ল্যানের একটা কপিও জোগার ক'রে নিতে পারবে। সেখানে সব পাবলিক বিল্ডিংয়ের প্ল্যান আছে। সেখান থেকে তুমি তোমার মতো ক'রে একটা ম্যাপও এঁকে নিতে পারো।" মার্ক স্টেকস এবং সালাদ আনতে রান্নাঘরে ফিরে গেলো।

"মার্ক, এটা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত।"

"বুদ্ধিদীপ্ত নয়, বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন," সে খাবারগুলো রুমে নিয়ে এসে বললো। স্টেকস আর সালাদ। সসের সাথে এ্যাসপ্যারাগাসও আছে, আর আছে আরেক বোতল বোর্দু মদ।

তারা দু'জনেই ভাবলো খাবারগুলো ঠিকই আছে। মদটা শক্তিদায়ক। কথাবার্তা খোলামেলাভাবে বলার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হলো। নিজেদের সম্পর্কে তারা অনেক কথা বললো।

সুজান এসেছে মেরিল্যান্ড থেকে আর মার্ক কালিফোর্নিয়ার। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তাদের দু'জনের মধ্যে কিছু সাযুজ্য রয়েছে। মার্কের পড়াশোনা ডেকার্ত আর নিউটনের দিকে ধাবিত হয়ে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলো। সুজানের হয়েছিলো ভলতেয়ার আর চসারে মজে গিয়ে। দেখা গেলো তারা দু'জনেই বরফে স্কি করতে ভালোবাসে। ভালোবাসে সমুদ্র তীরে ঘুরতে এবং বাইরে ঘোরাঘুরি করতে। আর তারা দু'জনেই হেমিংওয়ের লেখাও পছন্দ করে। সুজান যখন বেলোজকে জয়েস সমন্ধে জিজ্ঞেস করলো তখন একটা ভয়াবহ নিরবতা নেমে এলো।

বেলোজ এখনও জেমস জয়সের লেখা পড়ে নি।

ডিশগুলো পরিস্কার ক'রে দু'জনেই কতোগুলো বালিশ নিয়ে ফায়ারপ্লেসের কাছে ব'সে পড়লো। বেলোজ ফায়ারপ্লেসে কিছু অতিরিক্ত ওক্ কাঠের টুকরো দিলে সেটা থেকে পোড়ার কড়কড় শব্দ হলো। ভ্যানিলা আইসক্রিম তাদেরকে তাদের কথোপকথন থেকে কিছুটা সময় বিরত রাখলো।

দু'জনেই শান্তিপুর্ন এবং নিঃশব্দ উপভোগ করছে।

"সুজান, তোমাকে যতো বেশি জানছি ততো বেশিই পছন্দ করতে শুরু করছি, আর এতে ক'রে তুমি যেনো এই কোমা সমস্যাটা বাদ দাও সে ব্যাপারে আরো বেশি তাগিদ দেবার অনুভব করছি," একটু পরে মার্ক বললো। "তুমি এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পেরেছো, তারপরেও বলছি, বিশ্বাস করো, মেমোরিয়োলের

চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। এই সব কোমা সমস্যা অনেক বারই দেখা দেবে, যখন ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে তোমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হবে তখন তুমি আবার শুরু করতে পারবে। আমি বলছি না তুমি এটা এখন করতে পারবে না, হয়তো তুমি করতে পারবে, ঠিক কোনো গবেষণা প্রকল্পের মতো, কতো ভালোভাবে করতে পেরেছো তাতে কিছুই যায় আসে না। আর তোমাকে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সেটাও ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই তোমার উর্ধতনদের মধ্যে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এটা খুবই বাজে একটা জুয়াখেলা, সুজান। তুমি সব হারাবে।"

সুজান *গ্র্যান্ড মারনিয়ার*-এ চুমুক দিলো। তরলটা তার গলা বেয়ে নিচে নামতে থাকলে সেটা তার পা পর্যন্ত উষ্ণ একটা অনভূতি ছড়িয়ে দিলো। বড় একটা শ্বাস নিয়ে সে এক ধরণের চপলতা অনুভব করলো।

"একজন মেয়ে হিসেবে মেডিকেল স্টুডেন্ট হওয়াটা খুবই কঠিন কাজ," বেলোজ বললো।

সুজান চোখ তুলে বেলোজের দিকে তাকালো। বেলোজ আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। "এ কথা বলে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?" সুজান জিজ্ঞেস করলো। একটু ঝাঁঝ দেখা গেলো তার কণ্ঠে। বেলোজ হঠাৎ ক'রে তার দুর্বল জায়গায় আঘাত ক'রে বসেছে।

"যেমনটি আমি বলেছি," বেলোজ আগুন থেকে চোখ সরালো না। আগুনের ফুলকিগুলো নেচে নেচে তার মনোযোগ আর্কষণ করছে। "আমার মনে হয় বাস্তবে একজন মেয়ের জন্যে মেডিকেল স্টুডেন্ট হওয়াটা একটু কঠিনই। আমি সত্যিই এটা সমন্ধে খুব বেশি কখনও ভাবি নি, যতোক্ষণ না তুমি আমার কাছে এসে হ্যারিসের আচরণের অন্য একটা ব্যাখ্যা শোনালে। এখন, আমি যতোই এটা নিয়ে ভাবছি, যতোই আমি ভাবছি, ততোই মনে হচ্ছে আমার ধারণাই সঠিক, কারণ...সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে আমি তোমার সাথে একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে আচরণ করি নি। আমি তোমাকে একজন মেয়ে হিসেবেই দেখেছি, এবং হতে পারে সেটা যথার্থ পদ্ধতি নয়। আমি বলতে চাইছি, আমি তোমাকে খুবই আকর্ষনীয়া একজন হিসেবে দেখেছিলাম—যৌন আবেদনময়ী হিসেবে নয়।" বেলোজ তার শেষ মন্তব্যটা খুব দ্রুত করলো। সে নিশ্চিত হতে চায়, সুজান তাদের এর আগে কফি শপের কথোপকথনের কথাটা মনে ক'রে খুশিই হবে।

সুজান হেসে ফেললো। এই রক্ষণাত্মক ভঙ্গিটা বেলোজের আগের করা মন্তব্যটাকে স্মরণ করিয়ে দিলে সুজান অনেকটাই গলে গেলো।

"সেই কারণেই যখন গতকালকে তুমি ড্রেসিংরুম দিয়ে হেটে যাচ্ছিলে তখন আমি শর্টস পরা অবস্থায় ধরা পড়ে গিয়ে ওরকম বোকার মতো প্রতিক্রিয়া

দেখিয়েছিলাম। আমি যদি ব্যাপারটা যৌনজ হিসেবে দেখতাম তাহলে ওরকমভাবে সরে দাড়াতাম না। কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা সেরকম কিছু ছিলো না। যাই হোক, আমার মনে হয় তোমার অধিকাংশ প্রফেসর এবং ইনস্ট্রাক্টর তোমাকে প্রথমে একজন মেয়ে হিসেবে এবং তারপর একজন মেডিসিনের ছাত্রি হিসেবে দেখবে।" বেলোজ আগুনের দিকে তাকালো, তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে একজন পাপী এবং এতোক্ষণ ব'সে ব'সে পাপ স্বীকার করেছে।

সুজান মার্কের প্রতি এক ধরণের উষ্ণ টান অনুভব করলো। সে আবার মার্ককে একটু জড়িয়ে ধরে আদর করার তাগিদ অনুভব করছে। এটা সত্য যে, সুজান একজন দেহসবর্স্ব নারী, যদিও সে প্রায়শই সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না, বিশেষত মেডিসিনে ঢোকার পর থেকে। এমন কি এর আগে মেডিকেল স্কুলে দরখাস্ত করার পর, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যদি সে মেডিসিনে ঢুকতে পারে তবে সে তার শারীরিক অভিব্যক্তি চেপে রাখবে। এখন সে মার্কের আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার পরিবর্তে গ্র্যান্ড মারনিয়ারে চুমুক দিতে শুরু করলো।

"সুজান তুমি খুব বেশি পরিচিত একটি মুখ হয়ে উঠেছো। তুমি যদি আমার লেকচারে যোগ না দাও, সেজন্যে কিন্তু আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।"

"সবার মনোযোগ এড়িয়ের চলার বাহুল্যতা," সুজান বললো, "মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে আমি আর দেখাতে পারি নি। আমি বুঝতে পারছি মার্ক তুমি কি বলতে চাইছো। একই সময়ে আমার মনে হচ্ছে আমার আরও একটা দিন দরকার। মাত্র একটা দিন।" সুজান একটা আঙুল উঁচিয়ে ধরে তার মাথাটা একটু নাড়ালো। তারপর হেসে ফেললো সে।

"তুমি জানো, মার্ক, তোমার কাছ থেকে এটা শুনে আশ্বস্ত হয়েছি যে, তুমি নিজে চিন্তা করছো একজন মেয়ের পক্ষে মেডিকেলের ছাত্রি হওয়াটা খুব কঠিন কাজ, কারণ আসলেই সেটা কঠিন। আমার ক্লাসের কিছু মেয়ে অবশ্য এটা অস্বীকার করে। তবে তারা নিজের সঙ্গে নিজেরাই বোকামি করেছে। তারা আত্মরক্ষার সেই প্রাচীন এবং সহজ উপায়টা ব্যবহার করেছে : সমস্যাটা নেই বলে সমস্যাটা থেকে মুক্ত হতে চাওয়া। কিন্তু সমস্যাটা আছে। স্যার উইলিয়াম ওসিয়ারের একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন তিন প্রকারের মানুষ আছে: পুরুষ, নারী এবং মহিলা চিকিৎসক। আমি যখন প্রথম পড়েছিলাম তখন খুব হেসেছিলাম। কিন্তু আমি এখন আর হাসি না।

"নারী আন্দোলন সত্ত্বেও সবসময় কিছু না কিছু মানুষ আছে যারা নারীর বুদ্ধিহীনতার প্রচলিত প্রতিচ্ছবিটা এখনও চোখের সামনে দেখে থাকে। যেই না তুমি এমন একটা ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে যেখানে প্রতিযোগীতা এবং আক্রমণাত্মক আচরণের প্রয়োজন রয়েছে, তখন দেখবে সব পুরুষ মানুষ তোমাকে একজন খোজা

নারী হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে। যদি তুমি পেছন দিকে বসো, একটু নিস্প্রভ থাকো, নরম আচরণ করো তবে তুমি দেখতে পাবে লোকজন বলাবলি করছে তুমি কোনো প্রতিযোগীতাপূর্ণ পরিবেশে টিকতে পারবে না। সুতরাং তুমি এ দুয়ের মধ্যে মাঝামাঝি একটা জায়গায় নিজেকে রাখার চেষ্টা করতে বাধ্য হবে। যেটা আসলেই খুব কঠিন একটি ব্যাপার কারণ তখন তুমি অনুভব করবে তুমি একটা বিচারের মুখোমুখি হয়েছো। যেনো তুমি কোনো ব্যক্তি নও, সমগ্র নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবেই তুমি বিবেচিত হচ্ছো।"

কিছু সময়ের জন্য নিরবতা নেমে এলো, যা বলা হলো তা যেনো দু'জনেই হজম করার চেষ্টা করছে।

"যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করে," সুজান আবারো বলতে শুরু করলো, "সেটা হলো সমস্যাটা আরও খারাপ হচ্ছে, ভালোর দিকে যাচ্ছে না, আর মেডিসিনে যে ঢুকেছে তার জন্যে এটা আরো বেশি খারপ। যেসব মেয়ের পরিবার রয়েছে তারা এটা কিভাবে করে থাকে সেটা আমি কল্পনাও করতে পারি না। সকাল সকাল কাজে চলে যাওয়ার জন্যে তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়, আবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় বাসায় দেরি ক'রে ফেরার জন্য, সময় কোনো বিষয় নয়। আমি বোঝাতে চাইছি, পুরুষ মানুষ দেরিতে কাজ করতে পারে। মানে বলতে চাচ্ছি পুরুষেরা দেরি ক'রে কাজ থেকে ফিরতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। সত্যি বলতে কী, এতে ক'রে মনে হয় সে তার কাজের প্রতি অনেক বেশি উৎসর্গীকৃত। কিন্তু একজন নারী চিকিৎসক : তার কর্ম পরিসর খুবই বিস্তৃত। সমাজ এবং গতানুগতিক মেয়েরা এই ব্যাপারটাকে আরো বেশি কঠিন ক'রে তোলে।

"তুমি আমাকে এই প্লাটফর্মে কিভাবে দেখো?" যার সাথে ব'সে সে কথা বলছে তার প্রতিক্রিয়াটা দেখার জন্য সুজান হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে বসলো।

"তুমি শুধু আমার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেছো যে, একজন মেয়ে হিসেবে মেডিকেলের ছাত্রি হওয়াটা খুব কঠিন একটি ব্যাপার। সুতরাং শেষ অংশের সাথে একমত হওয়ার ব্যাপারটার কি হবে, অর্থাৎ আর কোনো ঝামেলায় না জড়ানোর কথা বলছি আর কি?"

"উফ্, মার্ক, আমাকে এই মুহূর্তে খুব বেশি চাপচাপি কোরো না। দেখতেই তো পাচ্ছো আমি এই ব্যাপারটাতে জড়িয়ে পড়েছি। আমি যেভাবেই হোক এটার সমাধান করবো। হতে পারে আমি যে একজন মহিলা হিসেবে ট্রায়াল দিচ্ছি না সেই অনুভূতির সাথে এটা সম্পর্কিত। ঈশ্বর, আমি দেখাতে চাচ্ছি হ্যারিস কোত্থেকে হাল ছেড়ে দিয়েছে। হয়তো আমি যদি বারম্যানকে আবারো দেখার সুযোগ পাই তবে আমি আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আগেই এটা ছেড়ে দেবো। অথবা...বলতে পারি, আমার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হবার আগে। আসো, আমরা অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি। আমি যদি তোমাকে একটু জড়িয়ে ধরি তবে কি তুমি কিছু মনে করবে?"

"আমাকে জড়িয়ে ধরবে আর আমি কিছু মনে করবো?" বেলোজ বসা থেকে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। কিছুটা আরক্তিম মুখে বললো, "মোটেই না।"

সুজান ঝুঁকে তাকে জড়িয়ে ধরে জোরে একটা চাপ দিলে বেলোজ খুবই অবাক হলো। অসচেতনভাবে তার হাত মেয়েটার শরীরের চারদিকে চলে গেলো, মেয়েটার সরু কোমরটা টের পেলো সে। কিছুটা সচেতনভাবেই সে কোমরে আলতো ক'রে চাপড় মারলো, যেনো সুজানকে সে একটু আরাম দিচ্ছে।

"আশা করি তুমি আমার ঢেকুর তোলার জন্য অপেক্ষা করছো না।"

কয়েক মুহূর্ত তারা আগুনের আলোয় একে অন্যকে দেখে নিলো। তারপর প্রবলভাবে একে অন্যের ঠোঁট পরস্পরকে খুঁজে বেড়ালো। প্রথমে আস্তে, ভদ্রভাবে, তারপর সুস্পষ্টত আবেগের বর্শবর্তী হয়ে। শেষে একেবারে সর্বগ্রাসীভাবে।

পাঁচিশে ফেব্রুয়ারি,
বুধবার, ভোর ৫টা ৪৫মিনিট

অন্ধকারে অ্যালার্মের তীক্ষ্ম শব্দটা পুরো ঘরের বাতাস কাঁপিয়ে দিলো। সুজান গভীর ঘুম থেকে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বসলো বিছানার উপর। প্রথমে তার মনে হলো তার চোখ বোধহয় খুলছে না, তারপরই বুঝতে পারলো তার চোখ আসলে খোলা। এরকম হচ্ছে কারণ তারা ঘরের অন্ধকারকে ভেদ করতে পারছে না। কয়েক সেকেন্ড যাবৎ সে বুঝে উঠতে পারলো না এখন সে কোথায় আছে। তার একমাত্র চিন্তা অ্যালার্ম ঘড়িটা খুঁজে বের করে এটার স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টিকারী শব্দটা বন্ধ করা।

যেরকম হঠাৎ ক'রে এটা শুরু হয়েছিলো তেমনি হঠাৎ ক'রে এর ধাতব শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলো। ঠিক একই সঙ্গে সুজান সচেতন হয়ে উঠলো যে, সে ঘরে একা নেই। গত সন্ধ্যার স্মৃতিটা তার মনে পড়ে গেলে বুঝতে পারলো এখনও মার্কের অ্যাপার্টমেন্টে আছে। বিছানায় শুয়ে চাদরটা টেনে নিজের নগ্ন শরীরটা ঢেকে ফেললো সে।

"ঈশ্বরের দোহাই, বলো এই শব্দটা কিসের?" সুজান অন্ধকারের মধ্যে বললো।

"অ্যালার্মের শব্দ। আমার মনে হয় তুমি এই জাতীয় শব্দ এর আগে কখনও শোনো নি," তার পাশ থেকে একটা কণ্ঠ বললো।

"অ্যালার্মের শব্দ। মার্ক, এখন তো মাঝ রাত।"

"অবশ্যই মাঝরাত। এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে, এটা হলো গড়াগড়ি খাওয়ার সময়।"

মার্ক চাদরটা সরিয়ে মেঝেতে নেমে বিছানার পাশে রাখা ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে চোখ ডলতে লাগলো।

"মার্ক, তোমাকে একটু বিশ্রাম নিতে হবে। মাত্র সাড়ে পাঁচটা বাজে, হায় ঈশ্বর," সুজান তার মাথার উপর একটা বালিশ দিয়ে বললো।

"আমাকে রোগি দেখতে যেতে হবে। একটু খেয়ে-দেয়ে সাড়ে ছয়টার রাউন্ডের জন্য তৈরি হতে হবে। সার্জারি ঠিক কাটায় কাটায় সাড়ে সাতটায় আরম্ভ হয়," মার্ক উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুড়লো। নগ্নতা আর শীত সত্ত্বেও সে বাথরুমে চলে গেলো।

"তোমরা তোমাদের সার্জিক্যাল কাজ কারবারগুলো কেন সকাল ন'টায় অথবা অন্য কোনো সুবিধামতো সময়ে করো না? কেন সাড়ে সাতটায় করো?"

"এটা সব সময়ই সাড়ে সাতটা বাজে হয়ে আসছে," বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বেলোজ বললো।

"খুব ভালো একটা কারণ। এটা সাড়ে সাতটায় হয় কারণ এটা সবসময় সাড়ে সাতটাতেই হয়—ঈশ্বর, এটা মেডিসিনের খুবই গতানুগতিক একটি ব্যাপার। সাড়ে পাঁচটায় ভোর। উফ্, মার্ক, গত সন্ধ্যায় যখন তুমি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে তখন কেন আমাকে বলো নি? তাহলে আমি আমার ডরমেটরিতে ফিরে যেতাম।"

বেলোজ বিছানার কাছে ফিরে এলো, চাদরের উপর দিয়েই সুজানের শরীরটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এখনও বালিশটা মাথার উপরে রেখে দিয়েছে সে।

"যদি তোমার সার্জিক্যাল রোটেশনটাকে আরেকটু গুরুত্ব সহকারে নিতে, তাহলে আমাকে বলতে হতো না কখন অপারেশনের জন্যে স্বাভাবিক সময়। এখনই ঘুম থেকে ওঠার সময়, সুন্দরি।"

বেলোজ কম্বলের এক প্রান্ত ধরে টান দিয়ে সেটা বিছানা থেকে সরিয়ে দিলে সুজানের সমস্ত নগ্ন দেহটা উন্মোচিত হলো, শুধুমাত্র তার মাথাটা ছাড়া। সেটা এখনও বালিশের নিচে।

"এর নাম আতিথেয়তা," লাফ দিয়ে উঠে বসে সুজান বললো। সে একটা কম্বল টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি তাতে নিজেকে জড়িয়ে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লো।

"আহ্, কিন্তু আজ তোমার নতুন জীবনের প্রথম দিন। আজ থেকে তুমি একজন স্বাভাবিক মেডিকেল স্টুডেন্ট হতে চলেছো।"

সুজানের কম্বলটা নিয়ে একটা টানাটানি শুরু হয়ে গেলো।

"আমার আরো একটা পুরো দিন দরকার। আর একটা দিন। আরে মার্ক, মাত্র একটা দিন। তুমি বুঝতে পারবে এটা আমার জন্যে খুবই গুরুত্বপুর্ণ। আজ যদি আমি তালিকাটা না পাই, যেটা আমি পাবো না বলেই ভাবছি, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও আমি যদি বারম্যানকে একটু দেখতে পাই, সম্ভবত আমি এটা ছেড়ে দেবো। তারপর তুমি তোমার স্বাভাবিক মেডিকেল স্টুডেন্টকে পাবে। কিন্তু আমার আরো একটি দিন দরকার।"

বেলোজ কম্বলটা ছেড়ে দিলে সুজান বিছানায় আবার শুয়ে পড়লো। তার একটা স্তন বের হয়ে পড়লো, ঠিক আমাজনিয়ানদের মতো।

"ঠিক আছে, আর একটা দিন। কিন্তু আজ যদি স্টার্কের রাউন্ড থাকে, তাহলে সে জেনে যাবে তুমি উল্টাপাল্টা কিছু ক'রে চলেছো। আমি তোমাকে রক্ষা করার জন্য কোনো গল্প বানাতে পারবো না। আমি আশা করি তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো।"

"পরিস্থিতি অনুযায়ী যা বলার বোলো, হে সর্বশক্তিমান সার্জন। আমি নিশ্চিত তুমি কিছু একটা ভাবছো।"

"সুজান, আমি শুধু তোমাকে বলতে চাচ্ছি যে, তুমি রাউন্ডে থাকবে ।"

"ঠিক আছে । তোমার যা খুশি বলে দিও । কিন্তু আমি গোটা একটা দিন এটার উপর ব্যয় করতে চাচ্ছি । আমি এ ব্যাপারে এরই মধ্যে কিছু সময় এবং শ্রম বিনিয়োগ ক'রে ফেলেছি ।"

সুজান উষ্ণ বিছানায় আরামদায়ক একটা নিঃশ্বাস ফেললো । বাথরুমের শাওয়ারের শব্দটা খুব অস্পষ্টভাবে সে শুনতে পাচ্ছে । ভাবলো যতোক্ষণ না বেলোজ বাথরুম থেকে বের হচ্ছে ততোক্ষণ বিছানায় অপেক্ষা করবে ।

সুজানের দ্বিতীয় বার যখন ঘুম ভাঙলো তখন চারদিকে বেশ আলো । হঠাৎ ঝড়ো বাতাসের কারণে জানালার কাঁচের উপর বৃষ্টি আছড়ে পড়তে শুরু করলে মনে হলো কাঁচের উপর যেনো চালের কণা আছড়ে পড়ছে । বোস্টনের গতানুগতিক আবহাওয়া এটি । বাতাস রাতের বেলায় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে বয়ে চলছে । উপসাগরীয় আবহাওয়াকে ধন্যবাদ, তাপমাত্রা বেড়ে তিরিশে পৌঁছেছে ।

বিছানার পাশে রাখা ঘড়িটাকে বিশ্বাস করা সুজানের জন্যে কঠিন হয়ে পড়লো, কারণ এটা বলছে এখন নয়টা বাজে । বেলোজ শাওয়ার শেষ ক'রে পোশাক পরে তাকে না জানিয়েই বেরিয়ে পড়েছে । সুজান খুবই অবাক হলো কারণ তার ঘুম খুবই হাল্কা । নিশ্চিত হবার জন্যে সে বাথরুমটা দেখে এলো । বসার ঘরেও কোনো চিহ্ন পাওয়া গেলো না । সে একেবারেই একা ।

সুজান একটা পরিচ্ছন্ন তোয়ালে খুঁজে নিয়ে শাওয়ার নিয়ে নিলো । তার মনে পড়ে গেলো গত রাতের সেই আবেগী অবস্থার কথা । শান্তিপূর্ন আরামদায়ক উষ্ণতা । বেলোজ হয়ে উঠেছিলো পুরুষ ঈশ্বর । ঘনিষ্ঠভাবে সে সুজানকে ভালবাসায় ভরিয়ে দিলে সুজান খুবই অবাক হয়েছিলো । সে সত্যিকারের তৃপ্তি পেয়েছে । যদিও তার নিজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযম রয়েছে যাতে ক'রে এই সম্পর্কটা বেশি দিন বয়ে নেয়া যাবে না । বেলোজের সার্জারির প্রতি আনুগত্য দেখে মনে হয় জীবনের যা কিছু প্রয়োজনীয় তার অবস্থান সবই দ্বিতীয় স্তরে । মনে হয় সার্জারি ছাড়া বাকি সবই যেনো তার শখ ।

রেফ্রিজারেটরে সুজান কিছু পনির আর একটা কমলা পেলো । সে আঙুর আর টোস্ট করলো । তার সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিলো । তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে সিকিউরিটি নিশ্চিত ক'রে বেলোজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে এলো । দিনটা তার জন্য খুব ব্যস্ত যাবে ।

সুজান যখন রাস্তায় নামলো তখন একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে । আবহাওয়ার ভাব দেখে মনে হয় না খুব সহজে পরিস্কার হবে, কিন্তু এখন এটা অনেকটা হাটার

উপযুক্ত। সুজান বাম দিকে ঘুরে স্টেট হাউজের দিকে গেলো। বোস্টনের উত্তর কোণ দিয়ে ডাউন-টাউনের শপিং এরিয়ায় চলে এলো সে।

যে সব তরুণী মেয়েরা বোস্টন ইউনিফর্ম কোম্পানিতে গিয়ে পোশাক কেনার জন্যে ঘুরে বেড়ায় সেখানকার সেলসম্যান সুজানকে সবচেয়ে সহজ এবং প্রথম ক্রেতা হিসেবে পেয়ে গেলো। সে পুরোপুরি আগ্রহীহীনভাবে সাদা এ্যাপ্রোন দেখতে লাগলো। বিক্রেতাকে দশ নাম্বার সাইজের জন্য বললো, আরো বললো যে, দশ নাম্বার সাইজের যে কোনোটাই তার চলবে।

"এখানে, এইযে সুন্দর স্টাইলের পোশাকটা আছে, এটা আপনার পছন্দ হবে," সেলসম্যান সুজানের কাছে একটা ইউনিফর্ম এনে বললো।

সুজান পোশাকটা নিয়ে তার নিজের গায়ের সাথে ধরে আয়নায় দেখলো।

"চেঞ্জিং রুম পেছনে আছে। আপনি যদি পরে দেখতে চান ওখানে যেতে পারেন।"

"আমি এটাই নেবো।"

এতো দ্রুত এভাবে জিনিস বিক্রি হতে দেখে বিক্রেতা একটু অবাকই হলো।

বৃষ্টি বেশ আস্তে আস্তে পড়তে লাগলে সুজান হেটে হেটে ওয়াশিংটন স্ট্রট ধরে গর্ভমেন্ট সেন্টারের দিকে চলে গেলো। যখন সে রাস্তার মাঝামাঝি সিটি হলের কাছাকাছি পৌছে গেলো তখনই আরেক পশলা ভেজা মেঘ শহরের উপর ধেয়ে এসে হুড়মুড় ক'রে বৃষ্টি নামতেই সুজান আশ্রয়ের জন্য দৌড়াতে শুরু করলো।

তথ্যকেন্দ্রের মেয়েটা সুজানকে বললো বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টটা আট তলায় অবস্থিত। এটা খুঁজে পাওয়া সহজ যদিও জায়গাটা একেবারেই ভিন্ন। সুজান শুধু প্রধান কাউন্টারে বিশ মিনিট অপেক্ষা ক'রে জানতে পারলো যে, সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। বিশাল ঘরটার পেছনে যাবার আগে এটা দু'বার ঘটলো। একমাত্র কাস্টমার হওয়া সত্ত্বেও সেখানে আরো পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো তাকে। কাউন্টারের পেছনে পাঁচটা ডেস্ক, যার তিনটাতে লোকজন রয়েছে। দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা।

দু'জন পুরুষই বিস্ময়করভাবে দেখতে প্রায় একই রকম। তাদের বড় বড় লাল নাক, প্লাস্টিকের কালো রিমের চশমা, আর সাধারণ টাই। তারা নিজেদের মধ্যে দেশপ্রেম নিয়ে তর্কাতর্কি করছে। মহিলাটি একটা ছোটো পকেট আয়নায় নিজের চেহারা নিয়ে ব্যস্ত, বার বার সে নিজের মুখটা বিভিন্ন কোণ থেকে দেখে যাচ্ছে।

দুজ'ন পুরুষের মধ্যে ছোটোখাটো লোকটা এখনও সুজানের দিকে তাকিয়ে আছে, সে বুঝতে পারছে যদিও মেয়েটাকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে না তারপরও মেয়েটা উধাও হয়ে যেতে পারবে না। লোকটা ইতস্তত ঘুরঘুর করলো। তাকে খুব একটা উৎসাহী দেখালো না। কাউন্টারের কাছে পৌছে লোকটা একটা সিগারেট ধরালে

কয়েক টুকরো ছাই তার টাইয়ের উপর পড়লো। সে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে একটা সস্তা এবং উচ্ছিষ্ট সিগারেটে ভরে যাওয়া ধাতব এ্যাসট্রেতে ছাই ফেললো।

"আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?" সুজানের দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে কর্মচারিটি বললো। কিন্তু সুজান উত্তর দেয়ার আগেই সে ঘুরে গেলো।

"আরে হ্যারি, আমার মনে পড়েছে। তুমি সেই জি.আর.আই৫-এর অনুরোধটার ব্যাপারে কি করলে? মনে রেখো, এটা জরুরি হিসেবে ফাইলবন্দি করা হয়েছে। এটা তোমার বাক্সে দু'মাস ধরে আছে।"

সুজানের দিকে ফিরে সে আবার বললো, "আপনার কি, ম্যাডাম? আমাকে অনুমান করতে দিন? আপনি আপনার বাড়িওয়ালার সমন্ধে একটা অভিযোগ দাখিল করতে এসেছেন। বেশ, তাহলে আপনি সঠিক জায়গায় আসেন নি।"

লোকটা আবার তার কলিগের দিকে ফিরলো। "হ্যারি, তুমি যদি কফির জন্য যাও তো আমার জন্যেও এক কাপ এনো। একটা ড্যানিশ। আমি তোমাকে পরে দাম দিয়ে দেবো," তার লাল চোখ আবার সুজানের দিকে ফিরলো, "তো..."

"আমি কিছু প্ল্যান দেখার জন্য এসেছি জেফারসন ইনস্টিটিউটের ফ্লোর প্ল্যান। এটা দক্ষিণ বোস্টনের প্রায় নতুন একটা হাসপাতাল।"

"প্ল্যান। কি জন্য আপনার প্ল্যান লাগবে? আপনার বয়স কতো? পনেরো?"

"আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট। আমি হাসপাতালের ডিজাইন আর কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে আগ্রহী।"

"আজকালকার পোলাপান! আপনার চেহারা দেখে মনে হয় না আপনি কোনো কিছু নিয়ে আগ্রহী হতে পারেন," লোকটা কুৎসিতভাবে হাসতে লাগলো। সুজান তার চোখ বন্ধ ক'রে ফেলে মন্তব্যটা সহ্য করলো।

সরকারী কর্মচারীটি কাউন্টারের উপর বড় বড় কিছু বই নামালো। "কোন্ ওয়ার্ডেরটা জানতে চাচ্ছেন?" লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

"আমার সামান্যতম ধারণাও নেই।"

"ঠিক আছে, তাহলে," লোকটা বললো, "প্রথমে আমাদের বের করতে হবে এটা কোন্ ওয়ার্ডের?"

কাউন্টারের উপর রাখা একটা ছোটো বইয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পেয়ে গেলো সে। "১৭ নং ওয়ার্ড।"

খুব ধীর গতিতে হিসাব নিকেশ করে সে কাউন্টারের উপরের বড় বইটার কাছে ফিরে গেলো। তার সাইড পকেট থেকে এক প্যাকেট কোচকানো সিগারেট বের করে না জ্বালিয়েই মুখে সিগারেটটা ধরে রাখলো। কয়েকটা ভুল বই বের করার পর সে ১৭ নং ওয়ার্ডের বইটা বের ক'রে অন্য বইগুলো পাশে ঠেলে দিলো। উপরের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে তার তর্জনী দিয়ে খুঁজতে লাগলো। রেফারেন্সটা এক টুকরো কাগজে টুকে নিয়ে তারপর বিশাল এক ক্যাবিনেটের দিকে গেলো লোকটা।

"হ্যারি," আমলাটা তার কলিগের সাথে কথা বলতে বলতে ক্যাবিনেট ভরতে লাগলো। না জ্বলানো সিগারেটটা তার ঠোঁটের কোণে উঠছে নামছে। "তুমি নিচে যাওয়ার আগে গ্রোসারকে ডেকে দাও আর খুঁজে দেখো লেস্টার আজ এসেছে কিনা। সে যদি না আসে তাহলে অন্য কাউকে তার ডেস্কের ফাইল কেবিনেটে যেতে হবে। তার মানে তোমার জি.আর.আই৫-এর অনুরোধের চেয়েও বেশি দেরি হবে।"

সঠিক ড্রয়ারটা খুঁজে পাওয়া আর বিশাল এক প্যাকেট প্ল্যানের বের করাটা সাধারণ একটা কাজ। "এই তো পেয়েছি, সুন্দরি। ওখানে একটা জেরোক্স মেশিন আছে, কাউন্টারের পেছনের রুমে। চাইলে ব্যবহার করতে পারেন।" নিজের না জ্বলা সিগারেটটা দিয়ে দেখিয়ে দিলো সে।

"ফ্লোর-প্ল্যান কোন্‌টা সেটা হয়তো আপনি আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে পারেন," সুজান জিনিসগুলো প্যাকেট থেকে তুলে নিতে নিতে বললো।

"আপনি হাসপাতালের কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে আগ্রহী অথচ আপনি জানেন না ফ্লোর-প্ল্যান দেখতে কি রকম? হায় ঈশ্বর! এখানে, এগুলো হলো ফ্লোর-প্ল্যান... বেজমেন্ট, প্রথম তলা এবং দ্বিতীয় তলা।" পকেট থেকে একটা লাইটার বের ক'রে সে সিগারেটটা জ্বালালো।

"এইসব সংক্ষিপ্ত শব্দগুলোর অর্থ আপনি কিভাবে বের করবেন?"

"ঈশ্বরের দোহাই, নিচের কোণার দিকে এগুলোর অর্থ দেয়াই আছে। এটা বলছে ও.আর মানে অপারেশন রুম। ডব্লিউ মানে প্রধান ওয়ার্ড। এবং কম্প আর মানে কম্পিউটার রুম।" মানুষটা অস্বাভাবিক অধৈর্যের পরিচয় দিলো।

"আর জেরোক্স মেশিনটা?"

"ওই খানে। দেয়ালের সাথে টাকা এক্সচেঞ্জের মেশিন আছে। যখন আপনার প্ল্যান নিয়ে কাজ করা শেষ হবে তখন ওগুলোকে কাউন্টারের ক্যাবিনেটের উপর রেখে দেবেন।"

সুজান সাবধানে ফ্লোর প্ল্যানগুলো জেরোক্স ক'রে একটা ফেল্ট-টিপ কলম দিয়ে কপির কাগজে ঘরগুলো চিহ্নিত ক'রে রাখলো। এরপর মেমোরিয়োলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো সে।

সকাল দশটার পর মেমোরিয়ালে প্রবেশ করলো সুজান। এরই মধ্যে প্রতিদিনকার ভীড় শুরু হয়ে গেছে। দখল হয়ে গেছে প্রতিটি ফাঁকা সিট। সব ধরণের লোক আছে, অপেক্ষা করছে, অনন্ত অপেক্ষা। এই সব লোকেরা ক্লিনিক অথবা জরুরি বিভাগের জন্য অপক্ষো করছে না। অনেক লোক অপেক্ষা করছে তাদের আত্মীয়স্বজনদের ভর্তি করানো অথবা নিয়ে যাবার জন্যে। আবার এমনও হতে পারে তারা নিজেরাই রোগি, হয়তো তারা আগেই চিকিৎসা নিয়েছে, এখন

অপেক্ষা করছে তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে ব'লে। খুব একটা কথাবার্তা হচ্ছে না। কোনো হাসাহাসিও নেই। যেনো তারা দূরবর্তি কোনো জায়গায় কোনো দ্বীপে বসবাস করছে, কেবল হাসপাতালের সেবা তাদের মধ্যে এক অদৃশ্য রহস্যময় বন্ধন গড়ে তুলেছে।

প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে চলাফেরা করতে সুজানের সমস্যা হলো, তাকে এক প্রকার ঠেলেঠুলে নিজের পথ ক'রে নিতে হলো। প্লাস্টিক অক্ষরে লেখা নিউরোলজি বিভাগ, বেয়ার্ড-১১। সুজান বেয়ার্ডে যাওয়ার জন্য এলিভেটরের কাছে এসে লোকজনের ভিড়ের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলো। তার পাশে দাঁড়ানো মানুষটা ঘুরে দাঁড়াতেই সুজান একটু পিছিয়ে গেলো। নিজেকে লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে। লোকটা—অথবা একজন মহিলাও হতে পারে—গোটা চোখের চারদিকে রক্তপাত হচ্ছে তার। দোমড়ানো মোচড়ানো নাকটা ফুলে আছে। নাকের ব্যান্ডেজটার ফাঁক দিয়ে কয়েকটা সেলাই দেখা যাচ্ছে। ব্যান্ডেজটা এক পাশের চোয়ালের সাথে টেপ দিয়ে বাঁধা। দেখে মনে হচ্ছে কোনো একটা দৈত্য। সুজান এলিভেটরের ইন্ডিকেটরের দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করলো। হাসপাতালের এইসব বীভৎসতা দেখতে এখনও সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি।

ডাঃ ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ারি নিউরোলজির বিভাগের পুরো দস্তর কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচাইতে তরুণ। জায়গার স্বল্পতা বা চাপের কারণে তাকে এগারোতে কোনো অফিস দেয়া হয় নি। বারো তলার একটি দরজায় 'ডাঃ ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ারি' লেখাটা দেখার আগপর্যন্ত সুজান সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো। সে দরজা খুলে ছোট্ট একটা অফিসের ঢুকে পড়লো। একটা ফাইল কেবিনেট রাখার জন্যে দরজাটা পুরোপুরি খোলে না। রুমের ভেতর বিশাল জায়গা জুড়ে সাধারণ মাপের একটা ডেস্ক আছে। সে ঢুকতেই একজন বয়স্ক সেক্রেটারি তার দিকে তাকালো। তার মুখে কড়া মেক-আপ আর নকল আই ল্যাশেস। তার সব চুল ছোটো ক'রে ঝুঁটি বেঁধে রাখা হয়েছে। সে পরে আছে একটা আঁটসাটো গোলাপি প্যান্ট-সুট যার স্ফীত অংশটা অস্বাভাবিক লাগছে।

"আচ্ছা, ভেতরে কি ডাঃ ম্যাকলিয়ারি আছেন?"

"হ্যা, তিনি ভেতরেই আছেন, কিন্তু তিনি খুব ব্যস্ত," সেক্রেটারি তার আগমনে যেনো একটু বিরক্ত হয়েছে। "আপনার কি কোনো এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?"

"না, আমার কোনো এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা নেই, কিন্তু আমি শুধু তাকে একটা প্রশ্ন তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে যেতে চাই। আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট, এই মেমোরিয়ালে আমার রোটেশন পড়েছে।"

"আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলে দেখছি।"

সেক্রেটারি উঠে দাঁড়িয়ে সুজানের দিকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো ক'রে দেখে নিলো। সুজানের অসাধারণ ফিগারের দিকে তাকিয়ে সে একটু হিংসে করলো যেনো। সুজানের ডান পাশে একটা অফিসে ঢুকে গেলো মহিলা। সুজান অফিসের ভেতরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলো সে যেটা খুঁজছে হাসপাতালের সেই চার্টের কোনো চিহ্ন কোথাও দেখা যায় কিনা।

প্রায় সাথে সাথেই মহিলাটি ফিরে এসে তার ডেস্কে ব'সে টাইপ রাইটারে টাইপ করতে শুরু করলো। তারপর সুজানের দিকে তাকালো মহিলা। "আপনি ভেতরে যেতে পারেন, তিনি বলেছেন তিনি আপনার জন্য অল্প কিছু সময় দেবেন।"

সুজান কিছু বলার আগেই সেক্রেটারি আবার টাইপিংয়ে মনোযোগ দিলো। ফিস্ফিসিয়ে কী যেনো বলতে লাগলো মহিলা। সুজান দরজা খুলে ভেতরের অফিসে প্রবেশ করলো।

ডাঃ নেলসনের অফিসের কথা স্মরণ করলে ম্যাকলিয়ারির অফিসটাও সমান জঘন্য, জার্নাল আর পত্রিকা জগাখিচুড়ি ক'রে রাখা হয়েছে পুরো ঘরটায়। কয়েকটা স্তুপ কোনো এক সময় ব্যবহার করা হয়েছিলো কিন্তু তারপর আর সেগুলো কখনই গুছিয়ে রাখা হয় নি। ডাঃ ম্যকলিয়ারি একজন কৃশকায়, তীক্ষ্ম চেহারার মানুষ, যার চিবুকের মাঝামাঝি একটা গভীর ভাঁজ রয়েছে। তার তীক্ষ্ম নাক এবং চিবুক ছোটো একটা মুখ দিয়ে আলাদা হয়ে আছে, তিনি তার চশমার ফাঁক দিয়ে সুজানের দিকে তাকালেন। তার ভ্রু জোড়া ঝোঁপের মতো।

"আমার ধারণা আপনি সুজান হুইলার," ডাঃ ম্যাকলিয়ারি বললেন। তার কণ্ঠ স্বরে কোনো বন্ধুত্বের আহ্বান নেই।

"হ্যা," লোকটা তার নাম জানে ব'লে সুজান বেশ বিস্মিত হলো। সে বুঝতে পারছে না এটা তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে বলা হয়েছে কিনা।

"তাহলে আপনি এখানে এসেছেন এখানকার সেই দশটা তালিকার ব্যাপারে," ম্যাকলিয়ারি তার চেয়ারটা তার বুক কেসের দিকে ঘোরালেন যেটাতে হাসপাতালের চার্টগুলো রয়েছে।

"দশটি? আপনার কাছে কেবল এই দশটিই আছে?"

"দশটাই কি যথেষ্ঠ নয়?" ম্যাকলিয়ারি ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলেন।

"ভালো। আমি ভেবেছিলাম আপনার কাছে এর চেয়েও বেশি আছে। এই তালিকাগুলো কি কোমা ভিকটিমদের?"

"সম্ভবত। যদি তাই হয় তবে আপনি কি করবেন?"

"আমি নিশ্চিত নই। ডাঃ স্টার্ক আমাকে বলেছেন আপনার কাছে তালিকাগুলো আছে তাই আমি ভাবলাম যাই একটু দেখে আসি, হয়তো আমাকে এগুলো দেখতে

দেয়ার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করবো, অথবা এগুলো বিশ্লেষণ করতে আপনাকে সাহায্য করতে পারবো।"

"ইয়াং লেডি, আমি একজন নিউরোলজিস্ট। এছাড়াও বেশ কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ রয়েছে আমার। এইসব রোগির নিউরোলজিক্যাল মূল্যায়ন আমি করেছি। আমার অন্য কারোর কোনো সাহায্যেরই দরকার নেই।"

"আমি বলছি না যে, আপনার সাহায্যের দরকার রয়েছে, ডাঃ ম্যাকলিয়ারি, অন্ততপক্ষে পেশাগত দিক থেকে তো নয়ই। আমি স্বীকার করছি, নিউরোলজি বিষয়ে বলতে গেলে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু যে সব রোগি এই ভয়ংকর দূভার্গ্যের সাথে জড়িত, যেটা কিনা মৃত্যুরই নামান্তর, সেখানে এমন কিছু আছে যা খুবই অদ্ভুত। আমি মনে করি এই সমস্ত কেসগুলো অন্য সব ঘটনার মতো ঢালাও ভাবে দেখা উচিত নয়।"

"এজন্যেই আপনি সেটা করতে যাচ্ছেন।"

"কারোর না কারোর তো সেটা করা উচিত।"

ম্যাকলিয়ারি থেমে গেলে সুজান এক ধরণের অস্বস্তি বোধ করলো, কারণ কথোপকথনটা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে।

"বেশ, তাহলে আমাকে বিষয়টা বলতে দিন," ম্যাকলিয়ারি গলার স্বর বেশ চড়িয়ে শুরু করলেন। "এই জাতীয় সমস্যা আপনার বর্তমান যোগ্যতার তুলনায় অনেক বড় ব্যাপার। শুধু তা-ই নয়, আপনার এই সব কাজ-কর্ম এরই মধ্যে হাসপাতালে অনেক সমস্যা তৈরি ক'রে ফেলেছে। আপনাকে সাহায্য করলে সমস্যাটা আরো বেড়ে যাবে। আমি এখন আপনাকে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ব'সে পড়ুন," ম্যাকলিয়ারি একটা চেয়ারের দিকে নির্দেশ করলেন।

"কি বললেন?" সুজান লোকটার কথা শুনেছে কিন্তু লোকটার গলার স্বর বিভ্রান্তিকর। ম্যাকলিয়ারি অনুরোধ করছেন না, তিনি আদেশ করছেন।

"আমি বলেছি বসুন," তার গলার স্বরে স্পষ্ট রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেলো।

সুজান জার্নাল-টার্নাল দিয়ে ভরা নেই সেই রকম একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো।

ম্যাকলিয়ারি ফোন তুলে ডায়াল করলেন। তিনি চোখের পলক না ফেলে, এক দৃষ্টিতে সরাসরি সুজানের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মুখের ভঙ্গি বলে দিচ্ছে তিনি ফোনের কানেকশনের জন্য অপেক্ষা করছেন। "ডিরেক্টরের অফিসে একটু দিন, প্লিজ...আমি ফিলিপ ওরেনের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি।"

দীর্ঘ নিরবতা নেমে এলো। ম্যাকলিয়ারির মুখভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হলো না। "মিঃ ওরেন, ডাঃ ম্যাকলিয়ারি বলছি। আপনি একেবারে ঠিক বলেছেন। মেয়েটা আমার সামনেই ব'সে আছে।...তালিকাগুলো?...অবশ্যই না, আপনি নিশ্চয় মজা করছেন...ঠিক আছে...চমৎকার।"

ম্যাকলিয়ারি ফোনটা রেখে দিলেন। এখনও তিনি সরাসরি সুজানের দিকে তাকিয়ে আছেন। সুজান মানুষটার স্বরুপ বুঝতে পারছে না। সে ভাবলো তিনি হয়তো তার সেক্রেটারিকে আসতে বলেছেন। একটু অদ্ভুত নিরবতার পর সুজান উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলো।

"আমার মনে হচ্ছে আমার আর এখানে..."

"বসুন!" আগের তুলনায় অনেক বেশি গলা চড়িয়ে বললেন ম্যাকলিয়ারি।

সুজান তাড়াতাড়ি ব'সে পড়লো, হঠাৎ এই রাগের বহিঃপ্রকাশে বিস্মিত হয়েছে সে। "কি হচ্ছে কি? আমি আপনার এখানে এসেছি কোমা সমস্যার ব্যাপারে আপনি আমাকে সামান্য কিছু সাহায্য করতে পারেন কিনা সেটা দেখতে, আপনার চিৎকার শুনতে নয়।"

"সত্যিই বলতে কি, আমার এরচেয়ে আর বেশি কিছু বলার নেই, ইয়াং লেডি। আপনি এই মেমোরিয়ালে আপনার সীমানা ছাড়িয়ে অনেক বেশি দূর চলে গেছেন। আমাকে বলা হয়েছিলো সম্ভবত আপনি এখানকার তালিকাগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নিতে আসবেন। আমাকে এও বলা হয়েছিলো, আপনি অসদুপায়ে কম্পিউটার থেকে কিছু তথ্য পেয়েছেন। সর্বোপরি, এরই মধ্যে আপনি ডাঃ হ্যারিসের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছেন। যাই হোক, মিঃ ওরেন যেকোনো মুহূর্তে এখানে এসে পড়বেন, আপনি তার সাথে কথা বলতে পারেন। এটা তার সমস্যা, আমার নয়।"

"মিঃ ওরেন কে?"

"এই হাসপাতালের ডিরেক্টর, আমার একজন তরুণ বন্ধু। তিনিই কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারিদের সমস্যগুলো দেখে থাকেন।"

"আমি এখানকার কোনো কর্মচারি নই। আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট।"

"সেটাই সত্যি। প্রকৃতপক্ষে এজন্যেই আপনি একটু ভিন্ন স্থানে অবস্থান করছেন। আপনি এখানকার একজন অতিথি...হাসপাতালের একজন অতিথি...আর সেজন্যেই আপনার কার্যকলাপ এমন হওয়া উচিত যাতে ক'রে হাসপাতালের সুনাম বৃদ্ধি পায়। সেটা না ক'রে আপনি সমস্যা সৃষ্টি করছেন, এখানকার আইনকানুনকে অবজ্ঞা করছেন। আপনারা, আজকালকার মেডিকেল স্টুডেন্টরা সবই অমান্য করেন। আপনার সুবিধার জন্যে এই হাসপাতাল তৈরি হয় নি। হাসপাতাল আপনাকে কোনো শিক্ষা দেবার জন্যেও বাধ্য নয়।"

"এটা একটা শিক্ষামূলক হাসপাতাল, আর এটা মেডিকেল স্কুলের সহযোগীও বটে। শিক্ষা দেয়া এই হাসপাতালের একটা বড় দায়িত্ব।"

"অবশ্যই শিক্ষা দেবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, শুধু মেডিকেল স্টুডেন্টদেরকেই সেটা দেবে। গোটা মেডিকেল কমিউনিটি এর আওতার মধ্যে পড়ে।"

"ঠিক তাই। ধরুন এটা একটা প্রতীকস্বরূপ, সবার উপকারের জন্যে ছাত্র এবং প্রফেসর উভয়ের বেলায়ই এটা প্রযোজ্য। হাসপাতাল যেমন শুধুমাত্র মেডিকেল স্টুডেন্টদের উপকারের জন্যে নয়, ঠিক তেমনি শুধুমাত্র প্রফেসরদের উপকার ভোগের জায়গাও এটি নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটা প্রথমত শুধু রোগিদের জন্য।"

"বেশ, আপনার প্রতি হ্যারিসের আচরণের কারণটা এখন সহজেই বোঝা যাচ্ছে, মিস্ হুইলার। তিনি যেমনটি বলেছেন, ইনস্টিটিউশনের মানুষের প্রতি আপনার শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে আপনাদের মতো বয়সিদের এটা একটা সাধারণ আচরণ। তারা বিশ্বাস করে কেবল তাদেরই অধিকার রয়েছে সমাজের সব বিলাসিতা ভোগ করার। শিক্ষা তাদের মধ্যে একটি।"

"শিক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়। এটা একটা কর্তব্য। সমাজের কাছে এটা আমরা দাবি করতে পারি।"

"সন্দেহাতীতভাবেই সমাজের একটা দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু সেটা কেবল একজন ছাত্রের প্রতি নয়, শুধুমাত্র তরুণ সমাজের প্রতিও নয়। শিক্ষা একটা বিলাসিতা কারণ এটা ব্যয়বহুল। আর বিশেষত মেডিসিনে এটা অনেক বেশি ব্যয়বহুল। এই বিরাট ব্যয়ভার বহন ক'রে থাকে মূলত জনগন। শ্রমজীবিরা। এ ক্ষেত্রে ছাত্ররা খুব কম টাকাই দিয়ে থাকে। শুধু বিপুল সংখ্যক টাকা-ই আপনাকে এখানে আনে নি, মিস্ হুইলার, আপনি এখানে এসেছেন কারণ আপনি অর্থনৈতিক ভাবে অনুৎপাদনশীল। সেই কারণে সমাজের উপর খরচের বোঝাটাও স্বাভাবিক ভাবে দ্বিগুন হয়ে যায়। তাছাড়া মেয়েমানুষ হিসেবে আপনার ভবিষ্যতের প্রতি ঘণ্টার উৎপাদনশীলতা..."

"ওহ্ আমাকে রক্ষা করুন," সুজান ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলে উঠে দাঁড়ালো, "আমি এই জঘন্য কথা এতোবার শুনেছি যে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

"বসে থাকুন, ইয়াং লেডি," ম্যাকলিয়ারি রেগেমেগে চিৎকার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সুজান তার সামনে রাগে কাঁপতে থাকা মানুষটার মুখের দিকে তাকালো। বেলোজ বলেছিলো হ্যারিসের আচরণে নাকি যৌনজ ব্যাপার ছিলো, সেই কথাটা ভাবলো সুজান। তবে ম্যাকলিয়ারির আচরণেও একই বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। আরও একবার সে খুব খারাপ আচরণের মুখোমুখি হলো।

মানুষটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার বুক ওঠানামা করছে। দৃশ্যত সুজান না জেনে, অজ্ঞাতসারেই মানুষটাকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বসেছে। কিন্তু কিভাবে? কোন্ দিক থেকে? তার কোনো ধারণাই নেই। সুজান মনে মনে ভাবতে লাগলো সে

গটগট ক'রে হেটে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে কিনা। কিন্তু এক ধরণের কৌতুহল আর ম্যাকলিয়ারির আচরণ তাকে এখানে ব'সে থাকতে বাধ্য করছে। সে ব'সে ব'সে মাকলিয়ারিকে দেখতে লাগলো, যিনি বুঝতে পারছেন না কী করবেন। তিনিও ব'সে পড়ে নার্ভাসভাবে একটা অ্যাসট্রে নিয়ে খেলতে লাগলেন। সুজান নিশ্চুপ ব'সে রইলো। লোকটা যদি কেঁদেও ওঠে সে একটুও বিস্মিত হবে না।

সুজান বাইরের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলো। একটা গলার স্বর শোনা গেলে অফিসের দরজাটা খুলে গেলো। কোনো রকম নক্ করা ছাড়াই একজন প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর ব্যক্তি ঢুকে পড়লো সেখানে। তাকে দেখে একজন ব্যবসায়ি বলেই মনে হয়। খুব সুন্দরভাবে নিল সুট পরে আছে সে। একটা রেশমি রুমাল মানুষটার বাম পকেট থেকে একটু বের হয়ে থাকার কারণে স্টার্কের কথা মনে পড়ে গেলো সুজানের। তার চুল খুব সাবধানে আঁচড়ানো, বাম দিকে সিঁথি দেয়া। মানুষটার মধ্যে কর্তৃপক্ষ গোছের একটা ভাব রয়েছে। তাকে দেখে মনে হয় বড় ধরণের সমস্যাও মানুষটা মোকাবেলা করতে পারে অনায়াসে।

"আপনার ফোন কলের জন্য ধন্যবাদ, ডোনাল্ড," বললো ওরেন।

তারপর সে অধঃস্তন কর্মচারির দিকে তাকানোর ভঙ্গিতে সুজানের দিকে তাকালো। "তাহলে ইনিই আমাদের সেই বিখ্যাত সুজান হুইলার। মিস্ হুইলার, আপনি এই হাসপাতালে প্রচণ্ড এক হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছেন। আপনি কি সেই বিষয়ে সচেতন আছেন?"

"না। আমি সেই বিষয়ে সচেতন নই।"

ওরেন ম্যাকলিয়ারির ডেস্কে ঝুঁকে পড়লো। "একটু জানতে ইচ্ছে করছে, মিস্ হুইলার। আপনাকে একটা খুব সাধাসিধে প্রশ্ন করি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য কি ব'লে আপনি মনে করেন?"

"অসুস্থদের চিকিৎসা দেয়া।"

"বেশ। আপনি এই সাধারণ বিষয়টাতে অন্তত একমত হয়েছেন। তবে আমি আপনার উত্তরের সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যোগ করতে চাই। আমরা পুরো সমাজের অসুস্থ মানুষের সেবা করি। আপনার কাছে এটা একটু বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হতে পারে, কারণ আমরা তো আর ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি বা নিউ ইয়র্কে বসবাসরত অসুস্থদের সেবা করি না। তবে আমরা বোস্টনের সমগ্র জনগণের সেবা ক'রে থাকি, সেটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সরাসরি বলতে গেলে আমাদের কাজে বাঁধা দেয় অথবা বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন কাজ আমাদের মূল লক্ষ্যকে বিচ্যুত করে। এটা শুনতে খুব...কী বলবো...আপনার কাছে খুবই অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। তবে কিছুটা বৈপরীত্যও শোনাবে হয়তো। বিগত কয়েক দিনে আপনার ব্যাপারে আমি বেশ কিছু অভিযোগ শুনেছি, এর ফলে গোটা মেমোরিয়ালে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। আপনি কমিউনিটির সাথে আমাদের সুসম্পর্কে চিড় ধরাচ্ছেন।"

সুজান টের পেলো তার দু'গাল আরক্তিম হয়ে উঠেছে। ওরেনের কর্তাসুলভ আচরণ তাকে উত্তেজিত ক'রে তুলেছে।

"আমি মনে করি সমস্যাটি সবার সামনে আনাটা ঠিক হয় নি। এতে ক'রে আমাদের এই হাসপাতালের সুনাম নষ্ট হচ্ছে।"

"বেশ, তো আমার কাছে এই হাসপাতালের সুনাম-টুনামের ব্যাপারটা ততোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতোটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া রোগিরা। আমি ক্রমাগতভাবে আরো বেশি ক'রে বুঝতে পারছি যে, যদি এইসব সমস্যা সমাধান করা না হয় তবে এই হাসপাতালের সুনাম ধ্বংস হওয়াই উচিত।"

"মিস্ হুইলার, আপনি এসব কী বলছেন। মানুষজন কোথায় যাবে...যাদের প্রতিদিনকার প্রয়োজনে হাসপাতালের দরকার রয়েছে? তারা এখানে আসে। আর কখনও কখনও তারা এমন জটিলতা নিয়ে আসে যে, দুর্ভাগ্যজনক ভাগ্য বরন করতেই হয়। এসব তো আর সব সময় এড়ানো যায় না..."

"আপনি কিভাবে জানেন এটা এড়ানো সম্ভব নয়?" সুজান কথার মাঝখানে বলে উঠলো।

"বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানরা আমাকে যে সব বিষয়ে আশ্বস্ত করে আমি শুধু তাতেই বিশ্বাস করি। আমি একজন চিকিৎসক নই, কোনো বিজ্ঞানীও নই, মিস্ হুইলার, সেরকম কিছু হবার ভানও আমি করি না। আমি প্রশাসন বিভাগের একজন পরিচালক। যখন আমি এখানে সার্জারি শিখতে আসা একজন মেডিকেল স্টুডেন্টের মুখোমুখি হই, যে কিনা তার সময় ব্যয় করছে এমন একটা সমস্যা নিয়ে যেটা এর মধ্যেই একজন বিশেষজ্ঞ তদারকি করছেন, আর এটা এমন একটা সমস্যা যা উন্মোচিত হলে কমিউনিটিতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আমি এরকম প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য। আপনাকে ইতিমধ্যেই আপনার নিজের কাজের ব্যাপারে মনোযোগ দেবার জন্যে বলা হয়েছে, সাবধান করা হয়েছে, কিন্তু আপনি সেটা গ্রাহ্য করছেন না। মনে রাখবেন এটা কোনো বির্তক প্রতিযোগীতা নয় আর আমিও আপনার সাথে এখানে তর্ক করতে আসি নি। সব রকমের সৌজন্যতা দেখিয়ে বলছি, আমি মনে করি আপনার সার্জারি রোটেশনের ব্যাপারে আমার যে সিদ্ধান্ত সেটা আপনাকে ব্যাখ্যা করা হবে। তো আমাকে একটু ক্ষমা করবেন, আমি আপনার স্টুডেন্ট ডিনকে ফোন করবো।"

ওরেন ম্যাকলিয়ারির ফোনটা তুলে ডায়াল করতে লাগলো। "ডাঃ চ্যাপমানের অফিস, প্লিজ...ডাঃ চ্যাপমান। ফিল অরেন বলছি...জিম, ফিল ওরেন বলছি। তোমার বাড়ির সবাই কেমন আছে? আমার পরিবারের সবাই ভালোই আছে...মনে হয় তোমাকে বলেছিলাম টেড পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে...আমিও সেরকম আশা করি...যে কারণে আমি তোমাকে ফোন করেছি,

তোমার একজন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রির সার্জারির রোটেশনের ব্যাপারে, সুজান হুইলার তার নাম...হ্যা, ঠিক আছে...নিশ্চয়, আমি লাইনে আছি।" ওরেন সুজানের দিকে তাকালো, "আপনি থার্ড ইয়ারের একজন স্টুডেন্ট, মিস্ হুইলার?"

সুজান উপর নিচ মাথা নাড়লো। তার রাগ বিষাদে পরিণত হচ্ছে।

ওরেন আবার ম্যাকলিয়ারির দিকে তাকালো, একটু বিরক্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। "আমি দুঃখিত, ডন," ওরেন বললো। "তোমাকে বিরক্ত করেছি ব'লে। আমি মনে করি আমাদের আমার অফিসে যাওয়া উচিত। আমাকে একটা..." ওরেন আবার তার মনোযোগ টেলিফোনের দিকে দিলো। "হ্যা, আমি লাইনে আছি, জিম...বেশ, সেটা জেনে খুশি হলাম যে, সে খুব ভালো একজন ছাত্রি। কিন্তু সে তো মেমোরিয়ালে এসেই সমস্যা সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে। সে সার্জারির জন্য এসেছে অথচ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কখনও রাউন্ড, কনফারেন্স অথবা সার্জারিতে যাবে না। তার পরিবর্তে সে আমার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উত্তেজিত ক'রে বেড়াচ্ছে। বিশেষত আমাদের অ্যানেসথেসিয়া বিভাগ প্রধানকে। আমাদের কম্পিউটার থেকে অবৈধভাবে কিছু তথ্যও বের ক'রে নিয়েছে সে। এমনিতেই আমরা এখানে নানারকম ঝামেলার মধ্যে থাকি...নিশ্চয়, আমি তাকে বলবো তুমি তাকে তোমার সাথে দেখা করতে বলেছো...আজ বিকেল সাড়ে চারটায়। অনেক ধন্যবাদ। আমি নিশ্চিত, ভাইস এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেয়েটাকে পেলে খুব খুশি হবেন...ঠিক (একটু মুচকি হাসি হাসলো)। ধন্যবাদ জিম। তোমার সাথে শিগগির কথা হবে।"

ওরেন ফোনটা রেখে ম্যাকলিয়ারির দিকে তাকিয়ে কূটনৈতিক মার্কা হাসি দিলো। তারপর সুজানের দিকে ঘুরলো সে। "মিস্ হুইলার, আপনি তো শুনলেনই আপনার ডিন আজ সাড়ে চারটায় আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। আর এই মুহূর্ত থেকে এই মেমোরিয়ালে আপনার সব ধরণের পেশাগত কাজ স্থগিত করা হলো। গুডবাই।"

সুজান ওরেনের দিকে তাকিয়ে তারপর ম্যাকলিয়ারির দিকে ফিরলো। ম্যাকলিয়ারির অভিব্যক্তি নির্বিকার। ওরেন খেলোয়াড়ী ভঙ্গিতে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসছে, যেনো সে এই মুহূর্তে একটা বিতর্ক প্রতিযোগীতায় জয়ি হয়েছে। সেখানে কয়েক মুহূর্ত ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করলো। সুজান বুঝতে পারলো এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। সে কোনো কথা না বলেই নার্সের ইউনিফর্ম রাখা পার্সটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি,
বুধবার, সকাল ১১টা ১৫মিনিট

আবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে হাসপাতালটাকে সুজানের কাছে খুবই অসহ্য ঠেকলে সে ওখান থেকে বেরিয়ে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে সে পথ ক'রে নিয়ে ফেব্রুয়ারির বৃষ্টির মধ্যেই সে রাস্তায় নেমে পড়লো। বাইরে বেরিয়ে নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য মনের মধ্যে না থাকায় সে হাটতে লাগলো উদ্দেশ্যবিহীনভাবে। নিউ চারডন স্ট্রটটা পেরিয়ে ক্যামবৃজ স্ট্রটে এসে পড়লো সুজান।

"বানচোত," সে একটা দোমড়ানো মোচড়ানো ক্যানে লাথি মেরে হিস্‌হিস্‌ ক'রে বলে উঠলো। বৃষ্টির কারণে তার কপালের উপর কিছু চুল লেগে আছে। ছোটো ছোটো বৃষ্টির ফোঁটা তার কপালে জমে নাক বেয়ে পড়তে শুরু করেছে।

বেকন হিলের পেছনে জয় স্ট্রটে এখন সে হাটছে আর সচেতনভাবেই ভাবছে। চারপাশের লোকজন, কুকুর, ময়লা আর অন্যান্য শহুরে জঞ্জালগুলো দেখলেও কোনো কিছুই লক্ষ্য করছে না।

জীবনে কখনও এভাবে প্রত্যাখ্যাত কিংবা নিঃসঙ্গ হয়েছে কিনা মনে করতে পারলো না। নিজেকে পুরোপুরি একাকী অনুভব করছে। হঠাৎ ক'রে ব্যর্থতার ভয় তাকে তাড়িয়ে বেড়াতে শুরু করলো। যখন সে ম্যাকলিয়ারি এবং ওরেনের সঙ্গে কথা বলছিলো তখন তার মধ্যে এক ধরণের বিষন্নতা জেঁকে বসেছিলো। সেই সাথে সুতীব্র ক্রোধেও আক্রান্ত হয়েছিলো সুজান। কারোর সাথে কথা বলতে চাইছে এখন। এমন কেউ যে তাকে সান্ত্বনা দেবে, যাকে সে বিশ্বাস করতে পারবে, শ্রদ্ধা করতে পারবে। স্টার্ক, বেলোজ, চ্যাপম্যান, সবার সাথেই এটা সম্ভব কিন্তু প্রত্যেকেরই একটা সুনির্দিষ্ট অসুবিধা রয়েছে। বেলোজের সমস্যা সে একটু সন্দেহ পোষণ করবে। স্টার্ক আর চ্যাপম্যান নিজের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাদের অতিরিক্ত আনুগত্য দেখাবে।

সুজান সর্বোচ্চ খারাপটাই ভাবলো মেডিকেল স্কুল থেকে তাকে বিতাড়িত করা হবে। এটা শুধুমাত্র তার নিজের ব্যর্থতাই হবে না, বরং সে অনুভব করছে, এটা হবে মেডিসিনের সমস্ত মেয়েদের ব্যর্থতা। সুজান আশা করলো মেমোরিয়ালে এমন কয়েক জন মহিলা ডাক্তার থাকবে যাদের সে দলে নিতে পারবে, কিন্তু সে তাদের কাউকেই চেনে না। খুব কমই মেডিকেল স্কুল স্টাফ রয়েছে ওখানে, আর কেউ এমন পদে নেই যে, তাকে এ ব্যাপারে একটু বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।

রাস্তার মাঝামাঝি হাটতে হাটতে সুজানের ডান পা-টা একটু পিছলে গেলে শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে

কাছের একটা বিল্ডিংয়ের দেয়াল ধরে ফেললো। তার চেয়েও বাজে ব্যাপার হলো সে নিচে তাকিয়ে দেখে আরেকটুর জন্যে কুকুরের মলের উপর পা দিতে যাচ্ছিলো সে।

"শালার বেকন হিল," সুজান রেগেমেগে বোস্টন, সমস্ত শিক্ষিত নাগরিক আর সিটি কর্তৃপক্ষকে শাপান্ত করলো। এক ধরণের ভেঁজা গন্ধ নাকে টের পাচ্ছে সে।

নিজের দুর্ভাগ্যের প্রতীকি স্বরূপটার কথা না ভেবে পারছে না। সম্ভবত সে এক গাদা মলমূত্রের মধ্যেই আছে, আর নিজেকে জোর ক'রে এই শহরের মল মূত্রের মধ্যে এনে ফেলেছে। মনে মনে পুরো বিষয়টাকে এড়ানোর চেষ্টা করলো। তার কর্তব্য হচ্ছে একজন ডাক্তার হওয়া অন্য সব বিষয় থেকে সেটার উপরেই তার জোর দেয়া উচিত। বারম্যান এবং গৃনলিকে নিয়ে তার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে আর তার চির্বুক বেয়ে এক নাগাড়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে। আগের চেয়ে আরো সর্তকতার সাথে হাটতে লাগলো। এখন সাবধানে পা ফেলে হাটছে। কিন্তু বারম্যান আর গৃনলির প্রতি তার কতর্ব্যের ব্যাপারটা এতো সহজে নিজের মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। তার এবং ন্যান্সি গৃনলির বয়সের সাদৃশ্যের কথাটা ভাবলো সে। নিজের মাসিক সমন্ধেও ভবালো, বিশেষ করে যখন তার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তপাত হয়। এটা তাকে ভয়ার্ত করে, অসহায় ক'রে তোলে। একেবারে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে সে। তাকে হয়তো একটা ডি এ্যান্ড সি করাতে হতে পারে, সম্ভবত এই মেমোরিয়ালেই।

কিন্তু এখন সে নিজেই মেমোরিয়াল থেকে বিতাড়িত, সম্ভবত মেডিকেল স্কুল থেকেও। তার কাছে যে সমস্যাটা আছে সেটা কি সে সমাধান করবে নাকি করবে না সেটাই এখন তার মূল ভাবনা। এটা শেষ হয়ে গেছে। প্রথম যখন এই সমস্যাটি নিয়ে সে ভেবেছিলো তখন একটা জিনিস তার মাথায় এসেছিলো। সেই কথাটাই এখন তাকে বিব্রত করছে। "একটা নতুন রোগ!" তার নিজের উন্নাসিকতা আর সামর্থ্যের কথা ভেবে সুজান হেসে ফেললো।

পিঙ্কনি স্ট্রট দিয়ে ধীরে সুস্থে হাটছে সুজান। চার্লস স্ট্রট অতিক্রম ক'রে নদীর দিকে গেলো সে। যেরকম উদ্দেশ্যহীনভাবে বেকন হিলের দিকে যাচ্ছিলো সেরকমভাবেই লংফেলো বৃজের দিকে গেলো। এক ঝাঁক সিগাল নিশ্চলভাবে নদীতে জমে থাকা বরফ খণ্ডের উপর ব'সে আছে।

কি জন্যে সুজানের মনোযোগ বাম দিকে আর্কষিত হলো সেটা সে জানে না। সে দেখতে পেলো গাঢ় কালো ওভারকোট এবং হ্যাট পরা একজন মানুষ হেটে নদীর দিকে যাচ্ছে, সুজান যখন লোকটা যেখানে যাচ্ছে সেখানে তাকালো তখন সে হাটা থামিয়ে দিলো। সুজান তার সামনের দৃশ্য দেখতে থাকলো। পাঁচ কি দশ

মিনিট পর সুজান দেখতে পেলো লোকটা একটুও নড়ছে না। সে ধূমপান করছে আর স্থির দৃষ্টিতে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে, যেনো বৃষ্টিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করছে, ঠিক যেমনটি সুজান করছে। সুজান ভাবলো দু'জন মানুষ বৃষ্টির মধ্যে বৃজের উপর দাঁড়িয়ে থাকাটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার।

বৃজটা অতিক্রম ক'রে ক্যামবৃজ হয়ে নদীর তীর ধরে হেটে বোট হাউজের কাছে চলে এলো সুজান। তার কিছুটা শীত শীত লাগছে। তার কলারের ভেতর দিয়ে শরীরে কিছুটা বৃষ্টির পানি ঢুকে পড়েছে। ডরমিটরিতে ফিরে গিয়ে গরম পানিতে গোসল করার কথা ভাবলো।

আচম্কা ঘুরে লংফেলো বৃজটা অতিক্রম ক'রে বাসে চেপে বাসায় ফিরে যেতে চাইলেও সে থেমে গেলো। তার প্রায় একশো গাজ দূরে গাঢ় কোট পরা সেই লোকটা এখন চার্লস নদীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সুজান নিজের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ করলো, যদিও সেটা সে নিরুপন করতে পারছে না। নিজের পরিকল্পনাটি বদলে সে মানুষটার পাশ দিয়ে চলে যাওয়াটা এড়িয়ে গেলো। এম আইটি ক্যাম্পাসের পাশ দিয়ে গিয়ে কেন্ডাল স্টেশন থেকে বাসে উঠবে ব'লে সিদ্ধান্ত নিলো সে।

মেমোরিয়াল ড্রাইভ অতিক্রম করতে গিয়ে দেখতে পেলো লোকটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কোনো আগন্তুক সমন্ধে উল্টাপাল্টা ভাবাটা নির্ঘাত বোকামি, নিজেকে আশ্বস্ত করলো সুজান। কেন সে এতোটা নিম্নস্তরের সন্দেহবাতিকতায় ভুগছে সেটা কোনোভাবেই বুঝতে পারলো না। বুঝতে পারলো সে খুব বেশি ভেঙে পড়েছে বলে এমনটি হচ্ছে। তুবও বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে অন্য দিক দিয়ে মোড় নিয়ে হাটতে হাটতে পলিটিক্যাল সায়েন্স লাইব্রেরির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। চেষ্টা করলো নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে।

লোকটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উদয় হলো, তবে ব্লকের দিকে আর মোড় নিলো না। তার বদলে লোকটা রাস্তা অতিক্রম ক'রে চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু সুজান নিজেকে বোঝাতে পারলো না যে, লোকটা তাকে অনুসরণ করছে না। সুজান হাটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে লাইব্রেরির ভেতর ঢুকে পড়লো। লেডিস রুমে গিয়ে সে কিছুক্ষণের জন্য রিলাক্স হলো। আয়নায় নিজের মুখটা তার কাছে অস্বস্তিকর লাগছে। কাউকে ডাকার কথা ভাবলো কিন্তু পরক্ষণেই ধারণাটি বাতিল ক'রে দিলো। আরে লোকজনকে ডেকে সে কি বলবে, সেটা কি খুব হাস্যকর শোনাবে না? তাছাড়া এখন সে বেশ ভালো অনুভব করতে শুরু করছে। নিজের কল্পনায় রয়ে যাওয়া ওই অধ্যায়টা ভুলে যেতে চাইলো সুজান।

লেডিস রুম থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরির স্থ্যপত্য নির্দশনের প্রশংসা করার মতো যথেষ্ট শক্তি ফিরে পেলো। এটা খুবই আধুনিক আর পরিচ্ছন্ন জায়গা। পুরনো

লাইব্রেরিগুলোর মতো মোটেও ঘিঞ্জি নয়। চেয়ারগুলো উজ্জ্বল কমলা রঙের। শেলফ এবং কার্ড ক্যাটালগগুলো পালিশ করা ওক্ কাঠের।

এরপরই সুজান আবার সেই লোকটাকে দেখতে পেলো। এবার খুব কাছ থেকে। সে জানে এটাই সেই লোকটা, যদিও লোকটা ম্যাগাজিন পড়া থেকে মাথা তুলছে না। লোকটা এই লাইব্রেরিতে একেবারে বেমানান। পরনে গাঢ় ওভারকোট, সাদা জামা এবং সাদা টাই। তার লেপটানো চুল উজ্জ্বল রঙের। মুখটা ব্রনের দাগে ভর্তি। সুজান সিঁড়ির দিকে গেলো, যদিও সে যেখানেই যাক না কেন সেখান থেকেই লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে। লোকটা তার পড়া থেকে অন্য দিকে তাকাচ্ছে না। বিল্ডিংয়ের বাইরে থেকে সুজান আগেই দেখেছিলো লাইব্রেরি এবং বিল্ডিংটা সংযুক্ত। সে ওভারপাস খুঁজে পেলে দ্রুত অতিক্রম করলো। সংযুক্ত বিল্ডিংটা একটা ক্লাসরুম অফিস বিল্ডিং, সেখানে কয়েকজন মানুষ আছে দেখে সুজান আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বস্তি পেলো। বিল্ডিং ত্যাগ ক'রে দ্রুত কেন্ডাল স্কয়ারে নেমে পড়লো সে।

যেহেতু এলাকাটা সুজানের কাছে অপরিচিত তাই আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনটা খুঁজে পেতে তার কয়েক মিনিট সময় লেগে গেলো। আন্ডারগ্রাউন্ডে নামার ঠিক আগ মুহূর্তে সে একটু ইতস্তত বোধ করলো, তারপর চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলো। বিস্ময় আর ঘাবড়ে যাওয়ার ব্যাপার হলো কালো কোটের মানুষটি মাত্র এক ব্লক পেছন থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সুজানের পেটটা গুলিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। তার নাড়ির গতিও দ্রুত হয়ে গেলো। এখন সে কী করবে সেটা ভেবে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলো সুজান। সিঁড়ির দিকে একটা মৃদুমন্থর হাওয়া ভেসে এলে সিদ্ধান্ত নেওয়াতে সেটা সাহায্যই করলো। একটা ট্রেন স্টেশনের দিকে ধেয়ে আসছে। মানুষ ভর্তি একটা ট্রেন।

কিছুটা ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে স্টেশনের অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সে দাঁড়ালো। পকেট হাতরে বুঝতে পারলো তার পকেটে খুব কমই ভাংতি আছে। পকেট থেকে ভাংতিগুলো বের করতে গিয়ে কয়েকটা কয়েন কংক্রিটের উপর পড়ে গেলে ঘুরতে ঘুরতে সেগুলো একটু দূরে চলে গেলো। এখনও কেউ ট্রেন থেকে নামে নি। কয়েকজন মানুষ শূন্য দৃষ্টিতে সুজানের অবস্থা দেখছে। একটা কোয়ার্টার স্লটে ঢুকিয়ে দিলো সুজান। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারলো পয়সাটা আরও দ্রুত ঠেলে দেয়া উচিত ছিলো। দেরি ক'রে ফেলেছে। কোয়ার্টারটা মেশিনের ভেতর চলে গেলে কয়েক সেকেন্ড পরে সে ঘূর্ণায়মান দরজা দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় পড়ে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলো। কিন্তু ওখানে পৌছানোর আগেই ট্রেনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো।

"প্লিজ!" সে চিৎকার ক'রে বললো। কিন্তু ট্রেনটা থামলো না। স্টেশন থেকে এগুতে লাগলো সেটা। সুজান ট্রেনের পাশাপাশি কিছু দূর দৌড়ে গেলো। তারপর

দেখতে পেলো ট্রেনটা দ্রুত বেগে টানেলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। সুজান কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

স্টেশনটা এখন পুরোপুরি ফাঁকা। এমন কি অন্য পাশের প্লাটফর্মটাও জনমানবশূন্য। অপসৃয়মান ট্রেনের শব্দটা দ্রুত মিলিয়ে গেলে সে জায়গায় আবার বৃষ্টিপাতের ছন্দময় আওয়াজ জায়গা দখল ক'রে নিলো।

কেন্ডাল স্টেশনটা মোটেও ব্যস্ত কোনো স্টেশন নয়। এর কোনো সংস্কারও করা হয় নি। যে মোজাইক দেয়ালটা এক সময় খুব ফ্যাশনেবল ছিলো সেটা এখন ধ্বংসের পথে। জায়গাটা এখন পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক জায়গার মতো। সব জায়গা ঝুলে ভরে আছে। প্লাটফর্মে এলোমেলাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পত্র-পত্রিকা।

সুজান যতোটা সম্ভব রেললাইনের দিকে ঝুঁকে টানেলের ভেতর দিয়ে ক্যামব্রিজের দিকে তাকালো, আশা করলো আরেকটা ট্রেনকে আসতে দেখবে। চোখে কিছু না দেখতে না পেয়ে সে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলে কেবল পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলো। তারপরই সাবওয়ের সিঁড়ি থেকে একটা পায়ের শব্দ শোনা গেলে সুজান দৌড়ে বুথের দিকে চলে গেলো। বুথটা ফাঁকা। একটা সাইন বলে দিচ্ছে এটা শুধুমাত্র বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে ব্যস্ত সময়ে ভরা থাকে। সিঁড়ির পদশব্দ কাছাকাছি চলে আসতে থাকলে সুজান আবার প্রবেশ পথের দিকে ফিরে গেলো। ঘুরে স্টেশনের প্লাটফর্ম দিয়ে ক্যামব্রিজের দিকে দৌড়াতে লাগলো সে। প্লাটফর্মের একেবারে শেষ মাথায় টানেলের অন্ধকারের মধ্যে তাকালো। সেখানে শুধু পানি পড়ার বিরামহীন একটা শব্দই শোনা যাচ্ছে।

আর পায়ের শব্দ।

প্রবেশ পথের দিকে ফিরে তাকাতেই সুজান দেখতে পেলো ঘুর্ণায়মান দরজা দিয়ে কালো কোটের মানুষটা ঢুকছে। লোকটা একটু থেমে সিগারেটে আগুন জ্বালালো। এটা সুস্পষ্টত যে, তার কোনো তাড়াহুড়ো নেই, লোকটা তার সিগারেটে কয়েকটা টান মেরে সুজানের দিকে তাকিয়ে আবার এগিয়ে আসতে লাগলো। মনে হচ্ছে লোকটা যে ভয় সৃষ্টি করেছে সেটা যেনো আরো বেশি তীব্র করার চেষ্টা করছে। এগিয়ে আসার সাথে সাথে তার জুতোর শব্দটাও আরো জোরো জোরো শোনা যেতে লাগলো।

সুজান গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা অথবা দৌড়ানোর কথা ভাবলো কিন্তু সে এর কোনোটাই করলো না। তার কাছে মনে হলো সে যেনো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। সম্ভবত এটা পর পর কোনো কাকতালীয় ঘটনার সমাহার। কিন্তু মানুষটার অভিব্যক্তি আর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এটা আসলে কোনো দুঃস্বপ্ন নয়।

সুজান আতংকগ্রস্ত হতে শুরু করলো। টানেলে প্রবেশ করতে চাওয়ার আগপর্যন্ত সে কর্নারের দিকে যেতে লাগলো। ভীতি আর সুতীব্র আতংক সত্ত্বেও সে

তার এই আইডিয়াটা বাদ দিলো। অন্য প্লাটফর্মে যাবে? সে অন্য প্লাটফর্মের এ মাথা ওমাথা দেখে নিলো। দুটো ট্র্যাকের মাঝখানে একটা আই-বিমের উপর ঘর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার ঠিক পরেই, অন্য পাশে তৃতীয় রেইললাইনটা আছে, এটা হলো ট্রেনগুলোর শক্তির উৎস। প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ রয়েছে যা একজন মানুষকে ভাজা ভাজা করার জন্য যথেষ্ট।

লোকটা এখন সুজান থেকে মাত্র পনেরো ফিট দূরে। নিজের আধখাওয়া সিগারেটটটা টোকা মেরে ফেলে দিলো সে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এবার সে তার পকেট থেকে কিছু একটা বের করবে। একটা পিস্তল? না, পিস্তল নয়। একটা ছুরি? হতে পারে।

সুজানের আর কোনো প্রণোদোনার দরকার হলো না। সে তার নার্সের ইউনিফর্মটা হাত বদল ক'রে ডান হাতে নিয়ে প্লাটফর্মের কিণারায় উবু হয়ে তার বাম হাতটা প্লাটফর্মের প্রান্ত ধরে রেখে চার ফিট নিচে ট্র্যাকের উপর লাফ দিলো। পায়ের উপর দাঁড়াতেই বুঝতে পারলো তার পায়ে ব্যথা পেয়েছে, তবে সেটা সে আমলে নিলো না। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে টানেলের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো।

তার ভেতরে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। রেললাইনের কাঠের স্লিপারে হোঁচট খেয়ে সে তৃতীয় রেললাইনেরর পাশে পড়ে গেলো। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় তার পার্সেলটা ছেড়ে একটা আই-বিম আকড়ে ধরে নিজেকে সামলে নিলো সে। অল্পের জন্যে তৃতীয় রেললাইনের বৈদ্যুতিক প্রবাহের সংস্পর্শের হাত থেকে বেঁচে গেলো সুজান। বিদ্যুতের একটা স্ফুলিঙ্গ আর কাঠের টুকরো পোড়ার শব্দ শুনতে পেলো।

গোড়ালিতে ব্যথা সত্ত্বেও নিজের অগোচরেই তার প্যাকেজটা ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলো। সুজান আবারো লাইন ধরে দৌড়ানোর চেষ্টা করলো। টানেলের খোলা মুখের কাছে একগাঁদা সুইচের সমাহার। একটা গোলকর্ধাধার মতো। কিংকর্তব্যবিমুঢ় সুজান এগোতে থাকলে কাঠের স্লিপারের সাথে তার বাম পা'টা আঁটকে আবারো সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো।

সুজান আশঙ্কা করতে লাগলো তার অনুসরণকারী যে কোনো সময় চলে আসতে পারে। তার বাম পা দুই রেলের মাঝখানে শক্তভাবে আঁটকে আছে। পা'টা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। নিজেকে প্রচণ্ড শক্তির সাথে সামনের দিকে টেনে নিতে চাইলো। কিন্তু নিজের গোড়ালির ব্যথাটা আরো বাড়িয়ে তোলা ছাড়া আর কিছুই সে অর্জন করলো না। উপুড় হয়ে হাত দিয়ে বেপোয়ারাভাবে নিজের পা'টা টেনে বের করতে লাগলো। কোনোভাবেই পেছনের দিকে না তাকানো চেষ্টা করলো সে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত খ্যাচ খ্যাচ শব্দ শোনা গেলে সুজান তার পা'টা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। একটু দম নিয়ে নিলো সে। তার মনে হলো তার কিছু একটা হয়েছে

কিন্তু সে এখনও বেঁচে আছে। তারপর শব্দটা আবারো শোনা গেলো। একটা তীক্ষ্ম শব্দ ভূগর্ভস্থ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে সুজান স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'হাত দিয়ে নিজের কান চেপে ধরলেও শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। এটা ট্রেনের শব্দ! ট্রেনের হুইসেলের শব্দ!

সুজান টানেলের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো একটা আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। অনুভব করলো হাজার হাজার টন স্টিলের একটা দৈত্য এগিয়ে আসছে প্রচণ্ড বেগে। তারপর অন্য আরেকটা শব্দ শোনা গেলো, হুইসেলের শব্দের চেয়েও সেটা অনেক গভীর। এটা ট্রেনের চাকার সাথে রেললাইনের লোহার পাতের ঘর্ষণের শব্দ। আগত ট্রেনটা থামার জন্যে ব্রেক কষেছে। কিন্তু তারপরও সেটা এগিয়ে আসছে। প্রবল বেগে।

সুজানের কোনো ধারণা নেই ঠিক কোন্ ট্র্যাকে তার পা'টা আঁটকে আছে, এমনকি সে এও জানে না কোন্ ট্র্যাকের উপর দিয়ে ট্রেনটা আসছ। ট্রেনের বাতি দেখে মনে হচ্ছে এটা সরাসরি তার দিকেই ধেয়ে আসছে। মরিয়া হয়ে পাগলের মতো সে তার বুট জুতো থেকে পা'টা টেনে বের করার চেষ্টা করলো। পা'টা মুক্ত হতেই ট্র্যাক থেকে পাশের ট্র্যাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। দু'হাতে মাথাটা ঢেকে শরীরটা বলের মতো গড়িয়ে সরে যেতেই মাত্র পাঁচ ফিট দূর দিয়ে প্রবল বেগে আর হুইশেল বাজাতে বাজাতে ট্রেনটা তাকে অতিক্রম ক'রে চলে গেলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সুজান একটুও নড়লো না। কি ঘটেছে সেটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার নাড়ির স্পন্দন পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। হাত দুটো তার ঘেমে ভিঁজে আছে। কিন্তু সে জীবিত আছে, অল্প কিছু কাঁটাছেঁড়া ছাড়া সে একেবারেই ঠিক আছে। তার ওভার কোটটা ছিড়ে গেছে, কয়েকটা বোতাম খুলে গেছে। সেখানে বেশ কিছু গৃজ লেগে রয়েছে। তার কলম, আর পেন-লাইট টানেলের মধ্যে পড়ে হারিয়ে গেছে। তার স্টেথোস্কোপের একটা ইয়ারপিস বেঁকে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে তার বুট থেকে কিছু ময়লা আবর্জনা ঝেড়ে ফেললো সে। গোড়ালী আর পায়ের বুড়ো আঙুলের সমস্যা নিয়ে হাটার চেষ্টা করতেই দেখতে পেলো কয়েক জন মানুষ আলো হাতে নিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে।

তাকে যখন প্লাটফর্মে আনা হলো তখন তার মনে হলো পুরো অভিজ্ঞতাটি বুঝি কেবলই তার কল্পনা। যেনো নিজের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। কালো কোট পরা লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না এখন। কেবল একদল মানুষের জটলা, একে অন্যের সাথে কি ঘটেছে সেটা নিয়ে উত্তেজিত স্বরে চিৎকার করছে তারা। কেউ একজন তার পার্সেলটা ট্র্যাকের উপর খুঁজে পেয়ে সেটা তার কাছে নিয়ে এলো।

সুজান নিজের আহত হওয়াটা আমলে নিলো না। ভাবতে লাগলো মানুষগুলোকে কিছু বলবে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই সে পুরো ঘটনাটি বাস্তব নাকি

তার কল্পনা সেটা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। এখনও সে আতংকিত আর অতিমাত্রায় উত্তেজিত। অন্য কিছু ভাবতে চাইছে না এখন, কেবল ঘরে ফিরে যেতে চাচ্ছে।

পনেরো মিনিট ব্যয় করলো ট্রেনের লোকগুলোকে এটা বোঝাতে যে, সে শুধু মনের ভুলে পা ফস্‌কে প্লাটফর্ম থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলো। এখন সে বেশ ভালো আছে। তার কোনো অ্যাম্বুলেন্সেরও প্রয়োজন নেই। সুজান জোর দিয়ে বললো তার কেবল দরকার পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে হান্টিংটন লাইনের ট্রেনটা ধরা। শেষপর্যন্ত সুজান এবং বাকিরা ট্রেনের মধ্যে প্রবেশ করলে স্টেশন থেকে ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেলো।

আলোর মধ্যে সুজান তার জামাকাপড় ভালো ক'রে দেখে নিলো। লক্ষ্য করলো তার সামনে বসে থাকা এক লোক সরাসরি পলকহীনভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। যে মহিলা লোকটার পাশে বসে আছে সেও একইভাবে চেয়ে আছে তার দিকে। সুজানের চোখ চারদিকে ঘুরে এলে বুঝতে পারলো ট্রেনের ভেতরে সবাই তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে, যেনো সে একজন মানসিক রোগি। ওই চোখ-মুখগুলো অসহ্য। ট্রেনটা লংফেলো বৃজ অতিক্রম করলে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। এখন অবশ্য কোনো চাপা কথাবার্তা হচ্ছে না। প্রত্যেকেই তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

ট্রেনটা চার্লস স্ট্রিটে চলে এলে খুব স্বস্তির সাথে সুজান ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে বের হয়ে গেলো প্লাটফর্ম দিয়ে। ফিলিপ ড্রাগ স্টোরের সামনে থেকে একটা ক্যাব নিয়ে শান্ত হয়ে বসলো। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো দৃশ্যত সে কাঁপছে।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি,
বুধবার, দুপুর ১টা ৩০মিনিট

বেলা দেড়টার দিকে বেলোজ প্রায় সারা দিনের কাজ শেষ ক'রে ফেললো, যেমনটি অধিকাংশ লোকে ক'রে থাকে। সে শারীরিকভাবে ক্লান্ত নয় কারণ সে তার শিডিউল নিয়ে যথেষ্ট সচেতন। তবে আবেগের দিক থেকে অনেকটাই ক্লান্ত, একেবারে শেষপ্রান্তে বলা যায়। দিনের শুরুটা হয়েছিলো যথেষ্ট আনন্দদায়কভাবে। ঘুম থেকে যখন জেগে উঠেছিলো তখন সুজান তার পাশেই ছিলো। গত রাতটা অসম্ভব আনন্দদায়কভাবে উপভোগ করেছে তারা। যদিও তাদের এই সম্পর্কের স্থায়ীত্ব নিয়ে ভীষণ সন্দেহগ্রস্থ সে। সুজান এমন মেয়ে নয় যে, সে খুব সহজেই তাকে ছেড়ে দিতে পারবে। নারী সম্পর্কে বেলোজের যে গতানুগতিক ধারণা রয়েছে সুজান মোটেও সেই ধরণের মেয়ে নয়। তা সত্ত্বেও বিস্ময়করভাবেই আনন্দের ব্যাপার যে, সুজানের সাথে স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফুর্তভাবে যৌনতার ব্যাপারটি ঘটে গেছে। যদিও যৌনতা সম্পর্কে তার যে স্বাভাবিক ধারণা সেটা ছাড়াই ঘটনাটি ঘটেছে। তাদের দু'জনের আচরণই একটা নিয়ন্ত্রিত পাগলামির মধ্যে আবদ্ধ ছিলো।

ঘুম থেকে উঠে সুজানকে নিজের বিছানায় ঘুমোতে দেখাটা বেলোজের জন্য একটা আরামদায়ক অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলো। এর ফলে সে আরো বেশি গতানুগতিক পুরুষের মতো আচরণ করেছে। যদি সুজান ঘুম থেকে উঠে তার সাথে হাসপাতালে চলে আসতো তাহলে তার কাছে সেটা অন্যরকম মনে হতো। মনে হোতো সে সুজানের সাথে যথাযথ ব্যবহার করে নি। তার ভেতর থেকে তাগিদ ছিলো সুজানের ঘুমে ব্যঘাত না ঘটিয়ে তাকে আরেকটু বিশ্রাম করতে দেয়া। আর এটা করতে পেরে সে বেশ স্বস্তি বোধ করেছে।

কিন্তু তারপরই তার দিনটা খারাপ হতে শুরু করলো। বেলোজের জন্যে সবচাইতে ভয়ানক ব্যাপার হলো স্টার্ক সকালের রাউন্ডে বেশ আগেভাগেই আচমকা এসে হাজির হয়েছে, আর ডিপার্টমেন্ট প্রধানের মেজাজটা একেবারে বিগড়ে আছে বলে মনে হলো। স্টার্ক বেলোজকে এই প্রশ্ন করে রাউন্ড শুরু করলেন যে, তার দায়িত্বে থাকা ঐ আর্কষণীয়া মেডিকেল ছাত্রিটির সাথে সে কী এমন করেছে যাতে ক'রে মেয়েটা রাউন্ডে হাজির হতে পারে নি। বেলোজ ভেতরে ভেতরে খুব ভয় পেয়েছে। স্টার্ক কী বোঝাতে চেয়েছে সেটা সে ভালোই করেই জানে। তবে স্টার্ক যা-ই ধাণা ক'রে থাকুন না কেন বাস্তবতা আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। বেলোজ জানতো ঐ মুহূর্তে সুজান তার নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছে।

স্টার্কের প্রশ্নে কিছুটা হাসির সৃষ্টি হলে রাউন্ডে থাকা অন্যেরা টিটকারি মারতে শুরু করলো। বেলোজ তখন বুঝতে পেরেছিলো লজ্জায় তার মুখ আরক্তিম হয়ে গেছে। একই সাথে হঠাৎ ক'রে নিজেকে রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করেছিলো সে।

বেলোজকে কিছু বলার সুযোগ দেয়ার আগেই অ্যাটেনডেন্সের কাছে চলে গিয়েছিলেন স্টার্ক। যাবার আগে স্টার্ক বেশ স্পষ্ট করেই বললেন সুজানের কোনো রকম অনুপস্থিতির দায়দায়িত্ব বেলোজের ঘাড়েই বর্তাবে। এই ব্যর্থতা তার রেকর্ডে থাকবে। সমস্ত ছাত্রছাত্রি যেনো ভালোমতো তাদের উপর অর্পিত কাজগুলো করতে পারে সেজন্যেই বেলোজকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

সত্যিকারের রাউন্ড শুরু হলে স্টার্ক আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে খারাপ আচরণ করতে লাগলেন বেলোজের সাথে। প্রায় প্রতিটি কেসে বেলোজকে কিছু কঠিন প্রশ্ন করলেন তিনি। বেলোজের উত্তর উত্তেজিত ডিপার্টমেন্টাল প্রধানকে মোটেও সন্তুষ্ট করতে পারে নি। এমন কি বাকি রেসিডেন্ট ডাক্তারেরা বেলোজের অবস্থা খারাপ বুঝতে পেরে বেলোজকে করা প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা করলেও তাতে বিশেষ লাভ হয় নি।

রাউন্ড শেষে বেলোজকে একপাশে ডেকে স্টার্ক জানালেন যে, সে নাকি তার সাধ্য মতো কাজ করছে না, যেরকমটি ডিপার্টমেন্ট তার কাছ থেকে আশা করে। শেষপর্যন্ত স্টার্ক তাকে যে কথাটা বললেন সেটাই আসলে তাকে বেশি বিব্রত করেছে। বেশ কিছুক্ষণ বিরতির পর সার্জারি প্রধান বেলোজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যেসব ড্রাগ লকার ৩৩৮-এ পাওয়া গেছে সে ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে তার ভুমিকাটা কি।

শুধুমাত্র শ্যান্ডলারের কাছ থেকে যা শুনেছে সেটা ছাড়া ওইসব ড্রাগ সমন্ধে তার কোনো রকম ধারণা নেই ব'লে বেলোজ সব কিছু অস্বীকার করেছে। সরাসরি সে স্টার্ককে বলেছে এক সপ্তাহ আগে নিজের পার্মানেন্ট লকার পাওয়ার আগপর্যন্ত সে লকার নাম্বার ৩৩৮ ব্যবহার করতো। স্টার্ক এর জবাবে কেবল বলেছেন তিনি চান এই ঘটনাটা যেনো খুব তাড়াতাড়ি সমাধান হয়।

এই সব ঘটনার সাথে তার কোনো সম্পর্ক না থাকলেও বেলোজ ভীষণভাবে ভড়কে গেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই তার নাগালের বাইরে। তার পেশাগত কাজকর্মে এটার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। পুরোটা সকাল পার হলেও তার এই উদ্বিগ্নতা না কমে বরং বেড়েই চলছে।

বেলোজ সেই সকালে ছাত্রছাত্রিদেরকে অপারেশন রুমে সঙ্গে নিয়ে নিজে দুটো অপারেশন করেছে। প্রথম কেসে গোল্ডবার্গ আর ফেয়ারওয়েদার স্ক্রাব করেছে, তারা দরকারের চেয়েও তাদের হাত বেশি ভিজিয়ে ফেলেছিলো। দ্বিতীয় কেসে স্ক্রাব

করেছে কারপিন এবং নাইলস। বেলোজ খুব সর্তকতার সাথে নাইল্‌সকে উৎসাহ দিয়েছে। মূর্ছা যাওয়ার মতো কোনো ঘটনা সেখানে ঘটে নি। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের মধ্যে নাইলসই সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। তাই তাকেই কাঁটাছেঁড়ার সবচাইতে কাছাকাছি আসতে দেয়া হয়েছিলো।

লাঞ্চের সময় বেলোজ শ্যান্ডলারের সাথে এক কর্নারে গিয়ে আলাপ করার সুযোগ পেলো। প্রধান রেসিডেন্ট জানালেন যে, স্টার্ক ড্রাগগুলোর ব্যাপারে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

"পুরো ব্যাপারটাই একেবারে হাস্যকর," বেলোজ বললো, "স্টার্ক কি আমাকে এই জঘন্য ব্যাপারে নির্দোষ হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্যে ওয়াল্টারের সাথে কথা বলেছে?"

"আরে আমি তো এখন পর্যন্ত ওয়াল্টারের সাথে কোনো কথা বলি নি," শ্যান্ডলার বললো। "আমি তার সাথে কথা বলতে অপারেশন রুম এরিয়ায় গিয়েছিলাম, কিন্তু তাকে ওখানে পাই নি। সারাটা দিন কেউ তাকে দেখে নি।"

"ওয়াল্টার?" বেলোজ সত্যিই খুব বিস্মিত হলো। "তিনি তো গত পঁচিশ বছরে একটি দিনও কামাই দেন নি।"

"আমি আর কি বলবো? তাকে সেখানে দেখা যায় নি।"

বেলোজ এই কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে নিম্নপদস্থ কর্মচারিদের অফিসে গেলো ওয়াল্টারের বাসার ফোন নাম্বার নেবার জন্যে। সে জানতে পারলো ওয়াল্টারের কোনো টেলিফোন নেই। বেলোজ ঠিকানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলো :

১৮৩৩ স্টুয়ার্ট স্ট্রট, রক্সবেরি।

দেড়টার দিকে বেলোজ একেবারে ঘাবড়ে গেলো। অপারেশন ডেস্ক থেকে অন্য আরেকটা কল তাকে নিশ্চিত করলো যে, ওয়াল্টার এখনও আসে নি। বেলোজ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো—সে ওয়াল্টারের সাথে দেখা করবে। নিজেকে তাড়াতাড়ি ড্রাগ বিষয়ক জটিলতা থেকে মুক্ত করার এটাই একমাত্র পথ। এটা তেমন কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নয়—যদিও হাসপাতাল থেকে দিনের মাঝামাঝি সময়ে বেরিয়ে যাওয়াটা বেলোজের জন্য খুবই অস্বাভাবিক একটি ঘটনা। কিন্তু বিগত আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে বেলোজ একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে আক্রান্ত এই ভেবে যে, তার স্বস্তি আর এই মেমোরিয়ালে নিজের প্রতিশ্রুতিশীল অবস্থানটি একেবারে বিপন্ন হবার মুখে। তার মনে হচ্ছে তার সমস্যা আসলে দুটো : প্রথমত, ড্রাগ সমস্যা, সেটা তেমন কঠিন কিছু নয়। কারণ সে জানে সে এটার সাথে জড়িত নয়। তাকে কেবল এই সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দ্বিতীয় সমস্যা হলো সুজান এবং তার তথাকথিত সেই প্রজেক্টটি। এটা অবশ্য একেবারেই আলাদা একটি বিষয়।

বেলোজ তার মেডিকেল স্টুডেন্টদেরকে মিঃ বেয়ার্ডের নাতি ডাঃ ল্যারি বেয়ার্ডের দায়িত্বে দিতে সক্ষম হলো। তারপর তার বিপারটা বেল্টে বেঁধে নিয়ে অপারেটর এবং নরিস নামের একজন রেসিডেন্টকে জানিয়ে হাসপাতাল থেকে একটা সাইত্রিশ মিনিটে বেরিয়ে একটা ক্যাব নিয়ে চলে গেলো।

"স্টুয়ার্ট স্ট্রট, রক্সবেরি? ঠিক তো?" ট্যাক্সি ড্রাইভার নিশ্চিত হবার জন্যে বললো। বেলোজ যখন তার গন্তব্যের ঠিকানাটা জানালো তখন লোকটার চোখমুখ ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেলো।

"১৮৩৩ নাম্বার," বেলোজ যোগ ক'রে বললো।

"আপনার টাকা, আপনার খুশি!"

এখানে সেখানে নোংরা বরফে আচ্ছাদিত শহরটা দেখতে খুব বিষন্ন দেখাচ্ছে। বেলোজ যখন সকালে বেরিয়ে ছিলো তখন থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় খুব কম সংখ্যক গাড়ি আর যাত্রি দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা আর জনমানবহীন শহরটা দেখে মায়াদের পরিত্যাক্ত শহরের কথাই বেশি মনে পড়ে যায়। যেনো সবাই তাদের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ট্যাক্সিক্যাবটা যতোই রক্সবেরি এলাকার ভেতরে ঢুকছে ততোই শহরের অবস্থা আরো জঘন্য ব'লে মনে হচ্ছে। তারা ওয়্যারহাউজ এরিয়া পার হয়ে নোংরা বস্তির ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। ঠাণ্ডা আবহাওয়া, একঘেয়ে বৃষ্টি আর পচা বরফ এটাকে আরো বিষন্ন ক'রে তুলেছে। শেষপর্যন্ত ক্যাবটা ডান দিকে ঘুরলে বেলোজ সামনের দিকে ঝুঁকে স্টুয়ার্ট স্ট্রটের চিহ্ন খুঁজতে শুরু করলো। ঠিক সেই সময়েই সামনের ডান দিকের চাকাটা বৃষ্টির পানি ভর্তি একটি গর্তে পড়ে গেলে ক্যাবের সামনের অংশের সাথে রাস্তার সংঘর্ষ হলো। ড্রাইভার খিস্তি আউড়ে স্টিয়ারিং হুইলটা ঘুরিয়ে গাড়ির পেছনের চাকাটাকে গর্তে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেও গাড়ির পেছনের অংশটা গর্তে পড়ে ঝাঁকি খেলো। বেলোজের মাথা গাড়ির শক্ত ধাতব সিলিংয়ের সাথে ধাক্কা খেলো প্রচণ্ড জোরে। বেশ ব্যথা পেলো সে।

"দুঃখিত, আপনিই কিন্তু স্টুয়ার্ট স্ট্রটে আসতে চেয়েছিলেন!"

মাথাটা হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে বেলোজ নাম্বারগুলো দেখতে লাগলো। ১৮৩১ এবং তারপর ১৮৩৩। ভাড়া শোধ ক'রে গাড়ি থেকে নামতেই ক্যাবটা দ্রুত চলে গেলো। যাবার সময় অবশ্য গর্তগুলো এড়িয়ে গেলো গাড়িটা।

বেলোজ চারদিকে তাকালো। বৃষ্টি থেমেছে ব'লে মনে মনে ধন্যবাদ দিলো। মূল্যবান যন্ত্রাংশ ছাড়া কয়েকটা পরিত্যাক্ত গাড়ি এমনভাবে পড়ে আছে সেখানে যেনো সেগুলো কখন সরানো হবে কেউ জানে না। সেখানে অন্য কোনো গাড়ি পার্ক করা নেই। কোনো লোকজনও দৃষ্টিসীমার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। বেলোজ যখন

তার সামনের সারি সারি বাড়িগুলো দিকে তাকালো বুঝতে পারলো ওগুলো সবই ফাঁকা। কারণ অধিকাংশ জানালাই খোলা আছে। তারপর সে তার চারপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকালো। সবগুলোই একই রকম। বেশিরভাগ বাড়িই বন্ধ। যতোগুলো জানালা খোলা আছে তার প্রায় সবগুলোরই কাঁচ ভাঙা।

সামনের দরজার একটা চিহ্ন বলছে, বিল্ডিংটা হাউজিং কর্তৃপক্ষের কাছে দায়বদ্ধ। তারিখ লেখা আছে ১৯৭১। এটা বোস্টন কর্তৃপক্ষের আরেকটা প্রজেক্ট যেটা পুরোপুরি ধ্বসে পড়েছে।

বেলোজ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। ওয়াল্টারের কোনো ফোন নেই। আর এটা দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা আসলে ভূয়া কোনো ঠিকানা। ওয়াল্টারের চালচলন আর পোশাক আশাকের কথা মনে পড়লে এটা আর তার কাছে ততোটা অবাক হবার মতো কিছু ব'লে মনে হলো না। বি.এইচ.এ'র সাইনটা পড়তে পড়তে কৌতুহলবশত বেলোজ সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলো। আরেকটা ছোটো চিহ্ন বলছে 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশাধিকার নিষেধ' এবং জায়গাটা পুলিশের তত্ত্বাবধানে আছে।

বড় ডিম্বাকৃতির কাঁচের জানালাসহ দরজাগুলো এক সময় আকর্ষণীয় ছিলো। কাঁচগুলো এখন ভেঙে গেছে, প্রবেশ পথের সামনে কয়েক টুকরো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বেলোজ দরজা খোলার চেষ্টা করলে তাকে বিস্মিত ক'রে সেটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো। দরজার একটা ছিটকানি খোলা, কারণ ওটার কোনো স্ক্রু-ই নেই।

বেলোজ একবার উপরে নিচে দেখে নিয়ে ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। তার পেছনে দরজাটা বন্ধ হতেই অধিকাংশ দিনের আলো তিরোহিত হলে প্রায় অন্ধকারে চোখ সয়ে নেয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করলো বেলোজ।

যে হল ঘরটায় সে প্রবেশ করলো সেটা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। সিঁড়িটা ঠিক তার সামনে। কার্নিশ ভেঙে টুকুরো টুকরো হয়ে গেছে। ওয়ালপেপারগুলো কুচকে আছে নয়তো দেয়াল থেকে ঝুলছে। মেঝের অর্ধেকটা জায়গা জুড়ে বরফের নোংরা টুকরোগুলো বিছিয়ে আছে। তার সামনে বেলোজ কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখতে পেলো। সেগুলো খুব কাছ থেকে পরীক্ষা ক'রে সে নিশ্চিত হলো কমপক্ষে দু'জনের পায়ের ছাপ রয়েছে। এক জোড়া বেশ বড়, তার পায়ের প্রায় দ্বিগুণ হবে। কিন্তু সবচাইতে কৌতুহলের বিষয় হলো পায়ের ছাপগুলো খুব বেশি পুরনো ব'লে মনে হচ্ছে না।

রাস্তায় একটা গাড়ি আসার শব্দ শুনতে পেলো বেলোজ। শব্দটা শুনেই সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করায় একটু সচেতন হয়ে বেলোজ ঘুরে জানালার দিকে গেলো এই আশায় যদি গাড়িটা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখা যায়। তার ধারণাই ঠিক। গাড়িটা দেখতে পেলো সে।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠলো। কয়েকটা কুচকানো ম্যাট্রেসই এখানকার একমাত্র উপাদান। বাতাস ধুলোময়, ভারি গন্ধের। সামনের ঘরের ছাদ ভেঙে পড়েছে। মেঝেতে প্লাস্টার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রতিটি ঘরের ফায়ারপ্লেস আর্বজনা আর ঝুলে পরিপূর্ণ। ছাদ থেকে ধুলো ঝরে পড়ছে।

বেলোজ চকিতে সিঁড়ির উপরে তৃতীয় তলার দিকে তাকালো কিন্তু একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলো উপরে আর উঠবে না। পরিবর্তে সে প্রথম তলায় নেমে এসে চলে যেতে উদ্যত হতেই বাড়ির পেছন দিক থেকে একটা ধপ্ ক'রে পড়ার মতো শব্দ হলো।

বেলোজ টের পেলো তার নিজের নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে গেছে, সে ইতস্তত করতে লাগলো। এই বাড়িতে এমন কিছু আছে যা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু শব্দটা বারবার হতে থাকলে বেলোজ বিল্ডিংয়ের পেছন হলের দিকে চলে এলো। হলের শেষ মাথায় এসে সে ডান দিকে ঘুরলো, এই জায়গাটা একটা ডাইনিং রুম ব'লে মনে হচ্ছে। ছাদের মাঝখানে একটা গ্যাসলাইট। ডাইনিং রুমের মধ্যে দিয়ে হেটে বেলোজ রান্নাঘরে এসে পড়লো। কয়েকটা খোলা পাইপ ছাড়া সব কিছুই সরিয়ে নেয়া হয়েছে সেখান থেকে।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই বেলোজ টের পেলো বাম দিকে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। সে থম্‌কে দাঁড়ালো। তার হৃদপিণ্ড প্রবল বেগে লাফাচ্ছে। বুকের ধুক ধুক শব্দটা বেড়ে গেলো। নড়াচড়া শব্দটা আসছে কয়েকটা কার্ডবোর্ড থেকে।

হঠাৎ আসা ভয় থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বেলোজ লঘু পায়ে কার্ডবোর্ডগুলোর দিকে এগিয়ে পা দিয়ে লাথি মারলো। কয়েকটা বিশাল বড় বড় ইঁদুর ভয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ডাইনিং রুমের দিকে চলে গেলো।

নিজের ঘাবড়ে যাওয়াতে বেলোজ খুবই বিস্মিত হলো। সে নিজেকে সব সময়ই খুব শক্ত নার্ভের মানুষ ব'লে ভেবেছে। ভেবেছে সহজে ভড়কে যাবার মতো মানুষ সে নয়। কয়েক মিনিট লেগে গেলো নিজেকে ধীরস্থির করতে। যখন সে বাক্সের পাশে ধুলোর উপর অন্য আরেকটা পায়ের ছাপ দেখতে পেলো তখন আবারো ডাইনিং রুমে ফিরে এলো। সামনে পেছনে তাকিয়ে বেলোজ বুঝতে পারলো অদ্ভুত পায়ের ছাপটা একেবারেই সাম্প্রতিক। কার্ডবোর্ড বাক্সের পেছনে যে দরজাটা রয়েছে সেটা কয়েক ইঞ্চি খোলা। পায়ের ছাপটা ওদিকেই চলে গেছে।

বেলোজ দরজাটার কাছে গিয়ে আস্তে ক'রে সেটা খুলে ফেললো। সামনে ঘন অন্ধকার, পায়ের ছাপটা ওদিকেই চলে গেছে। ছাপটা মনে হচ্ছে ভেতরের ঘরের দিকে গেছে, কিন্তু সেটা কিছু দূর যাওয়ার পর অন্ধকারের মিলিয়ে গেছে। বেলোজ তার সাদা কোটের বাম বুক পকেট থেকে একটা পেন-লাইট বের করলো। লাইট জ্বালিয়ে সে দেখতে পেলো ছোটো আলোর রশ্মিটা মাত্র ছয় সাত ফুট পর্যন্ত আলো ফেলতে পারে।

তার কাণ্ডজ্ঞান বলছে এই ভবনটা ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু তার বদলে সে ভূগর্ভস্থ কক্ষের দিকে যেতে থাকলো। নিজের কাছে সে প্রমাণ করতে চাচ্ছে সে ভীত নয়। পাশাপাশি সেখানে কি আছে সেটাও খুঁজে বের করতে চাচ্ছে। কিন্তু সত্যি বলতে কী সে খুব ভীত। ভৌতিক সিনেমা তাকে যেভাবে ভয় পাইয়ে দিতো সেই কথা তার মনে পড়ে গেলো। তার মনে পড়ে গেলো হিচককের *সাইকো* ছবির সেই দৃশ্যটার কথা যেখানে ভূগর্ভস্থ কক্ষে নামার একটি দৃশ্য রয়েছে।

যতোক্ষণ না একটা বন্ধ দরজা পেলো ততোক্ষণ সে পেন-লাইটের আলোর সাহায্যে পায়ে পায়ে এগোতে লাগলো। বেলোজ দরজাটা পরীক্ষা ক'রে নব ধরে ঘোরানোর চেষ্টা করলে দরজাটা আপনা আপনি খুলে গেলো।

বেলোজ আশা করেছিলো এমন একটা ভুগর্ভস্থ কক্ষ দেখতে পাবে যেখানে কিছু আলো আছে, কিন্তু সেখানে কেবলই অন্ধকার। পেন লাইটের আলো দিয়ে একটা বড় ঘর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না। তার পেনলাইটটা ছয় ফিট দূরত্বের পরে খুব কমই সাহায্য করে। রুমের ভেতরে ঘুরে বেলোজ কিছু ভাঙা কিন্তু মেরামত যোগ্য আসাবাবপত্র খুঁজে পেলো, সাথে একটা বিছানার চাদর, খবরের কাগজ আর পোকায় খাওয়া একটা কম্বল। পেনলাইটের আলোর মধ্যে কয়েকটা তেলাপোকা উড়তে দেখলো বেলোজ।

সেখানে একটা ফায়ারপ্লেসে কাঠের স্তুপ রয়েছে। ফায়ারপ্লেসের ছাই বলে দিচ্ছে অতি সম্প্রতি সেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে। বেলোজ নিচের দিকে ঝুঁকে একটা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পত্রিকাটার তারিখ পরীক্ষা ক'রে দেখলো।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬।

খবরের কাগজটা মেঝেতে ফেলে বেলোজ আরেকটা দরজা দেখতে পেলো, সেটা ছয় ইঞ্চির মতো ফাঁক ক'রে রাখা হয়েছে। দরজার দিকে যেতে উদ্যত হলে পেনলাইটের আলো কমে আসতে লাগলো। এটার ক্ষুদ্র ব্যাটারি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। বেলোজ লাইটের সুইচ এক মুহূর্তের জন্যে বন্ধ ক'রে দিলো এই আশায় যে, ব্যাটারির শক্তি কিছুটা পুণরুদ্ধার হবে। ঘন অন্ধকারে সে মুখের সামনে এনে নিজের হাত নিজেই দেখতে পেলো না। যতোক্ষণ সে নড়লো না ততোক্ষণই পুরোপুরি শব্দহীন জগতে ডুবে রইলো।

অন্ধকারে পুণরায় উদ্বিগ্ন হতে শুরু করতেই সে কি করবে সেই পরিকল্পনা করার আগেই আবার লাইটটা জ্বালিয়ে ফেললো। আলোকরশ্মিটা আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হলে বেলোজ দেখতে পেলো মেঝেতে সাদা টাইলস আর তার সামনে বাথরুমের দরজাটা দেখা যাচ্ছে।

বেলোজ দরজা খোলার জন্যে ধাক্কা দিলো। খুব কষ্টে দরজাটা খুলতে পারলো সে। যেনো শিসা দিয়ে দরজাটা তৈরি করা হয়েছে। আলোতে যেটুকু দেখা গেলো

তাতে বোঝা যাচ্ছে টয়লেটের কোনো প্যান নেই। সিঙ্কটা দেয়ালের ডান দিকে অবস্থিত। আলো ফেলে আয়নার উপর একটি মেডিসিন ক্যাবিনেট দেখতে পেলো সে।

অজ্ঞাতসারেই বেলোজ চিৎকার দিয়ে উঠলো। চিৎকারটা খুব জোরালো নয় তবে এটা তার মস্তিষ্কের খুব ভেতর থেকে উঠে এসেছে। একটা আদিম সাড়া। তার পেনলাইট হাত থেকে টাইলসের মেঝেতে পড়ে বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে অন্ধকারের ডুবে গেলো। ঘুরে সিঁড়ির দিকে ছুটতেই আসবাবপত্রের মধ্যে হুরমুর ক'রে পড়ে গেলো বেলোজ। এবার সে পুরোপুরি আতংকগ্রস্ত একজন মানুষ। সিঁড়ির পরিবর্তে সে দেয়াল হাতরাতে হাতরাতে দৌড়াতে লাগলো। একটা কোণে পৌছে বুঝতে পারলো অনেক দূরে চলে এসেছে। সিঁড়ির দিকে আসতেই উপর থেকে আসা কিছুটা আলো দেখতে পেলো।

সিঁড়ির ধাপে হোচট খেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে সে রাস্তায় চলে এসে একটু থামলো। নিঃশ্বাসে তার বুক উঠানামা করছে। একটু আগে অন্ধকারে পড়ে যাওয়ার ফলে তার ডান হাত থেকে রক্ত পড়ছে এখন। বাড়িটার দিকে পেছন ফিরে তাকালো। যে দৃশ্য সে দেখেছে সেই ছবিটা আবার তার চোখে ভেসে উঠলো।

সে ওয়াল্টারকে খুঁজে পেয়েছে। বাথরুমেরর আয়নার মধ্য দিয়ে বেলোজ ক্ষণিকের জন্যে ওয়াল্টারকে একটা দড়িতে ঝুলে থাকতে দেখেছে। জমাট বাঁধা রক্তে ওয়াল্টার ভয়ানকভাবে বিকৃত এবং স্ফীত হয়ে আছে। ওয়াল্টারের চোখ জোড়া পুরোপুরি খোলা। মনে হয় যেনো সেগুলো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এরকম অনেক দৃশ্য বেলোজ জরুরি বিভাগে তার মেডিকেল প্রশিক্ষণের সময় দেখেছে, কিন্তু সারা জীবনে সে কখনও ওয়াল্টারের মৃতদেহের মতো ভয়ানক দৃশ্য আর দেখে নি।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি,
বুধবার, বিকেল ৪টা ৩০মিনিট

সুজান ভয়ে ভয়ে ছাত্রছাত্রিদের ডিন অফিসে প্রবেশ করলেও ডাঃ জেমস চ্যাপম্যানের আচরণ তাকে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে এলো। সুজান যেরকমটি ধারণা ক'রে রেখেছিলো দেখা গেলো তিনি আসলে মোটেও রেগে নেই, কেবল ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তিত। কালো চুলের একজন ছোটোখাটো মানুষ তিনি, খুবই পরিপাটি। সবসময়ই একই রকম দেখায় তাকে। তার গাঢ় সুটে সোনার চেইন এবং একটা *ফি বেটা কাপ্পা* চাবি লাগানো আছে। ডাঃ চ্যাপম্যান তার বাক্য আর হাসির মাঝামাঝি অবস্থায় স্থিত হয়ে আছেন। আবেগ থেকে সেটা উৎসারিত নয় তবে বলা চলে এটা ছাত্রছাত্রিদেরকে সহজ আর স্বাভাবিক ক'রে রাখার একটি হাতিয়ার বিশেষ। এটাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট, আর সেটা মোটেই খারাপ কিছু নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা ক'রে মেডিকেল স্কুলের ছাত্রছাত্রিদের ডিনের অফিসটি মেমোরিয়োলের অফিসের চেয়ে অনেক বেশি স্বস্তি দায়ক পরিবেশে স্থাপন করা হয়েছে। একটা পুরনো এন্টিক ল্যাম্প ডেস্কের উপরে রাখা। চেয়ারগুলো সব কালো, একাডেমিক ধাঁচের, পেছনে মেডিকেল স্কুলের সিল দেয়া। মেঝেতে প্রাচ্যদেশীয় কার্পেট আর দেয়ালে মেডিকেল স্কুলের আগেরকার ক্লাসের অনেকগুলো ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।

সৌজন্য বিনিময় করার পর সুজান ডাঃ চ্যাপম্যানের সামনে ব'সে পড়লে ডিন তার এক্সিকিউটিভ চশমাটা খুলে সেটা সাবধানে ডেস্কের উপর রেখে দিলেন।

"সুজান, ঘটনাটা এতোদূর গড়ানোর আগে তুমি কেন আমার কাছে এসে এই বিষয়টা নিয়ে আলাপ করো নি? আরে, এসবের জন্যেই তো আমাকে এখানে রাখা হয়েছে। তুমি কেবল তোমার নিজের জন্যেই নয়, এই মেমোরিয়ালকেও অনেক ঝক্কির হাত থেকে রক্ষা করতে পারতে। আমি চেষ্টা করি এই মেমোরিয়ালের সবাইকে যতোটুকু সম্ভব খুশি রাখতে। তবে এটাও ঠিক সবাইকে খুশি রাখা এক কথায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে আমি সেই কাজ করার জন্যেই এই চাকরিটা করি। কোনো বিশেষ সমস্যা ঘটলে আগে আমাকেই জানানো দরকার। ঘটনা খারাপ হোক আর ভালো হোক, সবই আমি আগে শুনতে চাই।"

সুজান ডাঃ চ্যাপম্যানের কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়লো। যেটা পরে সে স্টেশনে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলো এখনও ঐ পোশাকটিই পরে আছে। তার

দু'পায়ের হাঁটুতে ছেঁড়ার দাগ বেশ স্পষ্ট। নার্সের ইউনিফর্মের পার্সেলটা এখনও তার কোলে।

"ডাঃ চ্যাপম্যান, পুরো ব্যাপারটাই বেশ নির্দোষভাবে শুরু হয়েছিলো। আমার দেখা ঐসব কাকতালীয় ব্যাপারগুলো ছাড়া ক্লিনিকের প্রথম দিনটি বেশ ভালোই ছিলো। ঐসব ঘটনা দেখে আমি লাইব্রেরিতে চলে যাই। যখন মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম, একটু আধটু পড়াশোনা করলাম, বুঝতে পারলাম অ্যানেসথেসিয়ায় কিছু সমস্যা হয়েছে। ভেবেছিলাম দু'একদিনের মধ্যেই আমি আমার আগের রুটিনে ফিরে যেতে পারবো। কিন্তু তারপর আমি খুব দ্রুতই এটার সাথে জড়িত হয়ে পড়লাম। এ বিষয়ে কিছু তথ্যও জোগার ক'রে ফেললাম। আর ঐসব তথ্যই আমাকে ভীষণভাবে অবাক করেছে। তখন ভাবলাম... হতে পারে... আপনাকে আমি এটা বললে আপনি হয়তো হাসতে শুরু করবেন। এটা এরই মধ্যে আমাকে বিব্রত করতে শুরু করছে।"

"আমাকে বলার চেষ্টা করুন।"

"আমি ভাবলাম হতে পারে আমি কোনো একটা নতুন রোগের সন্ধান পেয়েছি অথবা একটা উপসর্গ, কিংবা নিদেনপক্ষে কোনো ড্রাগ প্রতিক্রিয়া।"

ডাঃ চ্যাপম্যানের মুখে হাসি দেখা গেলো। "একটা নতুন রোগ! একেবারে প্রথম দিনে কোনো ক্লিনিকাল কেরাণীর জন্যে এটা তো একটা ক্যু ক'রে ফেলার মতো ঘটনা। বেশ, যাই হোক না কেন, পানি অনেক দূর গড়িয়েছে। আমি বিশ্বাস করি তুমি এখন সে ব্যাপারে ভিন্ন কিছু ভাবছো?"

"আপনি বরং আমার কথাটাই বিশ্বাস করবেন। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে একেবারে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে শুরু করেছি। আমার মনে হয় আজ বিকেলে আমি কিছুটা প্যারানয়েড প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। আমার বিশ্বাস একজন মানুষ আমাকে অনুসরণ করছিলো যাতে ক'রে আমি সত্যিই ভয় পাই। যদি আপনি ইতিমধ্যে সেটা লক্ষ্য না ক'রে থাকেন তো আমার হাঁটু আর পোশাক-আশাকের দিকে একটু তাকান। সংক্ষেপে বিশাল ঘটনাটা বলতে গেলে, আমি কেন্ডেল স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে এমবিটিএ'র দিকে যাবার চেষ্টা করছিলাম। বোকার মতো একটা কাজ!" সুজান তার তর্জনী দিয়ে মাথায় টোকা মেরে নিজের বোকামিটা যে কতো বড় ছিলো সেটা বোঝানোর চেষ্টা করলো। "আমি বুঝতে পেরেছি এসবের পর আমারই লাভ হয়েছে। দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছি আমি। কিন্তু আমি এখনও এই মেমোরিয়ালের অদ্ভুত কোমা ঘটনাগুলোর ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। এর মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্যে যেকোনো মূল্যে এই অনুসন্ধানের কাজটি আমি চালিয়ে যেতে চাই। এখন এটা স্পষ্ট যে, আমি আগে যেরকমটি ধারণা করেছিলাম বাস্তবে এরকম কেস্ আরো অনেক বেশি আছে। সম্ভবত এই কারণেই ডাঃ হ্যারিস এবং

ডাঃ ম্যাকলিয়ারি অনভিজ্ঞ হিসেবে আমার জাড়িয়ে পড়াটা সুনজরে দেখছেন না। যাইহোক না কেন, আমি দুঃখিত, কারণ আমি এই মেমোরিয়ালে আপনার জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছি। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পুরো বিষয়টা আমার ইচ্ছাকৃত ছিলো না।"

"সুজান, মেমোরিয়ালটা অনেক বড় জায়গা। সম্ভবত এরই মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে। একমাত্র যে কাজটি আমি করতে পারি সেটা হলো তোমাকে সার্জারি থেকে ভি.এ হাসপাতালে বদলি ক'রে দেয়া। আমি এরই মধ্যে তার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি। শুধু তোমাকে রবার্ট পাইলসের অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে।" ডাঃ চ্যাপম্যান একটু থেমে সুজানের দিকে আন্তরিকভাবে তাকালেন, "সুজান, তোমার জন্য এখনও অনেকটা পথ পড়ে আছে। যদি তুমি নতুন রোগ অথবা উপসর্গ আবিস্কার করতে চাও তো অনেক সময় পাবে। কিন্তু এখন, এই বছরটায় তোমার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বেসিক মেডিকেল শিক্ষা গ্রহণ করা। হ্যারিস এবং ম্যাকলিয়ারিকেই ঐসব কোমার ঘটনা নিয়ে কাজ করতে দাও। আমি চাই তুমি তোমার নিজের কাজে ফিরে যাও, কারণ আমি শুধু তোমার সমন্ধে ভালো খবর ছাড়া আর কিছুই আশা করি না। তুমি অদূর ভবিষ্যতে অনেক ভালো করবে।"

সুজান মেডিকেল স্কুলের প্রশাসনিক ভবন থেকে এক ধরণের চাপা আনন্দ নিয়ে বেরিয়ে এলো। যেনো ডাঃ চ্যাপম্যানের ক্ষমা ক'রে দেয়ার সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে। মেডিকেল স্কুলকে দূর্ভাবনায় ফেলে দেয়া সমস্যাটিকে ঝেটিয়ে বিদায় ক'রে দেয়া হয়েছে। এটা ঠিক যে, ভি.এ'র সার্জিক্যাল রোটেশনটা মেমোরিয়ালের মতো অতো ভালো নয়, কিন্তু যেরকম শাস্তি সে আশা করেছিলো সেই তুলনা করলে বদলিটা তেমন কোনো ব্যাপারই নয়।

যদিও বিকেল পাঁচটার একটু বেশি বেজে গেছে তারপরও শীতের রাতটা একেবারে জাঁকিয়ে বসেছে। বৃষ্টি থেমে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে এখন। তাপমাত্রা আঠারো ডিগৃতে নেমে এসেছে। আকাশে উজ্জ্বল তারার ঝিকিমিকি। দিগন্তের দিকে তারারা বিলীয়মান, তাদের আলো শহরের আলো ভেদ ক'রে আসতে পারছে না। সুজান অধৈর্য হয়ে লংউড এভিনিউ অতিক্রম ক'রে যানবাহনের মাঝ দিয়ে দৌড়ে চলতে লাগলো।

ডরমেটরির লবিতে সে কয়েকজন পরিচিতকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় তারা সুজানের চামড়া ছিলে যাওয়া হাটুটা আর তার কোটে লেগে থাকা গৃজ একটুর জন্য দেখতে পেলো। কয়েকজন ঠাট্টা মশকরা ক'রে এও বললো যে, মেমোরিয়ালের সার্জারি রোটেশনটা কতো কঠিন সেটা সুজানকে দেখেই নাকি বোঝা যায়। তারা এমনও ভাবলো, সে বুঝি কারো সাথে মারামারি ক'রে এসেছে। সুজানের কাছে এসব মন্তব্য অনেক বেশি কৌতুককর মনে হলেও সে হুট ক'রে

থেমে চোখ কটমট ক'রে পেছনে তাকিয়ে ঐসব ফাজিলদের দেখে নিলো। লবি দিয়ে না গিয়ে টেনিস কোর্টের মধ্য দিয়ে চলে গেলো সে।

সুজান কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে উঠে ধীর পদক্ষেপে চলে গেলো তার রুমের দিকে। সে মন ভরে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করবে। পুরো দিনটাকে ভুলে থাকতে চাইছে। সর্বোপরি একটু বিশ্রাম করার তীব্র বাসনা জেগেছে তার মনে।

আর সব দিনের মতোই সুজান রুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো কোনো রকম আলো না জ্বেলেই। ছাদ থেকে একটা গোলাকৃতির নিয়ন বাতি ঝুলছে। সুজানের পছন্দ বেড-লাইট অথবা আধুনিক ফ্লোর-ল্যাম্পের আলো। তার ডেস্কের পাশে সেরকমই একটা ল্যাম্প রয়েছে। পার্কিং লট থেকে আসা আলোয় সে ল্যাম্পটা জ্বালাতে বিছানার কাছে গেলো। সুইচে যখন হাত রাখবে ঠিক তখনই সে একটা শব্দ শুনতে পেলো। শব্দটা খুব জোরালো না হলেও তাকে সর্তক করার জন্য যথেষ্ট। শব্দটা তার রুমের সাধারণ-স্বাভাবিক শব্দের মতো নয়। অন্যরকম একটি শব্দ। সে ল্যাম্পের সুইচ জ্বালিয়ে শব্দটা আবার শোনার জন্যে কান পাতলেও সেটা আর শুনতে পেলো না। ধরে নিলো এটা নিশ্চয় পাশের কোনো রুম থেকেই এসেছে।

কোট আর নার্সের নতুন ইউনিফর্মটা ঝুলিয়ে রাখলো সে। এটা বিকেলের ঐ ঘটনার পরও বেশ ভালোভাবেই অক্ষত আছে। তারপর ব্লাউজের বোতাম খুলে ব্লাউজটা ছুড়ে মারলো আরামকেদারার উপর রাখা একগাঁদা ময়লা কাপড়ের দিকে। এরপর ডানহাত দিয়ে ব্রা'র হুক খুলে স্কার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বাথরুমে ঢুকে পড়লো।

যখন বাথরুমের ফ্লুরোসেন্ট বাতিটা জ্বালিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাতিটা জ্বলার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো ঠিক তখনই ধাতব দণ্ডের উপর প্লাস্টিকের হুকগুলোর ঘষার শব্দ হলো। শাওয়ারের পর্দাটা চাবুকের মতো সরে গেলে একটা মনুষ্য মূর্তি ঘরের মধ্যে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়তেই নিয়ন বাতিটা জ্বলে উঠলো। ঘরটা উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেলে দেখা গেলো একটা ছুরি চকচক করছে। প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি সুজানের মাথায় আঘাত করলে আঘাতের তীব্রতায় পেছন দিকে হুরমুর ক'রে পড়ে যেতেই বাথরুমের দেয়ালটা ধরে নিজের ভারসাম্য কোনো মতে রক্ষা করতে পারলো সে। পুরো ঘটনাটা এতো দ্রুত ঘটে গেলো যে, কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময় পেলো না সুজান। একটা কান্না তার গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলেও তার মাথার আঘাতের কারণে সেটা আর শব্দে পরিণত হতে পারছে না।

তৎক্ষণাৎ আগন্তুক বাম হাতে সুজানের গলা টিপে ধরলো। দেয়ালের সাথে চেপে ধরে তাকে একটু উপরে তুলে ফেললো লোকটা। তার নগ্ন স্তন জোড়া ভয়ে

আড়ষ্ট হয়ে আছে। কোনো পুরুষমানুষ কর্তৃক আক্রান্ত হলে হাটু দিয়ে লোকটার অণ্ডকোষে আঘাত করবে, চোখে নখ ঢুকিয়ে দেবে, ইত্যাদি সব বহু আগে থেকে ভেবে রাখলেও সুজান কিছুই করতে পারলো না, কেবল যতোটা সম্ভব শ্বাস নেবার চেষ্টা করলো আর নিজের আক্রমণকারীর দিকে সুতীব্র ভয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তার চোখ দুটো একেবারে গোল গোল হয়ে আছে। হঠাৎ আক্রান্ত হওয়াতে সে দারুণ ভড়কে গেছে। যে হাতটা তাকে ধরে রেখেছে সেটার প্রচণ্ড শক্তি অস্বীকার করা যায় না। মানুষটাকে সে চিনতে পারছে। এর আগে লোকটাকে সাবওয়ের প্লাটফর্মে দেখেছে সুজান।

"টু শব্দ করবে তো মরবে, ডার্লিং," হিসহিসিয়ে বললো লোকটি। তার ডান হাতের ছুরিটা সুজানের চিবুকের নিচে ধরা।

যেরকম হঠাৎ আর রুঢ়ভাবে লোকটা সুজানের গলা চেপে ধরেছিলো ঠিক সেরকম হঠাৎ করেই গলাটা ছেড়ে দিতেই সুজান সামনের দিকে হুমরি খেয়ে পড়লো। লোকটা তার দু'হাত পেছনে নিয়ে ধরে রাখলো। সুজানের ঠোঁট জোড়া একটুখানি ফাঁক হতেই অসংখ্য ছোটো ছোটো কাঁচের টিউব যা ক্যাপিলারি নামেই বেশি পরিচিত সেগুলো তার বাম গালে আঘাত ক'রে ভাঙা হলে গালটা কেটে গেলো।

লোকটা সুজানকে জোর ক'রে তার হাটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করলো। তারপর তাচ্ছিল্যভরে সুজানের পেছনে একটা লাথি মারলে সে দেয়ালের দিকে হুমরি খেয়ে পড়ে গেলো। তার একটা হাত পড়ে গেলো টয়লেটের উপর। ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। রক্তের ফোঁটাগুলো তার বিবর্ণ স্তনের উপর গিয়ে পড়ছে। এক মুহূর্তের জন্যে লোকটার মুখ সুজানের নজরে এলো। সুজান যখন লোকটার দাগভর্তি কোচকানো পাষণ্ড মুখটা দেখতে পেলো তখন তার মনে হলো লোকটা অবশ্যই তাকে বলপূর্বক ধর্ষণ ক'রে তার শরীরের স্বাদ নেবে। সুজান অবশ বোধ করতে লাগলো। কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারলো না।

"খুবই খারাপ কথা, আমি তোমার সাথে দেখা ক'রে কথা বলার জন্যে এখানে এসেছি, আর এ কাজের জন্যে আমাকে অনুমতিও দেয়া হয়েছে। অথবা আমার পেশায় যেটাকে আমরা বলি, একটা প্রাথমিক যেগাযোগ স্থাপন করা। আমার কথা খুবই পরিস্কার। তুমি বর্তমানে যেভাবে তোমার সময় ব্যয় করছো সেটা নিয়ে অনেক মানুষ খুবই নাখোশ হয়ে আছে। তুমি যদি তোমার এই সব কাজকর্ম থেকে সরে না দাঁড়াও, লোকজনকে ক্ষ্যাপানোর চেষ্টা করো তবে আমি আবার আসবো।" লোকটা একটু থামলো যাতে তার কথাটা সুজান ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে। তারপর সে আবার শুরু করলো : "তোমাকে আরেকটু বেশি উৎসাহ দেয়ার জন্যে জানিয়ে রাখছি, এই ছোট্ট ছেলেটির সাথে আমার দেখা হবে, আর সেটা হতে পারে খুবই অপ্রত্যাশিত, ভয়ঙ্কর এবং সম্ভবত দূর্ভাগ্যজনক কোনো দুর্ঘটনা।"

লোকটা সুজানের কোলের উপর একটা ছবি ছুড়ে মারলে খুব ধীরে ধীরে সুজান ছবিটা তুলে নিলো।

"আমি নিশ্চিত তুমি কোনোভাবেই চাইবে না মেরিল্যান্ডের কুপার্‌সে বসবাসরত তোমার ভাই জেমস তোমার খামখেয়ালির শিকার যাতে না হয়। আমাকে আর এটা বলে দিতে হবে না যে, আমাদের এই ছোট্ট সাক্ষাৎকারটা শুধুমাত্র আমাদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তুমি যদি পুলিশের কাছে যাও, শাস্তিটা ঐরকমই হবে।"

আর কোনো বাক্য ব্যয় না ক'রে লোকটা বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেলে সুজান তার রুম থেকে দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলো। তারপর নেমে এলো ভংঙ্কর নিস্তব্ধতা। কয়েক মুহূর্ত একটুও নড়লো না, দুভার্গ্যবশত তার আক্রমণকারী যদি এখনও না গিয়ে থাকে সেজন্যে। তার হাতটা এখনও টয়লেটের মধ্যে পড়ে আছে।

দুর্বৃত্ত চলে যাওয়ার পর সুজানের দ্বিধাদ্বন্দ আর আবেগ বেড়ে গেলো। দু'চোখ ভরে উঠলো কান্নায়। তার ছোটো ভাইয়ের ছবিটা তুলে নিলো। ছবিতে তার ভাই বাবা-মা'র সাথে একটা সাইকেলের উপর ব'সে আছে তাদের বাড়ির সামনে।

"হায় ঈশ্বর!" সুজান মাথা ঝাঁকিয়ে দু'চোখ বন্ধ ক'রে বললো। চোখের পানি উপচে তার গাল বেয়ে পড়তে লাগলো অঝোর ধারায়। কোনো সন্দেহ নেই তার ভাইয়ের ছবিটি একেবারেই আসল।

হলঘরে কতোগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে সুজান সচেতন হয়ে উঠলো। নিজের পায়ের উপর কোনো মতে উঠে দাঁড়ালো সে। পায়ের শব্দগুলো তার ঘরের পাশ দিয়ে নিচের হলের দিকে নেমে যাচ্ছে। সুজান শোবার ঘরে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলো। ঘুরে নিজের ঘরের দিকে চোখ বুলালে দেখতে পেলো সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। তারপরই টের পেলো একটু ভেঁজা ভেঁজা লাগছে। হাত দিয়ে যা বুঝতে পারলো সেটা সে বিশ্বাস করতে পারলো না।

ভয়ে প্রসাব ক'রে ফেলেছে সে।

দ্বিধা রুপান্তরিত হয়ে বিশ্লেষণাত্মক ভাবনার দিকে গড়ালো। আর সেই ভাবনাটা আরো বেশি কান্নার জন্ম দিলো। দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো তার। বিগত কয়েক দিন সে নিজে সেধে সেধে ব্যাখ্যাতীত কিছু অধ্যায় টেনে এনেছে। কিন্তু একটা বিষয়ে সুজান এখন একেবারে নিশ্চিত। আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি নিশ্চিত যে, সে বড়সড় কিছুতে অযাচিতভাবে ঢুকে পড়েছে। অনেক বড় বিশাল আর ধারণাতীতভাবেই সেটা অদ্ভুতও বটে।

আয়নায় তাকিয়ে সুজান ক্ষতির পরিমাণ দেখতে চেষ্টা করলো। তার বাম চোখের পাতাটা কিছুটা ফুলে গেছে। সম্ভবত এটা কালচে হয়ে যাবে। তার বাম

গালে পয়সা আকৃতির একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। নিচের বাম ঠোঁটটা ফুলে আছে। ঠোঁটটা আস্তে ক'রে বাইরে টেনে এনে আয়নার মধ্যে দেখে তার ঠোঁটের ভেতরের দিকে কিছুটা জায়গা ছিড়ে গেছে। ধাক্কা খাওয়ার সময় তার দাঁত লেগে এটা হয়েছে। তার মুখের কোণ দিয়ে খুব সামান্য পরিমাণ রক্ত পড়ছে।

নিজের অবস্থা দ্রুত সারিয়ে তোলার জন্যে সুজান সিদ্ধান্ত নিলো সে এই ঘটনাটা নিয়ে কোনো রকম বাড়াবাড়ি করবে না। আরো সিদ্ধান্ত নিলো চ্যাপম্যানের অনুরোধ সত্ত্বেও এই ব্যাপারটাকে একেবারে ছেড়েও দেবে না। তার আছে একটি লড়াকু মনোভাব। যদিও সেটা এতোদিন সঙ্গোপনে চেপে রাখা ছিলো পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার জন্যে। এটা খুব অদ্ভুত যে, এর আগে সুজান কখনও এভাবে কোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে নি। এতোটা ঝুঁকির মধ্যেও কখনও সে পড়ে নি। তবে দুটো বাস্তবতার ব্যাপারে সে বেশ সচেতন এখন থেকে তাকে খুবই সর্তক থাকতে হবে, আর তাকে খুব দ্রুত কাজটা করতে হবে।

সুজান শাওয়ারে ঢুকে যতোটা সম্ভব জোরে পানি ছেড়ে দিলো। সূচের মতো পানির ধারা যাতে না বিঁধে সেজন্যে স্তনের উপর হাত দিয়ে রাখলো। তার বেশ স্বস্তি লাগছে এখন। এটা তাকে ভাবনা চিন্তা করার জন্যে সময় দিলো। একবার সে ভাবলো বেলোজকে ফোন করবে। পরে আবার সিদ্ধান্তটা বাতিল ক'রে দিলো। তাদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা বেলোজের জন্য ব্যাপারটাকে কঠিন ক'রে তুলবে। সে সম্ভবত গাধার মতো পুরুষালী রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করতে চাইবে। তার এখন চিন্তাশীল একজনকে দরকার যে তার যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারবে। এরপরই সে স্টার্কের কথা ভাবলো। লোকটা তাকে একজন নিচুস্তরের মেডিকেল ছাত্রি অথবা মেয়েমানুষ হিসেবে দেখেন নি। পাশাপাশি, তিনি মেডিকেল বিষয় এবং এই সংক্রান্ত কাজে বেশ অভিজ্ঞ। সর্বোপরি তিনি একজন যুক্তিবাদী মানুষ।

শাওয়ার থেকে বের হয়ে সুজান তার চুল তোয়ালে দিয়ে বেঁধে গায়ে বাথরোবটা জড়িয়ে নিলো। এরপর ফোনের পাশে ব'সে মেমোরিয়ালে ফোন করে ডাঃ স্টার্কের অফিসে লাইন চাইলো।

"আমি দুঃখিত, ডাঃ স্টার্ক এখন অন্য লাইনে ব্যস্ত আছেন। আমি কি উনাকে আপনাকে কল ব্যাক করতে বলবো?"

"না, আমি অপেক্ষা করছি। শুধু বলুন সুজান হুইলার ফোন করেছে, আর ব্যাপারটা খুবই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ।"

"আমি চেষ্টা করবো। আমি আপনাকে কথা দিতে পারছি না। তিনি লং ডিস্ট্যান্সে কথা বলছেন, অনেক সময় নিতে পারেন।"

"আমি লাইনে থাকছি," সুজান ভালো করেই জানে ডাক্তারেরা খুব কমই ফোন কল ব্যাক ক'রে থাকে।

শেষপর্যন্ত স্টার্ককে লাইনে পাওয়া গেলো।

“ডাঃ স্টার্ক, আপনি বলেছিলেন আমি যদি আমার তদন্তে এমন কিছু পাই যা খুবই ইন্টারেস্টিং তাহলে আপনাকে ফোন করবো।”

“অবশ্যই, সুজান।”

“বেশ, আমি কিছু অসাধারণ জিনিস পেয়েছি। এই গোটা বিষয়টা নিশ্চিতভাবেই...” সে একটু থামলো।

“নিশ্চিতভাবে কি, সুজান?”

“বেশ, আমি নিশ্চিত নই কিভাবে এটা বলবো। আমি ধারণা করছি, মানে আমি এখন একেবারে নিশ্চিত যে, পুরো ঘটনার পেছনে একটা অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আমি জানি না কিভাবে অথবা কেন, কিন্তু আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। প্রকৃত পক্ষে, আমি বুঝতে পারছি বিশাল কোনো গোষ্ঠী এর সাথে জড়িত আছে...হতে পারে মাফিয়া অথবা সেরকম কিছু।”

“তোমার এই অন্ধ অনুমাণের কথা শুনতে বেশ লাগছে, সুজান। এই ধারণা তোমার মাথায় কিভাবে এলো?”

“আজ আমার বেশ মজার একটা বিকেল গেছে, তবে এটাতে মোটেও কোনো হাসির ব্যাপার ছিলো না,” সুজান খুব কাছ থেকে তার ছিড়ে যাওয়া হাঁটুর দিকে তাকালো।

“মানে?”

“আমাকে শাসিয়ে গেছে আজ রাতে।”

“কিসের জন্যে শাসিয়েছে?” স্টার্কের কণ্ঠস্বরটা আগ্রহ থেকে বদলে উদ্বিগ্নতায় রূপান্তরিত হলো।

“মনে হচ্ছে আমাকে হত্যা করার ভয়ই দেখিয়েছে,” সে তার ছোটো ভাইয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলো।

“সুজান, যদি এটা সত্যি হয়, তাহলে তো খুবই সাংঘাতিক একটি ব্যাপার। কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত এটা তোমার ক্লাসমেটদের কোনো সাজানো ঘটনা নয়? মেডিকেল স্কুলে কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটে।”

“আমি মানছি আমি আসলে এরকমটি ভেবে দেখি নি,” সুজান চিন্তিতভাবে জিহ্বার আগা দিয়ে ছিড়ে যাওয়া ঠোঁটটা স্পর্শ করলো। “কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা সত্যিকারের ঘটনা।”

“এই মুহূর্তে অনুমানের উপর ভিত্তি ক'রে কিছু ভাবা ঠিক হবে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে এই ব্যাপারে সুপারিশ করবো। কিন্ত সুজান, এখন সময় হয়েছে, এসবের মধ্যে নিজেকে আর জড়িয়ো না। আমি তোমাকে এই বিষয়ে আগেও উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি কেবল তখন ভীত ছিলাম এই ভেবে যে, এটা তোমার মেডিকেল শিক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। কিন্তু এখন তো এটা একেবারে অন্য রকম কিছু বলেই মনে হচ্ছে। আমি মনে করি যারা

অভিজ্ঞ এবং প্রফেশনাল তারাই এসব সামলাবে। তুমি কি এই ব্যাপারে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছো?"

"না, আমার ছোটো ভাইয়ের জীবন বিপন্ন করারও হুমকি দেয়া হয়েছে। বেশ স্পষ্ট করেই বলেছে আমি যেনো পুলিশের কাছে না যাই। এজন্যেই আমি আপনাকে ফোন করেছি। তাছাড়া, আমি যদি পুলিশের কাছে যাই, তারা সম্ভবত এটাকে একটা ধর্ষণ প্রচেষ্টার ঘটনা হিসেবেই দেখবে।"

"এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে।"

"অধিকাংশ পুরুষই তাই করবে।"

"কিন্তু যদি তোমার পরিবারের কোনো সদস্যকেও শাসিয়ে থাকে তাহলে তুমি আমার সাথে কথা বলে সম্ভবত ঠিক কাজটাই করেছো। কিন্তু আমার মন বলছে এই ঘটনাটা তোমার পুলিশের কাছে জানানো উচিত।"

"এটা নিয়ে তাহলে আমি চিন্তা ক'রে দেখবো। আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, আমাকে এই মেমোরিয়ালের সার্জারি রোটেশন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। আমাকে এখন থেকে সার্জারির জন্য ভি.এ-তে যেতে হবে।"

"না, এই বিষয়ে আমাকে কেউ কিছু বলে নি, এটা কখন ঘটেছে?"

"আজ সন্ধ্যেয়। অবশ্য আমি এই মেমোরিয়ালে থাকাটাই বেশি পছন্দ করতাম। আমি মনে করি আমাকে যদি সুযোগ দেয়া হয় তবে আমি প্রমাণ করতে পারবো আমি একজন ভালো ছাত্রি। আপনি যেহেতু সার্জারি বিভাগের প্রধান, আর আপনি যখন ভালো করেই জানেন যে, আমি বিনা কারণে এই বোকামিটা করি নি, তাই আমি মনে করি আপনি হয়তো এই সিদ্ধান্তটা বদলে দিতে পারেন।"

"সার্জারি বিভাগের প্রধান হিসেবে তোমার বহিষ্কারের ব্যাপারে সবার আগে আমাকেই জানানো উচিত ছিলো। আমি এটা নিয়ে খুব জলদিই ডাঃ বেলোজের সাথে কথা বলবো।"

"আমার মনে হয় না সে এই বিষয়ে কিছু জানে। সত্যি বলতে কি, আমি আপনাকে বলতে পারি এটা আসলে মিঃ ওরেন করেছেন।"

"ওরেন? বেশ, খুব মজার তো। সুজান, আমি তোমাকে কোনো কথা দিচ্ছি না, কিন্তু আমি এই বিষয়টা দেখবো। আমি অবশ্য তোমাকে বলতে পারি যে, তুমি এখানকার অ্যানেসথেসিয়া এবং মেডিসিন বিভাগে মোটেই জনপ্রিয় কোনো ছাত্রি নও।"

"আপনি যা করবেন তাই আমি খুশি মনে মেনে নেবো। আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার। জেফারসন ইনস্টিটিউটে আমার পরিদর্শনের কোনো ব্যবস্থা করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে। আমি ওই বারম্যান নামের রোগিটাকে একটু দেখতে চাচ্ছি। আমি আশা করছি ওকে যদি আমি দেখতে পারি তাহলে হয়তো গোটা বিষয়টা ভুলে যেতে সর্মথ হবো।"

"তোমার কাছে দেখি কঠিন কঠিন সব দাবি রয়েছে, ইয়াং লেডি। তবে আমি তোমাকে কল করবো। দেখি আমি কি করতে পারি। জেফারসন ইনস্টিটিউটটা ইউনিভার্সিটি পরিচালনা করে না। এটা সরকারের ফান্ড থেকে চলে, আর এটা পরিচালনা করে একটা বেসরকারী মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ফার্ম। সুতরাং সেখানে আমার কথার মূল্য খুবই কম। কিন্তু তারপরও আমি খোঁজ নেবো। ন'টার পর আমাকে একটা কল কোরো, আশা করি আমি তোমাকে তখন জানাতে পারবো।"

সুজান ফোনটা রেখে দিয়ে একটু চুপ ক'রে রইলো। গভীর চিন্তায় অভ্যাসবশত সে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলে ফলাফলটা বেশ যন্ত্রণাদায়ক হিসেবেই প্রতীয়মান হলো। দেয়ালের একটা পোস্টারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সে কিছু দেখছে না। তার মনের ভেতর গত কয়েক দিনের ঘটনাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। এমন কোনো সম্ভবনা সে খুঁজছে যেটা সে ধরতে পারে নি।

আবেগের বশীভুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নার্সের যে ইউনিফর্মটা কিনেছে সেটার দিকে তাকালো সুজান। তারপর তার চুল শুকাতে শুরু করলো। পনেরো মিনিট পর আয়নায় নিজেকে দেখলো। ইউনিফর্মটা তার শরীরে বেশ ভালোভাবেই মানিয়েছে।

তার ভাইয়ের ছবিটা দ্বিতীয় বারের মতো তুলে নিলো।

অন্ততপক্ষে সে এটুকু অনুভব করছে যে, এতো তাড়াতাড়ি তার পরিবারের কারোর ক্ষতি করার কোনো সম্ভবনা নেই। এখন পাবলিক স্কুলগুলোতে শীতের ছুটি চলছে। তার পরিবারের লোকজন এই সপ্তাহে স্কি করার জন্যে এসপেন চলে গেছে।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি,
বুধবার, সন্ধ্যা ৭টা ১৫মিনিট

নিজের পরিস্থিতি নিয়ে সুজানের কোনো বিভ্রম নেই। সে বিপদে আছে এবং তাকে তথ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন হতে হবে। তাকে শাসানো হয়েছে তাই সন্দেহাতীতভাবেই তাকে এখন বেশ সতর্কভাবে এগোতে হবে। কমপক্ষে কয়েক দিনের জন্য একটা ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে বাস করবে সে। বুঝতে পারছে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার জন্য তার হাতে মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা সময় আছে। তারপর কি হবে কে জানে।

যে বিষয়টা তাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করছে সেটা হলো কেউ একজন বুঝতে পেরেছে সে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে শাসানো যায়। এর অর্থ হয়তো সে সঠিক পথেই চলছে, সম্ভবত এরই মধ্যে সে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে তার মধ্যে অনেক প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে। সে হয়তো ঠিক সেই প্রফেসরের মতো যে ডিএনএ'র রহস্য ভেদ করার জন্যে বেশ সর্তকতার সাথে প্রয়োজনীয় তথ্য জোগার করেছে। কিন্তু বেচারা এটাকে ঠিকভাবে গুছিয়ে নিতে পারে নি, ফলে ওয়াটসন এবং ক্রিক এটাকে গুছিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলো।

সুজান খুব সাধধানে তার নোটবুকটা খুলে যা কিছু লিখে রেখেছিলো সেগুলো পড়লো। কোমা সর্ম্পকিত নোট এবং এটার জ্ঞাত কারণগুলোতেও চোখ বুলিয়ে নিলো। যে আর্টিকেলগুলো সে পরবর্তিতে পড়বে ব'লে ঠিক করলো সেগুলোর নিচে দাগ দিয়ে রাখলো। হ্যারিসের অফিসে দেখা নতুন অ্যানেসথেসিয়ার বইগুলোর শিরোনামের নিচেও দাগ দিলো। তারপর ন্যান্সি গৃনলি সমন্ধে জড়ো করা তথ্য এবং শ্বাসক্রিয়া বন্ধের দুটো কেস আবার পড়ে দেখলো। সুজান নিশ্চিত উত্তরটা এখানেই নিহিত রয়েছে, কিন্তু সে সেটা দেখতে পাচ্ছে না। সে জানে উপসংহারে আসার জন্যে তার আরো অনেক তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। তালিকাগুলো। ম্যাকলিয়ারির কাছ থেকে তালিকাগুলো তার খুবই দরকার।

সোয়া সাতটায় ঘর থেকে বের হবার জন্য প্রস্তুত হলো। ঠিক যেমনটি সে কোনো গোয়েন্দা ছবিতে দেখেছিলো, সেভাবেই জানালা দিয়ে পার্কিং লটটা ভালো ক'রে দেখে নিলো কেউ তাকে নজরদারি করছে কিনা। পার্ক করা গাড়িগুলো দেখতে পেলেও কাউকে দেখতে পেলো না। সুজান পর্দাটা টেনে দিয়ে দরজাটা লক্ ক'রে ঘরের বাতি জ্বেলে রেখেই বের হয়ে হলো। করিডোরে সে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে চলচ্চিত্রে দেখা একটি দৃশ্যের কথা স্মরণ ক'রে কাগজের ছোটো একটা পাতা গোল ক'রে দরজার ঠিক নিচে, মেঝেতে রেখে দিলো যাতে তার অনুপস্থিতিতে এই ঘরে অন্য কেউ প্রবেশ করলে সে বুঝতে পারে।

ডরমেটরির বেসমেন্টে একটা টানেল আছে, যেটা অ্যানাটমি এবং প্যাথলজি ভবনের দিকে চলে গেছে। সুজান আর তার ক্লাসমেটরা মাঝে মধ্যে খারাপ আবহাওয়ার সময় টানেলটা ব্যবহার করে। তাকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা সে ব্যাপারে সুজানের কোনো ধারণাই নেই, যদি সেরকম কিছু করা হয় তবে সে এটাকে আরো কঠিন, কিংবা বলা যায় একেবারে অসম্ভব ক'রে তুলতে চাইলো। অ্যানাটমি ভবন থেকে সুজান প্রশাসন ভবনের পথ ব্যবহার করলো। ওখানকার দরজাটা খোলা থাকার কারণে সে খুব সহজেই মেডিকেল লাইব্রেরিতে চলে আসতে পারলো। সেখান থেকে হান্টিংটন এভিনিউয়ে যাবার জন্য একটা ক্যাব পাকড়াও করলো। ক্যাবটা কিছু দূর এগিয়ে একটা ইউ-টার্ন নিয়ে যেখান থেকে সে উঠেছিলো সেখানেই আবার ফিরে এলো। কোটের কলারে মুখ ঢেকে আড়াল থেকে সে দেখার চেষ্টা করলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। সেরকম সন্দেহজনক কিছু নেই। একটু স্বস্তি অনুভব করলো সে। ক্যাবের ড্রাইভারকে মেমোরিয়াল হাসপাতালে যাবার জন্যে বললো সুজান।

যেকোনো পেশার মতোই 'হিট ম্যান' এ্যাঞ্জেলো ডি'এমব্রোসিও সাফল্যের সাথে কাজ শেষ করার আত্মতৃপ্তি অনুভব করছে। সুজানকে যে মেসেজ দেয়ার দরকার ছিলো সেটা দিয়ে সে হান্টিংটন এভিনিউতে ফিরে এসে লংফেলো কর্নার থেকে একটা ক্যাব ধরলো। ট্যাক্সি ড্রাইভার বেশ আনন্দিত শেষপর্যন্ত সে বিমানবন্দর পযর্ন্ত যেতে পারবে, তার মানে মোটা ভাড়া আর সন্দেহাতীতভাবে ভালো বখশিসও পাওয়া যাবে।

ডি'এমব্রোসিও তার দিনের কাজ শেষ ক'রে ক্যাবের পেছনে আরাম ক'রে বসলো। আজ বোস্টনে সে যে কাজের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। তবে ডি'এমব্রোসিও তার কাজের আসল কারণটা খুব কমই জানে। প্রকৃতপক্ষে সে নিজেও ওসব কারণ-টারন জানতে চায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যখন তাকে সব কিছু পুরোপুরি খুলে বলা হয়েছে তখনই কাজটা করতে গিয়ে তার বেশি বেশি সমস্যা হয়েছে। এখনকার কাজটার জন্যে তাকে হঠাৎ ক'রে বলা হলো সন্ধ্যার মধ্যেই প্লেনে ক'রে বোস্টনে চলে আসতে। তাকে আরো বলা হলো জর্জ টরেন্টো নামে শেরাটন হোটেলে থাকতে। পরের দিন সকালে সে ১৮৩৩ স্টুয়ার্ট স্ট্রিটে গিয়ে এক বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ওয়াল্টার নামে এক লোককে খুঁজে বের করলো। ওয়াল্টারকে দিয়ে একটা নোট লিখিয়েছে, যাতে বলা আছে, "ড্রাগগুলো আমার। আমি এর পরিণাম ভোগ করতে চাই না।" তারপর সে ওয়াল্টারকে হত্যা ক'রে এমনভাবে রেখে দিয়েছে যে, দেখে যেনো মনে হয় এটা একটা আত্মহত্যা। তারপর সে সুজান হুইলার নামের এক মেডিকেল

ছাত্রিকে দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাকে ভয় দেখিয়ে এসেছে। তাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যদি সে নিজের কাজে ফিরে না যায় তবে সে মারাত্মক বিপদে পড়বে। হুমকিটা শেষ হয় এই বলে যে, এই কথাটা যেনো সে কাউকে না বলে। সুজান হুইলার এবং তার ভাইয়ের ছবিসহ কিছু তথ্য তাকে দেয়া হয়েছিলো।

হাত ঘড়ি দেখে ডি'এমব্রোসিও বুঝতে পারলো খুব সহজেই সে শিকাগোতে যাওয়ার জন্য পৌনে ন'টার আমেরিকান ফ্লাইটটি ধরতে পারবে। সে আরও জানে এয়ারপোর্টের চব্বিশ ঘন্টার লকারের বারো নাম্বার বক্সে তার জন্যে কয়েক হাজার ডলার রাখা থাকবে। সন্তুষ্টচিত্তে ডি'এমব্রোসিও গাড়ির জানালা দিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া আলোর খেলা দেখতে লাগলো। সে মৃত ওয়াল্টারের কথা ভাবলো, সেই সঙ্গে আর্কষণীয়া সুজান হুইলারের সাথে তার সাক্ষাতের কথাটাও কল্পনা করার চেষ্টা করলো। সুজানের অভিব্যক্তি আর তার সাথে শারীরিকভাবে মিলিত না হবার জন্যে কিভাবে সে নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করেছে সেই কথাটা স্মরণ করলো ডিএমব্রোসিও। সেই রাতে সুজানের নগ্নতা তার সুপ্ত লিঙ্গকে দারুণভাবে জাগিয়ে তুলেছিলো। ডি'এমব্রোসিও মনে মনে আশা করলো তাকে যেনো আবার দ্বিতীয় বারের জন্যে সুজান হুইলারের কাছে পাঠানো হয়। যদি সেটা করা হয় তাহলে সে ওই সুন্দর লোভনীয় দেহের প্রতিটি ইঞ্চির স্বাদ নিয়ে তাকে ভোগ করবে ব'লে সিদ্ধান্ত নিলো।

বিমান বন্দর টার্মিনালে পৌছে ডি'এমব্রোসিও একটা ফোন বুথে ঢুকে পড়লো। তাদেরকে খবরটা জানানোর দরকার, এটাই নিয়ম তাকে তার শিকাগোর মিডিয়াকে ফোন ক'রে রিপোর্ট করতে হবে যে, কাজটা হয়ে গছে।

কথা মতো সাতবার রিং হবার পরই ফোনটা ধরা হলো।

"শ্যান্ডলারের বাসা থেকে বলছি," অন্য প্রান্তের একটা কণ্ঠ বললো।

"আমি কি মিঃ শ্যান্ডলারের সাথে কথা বলতে পারি," ডি'এমব্রোসিও বিরক্ত হয়ে বললো। সে এই কৌশলটা ঠিক মতো বুঝতে পারছে না। একটু সময় নিলো। সে সবসময় তার সাম্প্রতিক নামটি মনে রাখার চেষ্টা করে। যদি কোনোভাবে ভুল নাম ব্যবহার ক'রে ফেলে তাহলে তাকে বাদ দেয়া হবে, নেয়া হবে অন্য আরেকজনকে। ডি'এমব্রোসিও তার তর্জনি জিহবা থেকে ভিজিয়ে নিয়ে ফোন বুথের কাঁচের উপর বৃত্ত তৈরি করতে লাগলো আপন মনে। শেষপর্যন্ত লাইনে আবার একটা কণ্ঠ শোনা গেলো।

"কোনো সমস্যা নেই, বলো।"

"বোস্টনের কাজ শেষ, কোনো সমস্যা হয় নি," গলার স্বর একটুও না বদলিয়ে ডি'এমব্রোসিও বললো।

"নতুন একটা কাজ আছে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব মিস্ হুইলারকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করবে সেটা তুমিই ঠিক করবে। কিন্তু এটা অবশ্যই একটা ধর্ষণের ঘটনা হতে হবে। বুঝতে পেরেছো। ধর্ষণ!"

ডি'এ্যামব্রোসিও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। এটা তার কাছে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো একটি ব্যাপার। "তার জন্যে অতিরিক্ত চার্জ লাগবে," ডি'এমব্রোসিও বললো। সুজানের সাথে তার আসন্ন যৌনতার ব্যাপারটি নিয়ে সে যে খুব উচ্ছ্বসিত সেটা একেবারে চেপে গেলো।

"অতিরিক্ত আরো পাঁচশত ডলার দেয়া হবে।"

"সাড়ে সাতশো। কাজটা খুব সহজ নয়।" সহজ নয়? আরে এটা তো পানির মতো সহজ কাজ। সে ভাবলো এজন্যে তাকে টাকা দেয়াটা যথার্থই হবে।

"ছয়শো।"

"ঠিক আছে," ডি'এমব্রোসিও ফোনটা রেখে দিলো। সে সত্যি খুব আনন্দিত। রাতের ফ্লাইট শিডিউলটা দেখে নিলো। শিকাগোর উদ্দেশ্য শেষ ফ্লাইট ছাড়বে ১১টা ৪৫মিনিটে। ডি'এমব্রোসিও ভাবলো কাজটা করে সে ঠিক সময়েই ফ্লাইট ধরতে পারবে। ব্যাগেজ এলাকা থেকে বের হয়ে একটা ক্যাব পাকড়াও ক'রে ড্রাইভারকে লংউড এভিনিউ হয়ে হান্টিংটন এভিনিউতে যেতে বললো সে।

সাড়ে সাতটায় মেমোরিয়ালে মানুষের স্রোত কমে আসতে লাগলো। সুজান নার্সের ইউনিফর্ম পরে প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে তার দিকে কেউ দ্বিতীয় বার তাকিয়ে দেখলো না। সে প্রথমে বেয়ার্ড ৫-এর লাউঞ্জে এসে তার কোটটা রাখলো। তারপর সে বেয়ার্ড ৫-এ অবস্থিত ম্যাকলিয়ারির অফিসে গেলো। যেমনটি সে আশা করেছিলো, দরজা বন্ধ আর লাইট নেভানোই আছে। সে আশেপাশের সবগুলো অফিস এবং ল্যাব পরীক্ষা ক'রে দেখলো। সবগুলোই ফাঁকা।

সুজান আবার প্রধান ফটকে ফিরে এসে করিডোর দিয়ে হেটে জরুরি বিভাগে চলে এলো। অন্যান্য হাসপাতালের মতো এখানকার জরুরি বিভাগটি সন্ধ্যার পর ঝিমিয়ে পড়ে না। বরং কর্মকাণ্ড আরো বেড়ে যায়। করিডোরে কয়েকটা স্ট্রেচারে ক'রে রোগি নিয়ে আসা হয়েছে। সুজান জরুরি বিভাগের সামনে দিয়ে বাম দিকে মোড় নিয়ে হাসপাতালের নিরাপত্তা অফিসে প্রবেশ করলো।

অফিসটা বেশ ছোটো আর এলোমেলো। দূরের দেয়ালে প্রায় বিশ কি একুশটি টিভি সেট রাখা আছে। প্রতিটি টিভির পর্দায় প্রবেশ পথ, করিডোর আর হাসপাতালের প্রধান প্রধান জায়গাগুলো, এমনকি জরুরি বিভাগটাও দেখা যাচ্ছে। এই টেলিভিশনের মনিটরগুলো রিমোট কন্ট্রোল ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিছু ক্যামেরা স্থির, অন্যগুলো ঘুরে ঘুরে ছবি তুলছে। দু'জন ইউনিফর্ম পরা গার্ড আর একজন সাদা পোশাকের নিরাপত্তা অফিসার রুমে ব'সে আছে। সাদা পোশাকের লোকটা ব'সে আছে একটা ছোটো ডেস্কের পেছনে। তার বিশাল মোটা

শরীরের কাছে সেটা খুবই হাস্যকরভাবেই ছোটো ছোটো লাগছে। তার গলার থলথলে মোটা চামড়া শার্টের কলার দিয়ে উপচে পড়ছে। দূর থেকেও তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তিনজন মানুষেরই টিভি মনিটরগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়ার কথা থাকলেও তারা সেটা না করে একটা ছোটো বহনযোগ্য টিভি সেটের দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে আছে। তারা টেলিভিশনে প্রচারিত হওয়া হকি খেলা দেখছে।

"একটু শুনবেন কি, আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে," সাদা পোশাকের লোকটাকে সুজান বললো। "ডাঃ ম্যাকলিয়ারি আমাদের কাছে কিছু তালিকা না দিয়েই আজ রাতে চলে গেছেন। ফলে ঐ তালিকাগুলো ছাড়া আমরা রোগিকে কোনো ঔষুধ দিতে পারছি না। আপনারা কি তার অফিসটা একটু খুলে দিতে পারেন?"

নিরাপত্তারক্ষী তার দিকে এক দশমাংশ সেকেন্ড তাকালো। তারপরই আবার টিভির পর্দায় খেলা দেখায় মনোযোগী হলো। তার দিকে না তাকিয়েই কথা বললো সে। "নিশ্চয়। লিউ, এই নার্সের সাথে যাও, যে অফিসটা তার প্রয়োজন সেটা খুলে দাও।"

"এক মিনিট, আর এক মিনিট।"

তারা তিন জনেই একসাথে খেলা দেখতে লাগলে সুজান অপেক্ষা করতে লাগলো। একটা বিজ্ঞাপন চলে এলে গার্ড উঠে দাঁড়ালো। "ঠিক আছে, চলুন, সেই অফিসটা খুলে দিয়ে আসি। তেমন কিছু যদি মিস্ করি আমাকে কিন্তু জানিও, বুঝেছো।"

গার্ডের পিছু পিছু সুজানকে দৌড়ে যেতে হলো। লোকটা খেলা দেখার জন্যে খুবই তাড়াহুড়া করছে। তার হাতে এক গোছা চাবি।

"ব্রুইন'রা দু'গোলে পিছিয়ে আছে। তারা যদি আজকে হারে তবে আমি ফিলাডেলফিয়া দলের সমর্থক হয়ে যাবো।"

সুজান কোনো উত্তর দিলো না। সেও গার্ডের মতোই তাড়াহুড়ায় কাজটা করতে চাচ্ছে। মনে মনে আশা করছে কেউ যেনো তাকে চিনে না ফেলে। অফিসের সামনে পৌছে গেলে সে খুবই স্বস্তি বোধ করলো। এটা একেবারে ফাঁকা।

"হায় ঈশ্বর, সেই চাবিটা কই?" গার্ড নিজেকে অভিশম্পাত দিলো। প্রায় সবগুলো চাবি দিয়ে চেষ্টা ক'রে অবশেষে ম্যাকলিয়ারির দরজা খোলার চাবিটা পেলো সে। এইটুকু বিলম্বেই সুজান খুব ঘাবড়ে গেলো। সে বার বার চারদিকে তাকালো। খারাপ কিছুর আশঙ্কা করলো মনে মনে। গার্ড দরজাটা খুলতেই সে ভেতরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে দিলো।

"আপনি চলে যাবার সময় দরজাটা শুধু একটু টেনে দিলে এটা নিজে থেকেই লোগে যাবে। আর আমাকে নিচ তলায় পাবেন।"

সুজান ম্যাকলিয়ারির অফিসে একেবারে একা। বাইরের রুমের আলো নিভিয়ে তাড়াতাড়ি সে ভেতরের রুমে ঢুকে বাতি জ্বালালো। অফিসে ঢুকে খুবই নিরাশ হলো। সকাল বেলা তালিকাটা যে তাকে দেখেছিলো এখন সেখানে ওটা নেই। অফিসের ভেতর খুঁজতে শুরু করলো সে। প্রথমে ডেস্কে। সেখানে ফাইলের কোনো চিহ্ন নেই। সে মূল ড্রয়ারটা বন্ধ করতে গেলে ডেস্কের উপরে রাখা ফোন বাজতে শুরু করলো। রিংয়ের শব্দটা নিঃশব্দ পরিবেশটাকে ভেঙে খান খান ক'রে ফেললে সুজান চম্‌কে গেলো। হাত ঘড়িতে সময় দেখে খুবই বিস্মিত হলো এই ভেবে যে, ম্যাকলিয়ারি প্রায় সন্ধ্যা আটটার দিকে ফোন কল পেয়ে থাকেন কিনা। তিনটা রিং হওয়ার পর শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলে সুজান আবার তল্লাশী করতে লাগলো।

তালিকা বেশ পুরু কাজেই সেটা যেকোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখা যাবে না। ফাইল কেবিনেটের শেষ ড্রয়ারটা টেনে বের করতেই হলঘরের দিক থেকে পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সুজান। আস্তে আস্তে শব্দটা বাড়তে থাকলে সুজান বরফের মতো জমে গেলো। শব্দ হবে ব'লে ফাইল কেবিনেটের ড্রয়ারটা ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখলো না।

কান খাড়া ক'রে সে পায়ের শব্দটা শুনতে পেলো। এরপরই শোনা গেলো চাবি দিয়ে বাইরের দরজাটা খোলার। সুজান আতংকিত অবস্থায় রুমের চারদিকে দেখে নিলো। দুটো দরজা, একটা বাইরের অফিসে, আরেকটা সম্ভবত কোনো ক্লোজেটের। সুজান আসবাবপত্রের অবস্থান এক পলকে দেখে নিয়ে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিতেই বাইরের দরজাটা খোলার শব্দ হলো। ওখানকার বাতিটাও জ্বলে উঠলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সুজান চট ক'রে ক্লোজেটের দরজার দিকে চলে এলো, তার কপালের বিন্দু বিন্দ ঘাম জমতে শুরু করেছে। বাইরের অফিস থেকে একটা ধাতব শব্দ হলো, তারপর আরেকটা।

ক্লোজেটের দরজাটা খুব সহজেই খুলে গেলে সুজান ওটার ভেতরে ঢুকে পড়লো। কষ্টেসৃষ্টে সে ক্লোজেটের দরজাটা বন্ধ করতে সক্ষম হতেই প্রায় একই সময় ভেতরের অফিসের দরজাটা খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানো হলো বাতি। সুজান ভয় পাচ্ছে ক্লোজেটের দরজাটা যেকোনো মুহূর্তে খুলে যেতে পারে। তার পরিবর্তে সে ডেস্কের কাছে পায়ের শব্দটা শুনতে পেলো। এরপরই ডেস্ক চেয়ারের খ্যাচ খ্যাচ শব্দটা শুনে বুঝতে পারলো ওখানে কেউ বসেছে। তার মনে হলো নিশ্চয় ম্যাকলিয়ারিই হবে। কিন্তু এই সময়ে তিনি তার অফিসে কি করছেন? যদি তিনি তাকে এই ঘরে হাতেনাতে ধরে ফেলেন তাহলে কি হবে? এই চিন্তা তাকে দুর্বল ক'রে ফেললো। তিনি যদি ক্লোজেটের দরজা খোলেন সঙ্গে সঙ্গে সুজান ঘুষি চালানোর চেষ্টা করবে ব'লে সিদ্ধান্ত নিলো।

তারপর ফোন তুলে নেয়া এবং ডায়াল করার পরিচিত শব্দটা শুনলো সুজান। কিন্তু মানুষটা ফোনে কথা বললে গলার স্বর শুনে সে একেবারেই বিভ্রান্ত হলো।

এটা তো কোনো মহিলার কণ্ঠ। আর মহিলাটি কথা বলছে স্প্যানিশে। স্প্যানিশ জানা থাকায় সুজান কথোপকথনের মমার্থ বুঝতে পালো। বোস্টনের আবহাওয়া সমন্ধে কথা হচ্ছে। তারপর ফ্লোরিডা। ঠিক সেই মুহূর্তে সুজান বুঝতে পারলো একজন মহিলা পরিচ্ছন্নকর্মী ম্যাকলিয়ারির অফিসে এসে হাসপাতালের ফোন ব্যবহার ক'রে ফ্লোরিডায় একটি ব্যক্তিগত কল করছে।

ফোনালাপটি প্রায় আধঘণ্টা ধরে চললো। তারপর ময়লার বাস্কেট পরিস্কার করতে শুরু করলো সেই মহিলা। কাজ শেষে বাতি নিভিয়ে দিয়ে চলে গেলো। সুজান কয়েক মিনিট অপেক্ষা ক'রে ক্লোজেটের দরজা খুলে বাতির সুইচের দিকে যাবার সময় পায়ের নিচের অংশ ঠাস্ ক'রে খোলা ফাইল কেবিনেট ড্রয়ারের সাথে ধাক্কা লাগলো। ব্যথা পেয়ে সুজান অভিশম্পাত দিলো কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলো একজন সিঁধেল চোর হিসেবে সে কতোটাই না বাজে হোতো।

আবার বাতি জ্বেলে সুজান তার তল্লাশীটা শুরু করলো। কৌতুলবশত সে যেখানে এতোক্ষণ লুকিয়ে ছিলো সেখানেই খুঁজে দেখলো। নিচের শেল্ফে স্টেশনারি বাক্সে তালিকাটা পেয়ে গেলো সে। ভাবলো ম্যাকলিয়ারি আসলে এগুলো লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলো কিনা। কিন্তু সে আর এখন এইসব রহস্যময়তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সুজান যতো দ্রুত সম্ভব ম্যাকলিয়ারির অফিস থেকে বের হতে চাচ্ছে।

তার প্রয়োজনীয় জিনিসটা রেখে সুজান বাকি তালিকাগুলো খালি করা ময়লার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে গেলো দরজাটা লক্ না করেই। যে রকমটি সে তার ডরমিটরির রুমে করেছিলো ঠিক সেরকমই এক টুকরো কাগজ দলা পাকিয়ে অফিসের দরজার নিচে রেখে দিলো সুজান।

তালিকাটা নিয়ে বেয়ার্ড ৫-এর লাউঞ্জে চলে এসে কালো নোট-বইটা বের ক'রে কিছু কফি ঢেলে নিলো নিজের জন্যে। তারপরই প্রথম তালিকাটি নিয়ে ব'সে সেটাকে বিশ্লেষণ করতে থাকলো, ঠিক যেমনটি সে ন্যান্সি গৃনলির বেলায় করেছিলো।

ডি'এমব্রোসিওর মনে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও মেডিকেল স্কুলের ডরমিটরিতে ফিরে এলো সে। অনেকটা সময় ধরে দেখেশুনে ধীরস্থিরভাবে কাজ করাই তার নিজস্ব পদ্ধতি। এরই মধ্যে সে সুজান হুইলার সমন্ধে অল্প কিছু জেনে নিয়েছে। সে জানে সুজান খুব কমই বাইরে থাকে, একবার না একবার রুমে ফিরে আসবেই। সে প্রায় নিশ্চিত সুজান এখানে খুব জলদিই ফিরে আসবে। তবে সুজান কর্তৃপক্ষকে তাদের আগের সাক্ষাতের কথা বলেছে কিনা সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। তবে ধরে নিলো বলে দেয়ার সম্ভাবনা ফিফটি ফিফটি। যদি সে তাদেরকে

বলে থাকে তাহলে তারা সেটা খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছে তার মাত্র দশ পার্সেন্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তার অভিজ্ঞতা সেরকমই বলে। আর তারা গুরুত্বের সাথে নিলেও সুজানের জন্যে কোনো গার্ডের ব্যবস্থা করার সম্ভাবনা রয়েছে মাত্র এক পার্সেন্ট। ঝুঁকিটা খুবই সামান্য। সে সিদ্ধান্ত নিলো মেয়েটার রুমেই ফিরে যাবে।

ডরমিটরির কাছে একটা ঔষুধের দোকান থেকে ডি'এমব্রোসিও সুজানের রুমে টেলিফোন করলো। কোনো উত্তর পাওয়া গেলো না। সে জানে এ দিয়ে কিছুই বোঝা যায় না। মেয়েটা সেখানে থাকতেও পারে, কেবল ফোনটা ধরছে না। ডি'এমব্রোসিও দরজার লক্ বেশ ভালো মতোই সামলাতে পারে। সেই বিকেলেই এটা সে নিশ্চিত করেছে। কিন্তু খিল? সুজান সম্ভবত খিল লাগিয়ে রেখেছে। এটা খুলতে অবশ্য অনেক ঝামেলা হবে। ডি'এমব্রোসিও জানে যেভাবেই হোক মেয়েটাকে তার রুমের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

সে ডরমিটরির পেছন দিকের পার্কিং লটে চলে এলো। সুজানের ঘরের বাতি জ্বলছে। পিছন দিকের আঙিনা দিয়ে ঢুকে পড়লো যেমনটি করেছিলো সন্ধ্যে বেলায়। ঢোকার গেটে যে তালা দেয়া আছে সেটা একেবারেই সাধারণ মানের। ইউনির্ভাসিটি কর্তৃপক্ষ এই মূল্যবান জায়গায় কৃচ্ছতা সাধন করে ব'লে সে খুব অবাক হলো।

ডি'এমব্রোসিও খুব সহজেই উপরে উঠে গেলো। সে শারীরিকভাবে বেশ শক্তসামর্থ্য একজন মানুষ। একজন এ্যাথলেট। একজন সাইকোপ্যাথও বটে। দ্রুত সে সুজানের দরজার কাছে এসে কান পাতলো। কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না দেখে দরজায় নক্ করলো। সে নিশ্চিত মেয়েটা কোনোরকম কথা না বলে দরজা খুলবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে ডি'এমব্রোসিও আগে চাইছে মেয়েটা আদৌ ভেতরে আছে কিনা সে ব্যাপরে নিশ্চিত হতে। যদি মেয়েটা উত্তর দেয় তবে সে এমন শব্দ করবে যাতে মনে হবে সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে যাচ্ছে। এটা সাধারণত খুব ভালো কাজে দেয়।

কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ নেই।

সে আবারো চেষ্টা করলো। তারপরও কোনো উত্তর পাওয়া গেলো না। কয়েক সেকেন্ডর মধ্যে সে লকটা খুলে ফেললে দরজাটা খুলে গেলো। খিল দেয়া ছিলো না। আর সুজানও ঘরে নেই।

ডি'এমব্রোসিও ক্লোজেটটা চেক্ ক'রে দেখলো। ওয়ারড্রোবটা আগের মতোই আছে। যে দুটো সুটকেস সে আগে দেখেছিলো সেগুলো সেভাবেই রাখা আছে। ডি'এমব্রোসিও সবসময়ই কাজে সফল হয়, আর এজন্যেই তাকে টাকা দেয়া হয়। সে খুব ভালো করেই জানে সুজান যে, শহর ছেড়ে যায় নি তার সম্ভবনাই বেশি। তার মানে সে এখানে ফিরে আসবে। ডি'এমব্রোসিও সিদ্ধান্ত নিলো সে অপেক্ষা করবে।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি,
বুধবার, রাত ১০টা ৪১মিনিট

বেলোজ একেবারে ক্লান্ত। এগারোটা বাজতে চলছে অথচ এখনও সে কাজে আছে। সত্যি বলতে কি সে এখনও বেয়ার্ড ৫-এর রাউন্ড শেষ করে নি। বাসায় যাওয়ার আগে সেটা করবে সে। নার্সেস স্টেশন থেকে চার্ট-র‍্যাকটা নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে লাউঞ্জে চলে এলো। এক কাপ কফি হয়তো তাকে কাজে ফিরতে সাহায্য করতে পারে। দরজা খুলতেই সুজানকে লাউঞ্জে দেখে সে সত্যিই খুব বিস্মিত হলো। কাজের ব্যাপারে মেয়েটা খুবই পরিশ্রমী।

"মনে হচ্ছে আমি কোনো ভুল হাসপাতালে চলে এসেছি," বেলোজ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এরকম একটি ভাব দেখিয়ে সুজানের দিকে তাকালো। "সুজান, তুমি এখানে কি ঘোড়ার ডিম করছো? আমাকে বলা হয়েছে তুমি এখন *পারসোনা নন গ্রাটা,*" বেলোজের কণ্ঠে কিছুটা বিরক্তির ভাবও টের পাওয়া গেলো। ভয়ংকর একটা দিন গেছে—ওয়াল্টারের মৃতদেহ আবিস্কৃত হয়েছে।

"আমাকে বলছেন? আপনি নিশ্চয় ভুল করছেন, মিস্টার। আমি মিস্ স্কারলেট, ১০ ওয়েস্ট-এর নতুন একজন নার্স," দক্ষিণাঞ্চলীয় টানে সুজান বললো।

"হায় ঈশ্বর, সুজান, এসব বাদ দাও।"

"আবার শুরু করলে।"

"তুমি এখানে কি করছো?"

"আমার জুতা পালিশ করছি। দেখে কি বুঝতে পারছো না আমি কি করছি?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। এসব কথা বাদ।" বেলোজ সুজানের পাশে চলে এসে কাউন্টারের উপর ব'সে বললো, "সুজান, পুরো ব্যাপারটা খুবই মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এটা এই নয় যে, আমি তোমাকে দেখে খুশি হই নি, আসলে আমি খুশিই হয়েছি। গত রাতটা আমার চমৎকার গেছে। ঈশ্বর, এখন মনে হচ্ছে এটা এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। তুমি যদি বিকেলে আমার পাশে থাকতে তাহলে বুঝতে আমি কেন এতোটা ক্ষিপ্ত হয়ে আছি। অনেক কিছুর সাথে আমাকে এটাও বলা হয়েছে যে, আমি যদি তোমাকে তাদের ভাষায় তোমার 'এই বোকাচোদা মার্কা মিশন'-এ কোনো রকম সাহায্য করি তাহলে আমাকে নতুন কোনো চাকরি খুঁজে নিতে হবে।"

"আহ্ বেচারা! যেনো এইমাত্র মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছো।"

বেলোজ কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্য দিকে তাকিয়ে নিজের কথাবার্তা গোছানোর চেষ্টা করলো। "আমি টের পাচ্ছি এই জাতীয় কথাবার্তা অর্থহীন গন্তব্যের দিকে যাবে। সুজান, তুমি বুঝতে পারছো না এই ব্যাপারটাতে তোমার চেয়ে আমারই বেশি ক্ষতি হবে।"

“জাহান্নামে যাও!” সুজানের মুখ হঠাৎ রেগে জ্বলে উঠলো! “তুমি এতো বেশি আত্মকেন্দ্রিক আর নিজের চাকরিটা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে, এখানে যে একটা নোংরা চক্রান্ত চলছে সেটা তোমার চোখেই পড়ছে না। আজ যদি এসবের শিকার হোতো তোমার নিজের মা...”

“হায় ঈশ্বর! তোমাকে সাহায্য করার বিনিময়ে তুমি আমাকে এরকম ধন্যবাদ দিলে! আমার মা'কে এসবের মধ্যে টেনে আনছো কেন?”

“কিছু না। কিছুই হয় নি। তোমার এই চাকরিটাকে তুমি এতো বেশি গুরুত্ব দিচ্ছো যে, এর কাছাকাছি তুলনা দেয়ার জন্যে তোমার মায়ের কথা বলেছি।”

“তুমি কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করছো, সুজান।”

“কাণ্ডজ্ঞানহীন? দেখো মার্ক, তুমি তোমার ক্যারিয়ার নিয়ে এতো চিন্তিত যে, একেবারে অন্ধ হয়ে গেছো। তোমার কাছে কি আমাকে অন্য রকম লাগছে?”

“অন্যরকম?”

“হ্যা। অন্যরকম। কোথায় তোমার সেই পুরনো ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা, সেই দক্ষ একজোড়া চোখ, যেটা তুমি শিখেছিলে তোমার মেডিকেল ট্রেনিংয়ের সময়? আমার চোখের নিচে এই কালো দাগটিই বা কি?” সুজান তার চিবুকের ক্ষতটি দেখালো। “আর তুমি এটাকে কি মনে করো?” সুজান চিবিয়ে চিবিয়ে শেষের কথাটি বললো। ভেতরের ঠোঁটের ক্ষতটা বের ক'রে দেখালো তাকে।

“দেখে তো মনে হচ্ছে আঘাত লেগেছে...” বেলোজ সুজানের ঠোঁটটা কাছ থেকে দেখার জন্যে তার হাত বাড়িয়ে দিলে সুজান তাকে বাঁধা দিলো।

“তোমার এই তুচ্ছ হাতটা সরিয়ে রাখো। তুমি বলছো এই ঘটনায় তোমার ক্ষতিই বেশি হবে। বেশ, তাহলে আমাকে কিছু বলতে দাও। আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম। আমাকে আজ বিকেলে একজন মানুষ শাসিয়ে গেছে, ভয় দেখিয়ে গেছে যাতে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা না ঘামাই। এই লোকটা আমি গত কয়েকটা দিনে কি করেছি সবই জানে। লোকটা এমনকি আমার পরিবার সমন্ধেও জানে। সে আমার পরিবারকেও দেখে নেবে ব'লে শাসিয়ে গেছে। আর তুমি কিনা বলছো তোমার অনেক বেশি ক্ষতি হবে।”

“তুমি বলতে চাইছো কেউ একজন তোমাকে আঘাত করেছে?” বেলোজ এখনও বিশ্বাস করেতে পারছে না।

“ওহ্, মার্ক। তুমি কি এর চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আর কিছু বলতে পারো না? তুমি কি মনে করো লোকজনের কাছ থেকে সহানুভূতি পাবার জন্যে এগুলো আমার নিজের করা ক্ষত? আমি অনেক বড় একটা ঘটনায় ঢুকে পড়েছি, আর সেটাই এখন আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে বড়সড় কোনো চক্রের কাজ এটি। আমি শুধু জানি না কিভাবে, কেন অথবা তারা কারা।”

বেলোজ সুজানের দিকে কয়েক মিনিট চেয়ে রইলো, তার মন সুজানের গল্প আর আজ বিকেলে নিজের অভিজ্ঞতাটা নিয়ে উদভ্রান্তের মতো ভেবে যাচ্ছে, তার কাছে সবই অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হচ্ছে।

"তোমাকে দেখানোর মতো আমার কোনো ক্ষত নেই, কিন্তু আমারও এরকম জঘন্য একটা বিকেল গেছে। তোমার কি সেই ড্রাগগুলোর কথা মনে পড়ে, যেটা আমি তোমাকে বলেছিলাম? অপারেশন থিয়েটার লাউঞ্জের ডাক্তারদের লকারে পাওয়া গিয়েছে যেগুলো? আমি ঠিক করেছিলাম গোটা ব্যাপারটার একটা নিস্পত্তি করবো। ওয়াল্টারকে জিজ্ঞেস করবো আমার নামে অন্য আরেকটা লকার দেয়ার পরেও কেন ঐ লকারটা আমার নামেই বরাদ্দ রাখা হয়েছিলো।

"কিন্তু ওয়াল্টার আজকে হাসপাতালে আসে নি। এই প্রথমবার কতো বছরের মধ্যে তা আমি জানি না, সে হাসপাতালে আসে নি। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তার বাড়িতেই যাবো," বেলোজ সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা মনে ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার জন্যে কিছু কফি ঢেলে নিলো। "কিন্তু বেচারা ওয়াল্টার আত্মহত্যা করেছে। আর আমিই তার বাড়িতে গিয়ে সেটা আবিষ্কার করেছি।"

"আত্মহত্যা?"

"হু। সম্ভবত সে শুনেছিলো ড্রাগগুলো পাওয়া গেছে, তাই সে হয়তো মনে করেছে সবচেয়ে সহজ উপায়ে এই সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে আত্মহত্যা করাই ভালো।"

"তুমি কি নিশ্চিত যে, এটা আসলেই আত্মহত্যা?"

"আমি কোনো ব্যাপারেই নিশ্চিত নই। আমি এমনকি তার চিরকুটটাও পড়ে দেখি নি। আমি সোজা পুলিশে খবর দিয়ে দিয়েছি। পরে স্টার্কের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা বিস্তারিত জেনে নিয়েছি। তবে এটা মনে করো না যে, এটা আত্মহত্যা নয়। ঈশ্বর! আমি এটা সামলাতে পারছি না। আমাকে হয়তো একজন সন্দেহভাজন হিসেবেই দেখা হবে। এই ব্যাপারটা তোমার কাছে কি ব'লে মনে হচ্ছে?" বেলোজকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে এখন।

"কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার, কেবল এই সময়ে ঘটেছে ব'লে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। যে ড্রাগগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে হয়তো।"

"আমি ভয়ে ছিলাম যে, তুমি হয়তো ভাববে সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই কারণেই তোমাকে ড্রাগগুলোর ব্যাপারে আগেভাগে জানাতে আমি ইতস্তত বোধ করেছিলাম। কিন্তু এসবই বর্তমান সমস্যার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এই মেমোরিয়োলে তোমার উপস্থিতি বেশ স্পর্শকাতর। সুজান, আমি বলতে চাইছি তোমার তো এখন এখানে থাকার কথা নয়।" বেলোজ একটু থেমে সুজানের হাতে

থাকা তালিকাগুলো থেকে একটা তালিকা তুলে নিলো। "তুমি এগুলো দিয়ে কি ঘোড়ার ডিম করছো?"

"শেষপর্যন্ত আমি কোমা রোগিদের কিছু তালিকা পেয়েছি। সবগুলো নয়, কিন্তু যথেষ্ট।"

"হায় ঈশ্বর, তুমি আসলেই অসাধারণ! এই হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত হয়েও তুমি এগুলো করার জন্যে এখানে ফিরে আসার মতো সাহস দেখিয়েছো, একটা উপায় বের ক'রে তালিকাগুলো জোগার করতেও সক্ষম হয়েছো। আমি ভাবতেও পারছি না তুমি এটা তাদের কাছ থেকেই নিয়ে এসেছো। কিভাবে এটা জোগাড় করতে পারলে?" বেলোজ উত্তরের আশায় সুজানের দিকে তাকালো, কফিতে চুমুক দিতে দিতে জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলো সে।

সুজান শুধু হাসলো।

"ওহ্!" বেলোজ তার কপাল চাপড়ে বললো। "নার্সের ইউনিফর্ম!"

"হ্যা, ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। আমি অবশ্যই স্বীকার করছি আইডিয়াটা দারুণ ছিলো।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি এর জন্য কোনো বাহ্বা নিতে চাচ্ছি না, বিশ্বাস করো! আরে তুমি করেছো কি? সিকিউরিটিকে গিয়ে ধরেছো ম্যাকলিয়ারির অফিস কোথায়?"

"তোমার বুদ্ধি তাহলে খুলতে শুরু করেছে, মার্ক।"

"তুমি কি ঝুঝতে পারছো না তুমি আইন ভঙ্গ করেছো।"

সুজান সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো, তার ছোটো ছোটো হাতের লেখার কাগজগুলোর দিকে তাকালে বেলোজের চোখ সেটা অনুসরণ করলো।

"তো, এসব থেকে কিছু কি বুঝতে পারলে?"

"খুব বেশি নয়। আমি ভীত। এখন পর্যন্ত বুঝতে পারি নি। অবশ্য আমি এতোটা চালাক হয়ে উঠতে পারি নি যে, সব বুঝে ফেলবো। সবগুলো তালিকা পেলে হয়তো ভালো হোতো। সবগুলো রোগিই বয়সে মোটামুটি তরুণ, পঁচিশ থেকে বিয়াল্লিশের মধ্যেই। কিন্তু লিঙ্গ, জাতি আর সমাজিক অবস্থানের দিক থেকে নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট নেই। আমি তাদের পূর্বের মেডিকেল রেকর্ডের মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না। কোমা অবস্থার আগে তাদের সবার লক্ষণগুলো প্রায় একই রকম। তাদের সবারই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত চিকিৎস। সার্জিক্যাল কেসের মধ্যে শুধুমাত্র দুটো কেসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অ্যানেসথেলজিস্ট একজন ব্যক্তিই। অ্যানেসথেটিক উপাদানগুলোও ভিন্ন ভিন্ন। কয়েকটি ক্ষেত্রে অপারেশনের আগে দেয়া ঔষুধের বেলায় মাত্রাতিরিক্ত দেয়া হয়েছে। কতোগুলো কেসে ডেমেরল আর ফেনারগন দেয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যগুলোতে একেবারে ভিন্ন ঔষুধ দেয়া হয়েছে।

মাত্র দুটো কেসে ইনোভার ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোর কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়।

"অপারেশন রুমে না গিয়ে যতোদূর সম্ভব আমি তোমাকে বলতে পারি, বেশির ভাগ সার্জিক্যাল কেসগুলো রুম নাম্বার ৮-এ সংঘটিত হয়েছে। এটা একটু অদ্ভুত ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। আবার এটাও ঠিক যে, সেই রুমটা প্রায়শই স্বল্পকালীন অপারেশনের জন্যেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর এই সমস্যাগুলোর বেশির ভাগই স্বল্পকালীন অপারেশনের সময় ঘটেছে। সবগুলোর ল্যাবরেটরি ভ্যালু প্রায় স্বাভাবিক। ওহ্, ভালো কথা, সবগুলো কেসই ব্লাড-টাইপ এবং টিসু-টাইপ। এটা কি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া?"

"ব্লাড টাইপ সার্জিক্যাল রোগিদের বেশির ভাগই অপারেশনের সময় রক্ত-ক্ষরণ বেশি হবে ব'লে ধরে নেয়া হয়। টিসু-টাইপ অবশ্য সচরাচর হয়ে থাক না। যদিও ল্যাব তাদের নতুন কোনো মেশিনে এটা চেক ক'রে নিতে পারে। দেখো তো, ল্যাব রিপোর্টে কোনো টাইপিং করার ঘটনার উল্লেখ আছে কিনা।"

সুজান তালিকাগুলোর পাতা উল্টে গেলো যতোক্ষণ না সে টিসু-টাইপ রিপোর্টটা পেলো। "না, সেরকম কিছু নেই।"

"বেশ, তবে তো বোঝাই গেলো। ল্যাব এটা তাদের নিজেদের খরচায় করছে। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

"মেডিকেলের রোগিদের প্রায় সবাইকে আই.ভি দেয়া হয়।"

"হাসপাতালের নব্বই ভাগ লোককেই সেটা দেয়া হয়।"

"আমি জানি।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি কিছুই পাও নি।"

"এ ব্যাপারে আমি তোমার সাথে একমত," সুজান একটু থমলো। তার নিচের ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে নিলো। "মার্ক, অ্যানেসথেসিয়ার সময় রোগিকে এনডোট্রাকিয়াল টিউব দেয়ার আগে সাকসিনাইলকোলাইন দিয়ে প্যারালাইজ করা হয়। এটা কি ঠিক?"

"সাকসিনাইকোলাইন অথবা কিউরার, তবে সাধারণত সাকসিনাইলই দেয়া হয়।"

"আর রোগিকে যখন সাকসিনাইলকোলাইনের ডোজ দেয়া হয় তখন সে শ্বাস নিতে পারে না।"

"একদম ঠিক।"

"সাকসিনাইলকোলাইনের ওভারডোজ কি রোগিকে অক্সিজেন স্বল্পতার অবস্থায় নিতে পারে না? তারা যদি শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে না পারে, তবে তো অক্সিজেন মস্তিষ্কে পৌছাতে পারবে না।"

"সুজান, অ্যানেসথেসিলজিস্টরা সাকসিনাইলকোলাইন দিয়ে রোগিকে বাজপাখির মতো মনিটর ক'রে থাকে। এমনকি রোগিকে শ্বাসেরও ব্যবস্থা ক'রে থাকে তারা। যদি কোনোভাবে বেশি সাকসিনাইলকোলাইন দেয়া হয় তাহলে এ্যানেসথেলজিস্ট রোগিকে অনেক সময়ের জন্য শ্বাসের ব্যবস্থা করে, যতোক্ষণ না ঔষুধটা রোগির রক্তের সাথে মিশে যায়। প্যারালাইজ হওয়ার প্রতিক্রিয়াটি পুরোপুরি এর বিপরীত। তাছাড়া, শয়তানী ক'রে যদি সেরকম কিছু করা হয় তাহলে হাসপাতালের সব অ্যানেসথেলজিস্টই এর সাথে জড়িত থাকবে। এরকমটি হবার সম্ভাবনা একেবারেই অসম্ভব। আর তার চেয়েও বড় কথা হলো, এতোগুলো অ্যানেসথেলজিস্ট এবং সার্জন, যারা রক্তকোষগুলো কতোটা লাল এবং এটা কতো ভালোভাবে অক্সিজেন পাচ্ছে সেটা দেখে থাকে, তাদের চোখের সামনে রোগির শরীরের ফিজিওলজিক পরিবর্তন করাটা নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব। রক্তে যখন অক্সিজেন দ্রবীভূত হয় তখন এটা উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়ে থাকে। আর অক্সিজেন কমে আসলে রক্ত গাঢ় বাদামি-নিল-মেরুন রঙের হয়ে যায়। অ্যানেসথেসিলজিস্ট এই সময় রোগির শ্বাস-প্রশ্বাস সচল রাখেন, নিয়মিত নাড়ির গতি দেখেন, রক্তচাপ এবং হৃদপিণ্ডের মনিটর দেখতে থাকেন। সুজান, তুমি অনুমাণ করছো এক ধরণের নোংরা খেলা হচ্ছে ব'লে। অথচ তুমি জানো না কেন, কারা অথবা কিভাবে এটা করা হচ্ছে। তোমার কাছে একজন ভিকটিম রয়েছে এ ব্যাপারেও তুমি এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নও।"

"না, মার্ক, আমি নিশ্চিত আমার একজন ভিকটিম আছে। এটা হয়তো নতুন কোনো রোগ নয়, কিন্তু এটা যে কিছু একটা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার। অ্যানেসথেলজিস্টরা যে অ্যানেসথেটিক গ্যাস ব্যবহার করে সেটা কোত্থেকে আসে?"

"এটা একেক সময় একেক জায়গা থেকে আসে। হ্যালোথেন ক্যানে ক'রে বায়বীয় অবস্থায় আসে। এটা তরল হবে নাকি বায়বীয় হবে সেটা অপারেশনের উপর নির্ভর করে। নাইট্রাস, অক্সিজেন এবং বাতাস আসে কেন্দ্রিয় উৎস থেকে, পাইপের মাধ্যমে অপারেশন রুমে সেগুলো যোগান দেয়া হয়। জরুরি প্রয়োজনে অপারেশন রুমে সিলিন্ডারে ক'রে অক্সিজেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড রাখা থাকে... দেখো সুজান, আমার একটু কাজ আছে, তারপর আমি একেবারে ফ্রি। আজ রাতে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ড্রিঙ্কের জন্য আসলে কেমন হয়?"

"না, আজ রাতে নয়, মার্ক। আমি আজ রাতে ভালো ক'রে ঘুমাতে চাই। কিছু কাজও রয়েছে আমার। ধন্যবাদ তোমাকে। তাছাড়া আমি এই তালিকাগুলো আবার আগের জায়গায় রেখে আসতে চাই। সেটার পর আমি ৮ নাম্বার অপারেশন রুমটা একটু দেখে আসতে আগ্রহী।"

"সুজান, আমার মনে হয় তোমাকে গরম পানি দিয়ে সিদ্ধ করার আগেই এই হাসপাতাল থেকে তোমার চলে যাওয়া উচিত।"

"তুমি তোমার মতামত জানানোর অধিকার রাখো, ডাক্তার। কিন্তু ব্যাপারটা হলো তোমার এই রোগি তোমার আদেশটি মানতে চাচ্ছে না।"

"আমি মনে করি তুমি এটা নিয়ে অনেক বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলছো।"

"তাই নাকি? বেশ, আমি এখনও জানি না কে, কিন্তু আমার কাছে কয়জন সন্দেহভাজন রয়েছে..."

"সেটা ঠিক আছে..." বেলোজ একটু আমতা আমতা ক'রে বললো। "তুমি কি আমাকে বলবে, নাকি আমি নিজেই ধারণা ক'রে নেবো?"

"হ্যারিস, নেলসন, ম্যাকলিয়ারি আর ওরেন।"

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"তারা সবাই অপরাধীর মতোই আচরণ করছে, আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চাইছে।"

"আত্মরক্ষামূলক আচরণের সাথে অপরাধীকে গুলিয়ে ফেলো না, সুজান। হাজার হোক, চিকিৎসা বিদ্যার সাথে জটিলতা নিয়ে বাস করাটা খুব কঠিন। কারণটা যাই হোক না কেন।"

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি,
বুধবার, রাত ১১টা ২৫মিনিট

সুজান তালিকাগুলো ম্যাকলিয়ারির ক্লোজেটের আগের জায়গায় রেখে এসে দারুণ স্বস্তি বোধ করলো। একই সময়ে সে খুব হতাশও হলো। শেষপর্যন্ত এগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখাটা যেনো একধরণের উত্তেজনাহীন ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে তার কাছে। তালিকাগুলোর উপর সে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলো, কিন্তু সেগুলো ভালো ক'রে দেখার পর তার মনে হয়েছে তার মিশনে কোনো অগ্রগতি হয় নি। অনেক তথ্য-উপাত্ত থাকলেও এসবের মধ্যে কোনো ধরণের সংযোগ কিংবা ইঙ্গিত খুঁজে পাচ্ছে না। কেসগুলো দেখে মনে হচ্ছে এলোমেলো আর অসামঞ্জস্যপুর্ণ।

এলিভেটরটা ধীরগতির হয়ে থেমে গিয়ে দরজাটা খুলে গেলে সুজান অপারেশন রুম এরিয়ায় যাবার জন্যে পা বাড়ালো। সেখানে এখন ২০ নম্বর রুমে একটা অপারেশন চলছে, জরুরি বিভাগ থেকে আসা একটা তলপেটের কেস্। অপারেশনটা আট ঘন্টা ধরে চলছে, যা মোটেও ভালো কোনো লক্ষণ নয়। তা না হলে অপারেশন রুম এরিয়াটা রাতের বেলায় খালিই থাকে। কয়েক জন লোক মেঝে পরিস্কার করতে আর সাদা লিনেন কাপড় গোছাতে ব্যস্ত। স্ক্রাব-ড্রেস পরা এক মেয়ে প্রধান ডেস্কের পেছনে ব'সে আছে। চেষ্টা করছে পরবর্তি দিনের জন্যে শেষ কয়েকটা কেসের শিডিউল ঠিক করতে।

সুজানের নার্সের ইউনিফর্মটা এখনও কাজে দিচ্ছে। হল ঘরে কয়েক জন লোক তাকে দেখেও দেখলো না। সে সরাসরি নার্সদের লকার রুমে গিয়ে নিজের পোশাক পাল্টিয়ে স্ক্রাব-ড্রেসটা পরে নিয়ে নার্সের ইউনিফর্মটা একটা খোলা লকারে ঝুলিয়ে রাখলো।

প্রধান হলে প্রবেশ করে সুজান অপারেশন রুমের ঘোরানো দরজাটা দেখতে পেলো। ডান দিকের দরজায় বড় একটা সাইন অপারেটিং রুম। সর্ব সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। প্রধান ডেস্কটা দরজার পাশেই। যে নার্সটা ডেস্কের পেছনে ব'সে আছে সে এখনও তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এখানে তার প্রবেশাধিকার নিয়ে যদি সে চ্যালেঞ্জ ক'রে বসে তো সুজান কি বলবে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

চারদিকে লক্ষ্য ক'রে সুজান হল ঘরের লম্বা পথ দিয়ে পায়চারি করলো কিছুক্ষণ। মনে মনে আশা করছে প্রধান ডেস্কের মেয়েটা একটা বিরতি নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু সে তা করছে না, এমন কি তাকিয়েও দেখছে না। মেয়েটা যদি তাকে

প্রশ্ন করে তাহলে সে কি জবাব দেবে তার জন্যে উপযুক্ত কিছু ব্যাখ্যা ভাবার চেষ্টা করলো সুজান। কিন্তু কিছুই ভাবতে পারলো না। এই মধ্যরাতে সে জানে তার দরকার এমন একটা যুক্তিসংগত কাহিনী যেটা এখানে তার উপস্থিতিটাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শেষপর্যন্ত ২০ নম্বরে ঢোকা অথবা ল্যাব থেকে র‍্যানডম কালচারের জন্যে তাকে পাঠানো হয়েছে এ সংক্রান্ত কোনো যুক্তিসঙ্গত গল্প তার মনে এলো না, তার বদলে অতি দুর্বল একটা গল্প মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। যাই হোক তারপরও সুজান ভেতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলো। ভান করলো ডেস্কের মেয়েটা তাকে দেখছে না। সে যখন মেয়েটাকে অতিক্রম ক'রে গেলো তখন মেয়েটা তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েও দেখলো না। আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলো সে। দরজার কাছে পৌঁছে সুজান সোজা হাতলটা ধরে টান মারতেই দরজাটা খুলে গেলো। কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই ভেতরে ঢুকে পড়ছে সে।

"এই যে, একটু দাঁড়ান।"

সুজান বরফের মতো জমে গেলো। এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই দেখে সে মেয়েটাকে মোকাবেলা করার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো।

"আপনি তো আপনার কনডাকটিভ বুটটা পরতে ভুলে গেছেন।"

সুজান তার পায়ের জুতোর দিকে তাকিয়ে যখন বুঝতে পারলো নার্স কি জন্যে তাকে এ কথাটা বলেছে তখন হাঁফ ছেড়ে যেনো বাঁচলো। "ধ্যাত! আপনি ভাবতে পারেন, অপারেশন রুমে এরকমটি আমার দ্বিতীয় বার হলো।"

নার্সের মনোযোগ আবার মাস্টার শিডিউলে ফিরে গেলো। "আমি নিজেও মাঝেমধ্যে ওই বানচোত বুটগুলো পরতে ভুলে যাই।"

সুজান দেয়ালের কাছে রাখা স্টেইনলেস স্টিলের ক্যাবিনেটের দিকে গেলো। কনডাকটিভ বুটগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে ইলেকট্রিসিটি রোধ করতে পারে, ফলে অনেক ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা যায়। কারপিন দু'দিন আগে অপারেশন রুমে তাকে যেভাবে পরতে শিখিয়েছিলো সেভাবেই সুজান সেগুলো পরে ফেললো। আবার যখন সে ঘোরানো দরজাটা দ্বিতীয় বারের জন্যে খুললো ডেস্কের নার্সটা তার দিকে তাকিয়েও দেখলো না। মেমোরিয়ালটা এতোটাই বড় যে, সব সময়ই এখানে নতুন নতুন মুখ দেখাটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

মেমোরিয়ালের অপারেশন রুমটা বিশাল একটা ইউ আকৃতির ভবনে অবস্থিত। যেখানে থাকার জায়গা এবং অ্যানেসথেসিয়া অফিস কেন্দ্র রয়েছে। প্রবেশপথটা অপারেশন রুমের ইউ আকৃতির একেবারে শেষ মাথায়। রিকভারি রুমটা ইউ-এর বাম বাহুতে। সুজান আট নাম্বার রুমটা খুঁজে পেলো ইউ-এর ডান বাহুতে, বাইরের দিকে।

বিশ নাম্বার রুমটা, যেখানে অপারেশন চলছে, সেটা ঠিক এর বিপরীত দিকে অবস্থিত। সুজান রুম নাম্বার আট-এর দিকে গেলো। জায়গাটা একেবারে ফাঁকা। দরজার সামনে থেমে সে কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকালো। এটা দেখতে ঠিক আঠারো নম্বার রুমের মতোই যেখানে নাইলস মূর্ছা গিয়েছিলো। টাইল্‌সের দেয়াল। ভিনাইলের মেঝে। যদিও আলো জ্বলছে না তারপরেও সুজান উপরে কেটলড্রাম অপারেটিং লাইটটা দেখতে পেলো, ঠিক তার নিচেই অপারেটিং টেবিলটা রাখা হয়েছে। সে দরজা খুলে বাতি জ্বালালো।

মনের মধ্যে কোনো রকম নির্দিষ্ট ধারণা ছাড়াই সুজান রুমের মধ্যে ঘুরে বেড়ালো, বড় বড় জিনিস দেখতে লাগলো। তারপর আরো নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করলো সে। গ্যাস লাইন টার্মিনালটা দেখতে পেলো। লক্ষ্য করলো অক্সিজেনের সবুজ রঙের সংযোগটি। নাইট্রাস সংযোগটি নিল রঙের আর সেটার আকার এতোটাই ভিন্ন যে, খুব সহজেই পার্থক্যটা চোখে পড়ে, কোনো রকম ভুল করার সুযোগই নেই। তিন নম্বর সংযোগটাতে কোনো লেবেল নেই, রঙও দেয়া নেই। সুজান ধারণা করলো এটা কম্প্রেসড এয়ার-লাইন। একটা বড় সংযোগে লেখা আছে 'সাকশান,' তার উপরে একটা বড় এডজাস্টিং ডায়াল।

রুমের পেছন দিকে কয়েকটা স্টেইনলেস স্টিলের ফাইল কেবিনেট যাতে বিভিন্ন সাপ্লাইয়ের জিনিস রাখা আছে। সঞ্চালনকারী নার্সের জন্য সেখানে ছোটো একটা ডেস্ক রয়েছে। ডান দেয়ালে একটা এক্সরে পর্দা। পেছনের দেয়ালে দরজার উপরে, বিশাল একটা ঘড়ি। বড় লাল সেকেন্ডের কাটাটা মসৃণভাবে ঘুরছে। অন্য রুমটা একটা সাপ্লাই রুম, ১০ নাম্বার রুমের সাথে সেটার সংযোগ রয়েছে। ওখানে স্টেরিলাইজার এবং প্যারাফেরনালিয়া রাখা আছে।

সুজান আট নম্বার এবং দশ নাম্বার রুমে প্রায় এক ঘণ্টা ব্যয় করলেও অস্বাভাবিক কিছুই খুঁজে পেলো না। অন্যসব অপারেশন রুমের মতোই এটা। দশ নাম্বারটার বেলায়ও একই কথা খাটে। কোনো পার্থক্য নেই।

কোনো রকম বাঁধা ছাড়াই সুজান নার্সদের লকার থেকে তার নার্সের ইউনিফর্মটা আবার পরে নিলো। স্ক্রাব-ড্রেসটা রেখে দরজার দিকে পা বাড়ালো সে। কিন্তু তারপরই সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলো। এটা একটা ড্রপ সিলিং, অনেকগুলো একুইস্টিক টাইলস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

ময়লার বাস্কেটটা তাকে এক ধাঁপ উচুতে তুলতে সাহায্য করবে। সুজান ময়লার বাস্কেটটা সিঙ্কের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে লকারের কাছে আনলো। সিলিংটা লকারের উপর থেকে মাত্র তিন ফুট উঁচুতে। চার হাত পা ছাড়িয়ে সে সিলিংয়ের প্রথম ব্লকটা ধরার চেষ্টা করলো। এটা তোলা গেলো না কারণ এর ঠিক উপরেই কিছু পাইপ চলে গেছে। সে অন্য আরেকটা নিয়ে চেষ্টা করলো। সমস্যা

একই। তবে তৃতীয় টাইলটা খুব সহজে উঠে গেলে সুজান ওটা একপাশে সরিয়ে রাখলো। তারপর লকারের উপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের শরীরের অর্ধেকটা সিলিংয়ের ফাঁকা জায়গা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো। তার ধারণার চেয়েও সিলিংয়ের জায়গাটা অনেক বেশি বড়। সিমেন্টের ছাদের সাথে ড্রপ সিলিংয়ের প্রায় পাঁচ ফুটের মতো উচ্চতা রয়েছে। সেই জায়গায় অসংখ্য পাইপ আর টিউব চলে গেছে। হাসপাতালের অপরিহার্য সরবরাহ আর উচ্ছিষ্ট পরিবাহিত হয় এসবের মধ্য দিয়ে। সেখানে আলো খুব কম, শুধু পেনসিলের মতো আলোক রশ্মি সিলিংয়ের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়েছে।

ড্রপ সিলিংটা কার্ডবোর্ডের টাইল দিয়ে তৈরি করা আর পাতলা ধাতব তার দিয়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। টাইলস বা ধাতব তার কোনোটাই এতো শক্তিশালী নয় যে, মানুষের ওজন বহন করতে পারবে। সিলিংয়ের ফাঁকা জায়গায় প্রবেশের জন্য সুজান পাইপের উপর দিয়ে উঠে গেলো। পাইপগুলো হয় খুব গরম নয়তো একেবারে ঠাণ্ডা। পাইপের উপর উঠে সে সিলিংয়ের যেখান থেকে টাইলটা খুলেছিলো সেটা আবার জায়গা মতো রেখে দিলো। ওটা জায়গা মতো বসে যেতেই নিচ থেকে আসা আলো বন্ধ হয়ে গেলো।

সুজান প্রায় অন্ধকার অবস্থায় তার চোখে সয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর সে চলতে শুরু করলো পাইপের উপর দিয়ে। খুব ধীরে ধীরে এগুতে থাকলো সে। পাইপের উপর দিয়ে নড়াচাড়া করাটা খুব কঠিন, একটু একটু ক'রে সে এগিয়ে যেতে লাগলো। কোনো রকম শব্দ করতে চাচ্ছে না, বিশেষ ক'রে তখন, যখন সে ধারণা করছে প্রধান ডেস্কের উপরে রয়েছে। তবে অপারেশন এরিয়ার উপর যাওয়াটা অনেক বেশি সহজ। অপারেশন রুম এবং রিকভারি রুমের উপর সিলিংগুলো মজবুত আর স্থায়ি। ওখানে চলে এলে সুজান সহজে নড়তে চড়তে পারলো। পাইপের উপর হামাগুড়ি দেয়ার ঝামেলাটা এড়ানো গেলো এখানে।

সুজান কংক্রিটের একটা দেয়াল খুঁজে পেলো, অনুমান করলো এটা এলিভেটেরর প্রকোষ্ঠ হবে। তারপর সে অপারেশন রুম এরিয়ার করিডোরের একটা ড্রপ সিলিং খুঁজে পেলো। অপারেশন রুমটি করিডোরের পেছনেই, এটা কেন্দ্রিয় সাপ্লাইয়ের একটা অংশ, সুজান পাইপের গোলকধাঁধা আর অসংখ্য টিউব দেখতে পেলো, যেগুলো সিলিংয়ের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। অনুমান করতে পারলো জায়গাটা কেন্দ্রিয় সরবরাহের অংশ। সব পাইপ আর টিউব এখানে এসে জড়ো হয়েছে।

সুজান মূলত উপর থেকেই আট নাম্বার রুমটা খোঁজার ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু কাজটা অতো সহজ নয়। একটা অপারেশন রুম থেকে অন্য অপরেশন রুমকে

আলাদা করার মতো সুস্পষ্ট কোনো চিহ্ন নেই। সব পাইপ দেখতে একই রকম। করিডোরের ছাদের দিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে সুজান আট এবং দশ নাম্বার রুমটার অবস্থান চিহ্নিত করতে পারলো। এটা করতে পেরে সুজান অনেকটাই সন্তুষ্ট হলো। এই দুই রুমের পাইপের সংখ্যা এবং আকার ভিন্ন ভিন্ন।

আট নাম্বার রুমের উপরে সবুজ রঙ করা অক্সিজেন লাইনটি খুঁজে পেলো সে। অক্সিজেন লাইনটি অনুসরণ করলো সুজান। এটা করিডোরের উপর দিয়ে নব্বই ডিগ্ কোণে বেঁকে গেছে। নিশ্চিত হতে সে নাম্বার আট থেকে সেটাকে অনুসরণ করতে লাগলো। এটার উপরে হাত রেখে রেখে মূল কেন্দ্র পর্যন্ত এগিয়ে চললো সে। অবশেষে তার আঙুল কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেলে জিনিসটা কি দেখার জন্যে মৃদু আলোয় ঝুঁকে পড়লো। একটা স্টেইনলেস স্টিলের সংযোগ দেখতে পেলো সে। আট নাম্বার রুমের দিকে চলে যাওয়া অক্সিজেন লাইনের উপর একটা শক্তিশালী টি-ভালভ্ লাগানো আছে।

সুজান ভাল্‌ভের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো আরেকটা গ্যাস লাইনের সাথে এটার সংযোগ রয়েছে, যেরকমটি অন্য আর কোনো লাইনে নেই। আঙুল দিয়ে সে ভালভ্‌টা পরীক্ষা করলো। এটা নিশ্চিত যে, এখান থেকে অক্সিজেন ঢুকতে পারে। আবার এটাও ঠিক, এই জায়গাটি দিয়েই অক্সিজেনের সাথে অন্য কোনো গ্যাস প্রবাহিত করা সম্ভব।

অপারেশন রুমের উপরের সিলিং থেকে সুজান প্রধান ডেস্কের দিকে আবার চলে এলো। তারপর সে শুরু করলো সবচাইতে কঠিন কাজটি। আলগা সিলিংয়ের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে লাগলো সে। নিচে পড়ে যাবার ভয় পেয়ে বসলো তাকে। এক কোণের একটা সিলিং টাইল ধরে উঁচু ক'রে তুলে ফেললো। তবে এটা হল ঘরের ছাদ। সে অন্য আরেকটা টাইল তুললো যেটা ডাক্তারদের লাউঞ্জের ছাদ। তৃতিয় টাইলটা নার্সেদের লকারের উপরে, কিন্তু সেটা লকার থেকে এতো দূরে যে সেটার উপর পা দিয়ে নামা সম্ভব নয়।

চতুর্থ টাইলটা একেবারে যথার্থ। একটু কষ্টেসৃষ্টে সেখান দিয়ে নেমে পড়লো সুজান।

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
বৃহস্পতিবার, রাত ১টা

যেকোনো বড় শহরের মতো বোস্টন শহরও কখনও পুরোপুরি ঘুমায় না। কিন্তু অন্য সব বড় শহরের মতো বোস্টন কোলাহলপূর্ণ থাকে না, নিঃশব্দ হয়ে পড়ে।

স্টরো ড্রাইভ সড়কটি দিয়ে ট্যাক্সিটা ছুটে চলতেই সুজান আরাম ক'রে বসলো। কেবল মাত্র দু'একটা গাড়ি তাদের বিপরীত দিক থেকে ছুটে এসে পাশ দিয়ে চলে গেলো। সে এতোটাই ক্লান্ত যে ঘুমে ঢলে পড়ছে। এটা একটা অবিশ্বাস্য দিন গেছে! তার ঠোঁট আর গালের ক্ষতের ব্যথাটা বেড়েছে। খুব সাবধানে গালে হাত দিয়ে সেখানকার ফোলাটা বেড়েছে কিনা দেখলো সুজান। এটা বাড়ে নি। সে এসপ্লানেডের উপর দিয়ে তাকিয়ে বরফে জমে থাকা চার্লস নদীটা দেখতে পেলো। কেমবৃজের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ট্যাক্সিটা আরো দ্রুত ছুটতে থাকলে সুজান হাতের সাহায্যে নিজের ভারসাম্যটা ঠিক রাখলো।

নিজের কাজের অগ্রগতি নিয়ে ভাবলো সে। খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। ছত্রিশ ঘণ্টা সময় ছিলো নিরাপদে অনুসন্ধান কাজটি চালানোর জন্যে। কিন্তু সে সেটা করতে পারে নি। ট্যাক্সিটা ফেনওয়ে স্ট্রট অতিক্রম করলে সুজান মনে মনে স্বীকার করলো আইডিয়ার অভাবে কাজটা পুরোদমে চালিয়ে যেতে পারে নি। নেলসন, হ্যারিস, ম্যাকলিয়ারি এবং ওরেন যেখানে তার বিরুদ্ধে সেখানে দিনের বেলা মেমোরিয়ালে কোনো রকম অনুসন্ধানের সুযোগ নেই ব'লে তার মনে হলো। নার্সের ইউনিফর্মটা আসল কাজে খুব কম সাহায্য করবে ব'লে তার মনে হচ্ছে।

কিন্তু সে কম্পিউটার থেকে অনেক বেশি তথ্য পেতে চায়। তার অন্য তালিকাটাও দরকার। সেটা নেয়ার কি কোনো পথ খোলা আছে? বেলোজ কি তাকে সাহায্য করতে পারে? সুজান সন্দেহ পোষণ করলো। সে এখন জানে বেলোজ সত্যিই তার অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন। সুজান মনে মনে ভাবলো বেলোজ সত্যিই একটা মেরুদণ্ডহীন।

ওয়াল্টারের আত্মহত্যার ব্যাপারটা তাহলে কি? এই ড্রাগগুলোই বা কিভাবে ওখানে এলো?

সুজান ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লো। দরজার দিকে যেতে যেতে সে সিদ্ধান্ত নিলো সকালে ওয়াল্টারের সমন্ধে যতোটুকু সম্ভব খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করবে। সেও এসবের সাথে জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু কিভাবে?

সুজান মেইনগেটের সামনে দাঁড়িয়ে দরজার নবে হাত রাখলো। প্রহরী লোকটা সামনের ডেস্কে থাকার কথা কিন্তু লোকটা সেখানে নেই। সুজান তন্নতন্ন ক'রেও

চাবিটা তার কোটের পকেটে খুঁজে না পাওয়ায় নিজেই নিজেকে গালি দিলো। যখন ডেস্কের মানুষটার দরকার হয় তখনই তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।

বাধ্য হয়ে চারটা তলা সে সিঁড়ি বেয়েই উপরে উঠলো। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় চারটি তলা তার কাছে বেশ দীর্ঘ ব'লে মনে হলো। কয়েকবার থেমে জিরিয়ে নিলো। কারণ শারীরিক এবং মানসিকভাবে সে খুব ক্লান্ত।

সুজান মনে করার চেষ্টা করলো বেলোজ তাকে জানিয়েছে কিনা যে, ডাক্তারদের ড্রেসিং রুমের লকারের মধ্যে পাওয়া ড্রাগের মধ্যে সাকনিসাইনকোলাইন ছিলো। অস্পষ্টভাবে তার মনে পড়ছে বেলোজ বলেছিলো কিউরার, কিন্তু সাকসিনাইলকোলাইন সমন্ধে বলেছিলো কিনা মনে করতে পারলো না। এটা ভাবতে ভাবতে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো। নিজের ঘরের চাবিটা খুঁজে পেতেও তার কিছু সময় লেগে গেলো। দরজার লকে চাবিটা ঢুকালো সুজান।

গভীর চিন্তায় ডুবে থাকা এবং ক্লান্তি সত্ত্বেও কাগজের দলা রাখার কথাটা সুজানের মনে পড়ে গেলো। চাবিটা দরজার লকে লাগিয়েই সে নিচু হয়ে সেটা দেখতে চাইলো। কাগজের দলাটা নেই। তার মানে দরজাটা খোলা হয়েছে।

সুজান দরজা থেকে পিছিয়ে এলো, তার আশংকা দরজাটা হঠাৎ করেই খুলে যাবে হয়তো। সে তার আক্রমণকারীর ভয়াবহ মুখটা মনে করতে পারলো। লোকটা যদি এই ঘরের ভেতর থেকে থাকে তাহলে সন্দেহাতীতভাবেই সে লুকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে সুজানের জন্যে। সে ওই ছুরিটার কথা চিন্তা করলো যা লোকটা ব্যবহার করে নি তখন। সে জানে তার হাতে সময় খুব কমই আছে। একটা জিনিসই তার পক্ষে রয়েছে, সেটা হলো লোকটা যদি ঘরের ভেতরে থেকে থাকে, তাহলে সে জানে না সুজান তার উপস্থিতির ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছে।

সে যদি কর্তৃপক্ষকে ডেকে লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারে তবে সম্ভবত সে কিছু সময়ের জন্যে নিরাপদেই থাকবে। কিন্তু লোকটার পুলিশের ব্যাপারে শাসানো আর নিজের ভাইয়ের কথাটা তার মনে পড়ে গেলো। একজন সিঁধেল চোর, কিংবা ধর্ষণকারী তো নয়? মনে হয় না। সুজান বুঝতে পারলো যে লোকটা এর আগে তাকে আক্রমণ করেছিলো সে যেমন পেশাদার তেমনি সিরিয়াস। মারাত্মক সিরিয়াস। সে পালাতে পারে, সম্ভবত শহর ছেড়েও চলে যেতে পারে। অথবা সে পুলিশকে ডাকতে পারে, যেমনটি স্টার্ক তাকে পরামর্শ দিয়েছিলো? সুজান কোনো পেশাদার নয়; এটা কষ্টকর হলেও সত্য বটে।

কেন তারা এখনও তার পেছনে লেগে আছে? তার আত্মবিশ্বাস ছিলো যে, তাকে আর অনুসরণ করা হচ্ছে না। হতে পারে কাগজের দলাটা আপনা আপনিই পড়ে গেছে।

সুজান দরজার দিকে আবার অগ্রসর হলো।

"এই লকটার আবার কি হলো?" সে জোরে জোরে বললো। চাবি ঝাঁকিয়ে অনেক সময় ধরে চেষ্টা করলো। তার মনে পড়ে গেলো নিচে প্রহরী লোকটা তার ডেস্কে নেই। সে কি নিচে গিয়ে অন্য কারোর দরজায় নক্ করবে, বলবে যে, তার দরজাটা খোলা যাচ্ছে না? সুজান আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। তার মনে হচ্ছে এই পরিস্থিতে এটাই সবচেয়ে ভালো কাজ। দরজায় নক্ করার জন্যে তার চেনা মার্থা ফাইনই সবচেয়ে ভালো। সে জানে না তাকে সে কী বলবে। এটা সম্ভবত মার্থার জন্যে মঙ্গল হবে যদি সুজান তাকে কিছু না বলে। সে যেটা বলতে পারে তা হলো নিজের ঘরে সে যেতে পারছে না, তাই আজ রাতটা মার্থার ঘরেই ঘুমানো দরকার।

সুজান খুব আস্তে আস্তে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে তার ওজনে কাঠের সিঁড়িটা নির্দয়ভাবে ক্যাচ্ক্যাচ্ শব্দ ক'রে উঠলো। শব্দটা যে অসহনীয় সুজান সেটা জানে। যদি কেউ তার দরজার পেছনে থেকে থাকে তবে সে এই শব্দটা শুনতে পাবে। সুজান দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে চাইলো। যখন সে তৃতীয় তলায় পৌঁছে গেলো তখন নিজের ঘরের দরজা খোলার শব্দটা শুনতে পেলো। কোনো রকম না থেমেই সে নিচে নামতে থাকলো। মার্থা যদি তার রুমে না থাকে তবে কি হবে, অথবা দরজায় নক্ করার পরেও কোনো জবাব না দেয়? সুজান জানে সে কোনো ভাবেই নিজেকে ওই লোকটার হাতে ধরা পড়তে দেবে না। ডরমিটরিটা মনে হচ্ছে পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়েছে। যদিও এখন মাত্র রাত একটার একটু বেশি।

দরজাটা পুরোপুরি খুলে দেয়ালের সাথে ধাক্কা লাগবার শব্দ সুজান শুনতে পেলো। সে পায়ের আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে এখন। বুঝতে পারছে কেউ একজন রেলিং ধরে দৌড়ে নিচে নেমে আসছে। সুজান পেছনে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ডরমিটরি ছেড়ে চলে যাবে। এখানে এই মেডিকেল স্কুল কমপ্লেক্সের মধ্যে যে-ই তাকে অনুসরণ ক'রে থাকুক না কেন তাকে ফাঁকি দেয়াটা খুব সহজ হবে। সুজান টের পেলো সে বেশ জোরে জোরেই দৌড়াচ্ছে। এই জায়গার প্রতিটি ইঞ্চি তার চেনা। তার অনুসরণকারী যখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে তখন সে নিচতলায় চলে এসেছে।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে সুজান বাম দিকে ঘুরে একটা ছোটো খিলানযুক্ত পথ ধরে দৌড়াতে থাকলো। দ্রুত সে আঙিনা দিয়ে বাইরে যাবার দরজাটা খুলে ফেললো কিন্তু বের হলো না। তার বদলে সে হাইড্রোলিক হাতলটা দিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে ঘুরে ডরমিটরি সংলগ্ন উইঙ্গের দরজা দিয়ে বের হয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। এখন দ্বিতীয় তলা থেকে সে পায়ের শব্দটি শুনতে পাচ্ছে।

যদি সে স্বাভাবিকভাবে দৌড়াতো তাহলে তার জুতার শব্দটা এড়াতে পারতো। ডরমিটরির পাশে নিচ তলার হলের দিকে গেলো সুজান। তার দু'পা অনেকটা আড়ষ্ট হয়ে আছে। সে নিঃশব্দে দ্রুত দৌড়াতে লাগলো স্টুডেন্ট হেলথ অফিসের পাশ দিয়ে। হলের শেষ মাথায় সে ডরমিটরির সিঁড়ি ঘরের দরজা খুলে দ্রুত কোনো রকম শব্দ না ক'রে সেটা লাগিয়ে দিলো। বেসমেন্টে সে আরেকটা সিঁড়ি খুঁজে পেলে দেরি না ক'রে সেখান দিয়ে নেমে গেলো।

ডি'এমব্রোসিও চতুরতার সাথে আঙিনার দরজাটা বন্ধ করলেও তেমন একটা সময় নিলো না। কাউকে অনুসরণ করার ব্যাপারে সে মোটেও কোনো কাঁচা লোক নয়। সে এও জানে সুজান কতোক্ষণের মধ্যে তার নাগালের মধ্যে এসে পড়বে। কিন্তু আঙিনা দিয়ে ছুটে যেতেই চট ক'রে বুঝে ফেললো তাকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। যে দরজা খুলে ঢুকেছিলো সেই দরজা দিয়েই বেরিয়ে এলো ডি'এমব্রোসিও। মাত্র দুটো দরজা আছে এখানে। অন্য দরজাটা বেছে নিয়ে সে হলের দিকে ছুটে গেলো দ্রুত।

সুজান মেডিকেল স্কুলের সাথে ডরমিটরির সংযোগ টানেলে ঢুকে পড়লো। সে নিশ্চিত তাকে কেউ অনুসরণ করছে না এখানে। টানেলটা সোজা পঁচিশ থেকে তিরিশ গজ গিয়ে বাম দিকে চলে গেছে। সুজান যতো দ্রুত সম্ভব দৌড়ালো। কয়েকটা ইলেক্ট্রিক বাল্ব জ্বলে থাকার কারণে টানেলের মধ্যে বেশ ভালো আলো রয়েছে।

টানেলের শেষ মাথায় সে ফায়ার দরজার হাতলটা পেলে সেটা খুলে ফেললো। সেখান দিয়ে যাবার সময় এক ঝলক বাতাস এসে তার চোখেমুখে লাগলো। যখন বুঝতে পারলো এটার কেবল মাত্র একটাই অর্থ তখন তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো : একই সময়ে তার পেছনের দরজাটা আসলে খুলে ফেলা হয়েছে! ভয়ংকর সেই পায়ের শব্দটা সে শুনতে পাচ্ছে এখন। একজন মানুষ টানেল ধরে ছুটে আসছে।

"হায় ঈশ্বর!" সে আতংকে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলো। সম্ভবত তার হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। সে ছাত্রছাত্রিতে ভর্তি ডরমিটরিটা ছেড়ে এসেছে এই নিরিবিলিতে, অন্ধকার আর জনশূন্য ভবনে।

সুজান সামনের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাবার সময় যখন ডি'এমব্রোসিওর শক্তির কথাটা মনে করলো তখন এক ধরণের অসহায়ত্ব অনুভব করলো। দ্রুত সে চিন্তা করতে চেষ্টা করলো বিল্ডিংয়ের ঠিক কোথায় আছে এখন। এটা অ্যানাটমি-প্যাথলজি ভবন, তার মানে চার তলা। দুটো বড় এ্যাম্ফিথিয়েটার রয়েছে প্রথম তলায়, তার সঙ্গে আছে আরো কয়েকটা আনুষঙ্গিক কক্ষ। দ্বিতীয় তলায় এ্যানাটমি হল আর কয়েকটা ছোটো ল্যাব রয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ তলার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে আছে অফিস। সুজান সেই জায়গাটা খুব একটা চেনে না।

সুজান প্রথম তলার দরজাটা খুলে ফেললো। ভবনটা টানেলের মতো নয়, পুরোপরি অন্ধকার, শুধুমাত্র আলো বলতে জানালা দিয়ে স্ট্রিটল্যাম্পের আলো চুইয়ে যেটুকু আসছে। মেঝেটা মার্বেল পাথরের তৈরি, ফলে তার পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। হলটা গোলাকৃতির যেখানে অ্যাম্ফিথিয়েটার আছে।

মনের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় সুজান দৌড়ে একটা প্রশস্ত কিন্তু নিচু দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো, যেটা প্রথম এ্যাম্পিফিথিয়েটারের দিকে চলে গেছে। এটা সেই দরজা যেখান দিয়ে রোগিকে দেখার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সুজান দরজাটা বন্ধ করতেই শুনতে পেলো তার পেছনের মার্বেল হলে দৌড়ানোর শব্দ। সে নিচু দরজা থেকে এ্যাম্ফিথিয়েটারের কেন্দ্রের দিকে দৌড়ে গেলো। কেবল সিটের মাথাগুলোই দেখা যাচ্ছে, বাকি সব কিছু অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। নিচের দিক থেকে সে মঞ্চের উপরে উঠতে লাগলো।

পায়ের শব্দ বাড়তে থাকলে সুজান উপরের দিকে চলে এলো, পেছনে তাকাতে ভয় পাচ্ছে এখন। পায়ের সেই শব্দটা এরপর মিইঁয়ে গিয়ে আওয়াজটা একেবারে থেমে গেলো। সুজান আরো উপরের দিকে উঠতে থাকলো। তার পেছনে এ্যাম্ফিথিয়েটারের নিচের অংশটা আলাদা করা আরো কঠিন হয়ে উঠলো। সুজান একেবারে উপরের একটা সিটে পৌছে সেটার পাশে ব'সে পড়লো। মার্বেলের উপর আবার পায়ের শব্দটি শুনতে পাচ্ছে সে। চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে তার মাত্র কয়েক মুহূর্ত হাতে রয়েছে। সে জানে এই লোকটার সাথে সে কোনোভাবেই পেরে উঠতে পারবে না। তবে তার চোখে ফাঁকি দিয়ে সটকে পড়তে পারবে, অথবা অনেকক্ষণ ধরে লুকিয়ে থাকতে পারে, যাতে ক'রে লোকটা হাল ছেড়ে দিয়ে এই জায়গা থেকে চলে যায়। সে প্রশাসনিক ভবনের টানেলের কথাটা চিন্তা করলো। কিন্তু সে প্রায় একশো ভাগ নিশ্চিত, ওটা খোলা থাকবে না। মাঝে মধ্যে সন্ধ্যে বেলায় সে যখন তার ঘর থেকে লাইব্রেরিতে আসতে চাইতো এটা বন্ধই পেতো।

এ্যাম্ফিথিয়েটারের পেছনের দরজা খুলে যাবার শব্দ যখন শুনতে পেলো ভয়ে একেবারে জমে গেলো সুজান। একটা মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে। সুজান পরে আছে নার্সের সাদা ইউনিফর্ম। তাই সে ভয় পাচ্ছে যে, এটা খুব সহজেই দেখা যাবে। সে আস্তে আস্তে এক সারি সিটের মধ্যে হাঁমাগুড়ি দিলো, কিন্তু চেয়ারগুলো ফ্লোর থেকে মাত্র আট থেকে বারো ইঞ্চি উঁচু। মানুষটা এখন একদমই নড়াচাড়া করছে না। সুজান অনুমান করতে পারছে লোকটা দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখে নিচ্ছে। সে সর্ন্তপনে মেঝেতে শুয়ে পড়লো। দুটো সিটের পেছন দিয়ে সে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। মানুষটা হেটে মঞ্চের দিকে আসতে লাগলো। খোঁজ ক'রে দেখছে সে। লোকটা বাতি জ্বালানোর সুইচ খুঁজছে! সুজান আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। তার সামনে মাত্র বিশ ফুট দূরে দ্বিতীয় তলার হল ঘরের একটা দরজা। সুজান মনে মনে প্রার্থনা

করলো যাতে দরজাটা খোলাই থাকে, তালা দেয়া না থাকে। যদি এটা তালা দেয়া থাকে তাহলে সে চেষ্টা করবে এ্যাম্ফিথিয়েটারের বিপরীতে যে দরজাটা আছে সেটা দিয়ে বের হয়ে যেতে। এতে যে সময় লাগবে ঠিক ততোটাই সময় নেবে এ্যাম্ফিথিয়েটারের নিচ থেকে ডি'এমব্রোসিওর উপরে উঠে আসতে। সামনের ঐ দরজাটাতে তালা দেয়া থাকলে সে ধরা পড়ে যাবে।

লাইটের সুইচটা শব্দ ক'রে উঠতেই মঞ্চের আলো জ্বলে উঠলো। ডি'এমব্রোসিওর ভয়ানক দাগ ভর্তি মুখটা আলোকিত হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। তার চোখের কোটর দুটোকে এমন দেখাচ্ছে যেনো বীভৎস্য কোনো মুখোশের পোড়া দুটো ছিদ্র। লোকটার হাত এবার পোডিয়ামের সুইচ বোর্ডের কাছে, দ্বিতীয় সুইচ টেপার শব্দ সুজানের কানে আসতেই একটা শক্তিশালী আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়লো অন্ধকার সিলিং থেকে, উজ্জ্বল আলোয় গোটা হলটা হয়ে উঠলে সুজান ডি'এমব্রোসিওকে পরিস্কার দেখতে পেলো।

সে হামাঁগুড়ি দিয়ে দ্রুত সামনের দরজার দিকে এগুতে থাকলো। অন্য বাতিটার সুইচ টিপে দিলে এক ঝাঁক আলো ডি'এমব্রোসিওর পেছনের ব্লাকবোর্ডের উপর জ্বলে উঠলো। ঠিক সেই সময়ে ডি'এমব্রোসিও লক্ষ্য করলো রুমের লাইটের সুইচগুলো ব্লাকবোর্ডের বাম পাশে অবস্থিত। সুইচের দিকে সে হেটে যেতেই সুজান উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলো।

দরজার নবে হাত দিয়ে ঘোরাতেই জ্বলে উঠলো রুমের আলো।

দরজাটা বন্ধ!

সুজান নিচের দিকে তাকালো। ডি'এমব্রোসিও তাকে দেখে মুচকি হাসি দিচ্ছে। তারপর লোকটা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ছুটে আসতে লাগলো। একেকবার দুই তিন ধাপ ডিঙাচ্ছে সে।

সুজান পাগলের মতো দরজাটা ধাক্কাতে লাগলো। তারপরই বুঝতে পারলো দরজাটাতে আসলে খিল লাগানো রয়েছে। খিলটা খুলে ফেলতেই সুজান ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। একদম উপরের সারির সিটের কাছে ডি'এমব্রোসিওর গাঢ় নিশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে এখন।

এ্যাম্ফিথিয়েটারের দ্বিতীয় তলার দরজার ঠিক সামনেই একটা আগুন নেভানোর কার্বনডাই-অক্সাইডের সিলিন্ডার রয়েছে। সুজান দেয়াল থেকে সেটা খুলে নিচে নামালো। ঘুরে শুনতে পেলো ডি'এমব্রোসিওর পায়ের শব্দ আরো কাছে ঘনিয়ে আসছে। দরজার নবটা সে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলতেই সুজান সঙ্গে সঙ্গে আগুন নেভানোর সিলিন্ডারটার বাটন চেপে দিলো। ফোঁস্ ক'রে সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বেরিয়ে পড়লে ড্রাই আইসের স্প্রে ডি'এমব্রোসিওর মুখে গিয়ে লাগলো। লোকটা পেছনে সরে গিয়ে পেছন সারির একটা সিটের উপরে হামলে

পড়লো। পেছনের একটা সিটে তার পাঁজরের হাড় গিয়ে আঘাত করলে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে দু'হাত দিয়ে সে চেষ্টা করলো। সিটটা কোনো মতে ধরে নিজের পাঁজরটা বাঁচাতে পারলেও তার দুই পা মাথার উপরে উঠে গেলো। চতুর্থ সারির মাঝে উল্টে পড়লো লোকটা।

ফলাফল এরকম হবে সুজানের কোনো ধারণাই ছিলো না। সে খুবই বিস্মিত হলো। এরপর দ্রুত এ্যাম্ফিথিয়েটারের দিকে ছুটে গেলো। কিছু দূর গিয়ে একটু থামলো, তার মনে হলো ডি'এমব্রোসিও নিশ্চয় অচেতন হয়ে গেছে। কিন্তু লোকটা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েছে। নিজের ভাঙা পাঁজরের তীব্র ব্যথা সত্ত্বেও সুজানের দিকে তাকিয়ে সে বাঁকা হাসি হাসছে।

"যারা পাল্টা লড়াই করে...আমি তাদের পছন্দ করি," সে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাট বললো।

সুজান আগুন নেভানোর সিলিন্ডারটি তুলে নিয়ে যতোটা জোরে পারে ছুড়ে মারলো লোকটার দিকে। ডি'এমব্রোসিও সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ভারি ধাতব সিলিন্ডারটি তার বাম কাঁধে আঘাত হানলো। সে আবার মাটিতে পড়ে গেলো। সিলিন্ডারটা চার-পাঁচটা সারি বাউন্স করতে করতে আট নাম্বার সারিতে গিয়ে স্থির হলো।

এ্যাম্ফিথিয়েটারের দরজাটা তার অনুসরণকারীর মুখের উপর বন্ধ ক'রে দিয়ে সুজান দাঁড়িয়ে হাপাতে থাকলো। হায় ঈশ্বর! লোকটা কি অতিমানব? লোকটাকে পরাস্ত করার উপায় তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। সে জানে সে অবিশ্বাস্যভাবেই সৌভাগ্যবতী, কেননা লোকটাকে আঘাত করতে পেরেছে। তবে লোকটা যে এখনও তার জন্যে বিপজ্জনক সেটা না ভেবে পারলো না। সুজান এ্যানাটমি রুমের বিশাল ডিপ ফৃজের কথা ভাবলো।

হলঘরটা একেবারেই অন্ধকার, কেবল দূরের জানালাটা ছাড়া, যেটা দিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো আসছে। এ্যানাটমি রুমের প্রবেশপথটি হলের শেষ মাথায় জানালার কাছে অবস্থিত। সুজান দরজার দিকে ছুটে গেলো। ওখানে পৌছাতেই সে শুনতে পেলো এ্যাম্ফিথিয়েটারের দরজাটা খোলার শব্দ।

ডি'এমব্রোসিও আঘাত পেয়েছে তবে অতোটা মারাত্মক নয়। একটু হয়তো সমস্যা হচ্ছে তবে সেটা সহ্য ক্ষমতার মধ্যে। তার বাম কাঁধে ক্ষত হলেও হাতটা কাজ করছে। তার চেয়ে বড় কথা সে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে। কারণ এই হারামজাদী তাকে ভীষণ ক্ষেপিয়ে তুলেছে, তাকে আঘাত করেছে। সে তাকে আগে হত্যা করবে, তারপর ধর্ষণ করবে তাকে। একটা বেরেটা পিস্তল বের ক'রে সেটার রুপালি রঙের সাইলেন্সার লাগিয়ে নিলো। এ্যাম্ফিথিয়েটারের দিকে যাবার সময় সে সুজানকে এ্যানাটমি রুমে ঢুকতে দেখলো। ভালো ক'রে তাক্ না করেই সে গুলি করলে বুলেটটা কয়েক ইঞ্চির জন্যে সুজানকে আঘাত করতে ব্যর্থ হলো।

সেটা গিয়ে লাগলো দরজার ফ্রেমে। ফলে কয়েক টুকরো কাঠের চলকা উঠে ছিটকে পড়লো।

পিস্তলের শব্দটা খুবই ভোতা শোনালো। শব্দটা শোনা ছাড়া সুজান কিছুই বুঝতে পারলো না। তবে দরজায় আঘাত হানার ফলে কাঠের টুকরো ছিটকে পড়লে বুঝতে পারলো সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছে তাকে।

"ঠিক আছে, হারামজাদী, খেল খতম," হলের দিকে ধীরে পায়ে হেটে আসতে আসতে ডি'এমব্রোসিও চিৎকার ক'রে উঠলো। সে জানে সে সুজানকে কোণঠাঁসা ক'রে ফেলেছে, তাছাড়া দৌড়াতে গেলে তার পায়ে খুব ব্যথাও করছে।

এ্যানাটমি হলের ভেতর সুজান এক মুহূর্তের জন্য থামলো, মৃদু অলোয় ঘরটা ভালো ক'রে দেখার চেষ্টা করলো সে। এরপর তার পেছনের দরজাটা লাগিয়ে দিলো। প্রথম বর্ষের এ্যানাটমি কোর্সের ক্লাশটা বছরের এই সময়টাতে মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে। কাঁটাছেঁড়ার টেবিলটা সবুজ প্লাস্টিক শিট দিয়ে ঢাকা। ডিমলাইটের আলোয় সেটাকে ধূসর দেখাচ্ছে। সুজান টেবিলগুলোর মধ্য দিয়ে রুমের শেষপ্রান্তে দৌড়ে গেলো। ফৃজের খিড়কির মধ্যে একটা বিশাল স্টেইনলেস স্টিলের পিন আছে। পিনটা সে টেনে খুলে ফেলে এর চেনের সাথে ঝুলিয়ে রাখলো। একটু শক্তি প্রয়োগ ক'রে সুজান ভারি ইনসুলেটেড দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকেই দরজাটা আবার টেনে বন্ধ ক'রে দিলো। এমন সময় একটা ভারি ক্লিক্ শব্দ শুনতে পেলো সে। একটা ইলেক্ট্রিক বাতির সুইচ দেখতে পেলো ঠিক দরজার পাশে। সে বাতিটা জ্বালিয়ে রাখলো।

ফৃজারটা কমপক্ষে দশ ফিট চওড়া আর তিরিশ ফিট লম্বা। প্রথম দিন যখন এটাকে সুজান দেখেছিলো সেই কথাটা মনে পড়ে গেলো তার। মর্গের ডোম এই জিনিসটা ছাত্রছাত্রিদের সবাইকে একসাথে দেখাতে ভীষণ পছন্দ করে। তবে অজানা এবং নিশ্চতভাবেই অশ্লীল এক কারণে সে ছাত্রিদেরকে এটা দেখাতে একটু বেশিই আগ্রহী ব'লে মনে হয়। সে এখানকার লাশ কাটাকাটি করার কাজ করে। সেগুলোতে সুগন্ধী মাখিয়ে রাখে। লাশগুলো কান আর মুখের ভেতর দিয়ে তার ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে দেয় সে। মৃতদেহগুলো শক্ত, নগ্ন আর দুর্ঘটনাকবলিত হবার কারণে বিকৃত। অধিকাংশের রঙ ধূসর মার্বেলের মতো। মহিলাদের মৃতদেহগুলো পুরুষদের সাথে এক সঙ্গে রাখা হয়। ক্যাথলিকদের সাথে রাখা হয় ইহুদিদের, আর শ্বেতাঙ্গদের সাথে কালোদের সহাবস্থান দেখা যায় এখানে। মৃত্যু সবাইকে এক ক'রে দেয়। মুখগুলো জমাটবদ্ধ হয়ে অদ্ভুতভাবে বিকৃত হয়ে আছে। অধিকাংশের চোখই বন্ধ, কিন্তু এখানে ওখানে কয়েকটার চোখ খোলা, উদাস তাদের দৃষ্টি। প্রথম বার সুজান চার সারি জমাটবদ্ধ লাশ ভেঁজা জামাকাপড়ের মতো নগ্ন অবস্থায় ঠাণ্ডার মধ্যে ঝুলানো দেখতে পেয়ে খুবই অসুস্থ বোধ করেছিলো। তখন সে প্রতিজ্ঞা

করেছিলো আর কখনও এখানে আসবে না। আজ রাত পর্যন্ত সে এই ফৃজটাকে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন।

এ্যানাটমি হলটা খুবই অন্ধকার। ফৃজের ভেতর একশো পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে। কম্পার্টমেন্টের পেছনে, সিলিং আর মেঝেতে একটা ভয়ংকর ছায়া। কাঁটাছেঁড়া মৃতদেহগুলোর দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলো সুজান। সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে উন্মত্তভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করলো। তার হাতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময় আছে। তার নাড়ির স্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। সে জানে যেকোনো মুহূর্তে ডি'এমব্রোসিও ফৃজের কাছে চলে আসতে পারে। তার একটা পরিকল্পনা রয়েছে কিন্তু খুব বেশি সময় তার হাতে নেই।

হাস্যরত ডি'এমব্রোসিও এ্যানাটমি হলের বন্ধ দরজার সামনে এসে দরজায় কষে কষে লাথি মারলো। কিন্তু দরজাটা অনড়। দরজার কাঁচের প্যানে লাথি মেরে সেটা ভেঙে ফেললো সে। তারপর সেখান দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো। রুমের ভেতর ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলো না এটা আবার কি।

একটু আগের আঘাতের কথা চিন্তা করে সে পূর্ব সতর্কতা হিসেবে দরজাটা বন্ধ ক'রে সামনের টেবিলের কাছে চলে এলো। কক্ষটা বিশাল, ষাট বাই একশো ফিট, পাঁচটা সারির প্রতিটিতে সাতটা ক'রে প্লাস্টিকের শিটে ঢাকা টেবিল রয়েছে। ডি'এমব্রোসিও সামনের একটা টেবিলের কাছে গিয়ে প্লাস্টিক শিটটা টান মেরে তুলে ফেললো।

আৎকে উঠলো ডি'এমব্রোসিও। একটা লাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। লাশের মাথা থেকে চামড়া ছাড়ানো, দাঁত এবং চোখ বেরিয়ে আছে। চুলগুলো এলোমেলো। বুকের সামনের অংশ নেই, ঠিক যেমনটি নেই পেটের অংশ। সেখানকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ডি'এমব্রোসিও দরজার দিকে পিছিয়ে এলো, ভাবলো বাতি জ্বালবে। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই আবার বাতিল ক'রে দিলো বিশাল জানালাটা দেখে। তাছাড়া বাইরে থেকে এখানকার আলো দেখে নিরাপত্তা পুলিশ সচেতন হয়ে যাবার ভয়ও রয়েছে। এজন্যে নয় যে, এক জোড়া অনভিজ্ঞ প্রহরীর সাথে হাতাহাতি ক'রে পেরে ওঠার মতো আত্মবিশ্বাস তার নেই, আসলে সে সুজানকে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই বাগে পেতে চাচ্ছে।

একে একে ডি'এমব্রোসিও সবগুলো লাশের উপর থেকে আবরণ সরিয়ে ফেললো। কাঁটাছেঁড়া করা লাশগুলো না দেখরা চেষ্টা করলো সে। কেবল নিশ্চিত হতে চাচ্ছে সুজান এইসব লাশের মধ্যে লুকিয়ে নেই।

ডি'এমব্রোসিও ঘরের চারদিকটা দেখে নিলো। দেয়ালের ডান দিকে কয়েকটা কঙ্কাল চেইন থেকে ঝুলে আছে। দরজা খোলা থাকার কারণে বাতাসে সেগুলো

দুলছে। কঙ্কালগুলোর পেছনে বিশাল ক্যাবিনেট, যার মধ্যে অসংখ্যা কাঁটাছেঁড়ার নমুনা রাখা আছে। ঘরের শেষপ্রান্তে তিনটা ডেস্ক আর দুটো দরজা। একটা দরজা দেখে মনে হচ্ছে ফৃজের দরজা, অন্যটা ক্লোজেট। তবে ক্লোজেটটা ফাঁকা। তারপরই ডি'এমব্রোসিও লক্ষ্য করলো ফৃজের দরজার স্টেইনলেস স্টিলের পিনটা চেইনের সাথে ঝুলছে। তার মুখে হালকা হাসির রেখাটা আবার ফিরে এলো। বাম হাতে পিস্তলটা ধরে সে ফৃজের দরজা খুলতেই আবার ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলো। ঝুলন্ত লাশগুলো যেনো পিশাচের দল।

ডি'এমব্রোসিও লাশগুলোকে দেখে কেঁপে উঠলো। তার চোখ একটা থেকে আরেকটা লাশের উপর ঘুরে এলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফৃজের মধ্যে ঢুকে পড়লে ভয়ংকর ঠাণ্ডা অনুভব করলো সে।

"আমি জানি, তুমি এখানেই আছো, সুন্দরি। আরে তুমি বেরিয়ে আসছো না কেন, যাতে আমরা আরেকবার কথা বলতে পারি?" ডি'এমব্রোসিওর গলার স্বরটা মিঁইয়ে গেলো। ফৃজের ভেতরের ঠাণ্ডা, নিঃসঙ্গতা আর পরিবেশ তাকে এতোটাই নার্ভাস ক'রে ফেললো যে, এমন নার্ভাস তার সমগ্র জীবনে সে কখনও হয় নি।

প্রথম দুই সারি জমাটবদ্ধ মৃতদেহগুলো ভালো ক'রে দেখে নিলো। সতর্কতার সাথে আরো দু'পা এগিয়ে ডান দিকে গিয়ে মাঝখানের সারিটাও দেখে নিলো সে। কম্পার্টমেন্টের মাঝামাঝি দেখতে পেলো একটা ইলেক্ট্রিক বাল্ব। একবার চকিতে পেছনের দরজার দিকে দেখে আরো কয়েক পা এগিয়ে শেষ সারিটা দেখার চেষ্টা করলো।

দ্বিতীয় সারির মৃতদেহের পেছনে থাকা উপরের র‍্যাক ধ'রে রাখা সুজানের হাতের আঙুল ধীরে ধীরে ছাড়তে শুরু করেছে। ডি'এমব্রোসিওর অবস্থানটা সে জানতে পারলো না যতোক্ষণ না লোকটা আবার শব্দ করলো।

"বেরিয়ে এসো, সুইট হার্ট। আমাকে আর যেনো খুঁজতে না হয়।"

সুজান নিশ্চিত ডি'এমব্রোসিও শেষ সারির মাথায় আছে। সে জানে হয় এখনই করতে হবে, নয়তো কখনই করতে পারবে না। সমস্ত শক্তি সমবেত ক'রে সে পা দিয়ে একটা নারী মৃতদেহের পেছনে ধাক্কা মারলো। উপরের তাক্ ধরে রেখে সুজান তার পেছনে থাকা শেষ সারির দুশো পাউন্ড ওজনের এক নিগ্রো মহিলার লাশের সাথে নিজের পিঠ ঠেকিয়ে আবার সামনের লাশটাকে সজোরে ধাক্কা মারলে লাশগুলো একটার পর একটা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। লাশগুলো যে তারের সাহায্যে ঝুলে আছে সেই তারগুলো এমনভাবে আঁটকানো থাকে যাতে ক'রে লাশগুলো আগে-পিছে করা যায়।

ডি'এমব্রোসিও কিছু নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলেও কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে শব্দটা কোত্থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করলো। বিড়ালের মতো দ্রুততায় সে ঘুরে

যখন তৃতীয় সারিতে এলো তখনই নড়াচড়াটা দেখতে পেলো। অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সে পিস্তলটা তুলে গুলি চালালো। কিন্তু তার দিকে ছুটে আসা নিরব-নিথর আক্রমণকারী ইতিমধ্যেই মৃত।

ডি'এমব্রোসিওর দিকে তেড়ে এলো একটা পিশাচের মতো সাদা মৃত-পুরুষ, তার ঠোঁট ঠাণ্ডায় জমে আছে, সেই ঠোঁটে লেগে রয়েছে ভয়ানক একটি হাসি। দুশো পাউন্ড ওজনের ঠাণ্ডায় জমে থাকা লাশটা তাকে আঘাত করলে সে ফ্রিজের এক কোণে ছিটকে পড়লো। দ্রুতগতিতে সামনের লাশটাকে পেছন থেকে অন্য আরেকটা লাশ আঘাত করলে কয়েকটা লাশ হুক থেকে খুলে ডি'এমব্রোসিওর উপর পড়ে গেলো। মৃতদেহের স্তূপের নিচে আঁটকে থাকলো সে।

সুজান র‍্যাক থেকে মেঝেতে নেমেই খোলা দরজার দিকে ছুটে গেলো। ডি'এমব্রোসিও তার উপর থেকে মৃতদেহের স্তূপ সরাতে চেষ্টা করছে। তার বুকে কিছুটা ব্যথা হচ্ছে এখন। মৃতদেহের তরল তাকে ভিজিয়ে দিয়েছে। সুজান তার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে তাকে ধরার চেষ্টা করলো। নিজের পিস্তলটা খুঁজলো সে, কিন্তু জিনিসটা একটা ভারি মৃতদেহের নিচে পড়ে আছে।

"ধ্যাত্!" নিজের উপর থেকে মৃতদেহ সরানোর চেষ্টা করতে করতে ডি'এমব্রোসিও চিৎকার ক'রে বললো।

কিন্তু সুজান দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো দ্রুত।

ডি'এমব্রোসিও একটু পরই উঠে দাঁড়ালো। চারপাশের মৃতদেহগুলোকে ডানে বায়ে ঠেলতে ঠেলতে সে বন্ধ দরজার দিকে ছুটে গেলো। কিন্তু বাইরে থেকে সুজান তার সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে খিড়কি বন্ধ ক'রে ফেললো। এবার স্টেইনলেস স্টিলের পিনটা ঢুকিয়ে দিলো সে। ভেতর থেকে ডি'এমব্রোসিও খিড়কি খোলার জন্যে টানতে লাগলো। কিন্তু সুজান পিনটা ইতিমধ্যেই জায়গা মতো আঁটকে দিতে সক্ষম হয়েছে।

সুজান হাপ ছেড়ে বাঁচলো। তার হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে। একটা চাপা গোঙানি শুনতে পেলো সে। তার পর পরই প্রচণ্ড জোরে একটি শব্দ। ডি'এমব্রোসিও দরজায় গুলি করেছে। কিন্তু দরজাটা বারো ইঞ্চি পুরু। পর পর কয়েকবার নিষ্ফল গুলি হলো।

সুজান এবার দৌড়াতে লাগলো। অবশেষে সে বুঝতে পারলো কী ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে এতোক্ষণ ছিলো। অসংযতভাবে কাঁপছে সে। কোনো রকমে কান্নাটা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করলো। তার সাহায্যের প্রয়োজন। সত্যিকারের সাহায্য।

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
বৃহস্পতিবার, রাত ২টা ১১মিনিট

বেকন হিল এলাকাটি নিশ্চিতভাবেই ঘুমিয়ে আছে। ক্যাবটা যখন চার্লস স্ট্রট থেকে মাউন্ট ভারননের আবাসিক এলাকায় এসে থামলো দেখা গেলো সেখানে কোনো মানুষজন, গাড়িঘোরা এমনকি কুকুরও নেই। মাত্র কয়েকটা জানালায় আলো জ্বলছে, শুধু গ্যাস ল্যাম্পগুলো জানিয়ে দিচ্ছে এলাকাটি জনবহুল, জনশূন্য নয়। সুজান ক্যাবের ভাড়া মিটিয়ে রাস্তার এদিক-ওদিক দেখে নিলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা।

ডি'এমব্রোসিওর কাছ থেকে পালিয়ে এসে সুজান খুব ভীত। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিজের রুমে ফিরে যাবে না। ডি'এমব্রোসিও একা কাজ করছে নাকি তার দলবল রয়েছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। তবে সেটা খুঁজে বের করার কোনো ইচ্ছেও তার নেই।

এ্যানাটমি ভবন থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে প্রশাসনিক ভবনের সামনের রাস্তাটা অতিক্রম ক'রে পাবলিক হেলথের স্কুলের পাশ দিয়ে হান্টিংটন এভিনিউতে পৌছেছিলো সে। সেই সময় তার পনেরো মিনিট লেগেছে শুধু একটা ক্যাব খুঁজে পেতে।

বেলোজ!

সুজান একমাত্র তার কথাই ভাবতে পেরেছে তখন। যে কিনা রাত দু'টার সময় দরজা খুলে দেবে, তার বর্তমান কঠিন অবস্থাটা বুঝতে পারবে। কিন্তু তাকে আবার অনুসরণ করা হবে কিনা সেটা নিয়ে সে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বেলোজকে সে কোনো বিপদের মধ্যে ফেলতে চায় না। সুতরাং বেলোজের বিল্ডিংয়ে পৌছে বেলোজের অ্যাপার্টমেন্টে রিং দেয়ার আগে বিশ্রামকক্ষে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলো সে। নিশ্চিত হতে চাইলো তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

বিশ্রাম কক্ষে কোনো হিটার নেই। তাই কয়েক মিনিট হাটাহাটি ক'রে সুজান নিজের শরীরটা উতপ্ত ক'রে নিলো। স্থিতাবস্থায় এসে সে ভাবতে লাগলো ডি'এমব্রোসিও কেন এতো তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এলো। সে যতোদূর জানে, মেমোরিয়ালে গিয়ে যখন তালিকাটা নিয়েছিলো, অপারেশন রুমটা দেখে এসেছিলো তখন কেউ তাকে অনুসরণ করে নি। এমন কি কেউ জানতোও না সে সেখানে ঢুকেছে।

পায়চারি বন্ধ ক'রে দরজার কাঁচের মধ্য দিয়ে মাউন্ট ভারনন স্ট্রটটা দেখতে লাগলো সুজান।

বেলোজ!

কেবল সে-ই তাকে লাউঞ্জে দেখেছিলো। সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে জানতো সুজান তার অনুসন্ধানের কাজটি ছাড়ছে না। তাকে সে তালিকাটাও দেখিয়ে ছিলো। সে আবার দৌড়াতে শুরু করলো। নিজের এই সন্দেহগ্রস্ত মনোভাবের জন্যে নিজেকে ভর্ৎসনা করলো। তারপরই যখন তার মনে পড়ে গেলো যে, লকার রুমে পাওয়া সেই সব ড্রাগগুলোর সাথে বেলোজ জড়িত তখনই দাঁড়িয়ে পড়লো। বেলোজই সেই লোক যে ওয়াল্টারের আত্মহত্যা করার পর তার লাশটা আবিস্কার করেছে।

সুজা মাথা ঘুরিয়ে তালা লাগানো ভেতরের দরজার কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকালো। লাল গালিচা দিয়ে ঢাকা একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে।

বেলোজ কি এসবের সাথে জড়িত হতে পারে? সম্ভাবনাটি সুজানের অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকে গেলো। সে এখন সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। মাথাটা ঝাঁকিয়ে হেসে ফেললো সে। তার এই প্যারানোয়িটা সুস্পষ্ট। তবে এটাও ঠিক এতে ক'রে সে ভাবতে শুরু করছে আর তার ভাবনাটা তাকে যারপরনাই বিব্রতও করছে।

তার ঘড়ি বলছে দুইটা সতেরো। এতো রাতে বেলোজকে ডাকলে সে খুবই বিস্মিত হবে। অন্ততপক্ষে সুজান তাই ভাবছে। সে যদি এজন্যে বিস্মিত হয় যে, সে তাকে অন্য কোথাও কোনো কাজে ব্যস্ত আশা করেছিলো—অর্থাৎ ডি'এমব্রোসিওর ব্যাপারটা সে জানে। সুজানের মনে হলো এটা আসলে উদ্ভট একটা ধারণা। সে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে কলিং বেলের সুইচ টিপলো। বেলোজের সাড়া দেয়ার আগপর্যন্ত কলিং বেলটা টিপে গেলো।

সুজান সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলে গায়ে একটা বাথরোব জড়ানো অবস্থায় বেলোজ দ্বিতীয় ল্যান্ডিংয়ের উপর চলে এলো। "আমি জানতাম তুমিই। সুজান, এখন রাত দুটোর বেশি বাজে।"

"তুমি আমাকে বলেছিলে আমি তোমার সাথে ড্রিঙ্ক করতে চাই কিনা। আমি সেটা চাই।"

"কিন্তু সেটা তো বলেছিলাম এগারোটা বাজে," বেলোজ তার অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে চলে গেলো দরজাটা আধভেজানো অবস্থায় রেখে।

সুজান বেলোজের পেছন পেছন তার অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ ক'রে দরজাটা লক্ ক'রে দিলো। শোবার ঘরে ঢুকে সে দেখতে পেলো বেলোজ এরই মধ্যে বিছানায় চলে গেছে। কম্বলটা গলা পর্যন্ত গায়ে দিয়ে ঢেকে রেখেছে নিজেকে। তার দু'চোখ বন্ধ।

"এর নাম মেহমানদারি," সুজান বিছানার কোণায় বসতে বসতে বললো। বেলোজের দিকে তাকালো সে। ঈশ্বর, সে বেলোজকে দেখে খুশি। সে নিজেকে

বেলোজের কাছে সমর্পণ করতে চায়। চায় বেলোজের দু'হাত তাকে আকড়ে ধরুক। তাকে ডি'এমব্রোসিও সমন্ধে বলতে চায়, বলতে চায় ফৃজারের ঘটনাটি। সে চিৎকার দিয়ে উঠতে চায়, কাঁদতে চায়। কিন্তু এসবের পরিবর্তে সে কিছুই করলো না। সেখানেই ব'সে থেকে বেলোজের দিকে তাকিয়ে রইলো, দোটানার মধ্যে পড়ে গেছে সুজান।

বেলোজ একটুও নড়লো না, অবশেষে ডান চোখটা খুললো, তারপর বাম চোখ। এরপর উঠে বসলো। "ধুত্তোরি, তুমি এখানে ব'সে থাকলে আমি ঘুমাতে পারবো না।"

"ড্রিঙ্ক করার ব্যাপারটার কি হবে? আমার ওটা ভীষণ প্রয়োজন এখন!" সুজান নিজেকে শান্ত রাখরা চেষ্টা করলো একটু বিশ্লেষণাত্মক হবার জন্যে। কিন্তু এটা খুব কঠিন। তার নাড়ির গতি এর মধ্যেই দেড়শোর উপরে উঠে গেছে।

বেলোজ সুজানের দিকে তাকালো। "তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলো না!" সে বিছানা থেকে উঠে রোবটা পরে নিলো। "ঠিক আছে, তোমার কি চাই, বলো?"

"বার্বোন, যদি তোমার কাছে ওটা থাকে। বার্বোন আর সোডা। হালকা সোডা।" সুজান সামনের দিকে তাকালো। তার হাত এখনও দৃশ্যমানভাবে কাঁপছে। সে দেখলো বেলোজ রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো।

"আমি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, মার্ক। আমাকে আবার আক্রমণ করা হয়েছে," সুজানের কণ্ঠস্বরে নিজেকে জোর ক'রে শান্ত রাখার প্রতিফলন দেখা গেলো। এই কথাটা শুনে সে বেলোজের প্রতিক্রিয়া দেখতে চাচ্ছে। বেলোজ ফৃজটা খুলতে গিয়ে থেমে গেলো। তারপর একটু সময় নিয়ে বরফের একটা ট্রে বের করলো।

"তুমি কি সিরিয়াস?"

"আমি এর আগে এতোটা সিরিয়াস কখনও হই নি।"

"ঐ লোকটাই?"

"হ্যা, ঐ লোকটাই।"

বেলোজ বরফের ট্রের কাছে ফিরে গিয়ে কাঁটা চামচ দিয়ে বরফটা আলগা করার চেষ্টা করলো। সুজান টের পেলো বেলোজ সংবাদটা শুনে বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু যতোটা সে ভেবেছিলো ততোটা বিস্মিত হয় নি। এ নিয়ে তাকে খুব একটা চিন্তিতও মনে হচ্ছে না। সুজান অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলো।

সে অন্য আরেকটা কৌশল প্রয়োগ করলো।

"আমি অপারেশন রুমে গিয়ে একটা জিনিস পেয়েছি। এমন কিছু যা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক।" একটা প্রতিক্রিয়ার জন্যে সে অপেক্ষা করলো।

বেলোজ বার্বোন ঢাললো, তারপর এক সোডা বোতল খুলে গ্লাসের বরফের উপর ঢালতে লাগলো। "ঠিক আছে, আমি তোমার কথাটা বিশ্বাস করলাম। তুমি

কি সেটা আমাকে বলবে নাকি বলবে না?" বেলোজ সুজানের হাতে তার পানীয়টা ধরিয়ে দিলে সুজান সঙ্গে সঙ্গে এক চুমুক পান করলো।

"আমি আট নাম্বার রুমের সিলিংয়ের উপর একটা অক্সিজেন লাইন খুঁজে পেয়েছি। এটা প্রধান চেম্বের দিকে যাওয়ার আগে একটা ভাল্‌ভের মধ্য দিয়ে গেছে।"

বেলোজ নিজের পানীয়তে এক চুমুক দিয়ে লিভিংরুমের দিকে গেলো। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। এখন আড়াইটা বাজে। "গ্যাস লাইনে ভাল্‌ভ থাকে," বেলোজ টেনে টেনে বললো।

"কিন্তু অন্যগুলোর তো কোনো ভাল্‌ভ নেই।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো এমন একটি ভাল্‌ভ যেটা লাইনের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ ক'রে থাকে?"

"হ্যা, ঠিক ধরেছো। আমি এই সব ভাল্‌ভ সমন্ধে খুব বেশি কিছু জানি না।"

"তুমি কি নিশ্চিত হবার জন্যে অন্য রুমগুলোরটাও দেখেছো?"

"না, কিন্তু আট নাম্বার রুমের লাইনটাই একমাত্র লাইন যেটাতে ভাল্‌ভ লাগানো আছে।"

"শুধুমাত্র একটা ভাল্‌ভ আমাকে মোটেও বিস্মিত করছে না। হতে পারে সবগুলোর লাইনেরই কোথাও না কোথাও ভাল্‌ভ লাগানো আছে। আমি এরকম একটা ভাল্‌ভ দেখে কখনও কোনো সিদ্ধান্ত টানতাম না, যতোক্ষণ না অন্য লাইন গুলো দেখতাম।"

"এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপারের চেয়েও বেশি কিছু, মার্ক। প্রায় সবগুলো কেসই আট নাম্বার রুমে ঘটেছে। আর সেই রুমের একটা অক্সিজেন লাইন আছে যেটার একটা ভাল্‌ভ রয়েছে অদ্ভুত এক জায়গায়, কিছুটা লুকানো অবস্থায়।"

"সুজান। তুমি ভুলে যাচ্ছো যে, তোমার ঐসব রোগিদের প্রায় পঁচিশ শতাংশই অপারেশন রুমের ধারে কাছেও যায় নি, আট নাম্বার রুম তো দূরে থাক। তোমার এই ক্রুসেডটাকে হাস্যকর আর বিপজ্জনক অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আমি ক্লান্ত, আমার কাছে এটা অর্থহীন ব'লেই মনে হচ্ছে এখন। আমরা কি এমন কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি না যেটা খুবই স্বস্তিদায়ক, যেমন স্যোশাল মেডিসিন?"

"মার্ক, আমি এই বিষয়ে একদম নিশ্চিত," সুজান বেলোজের কণ্ঠে কিছুটা ক্রোধের আভাস টের পাচ্ছে।

"আমিও হলফ ক'রে বলতে পারি, তুমি নিশ্চিত, কিন্তু আমি নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি আমি একদম নিশ্চিত নই।"

"মার্ক, যে মানুষটা আজ সন্ধ্যেয় আমাকে আক্রমণ করেছিলো, আমাকে এর আগে সতর্ক করেছিলো, সে আবার আজ রাতে ফিরে এসেছে। আর আমি মনে

করি না সে আমার সাথে নিছক কথা বলতে এসেছে। আমি মনে করি সে আমাকে হত্যা করতে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে সে আমাকে হত্যা করারই চেষ্টা করেছে। আমাকে লক্ষ্য ক'রে সে গুলিও করেছে।"

বেলোজ তার চোখ ডললো, তারপর দু'দিকে মাথা দোলালো। "সুজান আমি এমনকি এও জানি না এসব নিয়ে কী ভাববো, খুব কমই বুদ্ধিদীপ্ত কিছু বলা যাবে। তুমি যদি এতোটাই নিশ্চিত হয়ে থাকো তবে কেন পুলিশের কাছে গেলে না?"

বেলোজের শেষ কথাটা সুজানের কানে পৌছালো না; তার মন দ্রুত ছুটে চলছে। সে জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করলো। "এটা অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে হয়েছে। তারা যদি একজন রোগিকে খুব বেশি পরিমাণ সাকসিনাইলকোলাইন অথবা কিউরার দেয় তবে অক্সিজেন স্বল্পতার অবস্থায় পাঠানোর জন্যে এটাই যথেষ্ট..." সুজান একটু থেমে ভেবে নিলো। "সেটাই শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার কারণ। যে লোকটাকে তারা অটোপ্সি করেছিলো, ক্রফোর্ড," সুজান তার নোটবুকটা বের করলো। আরেকটা পানীয় নিলো বেলোজ। "এই তো এখানে, ক্রফোর্ড। তার এক চোখে ছিলো মারাত্মক গ্লুকোমা। তাকে ফসফোইলাইন আয়োডাইড দেয়া হয়েছিলো। এটা তো একটা এন্টিকোলিনেসটারেজ, তার মানে সাকসিনাইলকোলাইনকে অকার্যকর করতে সমর্থ ছিলো, ফলে এটা একেবারে প্রাণঘাতি একটা ডোজে পরিণত হয়ে উঠেছিলো।"

"সুজান, আমি তোমাকে আগেও বলেছি, সাকসিনাইলকোলাইন অপারেশন রুমে ব্যবহার করা হয় না, সার্জন আর অ্যানেসথেলজিস্টরাও এটা অপারেশন রুমে ব্যবহার করে না। তাছাড়া গ্যাসের সাহায্যে তুমি সাকসিনাইলকোলাইন দিতে পারো না। আমি কখনো এরকম কথা শুনি নি। হয়তো তুমি শুনেছো, যাই হোক, তারা রোগি পটল তোলার আগপর্যন্ত কৃত্রিম শ্বসন দিয়ে যাচ্ছিলো। সেখানে কোনো রকম হাইপোক্সিয়া, মানে অক্সিজেনের স্বল্পতা ছিলো না।"

সুজান আবর বার্বোনের গ্লাসে চুমুক দিলো। "তুমি বলার চেষ্টা করছো, অপারেশন রুমে হাইপোক্সিয়া ঘটলে রক্তের রঙ একটুও বদলায় না, ফলে সার্জন বুঝতে পারে না এবং নিরুদ্বিগ্ন থাকে। সেটা কিভাবে হয়ে থাকে?...তোমাকে যেভাবেই হোক মস্তিষ্কের অক্সিজেন বন্ধ ক'রে দিতে হবে...হতে পারে সেটা কোষ-স্তরে...অথবা মস্তিষ্কের কোষে অক্সিজেনের প্রবাহকে বন্ধ ক'রে দিয়ে। এটা দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে অক্সিজেনের প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্ত ক'রে দিতে পারে এরকম একটা ড্রাগ রয়েছে। কিন্তু আমি এটা এমনি এমনি ভাবতে পারি না। অক্সিজেন লাইনের ভাল্‌ভটা যদি গুরুত্বপূর্ন হয়ে থাকে, তবে হতে পারে ড্রাগটা গ্যাসের আকারে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটা করার অন্য আরেকটা উপায়ও রয়েছে। তুমি এমন একটা ড্রাগ ব্যবহার করতে পারো যেটা হিমোগ্লোবিনে গ্রহণকৃত অক্সিজেনকে

বাধাগ্রস্ত ক'রে দিতে পারে, কোনো রকম রঙ না বদলিয়েই...মার্ক, আমি পেয়ে গেছি!" সুজান সোজা হয়ে বসলো, তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে, মুখে দেখা যাচ্ছে হাসি হাসি একটা ভাব।

"নিশ্চয় পেয়েছো, নিশ্চয়, সুজান," মার্কের কণ্ঠে ব্যঙ্গাত্মক ভাব।

"কার্বন মনোক্সাইড! সর্তকতার সাথে কার্বন টি-ভাল্‌ভের লাইনে মনোক্সাইড মেশানো হয়, হাইপোক্সিয়া ঘটানোর জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয়া হয় ফলে রক্তের রঙ একটুও বদলায় না। প্রকৃতপক্ষে এটা আরো উজ্জ্বল লাল হয়ে যায়, চেরির মতো লাল। এমনকি এতে ক'রে অক্সিজেন থেকে খুব সামান্য পরিমাণ হিমোগ্লোবিনই অপসারণ হয়ে থাকে। মস্তিষ্কে অক্সিজেনের স্বল্পতার কারণেই রোগি কোমায় চলে যায়। অপারেশন রুমে সবকিছু পুরোপুরি স্বাভাবিকই দেখায়। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই রোগির মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটে।"

নিরবতা নেমে এলো। দু'জন মানুষ নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো একে অন্যের দিকে। সুজান মুখিয়ে আছে। বেলোজ ক্লান্ত, সে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

"তুমি চাচ্ছো আমি কিছু বলি? ঠিক আছে, হ্যা, এটা সম্ভব। হাস্যকর কিন্তু সম্ভব। আমি বলতে চাইছি অপারেশন কেসে কার্বন মনোক্সাইডের ব্যবহারটা তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব। এটা একটা ভয়ঙ্কর আইডিয়া। হতে পারে এটা খুবই কল্পনাপ্রসূত কিন্তু যেভাবেই হোক এটা সম্ভব। সমস্যাটা হলো পঁচিশ শতাংশ কোমা ভিকটিম রয়েছে যারা কখনই অপারেশন রুমে যায় নি।"

"সেটারও একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে। এটা একেবারেই কঠিন কিছু নয়। বরং অপারেশন কেসগুলোই বেশি কঠিন। আমার কাছে ডাক্তারি বিদ্যায় কোনো রোগের একক একটি কারণ খোঁজা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু এই কেসটাতে আমরা কোনো রোগ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। মেডিকেল ফ্লোরে সাকসিনাইকোলাইনের সাবলিথাল ডোজ দেয়ার কেস্‌গুলোই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। এরকম কিছু ঘটেছে মিডওয়েস্টের ভি.এ হাসপাতালে, এমনকি নিউ জার্সিতেও।"

"সুজান, যতোক্ষণ না তোমার মুখ নিল বর্ণ ধারণ ক'রে ততোক্ষণ তুমি তোমার হাইপোথিসিস চালিয়ে যেতে পারো," বেলোজ হতাশা থেকে সৃষ্ট রাগের সাথে বললো। "তুমি যেটা ইঙ্গিত করছো সেটা অনেকটা অভূতপূর্ব সম্মিলিত কোনো পরিকল্পনা—ক্রিমিনাল পরিকল্পনা—যাদের একটাই উদ্দেশ্য, মানুষকে কোমা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। বেশ, আমাকে তাহলে সেই জিনিসটা বলতে দাও। তুমি সবচেয়ে বড় প্রশ্নটার উপর একটুও জোর দাও নি কেন, সুজান? কেন? আমি বলতে চাইছি, তুমি তোমার মাথাটা নব্বই মাইল গতিতে চালাচ্ছো, তোমার ক্যারিয়ার এবং আমাকে সকল প্রকার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছো। আমি আরও বলছি, তুমি দুর্ভাগ্য আর দুর্ঘটনার সহজ এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যায় না গিয়ে উর্বর

কল্পনার উপর বেশি জোর দিয়েছো। কিন্তু সেই সাথে তুমি অনেকটা সচেতনভাবেই এটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছো, কেন এটা করা হবে। সুজান, কোনো না কোনো উদ্দেশ্য তো আছে, ঈশ্বরের দোহাই। এটা হাস্যকর। আমি দুঃখিত, এটা আসলেই হাস্যকর। তাছাড়া আমি এখন ঘুমাতে যাবো। আমারা তো কাজ করি, নাকি...এ ব্যাপারে তোমার কাছে তো শক্ত কোনো প্রমাণও নেই। অক্সিজেন লাইনে একটা ভাল্ভ! হায় ঈশ্বর! সুজান, এটা খুবই দুর্বল যুক্তি। আমি বলতে চাইছি সবার আগে তোমার কাণ্ডজ্ঞানটা খাটাও। আমি এটা নিয়ে আর কথা বলতে চাচ্ছি না। সত্যিই। আমার কথা শেষ। আমি একজন সার্জিক্যাল রেসিডেন্ট, কোনো পার্টটাইম শার্লক হোমস নই।"

বেলোজ উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা চুমুকে তার বার্বোনটা শেষ ক'রে ফেললো।

সুজান তাকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করতেই তার সন্দেহগ্রস্ত মনটা আবার জেগে উঠলো। বেলোজ আর এখন তার পক্ষে নেই। সত্যিই তো, কেন? এখন এই ঘটনাগুলোতে ক্রিমিনালদের উদ্দেশ্যের কথাটা ভয়ানকভাবেই তাকে তাড়িয়ে বেড়াতে শুরু করলো।

"কি ক'রে তুমি এতোটা নিশ্চিত হলে?" বেলোজ বললো, "যে এসবের সাথে ন্যান্সি গৃনলি কিংবা বারম্যানের ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে? সুজান, আমি মনে করি তুমি লাফ দিয়ে একটা উপসংহারে চলে গেছো। ঐ যে লোকটা তোমাকে ধরতে চাইছে, তার একটা খুবই সহজ ব্যাখ্য আছে।"

"আমি সেটা শোনার জন্যে মুখিয়ে আছি," সুজান এবার বেশ রেগে গেলো।

"লোকটা সম্ভবত অন্য কিছু করার চেষ্টা করেছিলো, আর তুমি..."

"তোমার নিকুচি করি, বেলোজ!" সুজানের মুখটা নিল বর্ণের হয়ে গেলো।

"তুমি তো দেখছি একেবারে পাগল হয়ে গেছো। গোল্লায় যাক এসব, সুজান, তুমি গোটা ব্যাপারটাকে একটা জটিল খেলা হিসেবে নিয়েছো। আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না।"

"প্রতিবারই আমি যখন আক্রমানাত্মক আচরণের কথা বলেছি, যেমন হ্যারিস থেকে ঐ হারামখোর, যে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে, তোমরা সবাই একটা জঘন্য যৌনাত্মক ব্যাখা দিয়েছো।"

"যৌনতার বিষয়টার অস্তিত্ব রয়েছে, নাবালিকা। সবচেয়ে ভালো হয় এই ব্যাপারটা তোমার মোকাবেলা করতে শেখা।"

"আমি মনে করি এটা মূলত তোমাদেরই সমস্যা। তোমরা পুরুষ ডাক্তারেরা মনে হয় না কখনও সাবালক হয়ে উঠতে পারবে। আমার মনে হয় সাবালক হয়ে ওঠাটা অনেক বেশি আনন্দের।" সুজান উঠে গিয়ে তার কোটটা গায়ে দিলো।

"তুমি আবার এই সময়ে কোথায় চললে," বেলোজ কর্তৃত্বের সুরে বললো।

"আমার মনে হচ্ছে এই জায়গার চেয়ে পথঘাটেই আমি বেশি নিরাপদে থাকবো।"

"তুমি এখন বাইরে যাচ্ছো না," বেলোজ বেশ দৃঢ়ভাবে বললো।

"আহ্, এখন এই শাসক-পুরুষ তার সত্যিকার রূপে আর্বিভূত হয়েছে। মহান রক্ষাকর্তা! ষাড়ের পাছা! অহংবোধে লেগেছে। বলছে আমি বাইরে যাবো না। কিভাবে যাই সেটা চেয়ে চেয়ে দেখো।"

সুজান দরজাটা ধাক্কা দিয়ে হন হন ক'রে চলে গেলো।

বেলোজ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। এক জায়গায় ব'সে ব'সে নিঃশব্দে দরজার দিকে চেয়ে দেখলো সে। তার চুপ মেরে থাকার কারণ সে জানে মেয়েটার কথাই ঠিক। সে স্থির হয়ে ব'সে রইলো, কারণ সে এই নোংরা ব্যাপারটা থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছে।

"কার্বন মনোক্সাইড, বালের প্যাচাল!" সে আবার তার বিছানায় ফিরে গেলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলো খুব দ্রুতই ভোর হবে। খুব দ্রুত।

ডি'এমব্রোসিও আতংকিত হতে শুরু করেছে। সে কখনই আবদ্ধ জায়গা পছন্দ করে না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করছে এখন। বাতাসের জন্য মুখ হা করলো। ভাবতে লাগলো সম্ভবত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আর শ্বাসরোধ হয়েই মারা যাবে। মৃত্যুর মতো ঠাণ্ডা তার গরম আর ভারি শিকাগো ওভারকোটটা ভেদ ক'রে ভেতরে ঢুকে পড়ছে। অবিরাম নড়াচড়া করা সত্ত্বেও তার পা এবং হাত ধীরে ধীরে অবশ হয়ে যাচ্ছে।

এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার হলো লাশগুলো আর ফরমালডিহাইডের ঝাঁঝালো গন্ধ। ডি'এমব্রোসিও তার জীবনে প্রচুর ভয়ংকর জিনিস দেখেছে, তার নিজেরও কিছু ভয়ংকর অভিজ্ঞতা রয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর সাথেই ফৃজারের মধ্যে ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে যাবার তুলনা করা চলে না। প্রথমে সে লাশগুলোর দিকে তাকানোর চেষ্টা করলো না। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবেই ভয়ে ভয়ে তার চোখ ওই মুখগুলোর দিকে চলে যাচ্ছে। কিছুটা সময় পর এগুলো দেখে তার মনে হতে লাগলো যেনো তারা সবাই এক সাথে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তারপর সেগুলো হাসতে হাসতে, এমনকি নড়াচড়াও করতে শুরু করলো যেনো। সে একটা লাশের দিকে গুলি ক'রে তার পিস্তলের সব গুলি শেষ ক'রে ফেললো, তার কাছে মনে হলো লোকটাকে সে চিনতে পেরেছে।

শেষপর্যন্ত ডি'এমব্রোসিও ফৃজারের একেবারে কোণার দিকে চলে গেলো যাতে ক'রে সে গোটা লাশের দলটাকে এক সাথে দেখতে পায়। আস্তে আস্তে সে ডুবে গিয়ে ব'সে পড়লো। নিজের হাটুকে আর কোনো মতেই অনুভব করতে পারছে না সে।

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
বৃহস্পতিবার, সকাল ১০টা ৪১মিনিট

পথটা বাম দিকে চলে গেছে, একটা ডালাপালা বিশিষ্ট বুনো ওকের ঝোঁপ দাঁড়িয়ে আছে তার বাঁকানো ডালপালা নিয়ে। গাছের ডালপালা পথের উপর বাহু বাড়িয়ে রেখেছে, এটাকে একটা টানেলের মতো মনে হচ্ছে। তার ভেতরটা কয়েক ফিটের বেশি দেখা যাচ্ছে না।

সুজান দৌড়াচ্ছে, পেছনে তাকাতে ভয় পাচ্ছে সে। নিরাপত্তাটা সামনেই রয়েছে। সে ওখানে যেতে পারবে। কিন্তু পথটা সরু আর ডালপালাগুলো তাকে আকড়ে ধরছে, তাকে বাঁধা দিচ্ছে। কাঁটা ঝোঁপ তার কাপড় আকড়ে ধরলে সে মরিয়া হয়ে পথ দিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। সামনে কিছু আলো দেখতে পাচ্ছে এখন। নিরাপত্তা। কিন্তু যতো জোরে সে টান দিচ্ছে ততোই যেনো তাকে জড়িয়ে ধরছে, যেনো সে একটা বিশাল মাকড়সার জালের মধ্যে পড়ে গেছে। হাত দিয়ে সে তার পা'কে মুক্ত করতে চাইলো। কিন্তু তারপর তার বাহু অসহায়ভাবে জড়িয়ে গেলো সেই জালে। মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে। তার মুক্ত হওয়া দরকার। তারপর যখন একটা গাড়ির হর্নের শব্দ শুনতে পেলো তখনই তার একটা হাত মুক্ত হয়ে গেলো। হর্নটা বাজতে লাগলো বার বার।

সে বোস্টন মোটর লজের রুম নাম্বার ৭৩১-এ আছে।

সুজান উঠে ব'সে রুমের চারদিকে তাকাতে লাগলো। এটা একটা স্বপ্ন, বারবার দেখা একটা স্বপ্ন যেটা সে কয়েক বছর ধরেই দেখছিলো না। জেগে উঠে যখন সে স্বস্তি অনুভব করলো তখন গায়ের উপর চাদর টেনে দিয়ে আবার ডুবে গেলো ঘুমে। মোটর গাড়ির যে হর্নটা তাকে জাগিয়ে তুলেছে সেটা তৃতীয়বারের মতো আবার বেজে উঠলো। কিছু গুঞ্জন-চিৎকার, তারপর আবার নিরবতা নেমে এলো।

সুজান রুমের চারদিকটা তাকিয়ে দেখলো। রুচিহীন আমেরিকান। সাদামাটা ফুল আঁকা দুটো বিশাল বিছানা। কম্বলটা মোটা পশমের। কাছের দেয়ালে সবুজ রঙের ফুলের নকশা। দূরের দেয়ালটা ঘোলাটে হলুদ। সেখানে বিছানার উপর একটা ছবি আছে, একটা গ্রাম্য ছবি, কয়েকটা হাঁস আর ভেড়া। আসবাবপত্রগুলোও খুব নিম্ন মানের, কিন্তু সেখানে একটা দারুণ জিনিস রয়েছে, আঠাশ ইঞ্চির রঙিন টিভি সেট—মোটেলের আর্কষণীয় জিনিস। নান্দনিকতা বোস্টনের মোটর লজগুলোতে খুব কমই অগ্রাধিকার পায়।

তবে জায়গাটা নিরাপদ। বেলোজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে খুব ভোরেই সুজান এমন একটা জায়গা খুঁজছিলো যেখানে সে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।

ক্যামবৃজ স্ট্রটে কয়েক বারই সে এই মোটেলের সাইনবোর্ডটা দেখেছে। হোটেলে লরি সিম্পসন নামে উঠেছে সে, রুমে যাওয়ার আগে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা লবিতে অপেক্ষা করেছিলো। ডেস্কের মানুষটা তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাতে থাকলে সে তাকে অতিরিক্ত পাঁচ ডলার দিয়ে তাকে বলে দিয়েছে কেউ যদি তার খোঁজে এখানে আসে তবে যেনো তাকে সে ডেকে দেয়। লোকটাকে সে জানিয়েছে সে তার এক ঈর্ষান্বিত প্রেমিক নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ডেস্কের কেরানি তার দিকে তাকিয়ে চক্ষু মিটিমিট করেছে, পাঁচ ডলারের কারণে সে তার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। সুজান জানতো কোনো রকম সন্দেহ ছাড়াই লোকটা তার গল্পটা বিশ্বাস করেছে। এটা পুরুষের দেমাগেরই একটা অংশ।

এই জাতীয় পূর্ব সর্তকতা নিয়ে সুজান ডেস্কের সামনে দিয়ে গট গট ক'রে রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। তবে সে শান্তিতে ঘুমাতে পারে নি, তার স্বপ্নটা তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। তারপরেও সে নিজেকে সম্পূর্ণ সতেজ ভাবছে এখন।

সে গতরাতে বেলোজের শক্ত শক্ত কথা আর তর্কবির্তকটা স্মরণ করলো। এ সবের জন্যে তার এখন খুব অনুশোচনা হচ্ছে। এটার কোনো দরকারই ছিলো না। একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। সে নিজের প্যারানোইয়ার কথাটা মনে করে বিব্রত বোধ করলো। অবশ্য তার মানসিক চাপের কথাটাও তার মনে পড়লো। নিজের এরকম আচরণ বেশ বোধগম্য বলেই তার কাছে মনে হচ্ছে এখন। সে এটা ভেবে বিস্মিত হলো যে, বেলোজ খুব বেশি সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ নয়। তবে অবশ্যই সে একজন সার্জন হতে চায়, বেলোজের ক্যারিয়ার নিয়ে উচ্চাঙ্খাটাও সে বুঝতে পারে, আর এজন্যেই সে পুরো বিষয়টা খোলা মনে দেখছে না। বেলোজ সুজানের অনুমাণটির দু'দিক নিয়েই কথা বলেছে। তবে এটাও সত্য যে, বেলোজের কথাই ঠিক। সুজান তো এখন পর্যন্ত এই ঘটনার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য বের করতে পারে নি। যদি তেমন বড়সড় গোষ্ঠী জড়িত থাকে, তাহলে একটা উদ্দেশ্যও আছে।

হতে পারে কোমায় আক্রান্তরা কোনো আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রতিশোধের শিকার? সুজান এই ধারণাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল ক'রে দিলো। তার মনে পড়ে গেলো বারম্যান এবং ন্যান্সি গৃনলির কথা। তা হতে পারে না। হতে পারে এর সাথে চাদাবাজির কোনো ঘটনা জড়িত। হয়তো তাদের পরিবার সেটা মেটায় নি—ধ্যাত্! একেবারেই খাপ খাচ্ছে না। এরকমটি হলে তো কোমায় চলে যাবার পর ঘটনাগুলো আর গোপন রাখা যেতো না। তার চেয়ে এই সব লোকজনকে হাসপাতালের বাইরে হত্যা করাই বেশি সহজ। হাসপাতালে এভাবে কোমায় আক্রান্ত হওয়ার কোনো একটা কারণ থাকতে হবে। প্রতিটি ভিকটিমের অবশ্যই কোনো প্যাটার্ন রয়েছে।

সুজান গভীর চিন্তা করতে করতে বেডের পাশে রাখা টেলিফোনটা তুলে নিয়ে মেডিকেল স্কুলের ডিনের অফিসে ডায়াল করলো।

"আপনি কি ডাঃ চ্যাপম্যানের সেক্রেটারি?...আমি সুজান হুইলার...সেটাই ঠিক। হ্যা, আমিই সেই বিখ্যাত সুজান হুইলার। আমি ডাঃ চ্যাপম্যানের জন্যে একটা মেসেজ রেখে যেতে চাচ্ছি। তাকে বিরক্ত করার কোনো দরকার নেই। আমি আজ ভি.এ-এর সার্জারির রোটেশনে যেতে চাইছি, কিন্তু আমি খুব খারাপ একটা রাত কাটিয়েছি। আমার পেটে একটু সমস্যা হচ্ছে। আশা করি আগামীকাল সকালে ভালো হয়ে উঠবো। তা না হলে আমি আপনাকে ফোন করবো। আপনি কি এই কথাটা ডাঃ চ্যাপম্যান এবং ভি.এ'র সার্জারি ডিপার্টমেন্টে জানিয়ে দেবেন? ধন্যবাদ।"

সুজান রিসিভারটা রেখে দিলো। সকাল পৌনে দশটা বাজে। এবার মেমোরিয়ালে ডায়াল ক'রে ডাঃ স্টার্ককে চাইলো সে।

"আমি সুজান হুইলার বলছি। ডাঃ স্টার্কের সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি।"

"ওহ, হ্যা, মিস্ হুইলার, ডাঃ স্টার্ক নয়টার দিকে আপনার কলের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার সাথে কথা বলবেন। আপনি কল না করায় তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন।"

সুজান টেলিফোনের তার বুড়ো আঙুলের তর্জনি দিয়ে পেচাতে পেচাতে অপেক্ষা করতে লাগলো।

"সুজান?" ডাঃ স্টার্কের কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্নতা। "তোমার কণ্ঠ শুনে আমি খুব খুশি। তুমি যেটা বলে গেছো, মানে গত সন্ধ্যায় যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা নিয়ে আমি বেশ উৎকণ্ঠিত ছিলাম। বিশেষ ক'রে তুমি যখন কোনো কল করছিলে না। তুমি ঠিক আছো তো?"

সুজান দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সে ভাবতে লাগলো চ্যাপম্যানের বেলায় যে কৌশলটা ব্যবহার করেছে সেই একই কৌশল স্টার্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে কিনা। স্টার্ক হয়তো চ্যাপম্যানের সাথে কথা বলেছে। সিদ্ধান্ত নিলো একই কৌশল এখানেও খাটাবে।

"আমার পেটে একটু সমস্যা হয়েছে, ফলে আমি বিছানায় শুইয়ে আছি। এছাড়া আমি বেশ ভালোই আছি।"

"বিশ্রামে থাকলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। তোমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমার কাছে তোমার জন্যে কিছু ভালো আর কিছু খারাপ খবর রয়েছে। তুমি প্রথমে কোন্‌টা শুনতে চাও?"

"আমি প্রথমে খারাপটাই শুনতে চাই।"

"আমি ওরেনের সঙ্গে কথা বলেছি, তারপর হ্যারিসের সঙ্গেও। সব শেষে নেলসনের সাথে এই মেমোরিয়ালে তোমার থাকার ব্যাপারে কথা বলেছি। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তারা এ ব্যাপারে খুব কঠিন অবস্থান নিয়েছে। এটা

ঠিক যে, তারা সার্জারি ডিপার্টমেন্টটা চালায় না, কিন্তু তাদের সাহায্যের উপর আমাদেরকে নির্ভর করতে হয়। আর সত্যি বলতে কি, আমি তাদেরকে খুব বেশি জোরও করতে পারি নি। যদি তারা একটু নরম হোতো তাহলে আমি আরো বেশি জোর করতে পারতাম। কিন্তু তারা মোটেও নরম ছিলো না। তুমি হঠাৎ ক'রে একটা নরকের আগুনে পড়ে গেছো, ইয়াং লেডি!"

"আমি বুঝেছি..." সুজান বিস্মিত হলো না।

"তাছাড়া তুমি যদি এখানে ফিরে আসো, তাহলে আমার মনে হয় তোমার সুনাম ফিরে পাওয়াটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। এটা তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। সবচেয়ে ভালো হয় ব্যাপারটা একটু ঠাণ্ডা হতে দাও।"

"আমার মনে হয়..."

"ভি.এ হাসপাতালের প্রোগাম অনেক বেশি জনপ্রিয়, আর তুমি এখানকার চেয়ে ওখানেই অনেক বেশি সার্জারির কেস্ পাবে।"

"সেটা হয়তো সত্য, কিন্তু শিক্ষার জন্য ঐ জায়গাটা মেমোরিয়ালের চেয়ে অনেক নিম্ন মানের।"

"তবে জেফারসন ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে তোমার অন্য অনুরোধটার বেলায় ভাগ্য বেশ ভালোই বলতে হবে। আমি পরিচালকের সাথে কথা বলেছি, তাকে জানিয়েছি ইনটেনসিভ কেয়ারের ব্যাপারে তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। আমি অবশ্য তাকে আরো বলেছি, তুমি তার হাসপাতালটাও দেখতে ইচ্ছুক। তো তোমাকে সেখানে যেতে দেয়ার ব্যাপারে তিনি সম্মত হয়েছেন, যদি তুমি সেখানে দিনের সবচেয়ে ব্যস্ত সময়ের পর আসো, মানে পাঁচটার পর যে কোনো সময়ে। তবে কিছু শর্ত রয়েছে। তুমি অবশ্যই একা যাবে, ওখানে শুধু তুমি একা যাওয়ার অনুমতি পেয়েছো।"

"অবশ্যই।"

"আর আমি এটাও চাইবো, তুমি তোমার এই পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাটি কারোর সঙ্গেই ভাগাভাগি করবে না। আমি স্বীকার করছি, সুজান, সত্যিই আমি আমার শক্তি খাটিয়েছি তোমাকে ওখানে ভিজিট করার জন্যে। আমি এটা এজন্যে বলছি না যে, আমি চাই তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো, অথবা তোমাকে এই মেমোরিয়ালে রাখতে না পারার ক্ষতি পুষিয়ে দেবার কারণে। ওই ইনস্টিটিউটের পরিচালক আমাকে বলেছেন উনি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করার অনুমতি দিতে পারেন না। তারা শুধু দলগত পরিদর্শনের অনুমতি দিয়ে থাকেন। আর সেই পরিদর্শনের কাজটা তারাই তদারকি ক'রে থাকে। ওটা একটা বিশেষ জায়গা, আমি বিশ্বাস করি তোমার সেটা দেখা উচিত। তুমি যদি অন্য কাউকে সাথে নাও তো ব্যাপারটা খুবই বিব্রতকর হবে আমার জন্যে। সুতরাং তুমি অবশ্যই একা যাবে। আমার ধারণা তুমি সেটা বুঝতে পেরেছো।"

"অবশ্যই।"

"বেশ, তাহলে ওখান থেকে ঘুরে এসে তুমি আমাকে জানাবে সেখানে কি কি সুযোগ সুবিধা দেখলে। আমি নিজে কখনও সেখানে যাই নি।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাঃ স্টার্ক। ওহ্, আরেকটা ব্যাপার..." সুজান স্টার্ককে ডি'এমব্রোসিওর কথাটা বলতে চাইলো। তার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু নিজের মত পাল্টালো সে, কারণ স্টার্ক চেয়েছিলেন গতকালই সুজান যেনো পুলিশের কাছে যায়, এখন এটা শুনে তিনি রেগে যেতে পারেন। সুজান পুলিশের কাছে যেতে চাচ্ছে না, এখনও সে যাওয়ার কথা ভাবছে না। যদি এটা বড় কোনো গোষ্ঠীর কাজ হয়ে থাকে তাহলে পুলিশের তদন্ত কাজের বিরুদ্ধে তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই ভাবাটা নেহায়েতই বালখিল্যতা।

"আমি নিশ্চিত নই," সুজান বলতে লাগলো, "যদিও এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিনা জানি না, ৮ নাম্বার অপারেশন রুমের উপরে আমি অক্সিজেন লাইনে একটি ভাল্‌ভ খুঁজে পেয়েছি।"

"কোথায়?"

"প্রধান চেজের কাছে, যেখান থেকে হাসপাতালের সকল পাইপ বিভিন্ন ফ্লোরে চলে গেছে।"

"সুজান, তুমি সত্যিই আশ্চর্য এক মেয়ে। তুমি কিভাবে এটা খুঁজে বের করলে?"

"আমি সিলিংয়ের ফাঁকা জায়গা দিয়ে উঠে অপারেশন রুমের গ্যাস লাইনটা খুঁজে বের করেছি।"

"সিলিংয়ের ফাঁক দিয়ে!" স্টার্কের স্বর বেশ উত্তেজিত, "সুজান, এই বিষয়টা অনেক দূর গড়াবে। আমি তোমার অপারেশন রুমের সিলিংয়ের ফাঁক দিয়ে ওঠার অপরাধের কোনো ক্ষমা করতে পারবো না।"

সুজান ম্যাকলিয়ারি অথবা হ্যারিসের মতো প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা করলো। কিন্তু তার বদলে সেখানে নেমে এলো নিরবতা। স্টার্কই প্রথম মুখ খুললো।

"যাই হোক, তুমি বলছো আট নাম্বার রুমের অক্সিজেন লাইনের সাথে তুমি একটা ভাল্‌ভ পেয়েছো।" তার গলার স্বর এরই মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

"ঠিক," সুজান সর্তকতার সাথে বললো।

"বেশ, তাহলে আমি মনে করি সেটা কিসের জন্যে রাখা হয়েছে আমি তা জানি। আমি অপারেশন রুম কমিটির চেয়্যারম্যান, বুঝতেই পারছো। ওই ভাল্‌ভটা সম্ভবত কোনো ব্লিড ভাল্‌ভ, সিস্টেমটা চালু করার পর সেটা দিয়ে বাতাসের বুদবুদ বের ক'রে দেয়া হয়। তবে যাই হোক না কেন, ওটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে এবং নিশ্চিত হবরা জন্যে আমি কাউকে পাঠাবো। আচ্ছা ভালো কথা, তুমি জেফারসন ইনস্টিটিউটে যে রোগিটাকে দেখতে যেতে চাইছো তার নামটা কি?"

"শন বারম্যান।"

"ওহ্ হ্যা, সেই কেস্‌টার কথা মনে পড়েছে আমার। স্পালেকের একটা কেস। আমার যতোটুকু মনে পড়ে মেনিসকাস রোগের। দুঃখজনক ঘটনা...মানুষটার বয়স মাত্র ত্রিশ। সত্যিকারের একটা লজ্জাজনক ব্যাপার। বেশ, গুডলাক। আমাকে বলো তো, তুমি কি আজ ভি.এ-তে যাচ্ছো না?"

"না, আমার পেটের সমস্যা আমাকে বিছানায় শুইয়ে থাকতে বাধ্য করছে। অন্তত পক্ষে সকাল বেলাটা আমাকে বিছানাতেই কাটাতে হবে ব'লে মনে হচ্ছে। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, আগামিকাল কাজে যোগ দিতে পারবো।"

"আমিও সেরকমটিই আশা করি, সুজান।"

"ধন্যবাদ আপনাকে, আমাকে সময় দেয়ার জন্য, ডাঃ স্টার্ক।"

"মোটেই না, সুজান।"

লাইনটা কেটে গেলে সুজান ফোনটা রেখে দিলো।

স্পঞ্জ র‍্যাকের পাশে রাখা ময়লার বাস্কেটে নোংরা গ্লোভসটা ফেলে দেয়া হলো। র‍্যাকে কতোগুলো রক্তমিশ্রিত স্পঞ্জ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। একজন নার্স বেলোজের পেছন থেকে তার অপারেশন গাউনটার বাঁধন খুলে দিলে সে দরজার পেছনে হ্যাঙ্গারে সেটা ঝুলিয়ে রেখে দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেলো।

এটা একটা সহজ সরল গ্যাস্ট্রোকটোমি অপারেশন। বেলোজ এধরণের কাজ করতে খুব পছন্দ করে। কিন্তু আজ এই বিশেষ সকালে বেলোজের মন অন্য কোথাও পড়ে আছে। সে সুজানের কথা না ভেবে পারছে না। ওই রাতে তার বলা যে কথাটা সুজানকে বাইরে যেতে বাধ্য করেছে সেই কথাটা ভাবলো। খুব বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে সে। অনেক জুয়া খেলে ফেলেছে। এটা স্পষ্ট যে, সুজান তার এই বোকামিপূর্ণ কার্যক্রম বন্ধ না ক'রে চালিয়ে যাবে, নিজের ক্যারিয়ারের আত্মহত্যার কথাটাও তাকে দমাতে পারছে না।

পক্ষান্তরে, সেই দিনের সেই মধুর সন্ধ্যা বেলোজের মনে দারুণভাবে রেখাপাত করেছে। সে সুজানের ডাকে এমনভাবে সাড়া দিয়েছিলো যেনো সে খুব স্বাভাবিক আর ফুরফুরে মেজাজে আছে। সুজানের সাথে এমনভাবে সঙ্গম করেছে যেনো পুলকের ব্যাপারটা নিছকই সঙ্গমের একটা অংশ, চূড়ান্ত কোনো লক্ষ্য নয়। আশ্চর্যজনকভাবে তাদের দু'জনেরই আনন্দদায়ক কিছু অনুভূতি হয়েছিলো। বেলোজ বঝুতে পেরেছে সে সুজানকে খুব কম জানা সত্ত্বেও অনেক বেশি পছন্দ করতে শুরু করেছে। মেয়েটা জেদি হলেও তাকে তার ভালো লাগে।

বেলোজ তার গ্যাস্ট্রোকটমির অপারেশনের নোট একটা টেপরেকর্ডারে প্রচণ্ড বিরক্তির সাথেই রেকর্ড ক'রে রাখলো। তারপর ড্রেসিং রুমে গিয়ে অপারেশনের পোশাকটা ছেড়ে নিজের পোশাকটা পরে নিলো।

সুজানের জন্যে ভালোবাসার টান অনুভব ক'রে বেলোজ সতর্ক হয়ে উঠলো। তার যুক্তিবুদ্ধি তাকে জানাচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যেকে ব্যহত করা ছাড়া আর কিছুই করবে না। সে সেটা বহন করতে পারবে না। বিশেষ ক'রে বর্তমান সময়ে, যখন তার ক্যারিয়ারের দারুণ সুযোগ আছে। যেহেতু সুজানকে ভি.এ'তে বদলি করা হয়েছে, তাই ব্যাপারটা এরই মধ্যে শান্ত হয়ে এসেছে। স্টার্ক রাউন্ডের সময় তার সাথে বেশ ভদ্র ব্যবহার করেছে। বেলোজের ৩৩৮ নাম্বার লকারে পাওয়া ড্রাগের ব্যাপারে আগের ব্যবহারের জন্যে কিছুটা ক্ষমাও চেয়েছে।

বেলোজ গ্যাস্ট্রোকটামি রোগির পোস্ট-অপারেটিভ আদেশগুলো তদারকি করার জন্যে রিকভারি রুমের দিকে গেলো।

"এই যে, মার্ক," রিকভারি রুমের ডেস্ক থেকে ভেসে এলো একটা জোরালো কণ্ঠ।

বেলোজ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে তার দিকে জনস্টন ছুটে আসছে।

"তোমার সেই সব জঘন্য স্টুডেন্টদের খবর কি? আমি বলতে চাইছি সেই মেয়েটার কথা, একটা চিজ বটে।"

বেলোজ কোনো উত্তর দিলো না। সে প্রশ্নের ভঙ্গিতে তার হাত নাড়ালো। জনস্টন সুজানকে নিয়ে জঘন্য কথাবার্তা বলুক সেটা সে কোনো মতেই চাচ্ছে না।

"তোমার ছাত্রি কি তোমাকে বলেছে মেডিকেল স্কুলে আজ সকালে কি ঘটেছে? এটা এমন একটা মজার গল্প যা আমি বহু বছর ধরে শুনি নি। গত রাতে কে জানি এ্যানাটমি রুমটা ভেঙে ফেলেছে। সে অবশ্যই বড়সড় কোনো সন্ত্রাসী হবে, কারণ সে একটা ফায়ার সিলিন্ডার ব্যবহার করেছে, প্রথম বর্ষের স্টুডেন্টদের জন্যে রাখা সমস্ত মৃতদেহগুলো থেকে চাদর টেনে উন্মুক্ত করেছে। গুলিও চালিয়েছে হারামজাদা। তাকে তালাবদ্ধ ফৃজারের ভেতর লাশগুলোর মধ্যে বিপর্যস্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। সে একগাদা মৃতদেহ নামিয়ে ফেলেছে, তাদের কয়েকটাকে গুলিও করেছে। তুমি কি এটা কল্পনা করতে পারো?" জনস্টনের মুখে হাসির ফোয়ারা দেখা গেলো।

বেলোজের প্রতিক্রিয়া ঠিক তার বিপরীত। সে জনস্টনের দিকে তাকিয়ে সুজানের কথা ভাবছে। সে তাকে বলেছিলো তাকে আবারো কেউ আক্রমণ করেছে। তাকে খুন করারও চেষ্টা করেছে। তাহলে কি ফৃজারের ঐ লোকটাই সেই

লোক? সুজান সবসময়ই তার কাছে একজন রহস্যময়ী। কেন সে তাকে ঘটনাটা বিস্তারিত খুলে বলে নি?

"সেই লোকটা কি ঠাণ্ডায় জমে গেছে?" বেলোজ প্রশ্ন করলো।

জনস্টন আরো এগিয়ে আসলো কথা বলার জন্য। "না, অন্ততপক্ষে পুরো শরীর তো নয়ই। পুলিশ মাঝ রাতের দিকে একটা অজ্ঞাত ফোন কল পায়। তারা ভাবে এটা মেডিকেল স্কুলের কোনো তামাশা। তাই তারা পরবর্তি সকালের শিফট না আসা পর্যন্ত সেই রাতে আর ঘটনাটি তদন্ত করার জন্যে দেখতে যায় নি। সকালেই তারা লোকটাকে পায় অচেতন অবস্থায়, ফ্রিজারের এক কোণায় ব'সে ছিলো সে। তার শরীরের তাপমাত্রা বিরানব্বই ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিলো। কিন্তু মেডিকেলের লোকেরা কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই তাকে ওখান থেকে বের করতে পেরেছে। আমি মনে করি ঐ গাধাগুলোর জন্যে এটাই যথেষ্ট। একমাত্র সমস্যা হলো তারা আমার সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ নেবার আগপর্যন্ত দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে। তুমি কি জানো আইসিইউ'র নার্সরা ওকে কি নামে ডাকছে?"

"আমি অনুমান করতে পারছি না," বেলোজ তার কথা খুব একটা শুনছে না।

"বরফের বিচি," জনস্টন আবার হাসিতে ভেঙে পড়লো। "আমি মনে করি এটা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। *ম্যাশ* ছবিতে এরকম একটি দৃশ্য ছিলো।"

"লোকটা কি এখনও বেঁচে আছে?"

"অবশ্যই। আমি তার কিছু অঙ্গছেদ করতে যাচ্ছি। কম ক'রে হলেও সে তার পায়ের কিছু অংশ হারাতে যাচ্ছে। কতোটা সেটা বোঝা যাবে আগামি দিন বা তার পরের দিন। বানচোতটা এমনকি তার বরফের সেই বিচি দুটোও হারাতে পারে।"

"তারা কি ওর সমন্ধে কোনো কিছু জানতে পেরেছে?"

"তুমি কি বলতে চাইছো?"

"মানে তার নাম, সে কোথা থেকে এসেছে, এসব কি জানো?"

"কিছুই না। তার একটা আইডি কার্ড পাওয়া গেছে। যেটা ভুয়া বলেই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং পুলিশ তার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। লোকটা বিড় বিড় ক'রে শিকাগো সমন্ধে কী যেনো বলছে। আজব ব্যাপার!" জনস্টন তার শেষ কথাটা এমনভাবে বললো যেনো এটা একটা গুরুত্বপূর্ন গোপনীয় তথ্য। কথাটা বলেই সে রিকভারি রুমের দিকে চলে গেলো।

বেলোজ তার গ্যাস্ট্রোকটমি রোগিকে দেখার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। সব কিছু ঠিকই আছে। তারপর সে তালিকাটা পরীক্ষা ক'রে দেখলো। আদেশগুলো রিড নিজে লিখেছে, সেগুলোও ঠিক আছে। সে ফ্রিজারের মানুষটা সমন্ধে ভাবলো। গল্পটা খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। এই লোকটা যদি সুজানকে ধাওয়া করা সেই লোক হয়ে থাকে তবে সে খুবই বিস্মিত হবে। কিন্তু সুজান কিভাবে লোকটাকে ফ্রিজারের

মধ্যে তালাবদ্ধ ক'রে রাখতে পারবে? কেন সে এই বিষয়টা তখন তার কাছে বলে নি? হতে পারে সে নিজেই তাকে সেই সুযোগ দেয় নি। সুজান যদি লোকটাকে ফ্রিজারে আঁটকে রেখে থাকে তাহলে সে আইনগতভাবে সমস্যায় পড়ে যাবে। সুজানই কি তাহলে সেই অজ্ঞাত ফোন কলার?"

বেলোজ রোগির ড্রেসিং পরীক্ষা ক'রে দেখলো। এটাও ঠিক আছে। রক্তে ভিজে যায় নি। আই.ভি-ও ভালোভাবেই চলছে। তারপর সে সুজানের কথা ভাবতে লাগলো। তার মনে হলো ফ্রিজার থেকে উদ্ধার করা সেই শয়তানটাই সুজানের সেই লোক। যদি তাই হয়, তাহলে এটা সুজানের জন্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ন যে, লোকটা এখন সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে আছে।

বেলোজ মেডিকেল স্কুলে ডায়াল ক'রে ডরমিটরিতে কানেকশন দিতে বললো। সুজানের ফোনটা বারো বার রিং হবার পর সে ফোনটা ছেড়ে দিলো। এরপর ডরমিটরির সুইচবোর্ডে ফোন করলো। সুজানের জন্য একটা ম্যাসেজ রেখে দিতে বললো, যাতে রুমে ফিরে এলে তাকে সে কল ব্যাক করতে পারে।

এসবের পর বেলোজ লাঞ্চে চলে গেলো।

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
বৃহস্পতিবার, বিকেল ৪টা ২৩মিনিট

ছত্রিশ ডলারের সঙ্গে ট্যাক্স, নিরানন্দ বোস্টন মোটর লজের রুম ভাড়া সুজানের কাছে ভয়ানকভাবেই উচ্চ মূল্যের ব'লে মনে হলো। কিন্তু একই সাথে এটা তার জন্যে ঠিকই আছে। সুজান সতেজ আর আরাম অনুভব করছে—সেই সঙ্গে নিরাপদও। দিনের অধিকাংশ সময় নোটবুকটা পড়েই কাটালো। কার্বন মনোক্সাইড বিষাক্ততার সাথে অপারেশন রুমের যেসব কেসগুলো খাপ খায় তার সব তথ্যই তার কাছে রয়েছে। তথ্যগুলো মেডিকেলের কেসের ক্ষেত্রে সাকসিনাইলকোলাইন বিষাক্ততার সাথে দারুণভাবেই খাপ খায়। কিন্তু এখনও তার কাছে কোনো উদ্দেশ্য নেই। নেই কোনো কারণও। কেসগুলো এখনও অনেক বিসদৃশ্য।

সুজান ওয়াল্টারের বাসার ঠিকানা পেতে মেমোরিয়ালে ফোন করার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলো। এক পর্যায়ে সে আবার মেমোরিয়ালে ফোন ক'রে বেলোজের খোঁজ করলো, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়ার আগেই লাইনটা কেটে গেলো। ধীরে ধীরে সুজান বুঝতে শুরু করছে সে একেবারে শেষপ্রান্তে চলে এসেছে। সে ভাবলো সম্ভবত কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়ার সময় এসে গেছে। তাদেরকে জানাতে হবে যে, সে অনেক কিছুই জানতে পেরেছে। তারপর কয়েক দিনের ছুটি নেবে। তৃতিয় বর্ষে এক মাসের ছুটি খুব সামনেই আছে। সে নিশ্চিত ছুটি পেতে সমর্থ হবে। সে চলে যাবে, পালিয়ে যাবে, ভুলে যাবে সব কিছু। মার্টিনিকের সমন্ধেও সে ভাবলো। ফরাসি দেশটার সব কিছুই তার পছন্দ। তার আরো পছন্দ সূর্যস্নান।

মোটেলের প্রহরী তার জন্যে একটা ক্যাব ডেকে দিলো। ড্রাইভারকে ঠিকানা বললো ১৮০০ সাউথ ওয়েমাউথ স্ট্রট, সাউথ বোস্টন। তারপর সে আরাম ক'রে বসলো।

ক্যাবটা দ্রুত গতিতে কেমবৃজ স্ট্রট ধরে চলতে লাগলো। ক্যাব ড্রাইভার যানজট এড়ানোর জন্যে দক্ষিণ প্রান্তের সুন্দর এলাকা দিয়ে গেলো। মাস্ এভিনুতে এসে মোড় নিলে চারপাশের অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগলো। দক্ষিণ বোস্টনে এলে সুজান একেবারে খেই হারিয়ে ফেললো। বাড়িগুলো সব একই রকম। রাস্তার নাম্বারগুলো খুব খারাপভাবে লেখা। লেখার অবস্থা আরো খারাপ। শীঘ্রই ক্যাবটা ওয়্যারহাউজ এলাকায় প্রবেশ করলো। নিঃসঙ্গ ফ্যাক্টরি আর অন্ধকার সব রাস্তাঘাট। আশেপাশের প্রতিটি স্ট্রট ল্যাম্পের বাল্ব ভাঙা।

সুজান ক্যাব থেকে নেমে এমন একটা এলাকা দেখতে পেলো যেটা তার কাছে মনে হচ্ছে একেবারে জনমানবহীন। তার ঠিক সামনেই একমাত্র যে স্ট্রট লাইটটা

জ্বলছে সেটার আলোতে পাশের একটা বিল্ডিংয়ের সাইন দেখা যাচ্ছে। সে ঐ বিল্ডিংয়ের দরজা পর্যন্ত হেটে গেলো। সাইনটা বড় বড় অক্ষরে লেখা। সে সাইনটা পড়লো : **জেফারসন ইনিস্টটিউট**। নিচে নিল অক্ষরে ছোটো ছোটো অক্ষরে লেখা : এটা গঠিত হয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায়, ইউএস গভর্মেন্ট, ১৯৭৪।

জেফারসন ইনস্টিটিউটের চার দিকে আট ফুট উঁচু কাঁটা তারের বেড়া। বিল্ডিংটা রাস্তা থেকে পনেরো ফুট দূরে অবস্থিত। স্থাপত্যটা খুবই আধুনিক। ধব ধবে সাদা রঙ। প্রথম তলাটি পঁচিশ ফিট উঁচু। সামনেরর অংশে প্রবেশপথ ছাড়া আর কোনো জানালা কিংবা দরজা নেই। দ্বিতীয় তলায় জানালা আছে কিন্তু সেগুলো এমনভাবে অবস্থিত যে রাস্তা থেকে দেখা যায় না।

ভবনটা পুরো একটা ব্লক দখল ক'রে আছে। অদ্ভুতভাবেই সুজানের কাছে এটা সুন্দর বলেই মনে হচ্ছে। যদিও সে জানে আশেপাশের এলাকাটি খুবই জঘন্য। সুজান আন্দাজ করতে পারলো এই ভবনটা শহরের নতুন সংস্কার কর্মসূচীর সূচনা কেন্দ্র। এটাকে দেখে দুই তলা বিশিষ্ট প্রাচীন মিশরীয় *মাস্তাবা* অথবা অ্যাজটেক পিরামিডের বেসমেন্ট ব'লে মনে হয়।

সুজান সামনের দরজার দিকে হেটে গেলো। দরজাটা ব্রোঞ্জ স্টিল দিয়ে তৈরি, এটার কোনো নব্ নেই, তাই কোনোভাবে খোলার উপায়ও নেই। দরজার ডান দিকে একটা মাইক্রোফোন দেখা যাচ্ছে। সুজান দরজার একেবারে সামনে চলে এলে একটা স্পিকার থেকে তাকে তার নাম এবং তার দেখা করার উদ্দেশ্য বলতে বললো। কণ্ঠস্বরটা গভীর, আশ্বস্তকর এবং পরিমিত।

সুজান বলতে বাধ্য হলো, যদিও সে দেখা করার উদ্দেশ্যের কথাটা বলতে দ্বিধা করছে। সে বলতে চাচ্ছে নিছক ঘুরে দেখার জন্যে এখানে এসেছে। কিন্তু সে তার মত বদলালো। নিজেকে এতোটা হাস্যকর করতে চায় না সে। সুতরাং, শেষপর্যন্ত বললো, "একাডেমিক উদ্দেশ্য।"

কোনো উত্তর নেই। মাইক্রোফোনের নিচে একটা লাল আলো জ্বলে উঠলে কাঁচের ভেতর থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো : "অপেক্ষা করুন।" আলোটা আবার নিল হয়ে গেলে শব্দটাও বদলে গেলো : "অনুমতি দেয়া হলো।" কোনো রকম শব্দ ছাড়াই ব্রোঞ্জের দরজাটা ডানপাশে সরে গেলে সুজান ভেতরে ঢুকে পড়লো।

একটা সাদা হল। কোনো জানালা নেই, ছবি নেই, বলতে গেলে কোনো সাজসজ্জাও নেই। একমাত্র আলো আসছে দরজাটা দিয়ে।

হলের শেষপ্রান্তে একটা স্লাইডিং দরজা সরে গেলে সুজান ভেতরে প্রবেশ করলো। দেখে মনে হচ্ছে বিশাল আর অত্যাধুনিক একটি ওয়েটিং রুম। এটার দু'পাশের দেয়াল মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত আয়না দিয়ে ঢাকা। অন্য দুটো দেয়াল

একেবারে সাদা আর সেটাও কোনো রকম সাজসজ্জা থেকে মুক্ত। সুজান দেয়ালের দিকে তাকালে তার চোখ জড়িয়ে এলো। চোখ পিট পিট ক'রে দূরে দেখার চেষ্টা করলে আয়নার মধ্য দিয়ে সুজান তার নিজের অসংখ্য ছবির প্রতিফলন দেখতে পেলো।

রুমটাতে সাদা প্লাস্টিক চেয়ারের সারি দিয়ে সাজানো। সিলিংয়ের ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। সুজান একটা চেয়ারে বসতে যেতেই অন্য আরেকটা দরজা সরে গেলো, একজন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা হেটে এলো সরাসরি সুজানের দিকে। তার চুল খুব ছোটো আর বাদামি রঙের। তার চোখ খুব গভীর। মহিলা পরে আছে সাদা প্যান্ট যেটা দেয়ালের রঙের সাথে একেবারে মিলে যাচ্ছে। তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ডসিমিটার উঁকি দিচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি নির্বিকার।

"জেফারসন ইনস্টিটিউটে আপনাকে স্বাগতম। আমার নাম মিশেল। আমি আপনাকে আমাদের সুযোগ সুবিধাগুলো দেখাবো।" তার গলার স্বর তার ভাবভঙ্গির মতোই।

"ধন্যবাদ," সুজান বললো, মহিলার মুখটা দেখরা চেষ্টা করলো। "আমার নাম সুজান হুইলার। আমার মনে হয় আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।" সুজান তার চোখ আরেক বার রুমের চারদিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো। "এটা সত্যিই খুব আধুনিক। আমি কখনও এরকম কিছু দেখি নি।"

"হ্যা, আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আমরা শুরু করার আগে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখছি ভেতরে কিন্তু খুব বেশি গরম। আমি বলবো আপনি আপনার কোটটা এখানে খুলে রেখে যান। দয়া ক'রে আপনার ব্যাগটাও।"

সুজান তার কোটটা খুলে ফেললো। কোটের নিচে কুচকানো এবং ময়লা নার্সের ইউনিফর্মটা এখনও পরে আছে ব'লে একটু বিব্রত বোধ করলো সে। ব্যাগ থেকে নোটবুকটা বের ক'রে নিলো।

"এবার শুনুন...আমি মনে করি আপনি জানেন জেফারসন ইনস্টিটিউট একটি ইনটেনসিভ কেয়ার হাসপাতাল। অন্য কথায়, আমরা শুধু ক্রনিক ইনটেনসিভ কেয়ারের রোগিদেরই দেখাশোনা ক'রে থাকি। আমাদের রোগিদের অধিকাংশই কোমায় আছে। এই বিশেষ হাসপাতালটি তৈরি হয়েছে হেলথ এডুকেশন এবং ওয়েলফেয়ার ফান্ড-এর একটা পাইলট প্রজেক্টের অংশ হিসেবে, যদিও এটি আসলে চলছে প্রাইভেট সেক্টরের অনুদানে। এটা খুবই সফল একটা প্রজেক্ট, যার ফলে সিটি হাসপাতালের একিউট কোমার বেডগুলো ক্রমশ খালি হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রজেক্টটা যেহেতু খুবই সফল তাই বড় বড় দেশের বড় শহরগুলোতে একই রকম হাসপাতাল তৈরি হতে যাচ্ছে অথবা পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সাধারণত গবেষণা কাজটি হয়ে থাকে জনসংখ্যায় বেশি এরকম শহরের হাসপাতালগুলোতে... আপনি বসছেন না কেন?" মিশেল সামনের দুটো চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলো।

"ধন্যবাদ," সুজান একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললো।

"জেফারসন ইনস্টিটিউটে ভিজিট করাটা খুব কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় কারণ আমরা রোগির যত্ন বেশ ভালোভাবে নিতে চাই। আমরা এখানে অনেকগুলো অত্যাধুনিক নতুন টেকনিক ব্যবহার করেছি। সেজন্যে ভিজিটররা যদি যথাযথ প্রস্তুতি না নিয়ে আসে তাহলে অনেকেই ভড়কে যায়। একমাত্র ঘনিষ্ঠরাই দেখা করার জন্যে আসতে পারে এখানে, তাও আবার দুই সপ্তাহে একবার, এবং আগে থেকে আমাদেরকে জানিয়ে।"

মিশেল একটু থেমে হাসি হাসি মুখ ক'রে তাকিয়ে রইলো সুজানের দিকে। "আমি অবশ্যই বলতে চাই যে, আপনার এখানে ভিজিট করাটা খুবই অস্বাভাবিক একটি ব্যাপার। সাধারণত আমরা প্রতি মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার এখানে মেডিকেলের লোকদের ঢুকতে দেই। তাদের জন্যে একটা পরিকল্পিত প্রোগাম করা থাকে। কিন্তু আপনি যেহেতু নিজে থেকে এসেছেন, আমি ধারণা করছি, আমি আপনাকে সেরকম কিছুর বন্দোবস্ত করতে পারবো। আমাদের একটা শর্ট ফিল্ম রয়েছে, চাইলে আপনি সেটা দেখতে পারেন।"

"অবশ্যই।"

"বেশ।"

মিশেলের কাছ থেকে কোনো রকম সংকেত ছাড়াই রুমটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। তারা যেখানে ব'সে আছে সেখানকার বিপরীত দিকের দেয়ালে একটা ছবি ভেসে উঠলে সুজান কৌতুহলী হয়ে উঠলো।

ফিল্মটা সুজানকে পুরনো নিউজ-রিলের কথা মনে করিয়ে দিলো। এ রকম আধুনিক পরিবেশে পুরনো একটা কৌশল ব্যবহরা করা হচ্ছে। প্রথম অংশটা ইনটেনসিভ কেয়ার এবং হাসপাতাল সম্পর্কিত। হেলথ, এডুকেশন এবং ওয়েলফেয়ারের সেক্রেটারি, পলিসি প্রণয়নকারী, অর্থনীতিবিদ আর স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের আলোচনা। সমস্যাগুলো গ্রাফ এবং তালিকার মাধ্যমে বোঝানো হলো। যে মানুষটা তালিকা ব্যাখা করছে তাকে দেখে মেধাহীন এবং কোনো রকম উৎসুক নয় বলেই মনে হচ্ছে।

"বিরক্তিকর একটা ছবি," সুজান বললো।

"আমিও আপনার সাথে একমত। সরকারের ছবিগুলো এমনই হয়। আপনার মনে হচ্ছে তারা আরো কিছুটা সৃষ্টিশীলতা দেখালে ভালো হোতো।"

ছবিটা হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশ দেখাতে শুরু করলো এবার। উপস্থিত রাজনীতিবিদরা হাসছে, ঠাট্টা তামাশা করছে গাধার মতো। অনেকগুলো গ্রাফ এবং তালিকা দেখানো হলো। কয়েকটা দৃশ্যে দেখানো হলো কিভাবে জেফারসন ইন্সিটিউট সিটি হাসপাতালের একিউট কোমার বেডগুলো খালি ক'রে

দিচ্ছে। তারপর জেফারসন ইনস্টিটিউটের নার্স এবং অন্যান্য পেশার লোকদের দেখাতে শুরু করলো। শেষে দেখানো হলো নতুন হাসপাতালের প্রাণকেন্দ্রটি অসংখ্য কম্পিউটার; ডিজিটাল, এনালগ দু'ধরণেরই আছে। এই কথা বলে শেষ করা হলো যে, সমস্ত কার্যকলাপ মনিটর করা হয়, আর সেগুলো মেইনটেন করা হয় কম্পিউটারের সাহায্যে। মুভিটা শেষ হলো একটি অনুপ্রেরণামূলক সংগীত দিয়ে। যেনো একটা যুদ্ধের ছবির শেষ হচ্ছে। শেষ দৃশ্যের সাথে সাথেই ঘরের আলোটা ফিরে এলো আবার।

"এটা ছাড়াই আমি কাজ করতে পারতাম," সুজান হেসে বললো।

"বেশ, অন্ততপক্ষে এটা অর্থনীতির বিষয়গুলোর উপর তো জোর দিয়েছে। সেটাই এই প্রতিষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য। এখন, আপনি যদি আমাকে অনুসরণ করেন তো আমি আপনাকে হাসপাতালের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ঘুরিয়ে দেখাতে পারবো।"

মিশেল যেদিক দিয়ে এসেছিলো সেদিকেই চলে গেলো। একটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা করিডোর ধরে তারা এগোতে থাকলো। করিডোরের শেষ প্রান্তে আরেকটা মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত আয়নার দেয়াল। যখন সুজান হলওয়ে দিয়ে এগোতে লাগলো তখন সে আরেকটা দরজা লক্ষ্য করলো, কিন্তু সেটা বন্ধ। দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটা বোঝা যায় না। মনে হয় সেগুলোর সবই স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলে।

করিডোরের শেষপ্রান্তে পৌছালে একটা দরজা খুলে গেলো। সুজান ঠিক আগের রুমটার মতো দেখতে একটা রুমে প্রবেশ করলো। এটা চল্লিশ বাই বিশ ফিট আয়তনের। এটা যেকোনো হাসপাতালের আইসিইউ'র মতোই দেখতে। পাঁচটা বিছানা এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান, ই.সি.জি স্ক্রিন, গ্যাস লাইন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু চারটা বিছানা একটু আলাদা প্রতিটি বেডের মাঝখানেই দুই ফিটের মতো ফাঁক আছে। দেখে মনে হয় যেনো দুটো বেডের মাঝখানে কোনো সরু বিছানা বসানোর ব্যবস্থা এটি। বেডের উপরের সিলিংটায় একেবারে জটিল মেকানিজম। পঞ্চম বেডটা প্রচলিত কোনো বেডের মতোই, ওটাতে রোগি আছে। একজন রোগি ছোট্ট একটা রেসপিরেটর দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। সুজানের মনে পড়ে গেলো ন্যান্সি গৃনলির কথা।

"এটাই পরিবারের সদস্যদের জন্য ভিজিটিং এরিয়া," মিশেল ব্যাখ্যা করলো। "যখন কোনো রোগিকে তার পরিবারের সদস্য দেখার জন্যে আসে তখন রোগিকে এখানে নিয়ে আসা হয়। এই রোগিকে আজ সন্ধ্যায় তার লোকজন দেখতে আসবে।" মিশেল পঞ্চম বেডের রোগির দিকে নির্দেশ করলো। "আমরা তো আর কারোর সুবিধার জন্যে এই রোগিকে মেইন ওয়ার্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না?"

সুজান দ্বিধান্বিত। "আপনি বলতে চাইছেন এখানে যে রকম বেডে রোগিকে রাখা হয় অন্য জায়গাতেও সেই একই রকম বেডে রাখা হয় তাদেরকে?"

"ঠিক। এবার আমার সাথে আসুন, প্লিজ।"

মিশেল রোগির বিছানার পাশ দিয়ে সোজা হেটে গেলো। রুমের শেষ মাথায় একটা দরজা নিঃশব্দে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেলো।

সুজান পঞ্চম বেডের পাশ দিয়ে যাবার সময় খুবই বিস্মিত হলো। বেডটা একেবারে সাধারণ কোনো বেডের মতোই। কেন্দ্রিয় অংশটার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। এটার কোনো বেসিক সাপোর্টও নেই। কিন্তু সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্যে সুজান কোনো সময় পেলো না। সে মিশেলের পিছু পিছু ছুটে চললো।

প্রথম যে জিনিসটা সমন্ধে সুজান সচেতন হয়ে উঠলো সেটা হলো লাইট। লাইটগুলোর মধ্যে অদ্ভুত কিছু আছে। তারপর সে উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা টের পেলো। শেষপর্যন্ত সে রোগিগুলোকে দেখে ভীষণ অবাক হলো। একশোরও বেশি রোগি আছে এই রুমে, সবাই পুরোপুরি মেঝে থেকে কমপক্ষে চার ফিট উপরে শূন্যে ভাসছে। প্রত্যেকেই নগ্ন। কাছাকাছি এসে সুজান দেখতে পেলো রোগির দীর্ঘ হাড়গুলোর ভেতর দিয়ে কিছু স্টিলের তার ঢুকানো আছে। সেই তারগুলোই সিলিংয়ের স্টিল-ফ্রেমের সাথে বাঁধা। এভাবেই সব রোগিকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সুজানের এক ধরণের ভৌতিক অনুভূতি হলো।

"দেখতেই পাচ্ছেন সব রোগিকেই তার দিয়ে টান টান ক'রে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু ভিজিটর এসব দেখে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কোমায় আক্রান্ত রোগির জন্যে এই পদ্ধতিটাই ভালো হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এতে ক'রে রোগির ত্বকের যত্ন নেয়া সম্ভব হয়। আর নার্সিং কেয়ারও খুব একটা লাগে না। এটা অর্থোপেডিকস বিদ্যা থেকে উদ্ভুত। আগুনে পোড়া চিকিৎসার গবেষণায় দেখা গেছে ত্বক যখন কোনো কিছুর সাথে লেগে থাকে না তখন খুব দ্রুত সেটা সেরে ওঠে। এটা একটা প্রাকৃতিক উদ্ভাবন যা কোমা রোগিদের ক্ষেত্রেও কাজ করছে।"

"এটা তো ভয়ানক একটি পদ্ধতি," ফৃজারের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা লাশগুলোর কথা সুজানের মনে পড়ে গেলো। "ওই অদ্ভুত লাইটিংটা কিসের?"

"ওহ্, হ্যা, আমাদের এখানে বেশিক্ষণ থাকতে হলে একটি বিশেষ চশমা পরে নেই আমরা।" মিশেল একটা টেবিলে থেকে দু'জোড়া চশমা নিয়ে এলো। "এখানে একটা নিম্নমাত্রার অতিবেগুনি রশ্মি আছে। দেখা গেছে ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে এটা খুবই সাহায্যকারি। যা ত্বকের কার্যকারিতা বজায় রাখে।" মিশেল সুজানকে এক জোড়া গগলস দিলে তারা দু'জনেই সেটা পরে নিলো।

"এখানে সব সময় ৯৪.৫ ডিগৃ ফারেনহাইট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানকার আদ্রতা বিরাশি শতাংশ। যেটা রোগির তাপ ক্ষয় হওয়া কমিয়ে দেয়।

ফলে রোগির ক্যালরির প্রয়োজনও কমে আসে। আদ্রতা রোগির শ্বাস যন্ত্রের সংক্রমণও কমিয়ে দেয়, যেটা আপনি জানেন কোমা রোগির জন্যে খুবই সমস্যার বিষয়।"

সুজান মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে গেলো। মোহাবিষ্ট হয়ে চলে গেলো একজন ঝুলানো রোগির কাছে। দীর্ঘ হাড়ের ভেতর দিয়ে কয়েকটা তার চলে গেছে। তারপর তারগুলো চলে গেছে সিলিংয়ের একটা ধাতব ফ্রেমের দিকে। সুজান সিলিংয়ের দিকে তাকালো। সমস্ত আই.ভি লাইন, সাকশান টিউব আর মনিটরিং লাইন ট্রলি থেকে উপরে উঠে এসেছে।

সুজান মিশেলের দিকে পেছন ফিরে তাকালো, "এখানে কোনো নার্স নেই?"

"আমি নিজেই একজন নার্স, এখানে আরো দু'জন আছে, সাথে আছে একজন ডাক্তার। একশো একত্রিশ জন ইনটেনসিভ কেয়ার রোগির জন্যে এটা খুবই অপ্রতুল মনে হতে পারে। আপনার কি মনে হয়? আপনি তো দেখেছেনই, এখানকার সব কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে। রোগির ওজন, রক্ত, গ্যাস, তরলের সাম্যতা, রক্তচাপ, শরীরের তাপমাত্রা—প্রকৃতপক্ষে, আরো অসংখ্য জিনিসের তালিকা—প্রতি মুহূর্তে সব কিছু স্ক্যান করা হচ্ছে, আর কম্পিউটার সেসব তথ্য মিলিয়ে দেখে থাকে। কোনো রকম অস্বাভাবিকতা ধরা পড়লেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাই। প্রচলিত কেয়ারের চেয়ে এটা অনেক ভালো। এটার জন্য সর্বক্ষণ একজন ডাক্তার থাকে। কম্পিউটার সব কিছু করতে সক্ষম।"

"আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান খুবই উঁচু পর্যায়ে চলে গেছে। এটা অবিশ্বাস্য, সত্যিই অবিশ্বাস্য। এটা দেখতে কোনো বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর মতোই মনে হচ্ছে। একটা যন্ত্র অচেতন মানুষগুলোর যত্ন নিচ্ছে। মনে হচ্ছে এই সব রোগিগুলো যেনো আর মানুষ নয়।"

"তারা আসলেই মানুষ নয়।"

"কি বললেন?" সুজান রোগির দিক থেকে ফিরে মিশেলের দিকে তাকালো।

"তারা মানুষ ছিলো, এখন তাদের মস্তিষ্ক থেমে আছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং মেডিকেল-টেকনোলজি এতোটাই এগিয়ে আছে যে, মস্তিষ্কের এই অবস্থার পরেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। অবশ্য এটা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দেশের আইন বলেছে এটা বজায় রাখতে হবে। প্রযুক্তি এই ব্যাপারটাকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখেছে। তাই এটা হয়েছে। এই হাসপাতাল একই সাথে হাজারখানেক কেস সামলাচ্ছে।"

মিশেল এমন একটা দর্শন নিয়ে ব'লে যাচ্ছে যা সুজানকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। তার মনে হচ্ছে তার গাইড তাকে খুব সর্তকতার সাথে বিশেষ এক

মতবাদে দীক্ষা দিচ্ছে। সুজান এই ইনস্টিটিউটের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে চাচ্ছে না। সে জায়গাটার বস্তুগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে দারুণ বিস্মিত। আরো বেশি দেখতে চাচ্ছে সুজান। রুমের চারদিকটা দেখলো। একশো ফিটের চেয়েও বেশি লম্বা, পনেরো কি বিশ ফিট উঁচু সিলিং।

রুমের শেষ মাথায় আরেকটা দরজা রয়েছে।ওটা বন্ধ। কিন্তু সেই দরজাটা সাধারণ দরজার মতোই। সুজান বুঝতে পারলো অধিকাংশ ভিজিটরই কখনও প্রধান ওয়ার্ড দিয়ে আসে না।

"জেফারসন ইনি্সিটিটিউটে কতোগুলো অপারেটিং রুম আছে?" সুজান হঠাৎ জানতে চাইলো।

"আমাদের এখানে কোনো অপারেটিং রুম নেই। এটা একটা ক্রনিক কেয়ার হাসপাতাল। যদি কোনো রোগির একুইট কেয়ারের দরকার হয়, তাকে কোনো ইনস্টিটিউটে পাঠিয়ে দেয়া হয়।"

উত্তরটা এতো তাড়াতাড়ি এলো যে, মনে হচ্ছে এটা শিখিয়ে দেয়া কোনো জবাব। সুজানের হঠাৎ মনে পড়ে গেলো সিটি হল থেকে সে যে ফ্লোর-প্ল্যানটা নিয়ে এসেছিলো সেখানে অপারেশন রুম এরিয়া দেখেছিলো। দ্বিতীয় তলায় সেগুলো অবস্থিত। সুজান বুঝতে শুরু করলো মিশেল মিথ্যে কথা বলছে।

"কোনো অপারেশন রুম নেই?" সুজান খুব বিস্মিত হওয়ার অভিনয় করলো। "তাহলে তারা জরুরি রোগিদের কাজ কোথায় করে, যেমন ট্রাকিওস্টোমি?"

"এইখানেই, এই প্রধান ওয়ার্ডে অথবা পাশের ঘরে আইসিইউ ভিজিটিং রুমে। প্রয়োজনে সেখানে ছোটোখাটো অপারেশন করা যায়। কিন্তু এটা খুব একটা ঘটে না। আমি আগে যেমনটি বলেছি, এটা ক্রনিক কেয়ার হাসপাতাল।"

"আমার এখনও মনে হচ্ছে একটা অপারেশন রুম আছে এখানে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে সুজানের ঠিক সামনে একজন রোগি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার মাথা উঁচু করতে চেষ্টা করলো তার পা থেকে ছয় ইঞ্চি উপরে।

"এটাই হলো কম্পিউটারের কাজের একটা ভালো উদারহরণ," মিশেল বললো। "কম্পিউটারের সম্ভবত টের পেয়েছে যে, রক্তচাপ পড়ে যাচ্ছে।"

সুজান প্রায় কিছুই শুনছে না। সে বুঝে ওঠার চেষ্টা করছে। ঐসব অপারেশন রুমগুলো দেখতে চাইছে সে যেটা ফ্লোর-প্ল্যানে দেখেছে।

"এখানে আমি একজন রোগিকে দেখার জন্যে এসেছি। তার নাম বারম্যান। শন বারম্যান। আপনার কি কোনো ধারণা আছে তাকে কোথায় রাখা হয়েছে?"

"না, এই মুহূর্তে নয়। আপনাকে সত্যি কথাই বলি, আমরা এখানে রোগিদের জন্য কোনো নাম ব্যবহার করি না। এখানে রোগিদের নাম্বার দেয়া হয়, স্যাম্পল এক, স্যাম্পল দুই, ইত্যাদি। এটা কম্পিউটারের জন্য সহজ হয়। বারম্যানের

নাম্বার বের করার জন্যে আমি কম্পিউটারে ওই নামটা সেট ক'রে দেবো। এতে মিনিটখানেক সময় লাগবে। ব্যস।"

"বেশ, আমি তাকে খুঁজে বের করতে চাই।"

"আমি কন্ট্রোল ডেস্কে সেই তথ্যটা ব্যবহার করতে পারবো। এই ফাঁকে, আপনি এখানটা দেখতে থাকুন, হয়তো তাকে এখানে খুঁজে পেয়েও যেতে পারেন। অথবা আপনি আমার সাথে এসে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে পারেন। কোনো অতিথিকে কন্ট্রোল রুমে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয় না।"

"আমি এখানেই অপেক্ষা করবো, ধন্যবাদ। এখানে এতো কিছু মজার জিনিস আছে যে, আমার সপ্তাহখানেক সময় লেগে যাবে সবগুলো দেখতে হলে।"

"বেশ, তাহলে থাকুন। কিন্তু এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, কোনো তার অথবা কোনো রোগিকে স্পর্শ করবেন না। গোটা সিস্টেমটাই খুব সর্তকতার সাথে সাম্যবাস্থাতে রাখা হয়েছে। আপনি স্পর্শ করলেই কম্পিউটার সেটা ধরে ফেলবে, সঙ্গে সঙ্গে এ্যালার্ম বাজতে শুরু করবে।"

"দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই। আমি কোনো কিছুই স্পর্শ করবো না।"

"বেশ। আমি এখনই ফিরে আসছি।"

মিশেল তার গগলস খুলে ফেললো। ভিজিটিং রুমের দরজাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেলে মিশেল বেরিয়ে গেলো। মিশেল ভিজিটার রুম এবং তার পেছনের করিডোর দিয়ে চলে গেলে কনট্রোল রুমের দরজা তার জন্য খুলে গেলো। কন্ট্রোল রুমের ভেতর ডিম-লাইটের মৃদু আলো। দেখে মনে হবে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের ভেতরটা। আলোর একটা ভালো অংশই আসছে দূরের দেয়ালের ভেতর থেকে, সেই দেয়ালে একটা দ্বিমুখী আয়না লাগানো আছে। এটার ভেতর দিয়ে কন্ট্রোল রুমে ব'সে ভিজিটরদের পর্যবেক্ষণ করা হয়।

মিশেল যেখানে ঢুকলো সেখানে আরো দু'জন ব'সে আছে। একজন ব'সে আছে একটা বিশাল ইউ আকৃতির ব্যাঙ্কের পেছনে যেখানে টিভি মনিটরগুলো রাখা আছে। এই লোকটা হলো গার্ড। তারও পরনে রয়েছে সাদা পোশাক। একটা সাদা মোটা চামড়ার বেল্ট কোমরে, তাতে একটা অটোমেটিক অস্ত্র আর দ্বিমুখী সনি-রিসিভার। সে ব'সে আছে একটা বিশাল সুইচবোর্ড আর ডায়ালের সামনে। রুমের ভেতর একটা টিভি মনিটর স্ক্যান করছে হাসপাতালের রুম, করিডোর আর দরজাগুলো। কয়েকটা পর্দায় ছবি আছে যেগুলো প্রধান এবং প্রধান প্রবেশ হলের দরজা মনিটর করছে। মিশেল যখন প্রবেশ করলো গার্ড ঘুম ঘুম চোখে তার দিকে তাকালো।

"তুমি মেয়েটাকে নিজ দায়িত্বে ওয়ার্ডে ছেড়ে দিয়ে এলে? তুমি কি মনে করো এটা কোনো ভালো কাজ হয়েছে?"

“সে কিছু করবে না। আমাকে বলা হয়েছে সে প্রথম তলায় যা যা দেখতে চায় সবই যেনো তাকে দেখানো হয়।”

মিশেল একটা বিশাল কম্পিউটার টার্মিনালের দিকে গেলো। সেখানে আরেকজন নার্স, মিশেলের মতো পোশাক পরে ব'সে আছে। তার সামনে চল্লিশ বা তারচেয়েও বেশি স্ক্রিনে নানা রকম ডাটা ভেসে উঠছে। মাঝে মাঝে তার পাশে রাখা কম্পিউটার প্রিন্টটা চালু হচ্ছে, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রিন্ট হয়ে বের হয়ে আসছে।

মিশেল তার সামনের একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো।

“এখানে বেড়াতে আসা ওই মেয়েটা কে?” কম্পিউটার নার্স বিস্মিতভাবে প্রশ্নটা করলো। “তাকে দেখে মনে হয় জঘন্য কোনো নার্স অথবা এমন কিছু। তার এমন কি কোনো পিন অথবা ক্যাপও নেই। আর ওই ইউনিফর্মটা! ওটা দেখে মনে হচ্ছে সে ছয়মাস যাবৎ একটানা পরে আছে সেটা।”

“মেয়েটা কে সেই ব্যাপারে আমার সামান্যতম ধারণাও নেই। পরিচালক আমাকে ফোন ক'রে বলেছেন মেয়েটা আসছে, আর আমি যেনো তাকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাই। বিস্তারিত সবই জানাই। মেয়েটি এখানে এসে পৌঁছালে আমি পরিচালককে ফোন ক'রে জানিয়ে দিয়েছি। তুমি কি মনে করছো এখানে হাঙ্কি-পাঙ্কি কিছু হচ্ছে?”

কম্পিউটার নার্স হেসে ফেললো।

“একটু সাহয্য করবে,” মিশেল বললো, “একটা নাম কম্পিউটারে ঢোকাতে হবে। শন বারম্যান। লোকটাকে মেমোরিয়াল থেকে পাঠানো হয়েছে। আমি রোগির নাম্বার এবং অবস্থান জানতে চাই।”

কম্পিউটার নার্স নামটা কম্পিউটারের ভেতরে ঢোকাতে শুরু করলো।

“আমাদের পরবর্তি শিফটে তুমি কম্পিউটারের সামনে বসবে, আর আমি ঘুরে বেড়াবো। এই মেশিনটা চালাতে চালাতে আমি হাপিয়ে উঠেছি।”

“খুশির সাথে। এই সপ্তাহে একমাত্র নিয়মের ব্যতিক্রম হলো এই ভিজিটর। একবছর আগে আমাকে যদি কেউ বলতো আমাকে ইনটেনসিভ কেয়ারের একশো রোগি সামলাতে হবে তাহলে আমি তার মুখের উপর হেসে ফেলতাম।”

পর্দায় একটা ডিসপ্লে ভেসে উঠলো : বারম্যান, শেন, বয়স ৩৩, লিঙ্গ-পুরুষ, বর্ণ-ককেশিয়ান, ডায়াগনোসিস সেরেব্রোল ব্রেন ডেথ, অ্যানেসথেসিয়া জটিলতা। স্যাম্পল নাম্বার ৩২৩ বি-৪।

নার্স কম্পিউটারের কি টিপে ৩২৩ নাম্বারটায় ক্লিক্ করলো।

রুমের অন্য প্রান্তে গার্ড লোকটি পেছনে হেলান দিয়ে বেশ আয়েশ ক'রে ব'সে ব'সে মনিটরগুলো দেখছে। তার শেষ ব্রেকের পর থেকে দুই ঘণ্টা একটানা কাজ ক'রে চলেছে সে। প্রায় এক বছর ধরে এইভাবেই কাজ ক'রে যাচ্ছে। প্রধান ওয়ার্ডের ছবি স্ক্রিন নাম্বার ১৫-তে দেখা যাচ্ছে। ভিডিও ক্যামেরা ঘুরে ঘুরে রুমের

এক মাথা থেকে আরেক মাথা দেখাচ্ছে। এই সব অক্ষম-অচল আর নগ্ন রোগিরা গার্ডকে মোটেও আর্কষণ করলো না। তাকে আকর্ষণ করলো অদ্ভুত একটা দৃশ্য। স্ক্রিন নাম্বার পনেরোতে দেখা যাচ্ছে ইনটেনসিভ কেয়ারের ভিজিটর ওয়ার্ডটা। গার্ড তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। স্ক্রিন ১৫ দেখতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে। সামনের একটা সুইচের কাছে হাত রাখলো সে। প্রধান ওয়ার্ডে আবার স্ক্যান করতে শুরু করলো। গোটা রুমটাকে সে ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করলো।

"ভিজিটর এখন আর প্রধান ওয়ার্ডে নেই!" গার্ড বললো।

মিশেল কম্পিউটার ডিসপ্লে স্ক্রিন থেকে ঘুরে দাঁড়ালো। ১৫ নাম্বারর স্ক্রিনের দিকে ভালো ক'রে দেখতে লাগলো।

"নেই? বেশ, ভিজিটর ওয়ার্ডটা চেক করুন, সেই সাথে করিডোরটাও। হতে পারে মেয়েটা খুব বেশি দেখে ফেলে ভড়কে গেছে। প্রধান ওয়ার্ডটা প্রথমবার ভিজিটের সময় অনেকেই ভড়কে যায়।"

মিশেল ঘুরে দাঁড়িয়ে ওয়েটিং রুমের কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখলো। কিন্তু সুজান সেখানে নেই।

কম্পিউটর স্ক্রিনে লেখা উঠলো : স্যাম্পল ৩২৩ মৃত। ০৩১০ ফেব্রুয়ারি ২৬। মৃত্যুর কারণ : কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট।

"বেশ, মেয়েটি যদি বারম্যানকে দেখরা জন্যে এসে থাকে, তাহলে খুব দেরি হয়ে গেছে," কারেন নামের কম্পিউটারের সামনে বসা মেয়েটি কোনো রকম অনুভূতি ছাড়াই বললো।

"সে তো ভিজিটর ওয়ার্ডেও নেই," এক গাদা সুইচ অন করতে করতে গার্ডটি বললো। "করিডোরেও তাকে দেখা যাচ্ছে না। এটা তো সম্ভব নয়।"

মিশেল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তার চোখ ১৫ নাম্বার স্ক্রিনের উপর আবদ্ধ, যতোক্ষণ না সে দরজাটা দেখতে পেলো। "শান্ত হোন, আমি তার অবস্থান খুঁজে বের করছি।" মিশেল কম্পিউটার থেকে নার্সের দিকে ঘুরে এলো।

"আপনি তারচেয়ে বরং পরিচালককে ফোন করার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। আমি মনে করি এই মেয়েটা থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া উচিত।"

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
বৃহস্পতিবার, বিকেল ৫টা ২০মিনিট

মিশেল প্রধান ওয়ার্ডটা ছেড়ে বের হয়ে যেতেই সুজান তার নোট-বুকের মধ্য থেকে ভাঁজ করা জেফারসন ইনস্টিটিউটের ফ্লোর-প্ল্যানের ফটোকপিটা বের করলো। সে প্রবেশদ্বারটা চিনতে পারছে। তারপর দ্বিতীয় তলায় প্রবেশের পথটাও খুঁজে পেলো। বুঝতে পারলো দুটো উপায় আছে। প্রধান ওয়ার্ডের পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি অথবা এলিভেটর রয়েছে। সুজান চকিতে নিচের ডান দিকের কোণে দেখে নিলো। ওখানে একটা মর্গ আছে। ফ্লোর-প্ল্যানে এম.কম্প-আর হচ্ছে প্রধান কম্পিউটার রুম। সুজান তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিলো এলিভেটরের চেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠাটাই বেশি নিরাপদ হবে। সে ভাবলো কম্পিউটার রুমে হয়তো অনেক লোকজন থাকবে।

ওয়ার্ডের শেষ মাথায় গিয়ে খুবই সাধারণ দেখতে দরজাটার নব্ ধরে মোচড় দিয়ে দরজাটা খুলে ঢুকে পড়লো সুজান। করিডোরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। তারপরই গগলসের কথা মনে পড়ে গেলো তার। সেটা খুলে ইউনিফর্মের পকেটে ভরে ফেললো। করিডোরটা অন্যসব করিডোরের মতোই। সাদা মেঝেটা জ্বল জ্বল করছে। করিডোরের অন্য প্রান্তে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল দরজা।

কোনো শব্দ নেই, কাউকে দেখাও যাচ্ছে না। সুজান ফ্লোর-প্ল্যানটা চেক ক'রে দেখলো মর্গ আর সিঁড়িটা ঠিক ডান দিকে। সে তার পেছনে ওয়ার্ডের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে দৌড়ে একেবারে করিডোরের শেষ মাথায় পৌছে গেলো। দরজায় কোনো কিছু লেখা বা চিহ্ন নেই, কিন্তু এটা একেবারেই সাধারণ সিস্টেমের দরজা। সুজান নব ঘুরিয়ে বুঝতে পারলো দরজায় তালা দেয়া নেই।

যতোটা নিঃশব্দে সম্ভব সে দরজাটা খুলে ফেললো। একটু ফাঁক ক'রে সে দেখতে পেলো কাছের দেয়ালের টাইলসগুলো। তারপর দেখতে পেলো স্টেইনলেস স্টিলের অপারেশন টেবিলের উপরের অংশটাও। একটা নগ্ন মৃতদেহ এর উপর পড়ে আছে। সুজান কয়েকটা কণ্ঠ আর একজনের হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তারপর স্কেলের শব্দ।

"একটা ফুসফুসের জন্যে একটু বেশি হয়ে গেলো না। তাহলে আমরা হৃদপিণ্ডের জন্য কতো বলতে পারি?" একটা কণ্ঠ বললো।

"এবার তোমার অনুমান করার পালা," অন্যজন হেসে বললো।

দরজাটা আরো এক ইঞ্চি বেশি ফাঁক ক'রে সুজান এক পলকের জন্য মৃতদেহটার মাথা দেখতেই দুর্বল দুর্বল বোধ করতে শুরু করলো। তার মাথা এখন ঘুরছে।

এটা তো বারম্যান।

দরজাটা কোনো রকম শব্দ হতে না দিয়েই বন্ধ ক'রে দিলো সুজান। তারপর দরজার পথের কাছে ব'সে পড়ে কয়েকটা বড় শ্বাস নিলো। সে বুঝতে পারছে তার হাতে খুব কম সময়ই রয়েছে।

এলিভেটর।

তড়িঘড়ি করে প্রধান ওয়ার্ডে ফিরে এসে কম্পিউটার রুমের দরজার দিকে চলে গেলো সুজান। দরজাটায় কোনো তালা দেয়া নেই। সে দরজাটা ইঞ্চি দশেক ফাঁক ক'রে রুমের ভেতর তাকালো। দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে কেউ নেই। দরজাটা বেশি ঠেলে দিয়ে দেখতে পেলো কম্পিউটারের জিনিসপত্র, ইনপুট-আউটপুট যন্ত্রপাতি এবং টেপ সংরক্ষণের স্টিস্টেম।

দূরের কোণায় সিলিংয়ের কাছে কিছু নড়াচাড়া সুজানের নজরে ধরা পড়লো। সে এটা তৎক্ষণাৎই চিনতে পারলো। এটা একটা টিভি মনিটর ক্যামেরা। যখন সে বুঝতে পারলো ক্যামেরাটা দ্রুত পিছনের দিকে ঘুরে যাচ্ছে তখন দরজাটা খুলে সে রুম থেকে দৌড়ে বের হয়ে এলিভেটরের দিকে ছুটে গেলো। কিন্তু অল্পের জন্যে টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে গেলো সে।

ক্যামেরার চোখ এড়িয়ে যাবার জন্যে সে থেমে থেমে এগোতে লাগলো। এলিভেটরের কাছে আসতেই পাগলের মতো বাটন চাপতে শুরু করলো সুজান। সে যান্ত্রিক শ্যাফটের শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। এলিভেটরটা এখন অন্য ফ্লোরে রয়েছে।

টিভি ক্যামেরাটা ঘুরে আবার তার দিকে আসছে এখন। সুজান পরপর কয়েক বার এলিভেটরের বাটন চাপলো। এক সময় এলিভেটরের যান্ত্রিক শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলে কিছুক্ষণ পরেই দরজাটা খুলতে শুরু করলো। দরজা খুলতেই সুজান এলিভেটারের ভেতরে ঢুকে পড়লো। দরজা বন্ধ হবার আগে এক পলকের জন্যে টিভি ক্যামেরার দিকে তাকালো সে। বাটন চেপে দিলে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলেও সুজান বুঝতে পারছে না তাকে ওরা দেখে ফেলেছে কিনা।

এলিভেটরটা বেশ পুরনো এবং তুলনামূলকভাবে অনেকটাই ধীর গতির। মাত্র তিনটি বাটন রয়েছে। সে দ্বিতীয় তলার জন্যে বাটন চাপলো, বুঝতে পারলো এটা উপরে উঠতে শুরু করছে আস্তে আস্তে। ফ্লোর-প্ল্যানটা বলছে দ্বিতীয় তলার অপারেশন রুমটা এলিভেটরের ঠিক বিপরীত দিকের শেষপ্রান্তে অবস্থিত। অষ্টম এবং নবম দরজাটাই হলো অপারেশন রুমের দরজা।

এলিভেটরটা থামলে দরজাটা খুলে গেলো, কিন্তু সুজান সঙ্গে সঙ্গে লিফটের ভেতর থেকে বের হয়ে এলো না। দাঁড়িয়ে থেকে 'দরজা-বন্ধ' বাটনের উপর আঙুল রাখলো। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। করিডোরটা প্রথম তলার মতোই, শুধু দরজাগুলো একটু বেশি ভারি। সিলিংয়ে ট্রলির জন্য ট্র্যাক রয়েছে।

এলিভেটরের দরজাটা বন্ধ হতে শুরু করতেই সুজান ভেতর থেকে লাফ দিয়ে করিডোরে এসে দাঁড়ালো। অতিক্রম করার সময় দরজাগুলোর নাম্বার মনে মনে চেক ক'রে নিলো সে। হঠাৎ দূরে, সুজান দেখতে পেলো একজন মানুষ ক্ষুদ্র একটা রক্তভর্তি ফর্কলিফট নিয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে লোকটা কোনো অঙ্গছেদন করিডোর থেকে বের হয়েছে।

সে অনেকটা দৌড়ের মতো হেটে কাছের একটা দরজার দিকে ছুটে গিয়ে দরজার পাশে দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার নিঃশ্বাস বেড়ে গেছে। কান পেতে সে শুনতে লাগলো। যান্ত্রিক শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। করিডোরের দিকে উঁকি মারলো সুজান। খালি। একটু এগিয়ে গিয়ে নয় নম্বার দরজার কাছে পৌছে গেলো এবার। তার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হবার আগপর্যন্ত সে অপেক্ষা করলো। দরজাটা ফাঁক ক'রে ঘরের ভেতরটা উঁকি মেরে দেখেই দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়লো।

একটা ড্রেসিং রুম। আধখাওয়া সিগারেট পড়ে আছে এ্যাশট্রেতে। এটার ধোয়া এখনও কুণ্ডলি পাকিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। খোলা দরজাটা দিয়ে গোসল করার এলাকায় চলে যাওয়া যায়। সুজান শাওয়ারের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

মিশেল আবার কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ করলো। তার ইন্দ্রিয় তাকে প্রতারণা করেছে। তার মুখ নির্দিষ্ট দিকে কিন্তু তার চোখ ঘুরছে ইতস্তত। গার্ডের মতো সেও খুব নার্ভাস।

মেয়েটা আক্ষরিক অর্থেই যেনো বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

"সে তো বাইরে যায় নি, গিয়েছে কি?" মিশেল জিজ্ঞেস করলো।

"অসম্ভব। প্রথমত দরজা দিয়ে বেরোনোর কোনো উপায় নেই। বিশেষ ক'রে আমাকে না জানিয়ে দরজা খোলাও যাবে না।" গার্ড এখনও সব জায়গা স্ক্যান ক'রে যাচ্ছে।

"আমি মনে করি আমাদের পরিচালককে আরেকবার জানানো উচিত। এই বিষয়টা সত্যিই গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠেছে," নার্স কম্পিউটার অপারেটারকে বললো।

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা সমস্ত জায়গা মনিটর করেছি। সে হয়তো কোনো দরজার কাছেই রয়েছে," গার্ড বললো।

"সে কোনো দরজার আশেপাশে নেই। আমি প্রধান ওয়ার্ডের সমস্ত পথ দিয়ে গিয়েছি। এলিভেটরের ব্যাপারটা কি?"

"সেটাই ভাববার বিষয়," গার্ড বললো, "যদি সে উপরে উঠে যায় তাহলে বড় ধরনের সমস্যা হবে। আমি বিল্ডিংয়ের সিকিউরিটি সিস্টেমটা সচল করে, সব ধরণের অটোমেটিক লক্ চালু ক'রে দিতে যাচ্ছি। সিঁড়ির দরজা এবং বাইরের দেয়ালে বিদ্যুৎ প্রবাহটা এ্যাক্টিভ ক'রে দিচ্ছি এক্ষুণি।"

মিশেল লাল টেলিফোনের দিকে গেলো। "মাথায় কিছুই ঢুকছে না। সত্যিই উদ্ভট! একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। কেন তাকে দলগতভাবে আসতে না দিয়ে একা একা এখানে আসার অনুমতি দেয়া হলো?"

ঘুরানো দরজাটা দিয়ে ড্রেসিং রুম থেকে অপারেশন রুম এরিয়ায় যাওয়া যায়। সুজান সেদিকেই পা বাড়ালো। এখানকার পরিবেশটা খুব পরিচিত। আলোগুলো সিলিংয়ের ফ্লুরোসেন্ট বাল্ব থেকে আসছে। একটা মৃদু আলো দেখে সুজানের মনে পড়ে গেলো প্রধান ওয়ার্ডের কথা। সে ধারণা করলো সেখান থেকে একটা অতিবেগুনি রশ্মি বের হচ্ছে। মেঝেটা সাদা ভিনাইলের, আর দেয়ালগুলো সাদা সিরামিক টাইলসের।

অপারেশন রুমের অভ্যর্থনা কক্ষটি খুব বেশি বড় নয়। মাঝখানে একটা খালি ডেস্ক। সেখানে দৃশ্যত চারটা অপারেটিং রুম আছে। দুটো দুই পাশে, আর মাঝখানে একটা ফাঁকা রুম। সুজানের মনোযোগ প্রথম অপারেশন রুম থেকে ভেসে আসা একটা গুনগুন শব্দের দিকে আকৃষ্ট হলো। ওই রুমের ছোটো জানালা দিয়ে আলো আসছে, বোঝা যাচ্ছে ওখানে একটা অপারেশন চলছে এখন।

পাশের একটা বাড়তি ঘরের অন্ধকার জানালা বলে দিচ্ছে রুমটা ফাঁকা। সুজান ওদিকে গেলো। অন্ধকারে চোখ পিট পিট ক'রে তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

এই সার্ভিস রুমটার পাশেই অপারেশন রুমটি অবস্থিত। সুজান অন্ধকারে চোখ সয়ে নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করলো। ধীরে ধীরে রুমের অবস্থাটা তার চোখে ধরা পড়তে শুরু করলো। মাঝখানে একটা টেবিল আছে। ওটার উপরে আছে কতোগুলো জিনিস। আর সেখান থেকেই নিম্নস্বরের অবিরাম গুঞ্জন ভেসে আসছে। গোটা রুমের চারপাশে কাউন্টার আছে। বাম দিকের কাউন্টারের কাছে একটা বিশাল সিঙ্ক। তার খুব কাছে, ডান দিকে, সে দেখতে পেলো একটা গ্যাস স্টেরিলাইজার।

যতোটা নিঃশব্দে সম্ভব, সুজান সিঙ্কের নিচের ক্যাবিনেটটা খুলে ফেললো, হাত দিয়ে সে নিশ্চিত হলো সেখানে অনেকখানি জায়গা আছে। প্রয়োজনে তার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যাবে। তারপর হল ঘরের দরজার কাছে ফিরে এসে সুজান হাতরাতে হাতরাতে নবটা খুঁজে পেলে লক্‌টা খুলে ফেললো। তারপর থেমে নিশ্চিত হবার জন্যে অপারেশন রুমের শব্দের কোনো তারতম্য হচ্ছে কিনা কান পেতে শুনলো। সুজান মাঝখানের টেবিলটার উপরে রাখা জিনিসপত্রের দিকে নজর দিলো, কিন্তু আলো এতোটাই কম যে, জিনিসগুলো দেখে চিনতে পারলো না।

সুজান অপারেশন রুমের দরজার কাছে এসে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে উঁকি মারলো। দু'জন সার্জনকে দেখতে পেলো। গাউন আর গ্লোভস পরিহিত।

তারা একটা রোগির উপর ঝুঁকে আছে। কিন্তু সে কোনো অ্যানেসথেলজিস্টকে দেখতে পাচ্ছে না। সেখানে কোনো অপারেটিং টেবিলও নেই। রোগিটা এখনও একটা ফ্রেমে মধ্যে আঁটকানো। কিন্তু তার ডান পাশটা উঁচিয়ে আছে : তার কুচকির কাছ থেকে একটা কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে। সার্জনরা একটু কাছে এসে কথাবার্তা বলছে। সুজান তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। তারা এই কেসটা নিয়েই আলোচনা করছে।

"আচ্ছা, আগের কেসটার হৃদপিণ্ড কোথায় গেছে?"

"সান ফ্রানসিস্কোতে," দ্বিতীয় সার্জন উত্তর দিলো, একটা গিট শক্ত ক'রে বাঁধতে বাঁধতে। "আমার মনে হয় এতে মাত্র পঁচাত্তর হাজার ডলার পাওয়া গেছে। এটা খুব কম টাকার কাজ হয়েছে। ভালোভাবে ম্যাচ করে নি। চারটার মধ্যে মাত্র দুটো ম্যাচ করেছে। কিন্তু খুবই তাড়াহুড়া ক'রে অর্ডারটা দেয়া হয়েছিলো।"

"সবগুলো তো আর কাজে লাগাতে পারি না," প্রথম সার্জন বললো, "কিন্তু এই কিডনিটা ফোর-টিস্যু ম্যাচ, আমি বুঝতে পারছি এটা অবশ্যই প্রায় দুই লক্ষ ডলারে বিক্রি করা যাবে। তাছাড়া, কয়েক দিনের মধ্যেই তারা সম্ভবত অন্যটাকেও চাইবে।"

"আরে, যতো দিন না আমরা হৃদপিণ্ডের জন্য মার্কেট খুঁজে পাচ্ছি এটাকে তো আর মরে যেতে দিতে পারি না," আরেকটা গিট বাঁধতে বাঁধতে অন্যজন যোগ করলো।

"আসল সমস্যা হলো ডালাসের জন্য একটা টিস্যু ম্যাচ খুঁজে বের করা। অফারটা এক মিলিয়ন ডলারের। একটা ফোর-ম্যাচের অফার। বাচ্চাটার বাবা একেবারে কঠিন অবস্থায় পড়ে গেছে।"

দ্বিতীয় সার্জন শিষ দিয়ে উঠলো, "এখন পর্যন্ত কি কিছু পাওয়া গেছে?"

"মেমোরিয়ালে টি এ্যান্ড এ'র জন্যে আগামি শুক্রবারে শিডিউল করা এক রোগির থেকে আরেকটা থৃ-টিস্যু টাইপ ম্যাচ পেয়েছি আমরা। আর..."

যা শুনছে তার একটা বিকল্প ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টায় সুজানের মন উন্মত্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু সেটা করার আগেই অভ্যর্থনা হলের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো কেউ। দরজাটা খুলতে চাচ্ছে সে। প্রথমে সুজানের মনে হলো দৌড়ে ফাঁকা অপারেশন রুমে চলে যাবে। কিন্তু সেটা না ক'রে সে সিঙ্কের কাছে চলে এসে কাউন্টারের নিচের ক্যাবিনেটে নিজেকে কোনো মতে ঢুকিয়ে দিলো। তার পায়ে কয়েকটা জার লেগে শব্দ হলে নিজেই নিজেকে অভিসম্পাত দিলো। সঙ্গে সঙ্গে পা টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললো সে। খুবই সংকীর্ণ জায়গা। কষ্টেসৃষ্টে তার হাতদুটোও ভেতরে নিয়ে এলো। দরজাটা পুরোপুলি লাগানোর আগেই অপারেশন রুমের দরজাটা খুলে গেলো, সঙ্গে সঙ্গেই রুমের ভেতরে বাতি জ্বালানো হলো।

সুজান তার নিঃশ্বাস চেপে রাখলো কোনো মতে ।

তার মাথা এক পাশে ঘুরিয়ে রাখতেই একটু ফাঁক হয়ে থাকা ক্যাবিনেটের দরজাটা দিয়ে সুজান দেখতে পেলো টেবিলের উপর দুইটা প্লেক্সিগ্লাসের গামলা রাখা আছে। এগুলো দেখতে ঠিক মাছ রাখার ছোটো ট্যাংকের মতোই। তারপরই সে বুঝতে পারলো এই রুমে ঢোকার সময় যে পাম্পিং শব্দটা শুনেছিলো সে, এটা তারই উৎস। ওগুলোর মধ্যে থাকা ব্যাটারি চালিত দুটো যন্ত্র থেকে এই শব্দটা হচ্ছে। প্রথমটা তরলের উপর ভেসে থাকা একটা মানব হৃদপিণ্ড। এটা কাঁপছে, তবে স্পন্দিত হচ্ছে না। অন্যটাতে রয়েছে একটা মানব কিডনি, এটাও তরলে ভাসছে।

হঠাৎ করেই পুরো দুঃস্বপ্নটাই সুজানের কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো।

এবার সে এসবের পেছনে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছে। রোগিকে কোমা অবস্থায় পাঠানোর একটা ভয়ংকর উদ্দেশ্য। জেফারসন ইনস্টিটিউট হচ্ছে মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কালো-বাজারির চক্রের যোগানদাতা!

চিন্তা ভাবনা করার মতো খুব কম সময়ই আছে সুজানের। একজন মানুষ সিঙ্কের পাশ দিয়ে হেটে গেলো। তার ট্রাউজারের কিছু অংশ একটু ফাঁক হয়ে থাকা ক্যাবিনেট দরজা দিয়ে বের হয়ে আছে। লোকটা হল ঘরের দরজা লক্ করলো না। টেবিলের ওপাশে চলে গেলো সে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে সে আহত। লোকটা মানব হৃদপিণ্ড রাখা ট্যাংকটা তুলে নিয়ে ঘরের আলো বন্ধ না করেই দরজাটা ভেজানো অবস্থায় রেখে চলে গেলো।

সুজান দ্রুত সমস্ত ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু ক'রে দিলো   অক্সিজেন লাইনের টি-ভাল্‌ভ, ডি'এমব্রোসিও এবং ন্যান্সি গৃনলির মুখটা আর প্লেক্সিগ্লাস কনটেইনারে রাখা হৃদপিণ্ড। তার মনে পড়ে গেলো এইমাত্র শোনা নিচের মর্গে দু'জন সার্জনের কথাবার্তা। সে বুঝতে পারলো এই হৃদপিণ্ডটা অবশ্যই বারম্যানের।

নিজের মধ্যে সে একটা তাগাদা অনুভব করলো, তীব্র আতঙ্ক বোধ করছে। পুরো ঘটনাটাই ভয়ঙ্কর। তার এক্ষুণি বেরিয়ে যাওয়া উচিত। আর এই প্রথমবারের মতো সে বুঝতে পারছে বাইরে বেরিয়ে যাওয়াটা কতোটাই না কঠিন। এটা কোনো সাধারণ হাসপাতাল নয়। অন্ততপক্ষে এখানকার কিছু কর্তা ব্যক্তি নির্ঘাত বদমাশ। তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। এমন কাউকে এখানে নিয়ে আসতে হবে যে বুঝতে পারবে এখানে কি সব কাণ্ড হচ্ছে।

স্টার্ক। সে স্টার্ককে নিয়ে আসবে। তিনি অবশ্যই গোটা বিষয়টা বুঝতে পারবেন। আর এ ব্যাপারে কিছু করার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী।

সুজান সাবধানে তার বাম হাতটা ক্যাবিনেটের বাইরে মেঝেতে রাখলো। কান পেতে সে শোনার চেষ্টা করলো এরপর। কোনো কিছুই শোনা যাচ্ছে না, শুধুমাত্র টেবিলের উপর রাখা কিডনিতে পাম্প করার শব্দটা ছাড়া। ক্যাবিনেট থেকে বের হয়ে হলঘর থেকে একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে মুহূর্তেই আবার নিজেকে ক্যাবিনেটের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললো সে।

লোকটা আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এসেছে। সিঙ্ক আর টেবিলের মাঝামাঝি এসে সে ক্যাবিনেটের আধ খোলা দরজাটা লাথি দিয়ে লাগিয়ে দিলো। শব্দ আর ধাক্কাটা যেনো সুজানের কানে গিয়ে লাগলো। সে শুনতে পাচ্ছে লোকটা এবার দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর লোকটার পায়ের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে সে এখন ঘর থেকে বের হয়ে করিডোর দিয়ে যাচ্ছে।

সুজান আরো দুই-তিন মিনিট ব'সে থাকলো। কান পেতে আবার শোনার চেষ্টা করলো। আর কোনো পায়ের শব্দ শোনা গেলো না। কেবল প্রথম অপারেশন রুম থেকে হাসির শব্দটা ভেসে আসা ছাড়া। সুজান হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতেই একটা স্প্রে'র কৌটা মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো। সুজান একেবারে স্থির হয়ে গেলো। না, কিছুই হলো না। তারপর সে অন্ধকারাচ্ছন্ন অপারেটিং রুমের দরজার দিকে দৌড়ালো।

তার চোখ অন্ধকারে সয়ে নেয়ার জন্যে সুজান আবার থেমে গেলো। মাথার উপরে একটা অপারেশন লাইট দেখতে পাচ্ছে। সর্তকতার সাথে সুজান করিডোর দিয়ে কমন হলের দিকে এগোতে লাগলো। দরজার হাতলটা হাতরাতে হাতরাতে সে নবটা খুঁজে পেলে দরজাটা খুলে দেখতে পেলো এটা আসলে স্ক্রাব এরিয়া।

ঠিক তক্ষুণি তীক্ষ্ম শব্দে অ্যালার্মটা বেজে উঠলো। ঘন অন্ধকারে জ্বলে উঠলো তীব্র আলো। আতংকে সুজান দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেয়ালের সাথে নিজেকে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রাইলো।

রুমটা একেবারে খালি।

ছোটো একটা লাউডস্পিকারের পাশে একটা লাল বাতি জ্বলছে আর নিভছে। লাউডস্পিকার থেকে ভেসে আসছে "এখানে একজন অযাচিত অনুপ্রবেশকারী আছে। এই ভবনে। মহিলা। তাকে অবশ্যই দ্রুত আটক করতে হবে। আমি আবারও বলছি...একজন অযাচিত অনুপ্রেবেশকারী এই ভবনে রয়েছে...দ্রুত আটক করতে হবে।"

লাউডস্পিকারটা বন্ধ হয়ে গেলে সুজান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সে অপারেশন রুম ত্যাগ ক'রে স্ক্রাব এলাকার দেয়ালের উপর দিয়ে উঁকি মারলো। করিডোরটা একেবারে ফাঁকা। দু'জন সাদা-ইউনিফর্ম পরা গার্ড দ্রুত প্রধান ওয়ার্ডটা ঘুরে এলো। দু'জনের হাতেই পিস্তল। দু'জনের মধ্যে বড়জন তার সনি দ্বিমুখী রেডিওতে কথা বলছে। কথা শেষে ওটা নিজের বেল্টে রেখে দিলো।

"আমি এলিভেটর দিয়ে কম্পিউটার রুম এবং তার আশপাশটা দেখছি। তুমি মর্গ এবং নিচের যন্ত্রপাতি রাখার জায়গাগুলো দেখে আসো।"

গার্ড দু'জন ওয়ার্ডের পেছন দিয়ে করিডোরে চলে এলো।

"মনে রেখো, আমাদেরকে পরিস্কার অর্ডার দেয়া হয়েছে। যদি তুমি তাকে পাও, আর স্বেচ্ছায় সে তোমার কাছে ধরা দেয় তাহলে ভালো। যদি সেটা না করে তবে তাকে গুলি করতে কোনো রকম দ্বিধা করবে না। গুলিটা করবে ঠিক তার মাথায়। তারা হয়তো মেয়েটার কিডনি কিংবা হৃদপিণ্ড চাইতে পারে, সেটা নির্ভর করবে মেয়েটার টিসু টাইপের উপর।"

দু'জন মানুষ দু'দিকে ভাগ হয়ে গেলো। বড়সড় মানুষটা করিডোর দিয়ে হেটে কম্পিউটার রুমে প্রবেশ করলো। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সে কম্পিউটার রুমটা পরীক্ষা ক'রে দেখলো। তারপর এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

সুজান অপারেশন রুমের অর্ভ্যথনা এলাকায় চলে এলো, প্রথম অপারেশন রুমটা অতিক্রম ক'রে গেলো সে। ড্রেসিং এরিয়ার দরজা খুলে এর ভেতরে শব্দ শুনতে পেলো। কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়াই সে তার পরিকল্পনাটা পরিবর্তন করলো। এমন একটা দরজা ধরে টান দিলো যেটা দিয়ে সে জানে প্রধান করিডোরে যাওয়া যাবে। তারপর অর্ভ্যথনা ডেস্কের উপর দেখতে পেলো একজোড়া কাঁচি। কাঁচিগুলো তুলে নিলো সুজান, সেগুলো অস্ত্র হিসেবে একেবারে খারাপ হবে না। তারপর প্রধা-ন করিডোরের দিকে পা বাড়ালো সে।

করিডোরটা এখনও ফাঁকা আছে দেখে সুজান একটু স্বস্তি বোধ করলো। দূর থেকে বন্ধ এলিভেটরের দরজাটা দেখতে পেয়ে বড় ক'রে একটা দম নিয়ে এলিভেটরের দিকে ছুটে গেলো। সুজান যখন দেড়শো ফিট হলের মাঝখানে ঠিক তখনই এলিভেটরটা থামলো। ধীর পায়ে সুজান এগোলো এলিভেটরের দরজার দিকে। কিন্তু একজন গার্ড বেরিয়ে এলে সুজান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। একে অন্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো তারা।

"বেশ, ইয়াং লেডি, নিচে আসুন, আপনার সাথে অনেক কথা বলার আছে।" গার্ডের কণ্ঠস্বরে কোনো হুমকি নেই। নিজের পিস্তলটা পেছনে ধরে রেখে লোকটা আস্তে আস্তে সুজানের দিকে এগুতে শুরু করছে।

সুজান সিদ্ধান্তহীনভাবে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো, তারপরই ঘুরে দৌড় দিলো অপারেশন রুম এরিয়ার দিকে। গার্ডও তার পেছন পেছন ছুটতে লাগলো। মরিয়া হয়ে সুজান কয়েকটা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। প্রথমটা লক্ করা, দ্বিতীয়টাও তাই। গার্ড তার খুব কাছাকাছি চলে আসছে। তৃতীয় দরজার হাতলটা ঘুরে গেলে সেটা খুলে চেষ্টা করলো ভেতর থেকে ভালো ক'রে লাগিয়ে দিতে। কিন্তু গার্ড দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ হবার আগেই ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো তার বাম হাত আর বাম পা'টা।

.সুজান তার শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে দরজাটা ঠেলে লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হলো। গার্ড লোকটার ওজন প্রায় দুশো পাউন্ডের আর বেশ শক্তসামর্থ। সুজানের ওজন এবং শক্তির তুলনায় সেটা অনেক বেশি। ফলে দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যেতে শুরু করলো। তার কাঁধ এবং বাম হাত দরজায় চেপে ধরে সুজান কাঁচিটা একটা ড্যাগারের মতো ক'রে খুব দ্রুতগতিতে গার্ডের হাতে বসিয়ে দিলো। কাঁচিটা আঘাত করলো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আঙুলের মাঝখানের গিটে। আঘাতের তীব্রতা মেটাকারপাল হাড়ের মধ্যে ব্লেডের মতো ব'সে গেলো। লুম্ব্রিক্যাল মাংসপেশীকে ছিঁড়ে বিপরীত দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলে গার্ড ব্যথায় চিৎকার দিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা থেকে সে সরে দাঁড়ালো। লোকটা দম বন্ধ ক'রে দাঁত মুখ খিচিয়ে কাঁচিটা টেনে বের ক'রে ফেললো। একটা ছোটো ধমনি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে প্লাস্টিকের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লে সেখানে একটা লাল মানচিত্র তৈরি হয়ে গেলো।

সুজান দড়াম ক'রে দরজাটা বন্ধ করেই লক্ ক'রে দিলো। ঘুরে ভালো ক'রে দেখে নিলো রুমটা। এটা একটা ছোটো ল্যাবরেটরি, মাঝখানে একটা ল্যাবরেটরি বেঞ্চও আছে। বাম দিকে পাশাপাশি দুটো ডেস্ক। দেয়ালের সাথে লাগোয়া কয়েকটা ফাইল কেবিনেট। একপাশের দেয়ালে রয়েছে বিশাল একটা জানালা।

হলের মধ্যে গার্ড তার বাম হাতে একটা রুমাল বেধে রক্তপাত কিছুটা বন্ধ করার চেষ্টা করলো। সে ভয়ানকভাবে রেগে আছে। চাবিগুলো হাতড়ে দরজা খুলতে শুরু করলো। কিন্তু প্রথম চাবিটাতে তালা খুললো না। দ্বিতীয় চাবিটাতেও একই ফল হলো। শেষপর্যন্ত চতুর্থ চাবিটা দিয়ে লকটা খুলতে সক্ষম হলো সে। দরজা খুলতেই সেটা লাথি মেরে পুরোপুরি খুলে ফেললো। পিস্তলটা কক্ ক'রে গার্ড এক ঝটকায় ঘরের মধ্যে ঢুকেই চারদিকে ঘুরে দেখে নিলো তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে।

সুজান নেই। জানালাটা খোলা, ফেব্রুয়ারির ঠাণ্ডা বাতাস রুমের ভেতর ঢুকে উষ্ণ রুমটাকে একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে ফেলেছে। গার্ড জানালার কাছে দৌড়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো যাতে কার্নিশটা দেখতে পায়।

জানালা থেকে ফিরেই তার দ্বিমুখী রেডিওটা হাতে তুলে নিলো সে। "মেয়েটাকে পেয়েছি, দ্বিতীয় তলায়, টিসু ল্যাবে। তার কাছে ধারালো কিছু একটা আছে। সেটা দিয়ে আমাকে আঘাত করেছে সে। তবে আমি ঠিক আছি। সে জানালা দিয়ে কার্নিশের দিকে গেছে...না, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কার্নিশটা কোণার দিকে ঘুরে গেছে...না, আমি মনে করি না সে লাফ দিতে পারবে। ডোবারম্যান কুকুর কি ছাড়া হয়েছে?...ভালো। একমাত্র দুশ্চিন্তাটা হচ্ছে সে যদি বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে চলে যায় তাহলে বাইরের কারোর নজর কাড়তে সক্ষম হবে...ঠিক আছে...আমি কার্নিশের অন্য দিকটাও চেক ক'রে দেখছি।"

গার্ড তার রেডিওটা বেল্টে রেখে দিয়ে জানালাটা বন্ধ ক'রে লক্ ক'রে দিলো। তারপর রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো নিজের আহত হাতটা নিয়ে।

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
বৃহস্পতিবার, বিকেল ৫টা ৪৭মিনিট

ভারি ভিনাইলের সিলিং টাইলটা সুজানের হাতের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলে সে দাঁত-মুখ খিচিয়ে রাখলো। এটা শুধুমাত্র তার আঙুলের ডগা দিয়ে ধরে রাখতে গিয়ে তার হাত অবশ হয়ে যাচ্ছে।

সে শুনতে পাচ্ছে তার নিচে গার্ড লোকটা দ্বিমুখী রেডিওতে কথা বলছে। টাইলটা পড়ে গেলেই গার্ড তাকে খুঁজে পাবে, ধরে ফেলবে। সে তার চোখ জোর ক'রে বন্ধ ক'রে রাখলো যাতে তার পুরো মনোসংযোগ হাতের উপর রাখতে পারে। তারপরেও এটা ক্রমশ সরে যাচ্ছে। এটা পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় এসে পড়লো প্রায়। গার্ড রেডিওটা বন্ধ ক'রে জানালাটা লাগিয়ে দিলো। সুজান কোনো ভাবে ধরে রাখছে টাইলটা। গার্ডের বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ সে শুনতে পায় নি, কিন্তু টাইলটা একটা ভোঁতা শব্দ ক'রে গোটা সিলিংটা কাঁপিয়ে পড়ে গেলো। সুজান কান খাড়া ক'রে শুনতে লাগলো, আঙুলে রক্ত চলাচল শুরু হলে খুব ব্যথা অনুভূত হলো তার। নিচ থেকে কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সে গভীর একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো।

সুজান টিস্যু-ল্যাবের উপরে সিলিংয়ের একটা ফাঁকা জায়গায় আছে এখন। এটা খুবই পরিহাসের বিষয় যে, মেমোরিয়ালের অপারেশন রুম তল্লাশি করার আগে সিলিংয়ের উপরে ফাঁকা জায়গার কথা সে জানতো না, আর এখন কিনা সেই জায়গায় উঠেই নিজের জীবন রক্ষা করছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ফাইল কেবিনেটটার জন্য যেটাতে সে দাঁড়িয়ে টাইলের সিলিংয়ের উপরে উঠতে পেরেছে।

সুজান তার ফ্লোর-প্ল্যানটা বের ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখার চেষ্টা করলো সিলিং টাইল দিয়ে কোন্ দিকে যাওয়া যায়। চকিতে একবার চারদিকটা দেখে সে লক্ষ্য করলো সিলিংয়ের বড় একটা ছিদ্র দিয়ে আলোর রশ্মি আসছে, তার অবস্থান থেকে বিশ ফিট দূরে সেটা। উপরের দাগাঙ্কিত দেয়ালের সাহায্যে টিসু ল্যাবের দেয়াল এবং কাছাকাছির অফিসটার অবস্থান বোঝা যাচ্ছে। সুজান কোনো রকমে আলোর উৎসের দিকে গেলো যাতে ক'রে সে প্ল্যানটা দেখতে পারে। সে চাচ্ছে প্রধান চেজটা খুঁজে বের করতে, যেরকমটি সে দেখেছে মেমোরিয়ালে। সে ভাবলো এটা যদি খুব বেশি বড় হয় তাহলে ওখান দিয়ে বেরোনো যাবে। কিন্তু সেটা প্ল্যানে নেই। যাই হোক, সে এলিভেটরের শ্যাফটের পরে একটা চারকোণা জায়গা দেখতে পেলো। সুজানের মনে হলো এটাই সম্ভবত সেই চেজ যেটা সে খুঁজছে।

সে আস্তে আস্তে এলিভেটর শ্যাফটের দিকে যেতে লাগলো।

যতোই এলিভেটর শ্যাফেটের দিকে এগুতে লাগলো ততোই তার জন্যে সামনে এগোনোটা কঠিন হয়ে উঠলো। কারণ আস্তে আস্তে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে

আসছে আর অসংখ্য পাইপ, কয়েল এবং টিউব এটার মধ্যে হিজিবিজি অবস্থায় জড়ো হয়েছে। সে হাতরাতে হাতরাতে এগোতে লাগলো। বার কয়েক গ্যাসের পাইপে পা দিয়ে দিলে তার পা'টা পুড়ে গেলো। পোড়া গন্ধটাও তার নাকে এলো।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সে এলিভেটর শ্যাফটের কাছে পৌঁছে গেলে টের পেলো খাড়া কংক্রিটটা। কোণার দিকটা গোলাকার। হাত দিয়ে একটা পাইপ ধরে ধরে অনুভব করলো এটা নব্বই ডিগ্রি কোণে নেমে গেছে। অন্য পাইপগুলোও একই ভাবে নেমে গেছে। সেগুলোর দিকে ঝুঁকে অন্ধকারের মধ্যে তাকালো সে। একটা ঝাঁপসা আলো অনেক নিচ থেকে ছেঁকে আসছে।

হাত দিয়ে সুজান চেজটা অনুমান করার চেষ্টা করলো। এটা প্রায় চার স্কয়ার ফিটের মতো হবে। এলিভেটর শ্যাফটের দেয়াল কংক্রিটের। দুই ইঞ্চি চওড়া একটা পাইপ বেছে নিয়ে দু'হাতে শক্ত ক'রে ধরে চেজ থেকে নেমে গেলো সে। দু' হাত দিয়ে পাইপটা আকড়ে ধরে পা জোড়া অন্য পাইপের উপরে রাখলো। এভাবে সে আস্তে আস্তে নামতে থাকলো, যেমনটি একজন পর্বতারোহী পাহাড়ের খাড়া ঢাল দিয়ে নেমে থাকে।

এভাবে নামাটা খুব সহজ কাজ নয়। একবারে মাত্র কয়েক ইঞ্চির মতো নামতেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সবগুলো বাষ্পীয় পাইপ এড়িয়ে যাওয়াটা সম্ভব হলো না। ফলে তার হাতে ফোস্‌কা পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর সে তার সামনের পাইপগুলো চিনতে সক্ষম হলো। অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে বুঝতে পারলো প্রথম তলার সিলিংয়ে পৌঁছে গেছে সে। আরো যেতে থাকলে সে খুবই উচ্ছ্বাস অনুভব করলো। কিন্তু সেই উচ্ছ্বাসটা মিঁইয়ে গেলো অন্য এক চিন্তায়। তার মনে হলো যদি সে চেজ ব্যবহার ক'রে এভাবে নিচে নামতে পারে, তাহলে কারোর পক্ষে এটা দিয়ে উপরে ওঠাও সম্ভব। এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই সে বুঝতে পারলো মেমোরিয়োলের অক্সিজেন লাইনের কাছে টি-ভাল্‌ভের কাছে যাওয়াটা কতোটাই না সহজ একটি ব্যাপার।

সুজান আস্তে আস্তে নিচে নামা অব্যাহত রাখলো। তার নিচ থেকে তীব্র আলো উপরের দিকে উঠে আসছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের শব্দও ভসে আসছে সেখান থেকে। এরকম শব্দ সে বেসমেন্ট এরিয়ায় শুনেছিলো। সুজান বুঝতে পারলো তার নিচে কোনো আলগা সিলিং নেই, তাই নিজেকে লুকিয়ে নামাও সম্ভব নয়। প্রথম লেভেলের মেঝের অংশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার আগপর্যন্ত সে নিচে নামতে লাগলো। এরপরই সে থামলো। নিশ্চিত হবার জন্যে কংক্রিটের আড়াল থেকে রুমটাকে ভালো ক'রে দেখে নিলো।

মেশিনারি রুমটায় একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে, সেখানে কাজ করার জন্যে কিছু বাতিও জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। যে পাইপটা সুজান নামার জন্যে ব্যবহার

করেছে মনে হচ্ছে সেটা একটা পানির পাইপ। কিন্তু অন্য পাইপগুলোর আকার একটু বড়। সে কোনো এ্যাক্রোবেট নয়, কিন্তু সম্ভবত নাচের ব্যাপারে তার স্বাভাবিক পারদর্শিতা এক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করছে। পাইপের উপর হামাগুঁড়ি দিয়ে সে এগোতে লাগলো। চেষ্টা করলো নিচের দিকে না তাকাতে।

প্রথমে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলো। একটু এগিয়ে দেখতে পেলো একটি দেয়াল আর সেই দেয়ালের ওপাশে আরেকটা সিলিংয়ের ফাঁকা জায়গা। উপরের সিলিংয়ে হাত রেখে পাইপের উপর দিয়ে হেটে গেলো সামনের দিকে। সুজান সোজা পাওয়ার প্ল্যান্টটা পেরিয়ে গেলো। তার লক্ষ্য থেকে এখন মাত্র চার ফিট দূরে আছে সে। ঠিক এমন সময় তীব্র আলোর ঝলকানি দেখা গেলো তার চোখের সামনে। আলোর তীব্রতায় ভড়কে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়েই যাচ্ছিলো সে। আলোটা মেশিনারি রুম থেকে আসছে।

সুজান দু'চোখ বন্ধ ক'রে সিলিংয়ে হাত দিয়ে নিজের পায়ের জুতো পাইপের উপর রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো। তার নিচে একজন গার্ড মেশিনারি রুমে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার এক হাতে বড় একটা ফ্লাশলাইট। অন্য হাতে একটা পিস্তল।

পরবর্তি পনেরো মিনিট সম্ভবত সুজানের জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় হিসেবেই পরিগণিত হবে। তার সাদা পোশাক অন্ধকারে খুব সহজে চোখে পড়ে যাবার মতো, তাই আশ্চর্য হয়ে সে ভাবলো কেন তাকে এখনও দেখতে পাচ্ছে না কেউ। গার্ডটা সর্তকতার সাথে অনুসন্ধান ক'রে যাচ্ছে। এমনকি ওয়ার্ক বেঞ্চের নিচের কেবিনেটগুলোতেও তল্লাশি ক'রে দেখছে সে। কিন্তু একটি বারের জন্যেও উপরের দিকে তাকালো না।

টেনশনে সুজানের হাত কাঁপছে, ফলে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। সে ভয় পাচ্ছে তার জুতো জোড়া খুব শীঘ্রই শব্দ ক'রে উঠবে, তার উপস্থিতি জানান দিয়ে দেবে। শেষপর্যন্ত গার্ড সন্তুষ্ট হয়ে মেইন লাইটটা বন্ধ ক'রে চলে গেলো।

লোকটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সুজান নড়াচড়া করলো না। সে নিজের টেনশন আর সাময়িক বিপর্যস্ত অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে একটু রিলাক্স হবার চেষ্টা করলো। চার ফিট দূরের সিলিংয়ের দিকে তাকালো সে। এতো কাছে অথচ কতো দূরেরই না মনে হচ্ছে। নিজের ডান পা সামনের দিকে ছয় ইঞ্চি বাড়িয়ে দিয়ে সেটার উপর নিজের ওজন রাখলো। তারপর সরে এলো বাম থেকে ডান দিকে। তার দুই হাত আর দু'পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। সে ভাবলো সিলিং থেকে হাতটা ছেড়ে দেবে কিন্তু কোনো রকম শব্দ হবার ভয় পাচ্ছে সে। পরিবর্তে সে শুঁয়ো পোকার মতো তীব্র ব্যথা নিয়েই এগোতে লাগলো। যখন সে একেবারে সিলিংয়ের

কাছে পৌঁছে গেলো তখন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। অবশ হয়ে যাওয়া মাংসপেশিতে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে শ্বাস নিলো জোরে জোরে।

কিন্তু সে ভালো করেই জানে বেশিক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে পারবে না। তাকে এই বিল্ডিং থেকে বেরোনোর একটা পথ খুঁজে বের করতেই হবে। চিৎ হয়ে শুয়ে আবার ফ্লোর-প্ল্যানটা মেলে ধরে দেখে নিলো। দুটো সম্ভাব্য বেরোনোর পথ রয়েছে। একটা হচ্ছে সাপ্লাই রুম, এখন যেটার খুব কাছাকাছি আছে সে। অন্যটা বিল্ডিংয়ের অন্য প্রান্তে, নক্সায় 'ডি.পি' লেখা একটা রুম। সুজান বর্ণনায় দেখে নিলো ডি.পি মানে ডিসপ্যাচ।

অপারেশন রুম থেকে পাশের রুমে হৃদপিণ্ড আর কিডনি বয়ে নিয়ে যাওয়া সেই মানুষটার কথা ভাবতেই সুজান ডিসপ্যাচ রুমটাই বেছে নিলো, যদিও সাপ্লাই রুমটা তার বেশি কাছাকাছি। সে ভাবলো তারা সম্ভবত অঙ্গগুলো পাঠিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। সে জানে ট্রান্সপ্লান্ট অঙ্গগুলো যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হয়।

ফ্লোর-প্ল্যানটা রেখে সুজান আবার উঠে দাঁড়ালো। তার পোশাকটা এখন মাটি আর ময়লা লেগে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। সে ডিসপ্যাচ রুমের দিকে এগোতে লাগলো। এখন যাওয়াটা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ, কারণ এই অংশটা পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। মেশিনারি রুমের মতোই বেসমেন্টের একটা বড় অংশে কোনো সিলিং নেই। প্রচুর আলো থাকার কারণে সুজান সাবলীলভাবে সব ধরণের পাইপ আর টিউবগুলো এড়িয়ে এগুতে পারছে।

সে বিল্ডিংয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলো। ফ্লোরপ্ল্যানটা চকিতে দেখে নিয়ে বুঝতে পারলো সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। ডিসপ্যাচ রুমের সিলিংয়ের একটা টাইল উঁচু ক'রে তুলতে সক্ষম হলো সে। একটু সরিয়ে ঘরের নিচে কি আছে সেটা দেখতে পেলো।

ঘরটাতে মানুষ আছে!

সুজান বুঝতে পারলো সিলিংয়ের টাইলে কোনো রকম শব্দ যেনো না হয়। সুজান নিচের লোকটাকে লক্ষ্য করলো, ডেস্কের উপর ঝুঁকে একটা ফর্ম পূরণ করছে সে। লোকটার পরনে রয়েছে বুক খোলা চামড়ার কোট। মেঝের উপর দুটো ইনসুলেটেড কাডবোর্ড বাক্স। সেগুলোতে বড় বড় অক্ষরের লেবেল "মানব অঙ্গ ট্রান্সপ্লান্ট—উপরের দিকে মুখ—ভঙ্গুর—জরুরি।"

ঘরে একটা দরজা আছে কিন্তু সে উপর থেকে সেটা দেখতে পাচ্ছে না। আরেকজন লোক রয়েছে সেখানে। গার্ডদের একজন।

"চলো, ম্যাক। এই জিনিসগুলো ভরে লোড ক'রে এখান থেকে বেরিয় পড়ি। আমাদের আরো অনেক কাজ আছে।"

"উপযুক্ত কাগজপত্র তৈরি হবার আগপর্যন্ত আমি এখান থেকে কিছুই নিচ্ছি না।"

গার্ড ঘোরানো দরজা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সুজান এক পলকের জন্য দরজা বন্ধ হওয়ার আগে দরজার ওপাশটা দেখতে পেলো। এটা দেখতে একটা গ্যারেজের মতোই মনে হচ্ছে।

ড্রাইভার তার ফর্ম পূরণ করা শেষ করে একটা কপি কাউন্টারের কাছে রাখা বাস্কেটে ছুড়ে ফেলে অন্য কপিটা রেখে দিলো পকেটে। তারপর বাক্সটা ভরে ঘোরোনো দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

সুজান সিলিং টাইলটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে দ্রুত করিডোরের শেষ প্রান্তে চলে এলো। সে ট্রাকের দরজা বন্ধ হওয়া আর খিল দেয়ার শব্দটা শুনতে পাচ্ছে।

দেয়ালের দিকটায় গাঢ় অন্ধকার, সুজান দেয়ালের গায়ে হাত দিয়ে কংক্রিটের বদলে ভিনাইল টাইল অনুভব করলো। খাড়াভাবে উঠে গেছে সেগুলো। সুজান শুনতে পাচ্ছে ট্রাকের ইঞ্জিন চালু হচ্ছে। সে টাইলে ধাক্কা দিলো কিন্তু এটা বেশ শক্তভাবে স্টিলের ফ্রেমে আঁটকানো। ট্রাকের ইঞ্জিনটা এবার পুরোপুরি চালু হয়ে গেলো।

সুজান দূর থেকে ভারি গ্যারেজের দরজাটা উঠে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন। তার আঙুল উপরের ভিনাইল টাইলগুলো আকড়ে ধরে রেখেছে। একটা টাইল হঠাৎ খুলে গেলে সুজান নিচের দিকে প্রায় পড়ে যেতে বসলো। সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে নিচের গ্যারাজের চলতি ট্রাকের উপরে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো। তার নামার ফলে যে শব্দ হলো সেটা হারিয়ে গেলো ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দের প্রচণ্ডতায়।

ট্রাকের উপরে চার হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো সে কিন্তু ট্রাকটা আঁচম্কা এগিয়ে গেলে তার শরীর স্থিতি জড়তার কারণে কিছুটা পিছলে গেলো। কিছু একটা ধররা চেষ্টা করলো সে, কিন্তু ট্রাকের উপরের অংশ খুবই মসৃণ। কিছুই ধরতে পারলো না। গ্যারেজের দরজাটা পেরোবার সময় সুজান একেবারে নিচু হয়ে সেটা এড়িয়ে যেতে পারলো। কিন্তু ট্রাকটা রাস্তায় উঠে এলে সুজান পেছনের দিক সরে গেলো, বেশ বেগ পেতে হলো নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে। তার এক পা ট্রাকের বাইরে চলে গেলো। ট্রাকের উপরের মসৃণ সমতলে দু'হাতে চেপে ধরে নিজের ভারসাম্য রাখলো সে। ট্রাকটা আরো দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করলে সুজান ট্রাকের ছাদ থেকে পিছলে সরে যেতে লাগলো আবার। ট্রাকের দু'পাশে থাকা ভেন্টিলেটরগুলোর একটায় এক হাতের আঙুল ঢুকিয়ে কোনো রকম নিজেকে আঁটকে রাখলো। তবে আচম্কা একটা ঝাকিতে ট্রাকের ছাদের মেঝেতে সজোরে

আঘাত ক'রে বসলো সুজানের নাক-মুখ। তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো সে, মাথাটা ঝিম ঝিম করতে শুরু করলো তার। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে বুঝতে পারলো তার নাক আর ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরছে। আশেপাশের বিল্ডিংগুলো দেখে এলাকাটা চিনতে পারলো। এটা হচ্ছে হে-মার্কেট। বুঝতে পারলো ট্রাকটার গন্তব্য লোগান বিমানবন্দর।

ট্রাফিক লাইটের কারণে ট্রাকটা কিছু দূর যাবার পর থামলো। ট্রাফিকটা বেশ দীর্ঘ। সুজান ট্রাক থেকে একটা ক্যাবের ছাদের উপরে নেমে পড়লো। তারপর আস্তে ক'রে ব'সে হুডের উপর পা রেখে মাথা নিচু ক'রে উইন্ডশিল্ড দিয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকালে লোকটা ভিমরি খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে নিষ্পলক চেয়ে রইলো তার দিকে। শক্ত ক'রে স্টিয়ারিং হুইলটা ধরে রেখেছে সে।

সুজান হুড থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে আশপাশে তাকিয়ে গাড়ির-ঘোড়ার মাঝ দিয়ে গভর্নমেন্ট সেন্টারের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো। ওদিকে ট্রাকের ড্রাইভার বুঝতে পেরে দরজা খুলে সুজানের দিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে কিছু বললো। কিন্তু তার পেছনে থাকা গাড়িগুলো থেকে অন্যান্য লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচিতে সে আবার নিজের আসনে ফিরে যেতে বাধ্য হলো।

এমন সময় বদলে গেলো ট্রাফিক বাতিটা।

ট্রাকটা নিয়ে সামনের দিকে এগোতে এগোতে সে ভাবলো তার এই গল্পটি কেউই বিশ্বাস করবে না।

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
বৃহস্পতিবার, রাত ৮টা ১০মিনিট

ছেঁড়াফাড়া আর জঘন্য নোংরা নার্সের ইউনিফর্মটা ছুরির মতো ঠাণ্ডাকে খুব একটা সামাল দিতে পারছে না। সত্তর ডিগ্ তাপমাত্রার সাথে পঁচিশ নট গতির দখিনা বাতাস কোথাও কোথাও তাপমাত্রা মাইনাস বিশ থেকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে ফেলছে। সুজান হে-মার্কেটের শাকসব্জির দোকানগুলোর সামনে দিয়ে দৌড়াচ্ছে। চেষ্টা করছে পথে পড়ে থাকা কার্ডবোর্ড বাক্সগুলো এড়াতে। জঞ্জালের স্তূপ তার দৌড়ানোতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এটা তাকে দিনের শুরু থেকে যে দুঃস্বপ্নটা সে পেরিয়ে এসেছে সেটাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বাম দিকে মোড় নিয়ে বাতাসের বিপক্ষে এগোতে লাগলো সে। তীব্র শীতে এখন কাঁপতে শুরু করেছে। তার উপর আর নিচের পাটির দাঁত একে ওপরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে, যেনো মোর্স কোডে গুরুত্বপূর্ন কোনো ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে। সিটি হল মলের সামনে আসতে পরিস্থিতিটা আরো খারাপ হয়ে গেলো। তার বাম দিকে সিটি হলের আধুনিক স্থাপত্যটি অন্ধকার ভেদ ক'রে মাথা উচিঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুজানের দরকার একটা টেলিফোন। কেমবৃজ স্টৃটে এসে দেখতে পেলো সেখানে কয়েকজন মানুষ নিচু হয়ে ঝুঁকে আছে। সুজান প্রথম পথচারী একজন মহিলার কাছে এসে দাঁড়ালো। আগন্তুক মাথা তুলে সুজানকে অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে দেখেই ভয় পেয়ে গেলো।

"আমার একটা কয়েন আর টেলিফোন দরকার," সুজান কাঁপতে থাকা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বললো।

মহিলা সুজানকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। পেছন দিকে আর না তাকিয়ে গটগট ক'রে সে চলে গেলো কোনো কথা না বলেই।

সুজান তার নার্সের ইউনিফর্মের দিকে তাকালো। এটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, মাটি মাখা এবং রক্তে ছড়াছড়ি। তার হাতটাও ময়লা লেগে পুরোপুরি কালো হয়ে গেছে। তার চুল এলোমেলো আর নোংরা। সে বুঝতে পারলো তাকে দেখতে একজন মানসিক রোগির মতোই লাগছে, যে কিনা পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে।

সুজান এবার একজন পুরুষ মানুষকে পাকড়াও ক'রে আগের বলা কথাটা পুণর্ব্যক্ত করলো। মানুষটা সুজানকে ভালো ক'রে দেখে নিয়ে পকেটে হাত দিয়ে কিছু খুচরো পয়সা সুজানের হাতে তুলে দিলো। লোকটার চোখে মুখে একই সাথে অবিশ্বাস, বিস্ময় আর আতংক।

সুজান খুচরো পয়সাগুলোর দিকে তাকালো। একটা কয়েনের চেয়ে অনেক বেশি।

"আমার মনে হয় ওখানে একটা ফোন আছে, বাম দিকের ডিনারের কাছে," লোকটা সুজানের দিকে তাকিয়ে বললো। "আপনি কি ঠিক আছেন?"

"ফোনটার কাছে পৌছাতে পারলে আমি ঠিক থাকবো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

ঠাণ্ডা আঙুলগুলো দিয়ে খুচরো পয়সাগুলো ধরে রাখতে সুজানের সমস্যা হলো। তার হাত এতোটাই অবশ হয়ে গেছে যে, সে হাতের তালুতে পয়সাগুলো পর্যন্ত অনুভব করতে পারছে না। কেমবৃজ স্ট্রিটটা ধরে ফোনবুথের দিকে পা বাড়ালো সে।

উষ্ণ আবহাওয়ার জায়গাটা সুজানের জন্য আর্শীবাদ স্বরূপ। সে ঢুকতেই কয়েকটা মুখ তাদের খাওয়া থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকালো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তারা তাদের কাজে মনোযোগ দিলো। এরকম বড় শহরে এ ধরণের অদ্ভুত জিনিস একেবারেই অভিনব নয়।

সুজান এক ধরণের অধৈর্যের মধ্যে আছে। তার চোখ লোকজনের মুখগুলো ভালো ক'রে দেখতে চেষ্টা করলো এদের মধ্যে কোনো শত্রু আছে কিনা। উষ্ণতা তার কাঁপুনি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সে দ্রুত বিশ্রামাগারের কাছে পে-ফোনটার দিকে এগোলো।

কয়েনগুলো ঢোকাতে তার খুব বেগ পেতে হলো। হাত দুটো সমানে কাঁপছে। বেশির ভাগ কয়েন মেঝেতে পড়ে গেলো। কিন্তু কেউই পড়ে যাওয়া কয়েনগুলো তুলে দেবার জন্যে এগিয়ে এলো না। মোটাসোটা ট্যাট্টুযুক্ত কাউন্টারের হোৎকা লোকটা আড়চোখে তাকে দেখলো কেবল। বোস্টনের রাস্তার লোকদের নিয়ে তার কোনো কৌতুহল নেই।

মেমোরিয়ালের অপারেটর উত্তর দিলো।

"আমি ডাঃ হুইলার, এক্ষুণি আমার ডাঃ স্টার্কের সাথে কথা বলা দরকার। এটা খুবই গুরুত্বপুর্ন। আপনার কি তার বাসার নাম্বারটা জানা আছে?"

"আমি দুঃখিত, আমরা ডাক্তারদের নাম্বার দিতে পারি না।"

"কিন্তু এটা খুবই গুরত্বপুর্ন," সুজান পাশের লোকগুলোর দিকে তাকালো। তার মনে একটা ক্ষীণ আশংকা কেউ তাকে জেরা করার জন্যে আসবে।

"আমি দুঃখিত, কিন্তু আমাদের ওভাবেই আদেশ দেয়া আছে। আপনি যদি আপনার নাম্বারটা জানান তাহলে আমরা ডাক্তারের নাম্বারটা দিতে পারি।"

সুজান উপরের দিকে তাকালো নাম্বারটা দেখার জন্য।

"৫২৩৮৭৮৭।"

ক্লিক্ ক'রে একটা শব্দ হলে সুজান ডিসকানেক্ট হওয়া রিসিভারটা রেখে দিলো। তার হাতে মাত্র একটা কয়েন আছে। সে ভাবলো গরম চা হয়তো এই অবস্থায়

তাকে সাহায্য করতে পারে। মেঝেতে পড়ে থাকা খুচরো পয়সাগুলো খুঁজতে গিয়ে একটা দশ পয়সার কয়েন খুঁজে পেলো। সে আরো খোঁজ করলো, কারণ সে জানে তার কাছে একটা পঁচিশ পয়সা ছিলো।

ঘুম ঘুম চোখের হোৎকা লোকটা কাউন্টার থেকে উঠে ফোনের দিকে চলে এলে সুজান তার দিকে মুখ তুলে তাকালো।

"প্লিজ। আমি একটা কলের জন্যে অপেক্ষা করছি। দয়া ক'রে কিছু সময়ের জন্য ফোনটা ব্যবহার করবেন না," সুজান উঠে দাঁড়িয়ে মিনতি ভরা কণ্ঠে হোৎকা মুখো লোকটাকে বললো।

"দুঃখিত, আপা, ফোনটা আমাকে করতেই হবে," লোকটা রিসিভার তুলে নিয়ে কয়েন ফেলতে উদ্যত হলো।

জীবনে এই প্রথম বার সুজান নিয়ন্ত্রণ হারালো। "না!" সে তার ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলে ডিনার করতে থাকা প্রতিটি লোকের মাথা ঘুরে গেলো তার দিকে। নিজের দৃঢ়তা বোঝানোর জন্য সুজান তার দুই হাত এক সাথে ক'রে আঙুলগুলো মুঠো করলো। তারপর দ্রুত মানুষটার হাতে আঘাত ক'রে বসলো। আর্শ্চযজনকভাবে এই আঘাতেই লোকটার হাত থেকে রিসিভার এবং কয়েন দুটোই পড়ে গেলো। তার হাত এখনও মুষ্টিবদ্ধ। সুজান এবার মানুষটার কপালে এবং নাকে আঘাত করলে বিস্মিত লোকটা হতচকিত হয়ে হোচট খেয়ে পড়ে গেলো। লোকটা উঠে বসলো আস্তে আস্তে। আকস্মিকতা আর দ্রুত আঘাত লোকটাকে এক মুহূর্তের জন্য বোবা-কালা করে দিয়েছে। সে এমনকি নড়তে চড়তেও পারছে না।

সুজান দ্রুত রিসিভারটা তুলে রাখলো। চোখ দুটো বন্ধ ক'রে আশা করতে লাগলো ফোনটা যেনো এক্ষুণি বেজে ওঠে।

ফোনটা বেজে উঠলো। ডাঃ স্টার্ক। সুজান চেষ্টা করলো তার কথাগুলো যেনো আশপাশের কেউ শুনতে না পায়। কিন্তু কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বুদবুদের মতো বেরোতে শুরু করলো।

"ডাঃ স্টার্ক, আমি সুজান হুইলার। আমি সব জেনে গেছি। সবই। এটা অবিশ্বাস্য, সত্যিই এটা অবিশ্বাস্য।"

"শান্ত হও, সুজান। তুমি সব জেনে গেছো বলতে কি বুঝাতে চাইছো?" স্টার্কের গলার স্বর আশ্বস্তজনক এবং খুবই শান্ত।

"আমি উদ্দেশ্যটা খুঁজে বের করেছি। এখন আমি প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য দুটোই জানি।"

"সুজান, তুমি হেয়ালি ক'রে কথা বলছো। ধাঁধার মতো শোনাচ্ছে তোমার কথা।"

"ওই কোমা রোগিগুলো। তারা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত জটিলতার শিকার হয় নি। সেগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়েছে। যখন আমি তালিকাটা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলাম তখন দেখতে পেয়েছিলাম সবগুলো ভিকটিমই টিসু-টাইপের।" সুজান একটু থামলো, মনে করার চেষ্টা করলো বেলোজের সাথে তার কথাগুলো। সে টিসু টাইপিংয়ের সংযোজন নিয়ে কথা বলেছিলো।

"বলে যাও, সুজান," ডাঃ স্টার্ক বললেন।

"বেশ, আমি এটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই নি। কিন্তু এখন আমি সেটা করছি। আমি এইমাত্র জেফারসন ইনস্টিটিউট থেকে এসেছি।"

জেফারসন ইনস্টিটিউটের নাম বলার পর সুজান সন্দেহগ্রস্তভাবে আশেপাশে ডিনার করতে থাকা লোকজনদের দিকে তাকালো। এখন অধিকাংশের চোখই তার দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু কেউ একটুও নড়ছে না।

"আমি জানি এটা শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু সত্যি হলো জেফারসন ইনস্টিটিউট মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাচার ক'রে থাকে। যেভাবে হোক এই লোকগুলো টিসু টাইপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অর্ডার পায়। তারপর তারা উপযুক্ত টিসু টাইপ পাওয়ার আশায় বোস্টনের হাসপাতালগুলোতে খোঁজ শুরু করে। যদি অপারেশনের জন্যে অপক্ষোরত কোনো রোগির সাথে টিসু-টাইপ মিলে যায়, তারা অ্যানেসথেসিয়ার সাথে শুধু একটুখানি কার্বন-মনো-অক্সাইড দেয়। আর যদি অপারেশনের রোগি না হয় তাহলে তার আই.ভি লাইনে সাকসিনাইলকোলাইন দেয়া হয়। এর ফলে ভিকটিমের অগ্র-মস্তিস্ক ধ্বংস হয়ে যায়। সে একজন জীবিত-মৃতদেহ হিসেবে থাকে। ক্লিনিক্যালি ডেথ হলেও তার অঙ্গগুলো বেঁচে থাকে। আর সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বের ক'রে নিয়ে যাওয়া হয় ওই কসাইদের ইনস্টিটিউট থেকে।"

"সুজান, এটা একটা অবিশ্বাস্য গল্প," স্টার্ক বললেন। তার গলা শুনে মনে হচ্ছে তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছেন। "তুমি কি মনে করো, তুমি এটা প্রমাণ করতে পারবে?"

"এটাই একটা সমস্যা। ধরুন পুলিশকে বলা হলো জেফারসন ইনস্টিটিউটটা তল্লাশী করার জন্যে—কিন্তু তাদের হয়তো সব কিছু লুকিয়ে ফেলা কিংবা ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার মতো কোনো পরিকল্পনা আছে। জায়গাটা মুখোশের আড়ালে আবৃত একটি ইনটেনসিভ কেয়ার হাসপাতাল। তাছাড়া কার্বন মনো-অক্সাইড এবং সাকসিনাইলকোলাইন উভয়েই মানুষের শরীরে খুব দ্রুত মিশে যায় কোনো রকম নিদর্শন না রেখেই। এই অর্গানাইজেশনের আড়ালে যে অপরাধী চক্র সক্রিয় সেটা ভেঙে দেয়ার একমাত্র উপায় হলো আপনার মতো একজন মানুষ কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওখানে আচমকা একটা রেইড দেবার ব্যবস্থা করা।"

"আইডিয়াটা ভালোই," স্টার্ক বললেন। "কিন্তু আমি তোমার মুখ থেকে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সব কিছু শুনতে চাই। শুনতে চাই কিভাবে তুমি পুরো ব্যাপারটি জানতে পারলে। তুমি কি এখন কোনো বিপদের মধ্যে আছো? আমি এসে তোমাকে তুলে নিতে পারি।"

"না, আমি ঠিক আছি," সুজান বললো, চকিতে ডিনার করা লোকগুলোর দিকে তাকালো। "তার চেয়ে বরং আমি আপনার সাথে কোথাও দেখা করি। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসতে পারবো।"

"চমৎকার। মেমোরিয়ালে আমার অফিসে চলে এসো। আমি খুব তাড়াতাড়িই চলে যাবো।"

"আমি আসছি।" সুজান ফোনটা রেখে দিতে উদ্যত হলো।

"সুজান, আরেকটা কথা। তুমি যেটা বলছো সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো এসব কথা গোপন রাখাটা খুবই গুরুত্বপুর্ন। কাউকে কিছুই বোলো না, যতোক্ষণ না আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে।"

"আমিও আপনার সাথে একমত। আপনার সাথে কয়েক মিনিট পরেই দেখা হচ্ছে তাহলে।"

রিসিভার রেখে দিয়ে সুজান একটা ক্যাব কোম্পানিতে ফোন করলো। তার কাছে থাকা শেষ কয়েনটা খরচ ক'রে ফেললো একটা ক্যাবকে অর্ডার দিতে গিয়ে। সে নিজেকে শার্লি ওয়ালটন হিসেবে পরিচয় দিলো। ক্যাব কোম্পানি জানালো দশ মিনিটেই এসে পড়বে একটা ক্যাব।

ডাঃ হাওয়ার্ড স্টার্ক থাকেন বোস্টনের ওয়েস্টন এলাকায় যেখানে বেশিরভাগ মেডিকেল ডাক্তারের বসবাস। তার বিশাল বাড়িতে রয়েছে একটা ভিক্টোরিয়ান লাইব্রেরি। সুজানের সাথে কথা বলার পর তিনি তার ডেস্কের উপর রাখা ফোনের রিসিভারটা রেখে দিলেন। তারপর ডান হাতের কাছে ড্রয়ারটা টেনে বের ক'রে আরেকটা ফোন বের করলেন। এই ফোনটা নিরাপদ লাইনের একটি ফোন। এর সাথে অন্য কোনো লাইন টেনে আঁড়িপাতা সম্ভব নয়। স্টার্ককে না জানিয়ে এই লাইনে আঁড়িপাতা যাবে না। তিনি দ্রুত ডায়াল করলেন।

জেফারসন ইনস্টিটিউটের কন্ট্রোল রুমে একজন পরিপাটি আর শক্তসামর্থ্য মানুষ বাজতে থাকা টেলিফোনটার কাছে পৌছালো।

"উইলটন," স্টার্ক নিজের রাগ কিছুটা চাপা দিয়ে চাপা স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "তুমি তো দেখছি একেবারে অকর্মের ঢেঁকি। একটা অল্প বয়স্ক, নিরস্ত্র মেয়ে দূর্গের মতো সুরক্ষিত তোমাদের বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়তে পারলো! আমি বুঝতে পারছি না,

মেয়েটা তোমার হাত থেকে কিভাবে ফস্‌কে বের হয়ে যেতে পারলো। আমি মেয়েটা সমন্ধে তোমাকে কয়েক দিন আগেই সর্তক ক'রে দিয়েছিলাম।"

"দুশ্চিন্তা করো না, স্টার্ক। আমরা তাকে খুঁজে বের করতে পারবো। সে আমাদের ভবনের কার্নিশে আছে এখন, আমি নিশ্চিত সে আবার বিল্ডিংয়ের দিকে ফিরে আসবে। সমস্ত দরজা বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে। আমি দশজন লোক নিযুক্ত করেছি ওকে খুঁজে বের করার জন্যে। দুশ্চিন্তা করো না।"

"দুশ্চিন্তা করবো না!" গর্জে উঠলেন স্টার্ক। "বেশ, এবার আমার কথা শোনো। সে এইমাত্র আমার সাথে ফোনে কথা বলেছে। আমাদের সমস্ত কাজকারবার সে জেনে গেছে। মেয়েটা এখন বাইরে আছে, বানচোত।"

"বাইরে! অসম্ভব!"

"অসম্ভব! এটা কি ধরণের মন্তব্য? আমি বললাম না সে আমাকে ফোন করেছে। তুমি কি মনে করো, সে তোমাদের ওখানকার কোনো ফোন ব্যবহার করেছে? হায় ঈশ্বর! উইলটন, তোমরা ওকে সামলাতে পারলে না কেন?"

"আমরা চেষ্টা করেছি। মনে হচ্ছে সে আমাদের খুবই করিৎকর্মা একজন ঘাতকের হাত ফস্‌কে বের হয়ে গেছে। যে পঙ্গু লোকটা ওয়াল্টারকে শেষ করেছিলো তার কথা বলছি।"

"ঈশ্বর, সেটা তো অন্য ব্যাপার ছিলো। তুমি তাকে হত্যা না ক'রে আত্মহত্যার নাটক সাজাতে গিয়েছিলে কেন?"

"তোমার ভালোর জন্যেই করেছি। আরে, তোমার ওখানেই তো ঔষুধগুলো পাওয়া গেছে, আর এই কথাটা কেবল ঐ বুড়ো ওয়াল্টারই জানতো। আমি বলতে চাইছি, তুমি এ নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলে, এটা কর্তৃপক্ষের কাছে চলে গেলে কোনো তদন্তকারীর হাতে পড়বে ব'লে আশংকার মধ্যে ছিলে, ছিলে না? তুমি শুধু ওয়াল্টারের হাত থেকেই বাঁচো নি, আমরা তাকে সেই ঔষুধগুলোসুদ্ধ সরিয়ে দিয়েছি।"

"বেশ, এই সব ব্যাপার স্যাপার জেনে আমার মনে হচ্ছে এখন সময় এসেছে এই অপারেশনটা শেষ করার। তুমি কি বুঝতে পেরেছো, উইলটন?"

"তাহলে বিখ্যাত ডাক্তার সাহেব এখন এসব থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছেন, তাই না? এই তিন বছরের মধ্যে প্রথম একটা তুচ্ছ সমস্যার উদ্ভব হতেই তুমি বেরিয়ে যেতে চাইছো। তুমি গোটা হাসপাতালটা পুণরায় তৈরি ক'রে করায়ত্ত করার জন্যে সব টাকাই পেয়েছো। তারপর সেখানকার সার্জারি বিভাগের প্রধান পদটি বাগিয়ে নিয়েছো। আর এখন কিনা চাইছো আমাদের এই বিপদে রেখে বেরিয়ে যেতে। বেশ, এখন আমাকে কিছু বলতে দাও, স্টার্ক, এমন কিছু যেটা তোমার মেনে নিতে বেশ কষ্টই হবে। এখন থেকে তুমি আর কোনো রকম আদেশ দিতে

পারবে না। এখন তুমি কেবল আদেশ অনুসরণ করবে। আর প্রথম আদেশটাই হলো, এই মেয়েটাকে ঝেড়ে ফেলো।"

স্টার্ক বুঝতে পারলেন তিনি একটা ডিসকানেক্ট ফোন ধরে রেখেছেন। ফোনটা আছাড় মেরে ড্রয়ারে রেখে দিলেন তিনি। রাগে কাঁপছেন। কোনো রকম নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলে আস্তে আস্তে তার রাগটা কমে আসলো। রাগে কখনও কোনো কিছুর সমাধান হয় না। স্টার্ক এটা জানেন। এখন তাকে তার বিশ্লেষাণাত্মক ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হবে। উইলটন ঠিকই বলেছে। সুজানই তার এই তিন বছরের সমৃদ্ধ জীবনে প্রথম সমস্যার সৃষ্টি করেছে। স্টার্কের বন্য স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়েছে। এখন এটাকে অব্যহত রাখতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এটা দাবি করে। সুজানকে সরিয়ে দিতে হবে। সেটা নিশ্চিত। কিন্তু এটা এমনভাবে ঘটাতে হবে যাতে কারো সন্দেহের উদ্রেক না করে, অথবা কোনো চিহ্ন না থাকে। বিশেষ ক'রে হ্যারিস এবং নেলসনের মতো নিচু-মনের মানুষের কাছ থেকে যাদের স্টার্কের মতো কোনো তীক্ষ্ম দৃষ্টি নেই।

স্টার্ক তার বিশাল ডেস্কের পেছন থেকে উঠে বুক শেলভের কাছে গেলেন। তিনি এখন গভীর ভাবনায় ডুবে আছেন। ডিকেন্সের একটা বই আনমনে হাতে তুলে নিতেই হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধিটা এলে সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে হাসি ফুঁটে উঠলো।

"সুন্দর...খুবই যথার্থ," জোরে জোরে বললেন তিনি। হাসতে লাগলেন তিনি, তার রাগ এরই মধ্যে উধাও হয়ে গেছে।

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
বৃহস্পতিবার, রাত ৮টা ৪৭মিনিট

সুজান ক্যাব থেকে বেরিয়ে কোনো টাকা-পয়সা না দিয়েই মেমোরিয়ালে ঢুকে পড়লো। তার কাছে কোনো টাকা নেই, আর কোনো রকম তর্কাতর্কি করার ইচ্ছেও তার নেই। ড্রাইভারও ক্যাব থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসলো সাথে সাথে, রেগেমেগে চিৎকার ক'রে কিছু বললো। একজন গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, কিন্তু সুজান এর মধ্যেই প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে পড়েছে।

প্রধান হলে এসে সুজান হাটার গতি কমালো। পথে বেলোজকে দেখে সে হতাশ হয়ে পড়লো। বেলোজও একই গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে। সুজান বেলোজের মনোযোগ কাড়ার চেষ্টা করবে কিনা সেটা ভেবে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে করতে বেলোজের পেছন পেছন চলতে লাগলো। সে ভাবলো বেলোজ তার কাছে কোমা রোগিদের টিস্যু টাইপের ব্যাপারটা কম গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে। এ সব অপরাধের সঙ্গে বেলোজের জড়িত থাকার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া তার মনে পড়ে যায় স্টার্ক বলে দিয়েছেন কারো সাথে এ নিয়ে যেনো কথা না বলা হয়। সুতরাং যখন তারা করিডোরের মোড়ে এসে পড়লো সুজান বেলোজকে জরুরি বিভাগের দিকে যেতে দিয়ে নিজে চলে এলো বেয়ার্ড এলিভেটরের দিকে। এলিভেটরের সামনে একজন অপেক্ষা করছে। সুজান উঠেই ১০ নাম্বার বোতামটা চেপে দিলো।

সুজানের চোখ এলিভেটরের বন্ধ হতে থাকা দরজার দিকে নিবদ্ধ। একেবারে শেষ মুহূর্তে একটা হাত দরজাটা ধরে থামিয়ে দিলে সুজান একজন গার্ডকে দেখতে পেলো।

"আমার আপনার সাথে একটু কথা আছে, মিস্," গার্ড বললো। এখনও দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। সুজান আবারো 'দরজা বন্ধ' বাটনে চাপ দিলো।

"দয়া ক'রে এলিভেটরটা থামান।"

"কিন্তু আমার ভয়ানক তাড়া আছে। এটা খুবই ইমার্জেন্সি।"

"ইমার্জেন্সি রুম তো এই তলাতেই, মিস্।"

সুজান অনিচ্ছা সত্ত্বেও গার্ডের কথা মতো এলিভেটর থেকে নেমে বেরিয়ে এলে এলিভেটরটা উপরের দশ তলার দিকে কোনো লোকজন ছাড়াই চলে গেলো।

"আমি এই ইমার্জেন্সির কথা বলছি না, জরুরি প্রয়োজনের কথা বলছি," সুজান বললো।

"এতোটাই জরুরি যে, আপনি আপনার ট্যাক্সি ক্যাবের ভাড়া না দিয়েই চলে এসেছেন?" গার্ডের কণ্ঠস্বরে একই সাথে সর্তকতা এবং ভর্ৎসনার সুর। সুজানের ভাবভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা সত্যিই জরুরি।

"তার আর কোম্পানির নাম লিখে রাখুন। আমি এটার ভাড়া পরে মিটিয়ে দেবো। দেখুন, আমি এখানকার তৃতীয় বর্ষের একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট। আমার নাম সুজান হুইলার। এই মুহূর্তে আমার হাতে কোনো সময় নেই।"

"আপনি এই সময়ে কোথায় যাচ্ছেন?" গার্ডের কণ্ঠ এবার একটু আন্তরিক শোনালো।

"বেয়ার্ড ১০-এ। আমার একজন ডাক্তারের সাথে মিটিং আছে। আমাকে যেতে হবে," সুজান এলিভেটরের নিচে নামার বাটনে চাপ দিলো।

"কার সাথে?"

"হাওয়ার্ড স্টার্ক। আপনি তাকে ফোন ক'রে জেনে নিতে পারেন।"

গার্ড দ্বিধান্বিত, সন্দেহগ্রস্ত। "ঠিক আছে। কিন্তু আপনি নামার সময় সিকিউরিটি অফিসে একটু দেখা ক'রে যাবেন।"

"অবশ্যই।"

ঠিক তক্ষুণি এলিভেটরটা নেমে এলে সুজান কয়েকজন বেরোতে থাকা যাত্রিকে ঠেলে তাতে ঢুকে পড়লে ধাক্কা খাওয়া যাত্রিরা তার দিকে কৌতূহলের চোখে তাকালো।

আগের দিনে সে যেমনটি দেখেছিলো তার তুলনায় করিডোরের পরিবেশ এখন একেবারে আলাদা। টাইপরাইটারগুলো চলছে না। রোগিরা সব চলে গেছে। মেঝেটা যেনো কোনো মর্গের বারান্দা। সে যখন নিরাপদে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন মোটা কার্পেট তার দ্বিধান্বিত পদক্ষেপগুলো শুষে নিচ্ছে যেনো। একমাত্র আলো আসছে হলের মাঝামাঝি একটা টেবিল ল্যাম্প থেকে। নিউইয়র্কার ম্যাগাজিনগুলো গুছিয়ে রাখা হয়েছে ঠিক তার পাশেই। মেমোরিয়ালের আগের দিনের সার্জনদের প্রতিকৃতিগুলো বেগুনি ছায়ার মধ্যে ভৌতিক প্রতিমূর্তি হয়ে ভয় দেখাচ্ছে।

সুজান স্টার্কের অফিসের সামনে চলে এলো। এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগলো সে। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলো। নক্ করতে গিয়েও নক্ করলো না। দরজার হাতলে হাত রাখতেই বুঝতে পারলো দরজাটা খোলা। স্টার্কের সেক্রেটারির রুমটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু স্টার্কের প্রাইভেট অফিসের দরজা একটু খোলা, আলো আসছে ভেতর থেকে। সুজান দরজা ঠেলে ভেতরে পা বাড়াতেই দরজাটা সাথে সাথে তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক আতংকে প্রতিক্রিয়া দেখালো সুজান। ঘুরে নিজের আক্রমণকারীকে দেখেই সে নিজের চিৎকারটা দমাতে সমর্থ হলো।

স্টার্ক দরজাটা লক্ ক'রে দিলেন। সুজানের পেছনে আছেন তিনি।

"দুঃখিত, এই অতি নাটকীয়তার জন্য, কিন্তু আমি মনে করি আমাদের কথোপকথনের মধ্যে আর কারো বাঁধা দেয়া উচিত নয়," তিনি হাসলেন। "সুজান,

তুমি কখনওই জানবে না আমি তোমাকে দেখে কতোটা খুশি হয়েছি। তুমি আমাকে সেইসব অভিজ্ঞতার কথা বলো। তুমি কল করার পর আমি আসলে নিজেই তোমাকে তুলে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার নয়, তুমি এখানে নিরাপদে পৌঁছেছো, সেটাই আসল কথা। তুমি কি মনে করো, তোমাকে অনুসরণ করা হয়েছে?"

সুজানের লড়াকু মনোভাব উধাও হয়ে গেলে তার হৃদপিণ্ডের গতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো। সে ঢোক গিললো। "আমার মনে হয় না কেউ অনুসরণ করেছে। তবে আমি নিশ্চিত নই।"

"আসো, বসো। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছো," স্টার্ক সুজানের হাত ধরে তাকে তার ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো। "মনে হচ্ছে তোমার একটু স্কচ দরকার হতে পারে।"

সুজান ভয়ানকভাবে ক্লান্তি বোধ করছে মানসিক, শারীরিক এবং আবেগগত দিক থেকে। সে শব্দ ক'রে কোনো উত্তর দিতে পারছে না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো। চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেলো সে।

"তুমি আসলেই বিস্ময়কর একটি মেয়ে," তার রুমের ভেতর ছোটো বার কেবিনেটের দিকে হেটে যেতে স্টার্ক বললেন।

"আমার তা মনে হয় না," সুজান জবাবে বললো। তার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি ফুঁটে উঠছে। "আমি কেবল অন্ধের মতো একটা বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়েছি।"

স্টার্ক শিভাস রিগ্যালের একটা বোতল তুলে নিলেন। তিনি সর্তকতার সাথে দু'পাত্রে পানীয় ঢেলে সেগুলো ডেস্কের কাছে নিয়ে এসে সুজানের হাতে একটা তুলে দিলেন।

"আমি মনে করি তুমি অনেক বেশি বিনয়ী," স্টার্ক তার ডেস্কে বসে পড়লেন। তার দৃষ্টি সুজানের দিকে নিবদ্ধ। "তুমি আঘাত পাও নি তো? পেয়েছো কি?"

সুজান মাথা নেড়ে অন্যমনস্কভাবে পানীয়ের গ্লাসটা নাড়াতে লাগলো যাতে বরফগুলো দ্রুত গলে যায়। নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করলো সে। আলস্যে একটা হাই তুলে বড় একটা চুমুক দিলো।

"এখন সংক্ষেপে বলো, সুজান। আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছি আমরা ঠিক কোথায় আছি। আমরা কথা বলার পর তুমি কি অন্য কারোর সাথে কথা বলেছো?"

"না," আরেকটা চুমুক দিতে দিতে সুজান বললো।

"ভালো। খুবই ভালো," স্টার্ক থামলেন, লক্ষ্য করলেন সুজান তার পানীয়তে চুমুক দিচ্ছে। "তুমি ছাড়া অন্য কারোর কি এই বিষয়টা সম্পর্কে কোনো রকম ধারণা আছে?"

"না , কারোরই কোনো ধারণা নেই।"

স্কচ সুজানকে ভেতরে ভেতরে উষ্ণ ক'রে তুলছে। ভেতরে ভেতরে একটু শীতলতা অনুভব করলো সে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থেকে ধীর হতে শুরু করেছে। গ্লাসের ভেতর দিয়ে স্টার্ককে সে দেখছে এখন।

"ঠিক আছে, সুজান, এখন বলো কেন তুমি মনে করলে জেফারসন ইনস্টিটিউট মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চোরাচালানের সাথে জড়িত?"

"আমি তাদের কথোপকথন শুনেছি। এমনকি নিজের চোখে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাক্সে ভরে নিতেও দেখেছি।"

"কিন্তু সুজান, একজন হাসপাতালের লোক হিসেবে এটা আমার কাছে কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছে না। কোমায় চলে যাওয়া এবং পরবর্তিতে মারা যায় এমন রোগিরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের সবচাইতে বড় উৎস।"

"সেটা হয়তো সত্য। কিন্তু সমস্যাটা হলো, এইসব লোকেরা আড়ালে থেকে রোগিকে কোমা অবস্থায় নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে। তাছাড়া তারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিক্রি ক'রে টাকা কামাই করছে। খুবই মোটা অংকের টাকা।"

সুজান অনুভব করলো তার চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। সে জোর ক'রে চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করলো। আরো টের পাচ্ছে একটা অসাড় অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। সে জানে সে খুব ক্লান্ত। নিজেকে চেয়ারে সোজা ক'রে রাখার চেষ্টা করলো। আরেক চুমুক পানীয় নিয়ে সে ডি'এমব্রোসিও সমন্ধে না ভাবার চেষ্টা করলো।

"সুজান, তুমি আসলেই বিস্ময়কর। আমি বলতে চাইছি, তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে খুব অল্প সময়েই ওই জায়গায় যেতে পেরেছো। তুমি কিভাবে এসব এতো সহজে জানতে পারলে?"

"আমি সিটি হল থেকে ফ্লোর-প্ল্যানটা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে অপারেশন রুমের চিহ্ন দেয়া আছে। অথচ যে মেয়েটা আমাকে চারদিক ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলো সে বললো তাদের ওখানে নাকি কোনো অপারেটিং রুম নেই। সুতরাং আমি সেগুলো নিজেই খুঁজে বের ক'রে নিলাম। তারপর এটা আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেলো। ভয়ংকরভাবেই পরিস্কার।"

"বুঝতে পেরেছি। খুব চালাক তুমি," স্টার্ক সুজানের দিকে প্রশংসাসূচকভাবে মাথা ঝাঁকালেন। "আর তারপর তারা তোমাকে কোনো রকম বাঁধা না দিয়েই বেরিয়ে যেতে দিলো। আমি অনুমাণ করতে পারি তারা তোমাকে ওখানে রেখে দিতেই বেশি পছন্দ করতো," তিনি আবার হাসলেন।

"আমি ভাগ্যবান। অসাধারণভাবেই ভাগ্যবান। ট্রাকে ক'রে একটা হৃদপিণ্ড আর কিডনি লোগান বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবার সময় ঐ ট্রাকের ছাদে উঠে ওখান থেকে বের হয়ে এসেছি আমি।" সুজান নিজের ঝিমুনি ভাবটা স্টার্কের কাছ থেকে লুকানোর চেষ্টা করলো। সে খুবই ক্লান্ত বোধ করছে। খুবই ক্লান্ত।

"গোটা ব্যাপারটাই দেখছি খুব ইন্টারেস্টিং, সুজান, সম্ভবত এইসব তথ্যই আমার দরকার। কিন্তু...তোমাকে প্রশংসা না ক'রে পারছি না। তোমার গত কয়েক দিনের কর্মকাণ্ড চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে। তবে আমাকে আরো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। আমাকে বলো..." স্টার্ক তার দুই হাত এক সাথে রেখে চেয়ারটা ঘুরিয়ে ফেললেন যাতে ক'রে তিনি জানালা দিয়ে হারবারের কালো জলরাশি দেখতে পান। "তোমার এই অসাধারণ অপারেশন, যেটা তুমি খুব চতুরতার সাথে উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছো, এর অন্য আরেকটা কারণের কথা কি তুমি ভাবতে পারো?"

"আপনি বলতে চাইছেন, টাকার চেয়ে অন্য কিছু?"

"হ্যা, টাকার চেয়ে অন্য কিছু।"

"তো, আপনি জীবিত দেখতে চাচ্ছেন না এমন একজনকে সরিয়ে দেবার জন্যে এটা একটা ভালো উপায় হতে পারে। সোজা কথায় পথের কাটা পরিস্কার করা।"

স্টার্ক অসংযতভাবে হেসে ফেললেন। অথবা বলা যায় সুজানের কাছে তেমনটি মনে হলো। "না, আমি বলতে চাইছি, সত্যিকারের সুবিধা পাওয়ার কথা। তুমি কি অন্য কোনো সুবিধার কথা ভাবতে পারো যেটা অর্থনৈতিক সংক্রান্ত নয়?"

"আমি বুঝি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর গ্রহীতারা একটা নির্দিষ্ট সুবিধা পায়, যদিও তারা জানে না কিভাবে এই সব অঙ্গগুলো যোগাড় করা হয়েছে।"

"আমি বলতে চাইছি সাধারণ কোনো সুবিধার কথা। সমাজের কোনো সুবিধা।"

সুজান আবার ভাবতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যেতে চাচ্ছে। সে আবার উঠে দাঁড়ালো। উপকার? সে স্টার্কের দিকে তাকালো। এই সব কথোপকথনের অর্থ কেমন জানি গুলিয়ে যাচ্ছে, অদ্ভুত বলে ঠেকছে তার কাছে। "ডাঃ স্টার্ক, আমার মনে হয় না এখন এসব নিয়ে কথা বলার সময়..."

"আরে সুজান। চেষ্টা করো। তুমি একটা অভুতপূর্ব কাজ করেছো। পর্দার অন্তরালে থাকা একটি বিষয় তুলে এনেছো। ভাবতে চেষ্টা করো। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ন।"

"আমি পারছি না। এটা এমন ভয়ানক ব্যাপার যে, আমি এমন কি সুবিধার কথাটা ভাবতেও পারছি না," সুজানের নিজের হাত দুটো ভারি অনুভূত হচ্ছে। সে মাথা ঝাঁকালো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে ভাবলো সে হয়তো প্রকৃতপক্ষে ঘুমিয়েই পড়ছে।

"বেশ, তাহলে আমি একটু অবাকই হলাম। যে বুদ্ধিমত্তা তুমি বিগত কয়েকটা দিনে প্রয়োগ করেছো, আমি মনে করি তুমি হাতে গোনা কয়েকজনের একজন যার উচিত অন্য দিকটাও ভেবে দেখা।"

"অন্য দিক?" সুজান তার চোখ শক্ত ক'রে বন্ধ ক'রে আবার খুলে ফেললো, আশা করলো সেগুলো খোলাই থাকবে।

"ঠিক তাই," স্টার্ক সুজানের দিকে ফিরলেন। ডেস্কের উপর হাত রেখে সামনে ঝুঁকে পড়লেন। "কোনো কোনো সময় এমন পরিস্থিতিও হয়...কি বলবো...সাধারণ লোকজন দীর্ঘ মেয়াদী কোনো সুবিধার ব্যাপারটা বুঝতেই পারে না। সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র সাময়িক প্রয়োজন এবং নিজের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে।" স্টার্ক উঠে দাঁড়ালেন। কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের বিশাল মেডিকেল কমপ্লেক্সের দিকে তাকালেন তিনি যেটা তৈরিতে তিনি সাহায্য করেছেন।

সুজান অনুভব করলো নড়াচড়ার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলছে সে। এখন সে অনড়, এমনকি তার মাথা ঘুরানোও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে জ্ঞানে সে ক্লান্ত কিন্তু কখনও নিজেকে এতোটা ভারি অনুভব করে নি। এতোটা অবসন্নতাও কখনও তার লাগে নি। তাছাড়া স্টার্ক মাঝে মধ্যেই দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে যেনো।

"সুজান," স্টার্ক হঠাৎ তার দিকে আবার মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো মেডিসিন দুনিয়া তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে সবচাইতে বড় আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যানেসথেসিয়ার আবিষ্কার, এ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার...পরবর্তি যুগান্তকারী আবিষ্কারের কাছে বিবর্ণ হয়ে যাবে। মানুষের রোগ প্রতিরোধের মেকানিজমের রহস্য প্রায় বের ক'রে ফেলতে যাচ্ছি আমরা। খুব শীঘ্রই আমরা সমস্ত মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে পারবো। ক্যান্সারের ভয় তখন অতীতের একটা বিষয় হয়ে যাবে। বংশগত রোগ, আঘাত...বিশাল একটা ক্ষেত্র।

"কিন্তু এই জাতীয় বড় বড় আবিষ্কার সহজে আসে না। আসে না কঠোর পরিশ্রম আর স্যাক্রিফাইস ছাড়া। কোনো মূল্য ছাড়া এটা তুমি আশা করতে পারো না। আমাদের দরকার প্রথম সারির একটি প্রতিষ্ঠান, যেমন এই মেমোরিয়াল এবং এর সুযোগ সুবিধাগুলো। তারপর আমাদের দরকার আমার মতো মানুষ, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো মানুষজনের, যারা সকল প্রকার বাঁধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে এগিয়ে যাবে। কি হতো যদি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তার নিজের দেহ কেঁটে না দেখতেন? কি হতো যদি কোপারনিকাস প্রচলিত আইন আর চার্চের মতবাদগুলোকে আঘাত না করতেন? তাহলে আজ আমরা কোথায় থাকতাম? বড় আবিষ্কারের জন্যে আমাদের এখন যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে তথ্য, নিখুঁত তথ্য। সুজান, এগুলো প্রশংসা করার মতো একটা মন তোমার আছে।"

তার মস্তিষ্কে যে অন্ধকার মেঘ জমেছে সেটা সত্ত্বেও সুজান বুঝতে আরম্ভ করেছে স্টার্ক আসলে কি বলছেন। সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু বুঝতে পারলো তার হাত তুলতে পারছে না, শুধু মদের গ্লাসটি মেঝেতে ফেলে দিতে সক্ষম হলো সে।

"তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি, সুজান? আমি মনে করি তুমি বুঝতে পেরেছো। আইনসিদ্ধ পদ্ধতিগুলো আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। হায় ঈশ্বর, একজন রোগি যখন প্রাণহীন জড় পদার্থে পরিণত হয় তখন তারা রোগিকে মৃত ঘোষণা করার মতো একটা সিদ্ধান্ত পর্যন্ত দিতে পারে না। এ রকম হাতবাঁধা অবস্থায় বিজ্ঞান কিভাবে এগিয়ে চলবে?

"এখন সুজান, আমি চাই তুমি সর্তকতার সাথে একটু ভাবো। আমি জানি এটা তোমার জন্য একটু কঠিন, বিশেষ ক'রে এই মুহূর্তে। কিন্তু চেষ্টা করো। আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই, আর এ ব্যাপারে তোমার মন্তব্যও জানতে চাই। তুমি একজন উজ্জ্বল মেধাবী, খুবই মেধাবী। তুমি নির্ঘাত এমন একজন...মানে শ্রেষ্ঠ শব্দটা একটু বেশি ক্লিশে শোনায়, কিন্তু তুমি জানো আমি কি বোঝাতে চাইছি। তোমাকে আমাদের দরকার। তোমার মতো মানুষের কথা বলছি। আমি তোমাকে বলতে চাইছি, যে লোকগুলো জেফারসন ইনস্টিটিউট চালায় তারা আমাদেরই লোক। তুমি কি বুঝতে পেরেছো, আমাদের লোক বলতে কি বুঝিয়েছি?"

স্টার্ক একটু থেমে সুজানের দিকে তাকালো। সে নিজের চোখ জোড়া খোলা রাখার জন্য সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছে। এটা তার সকল শক্তি নিঃশেষ ক'রে ফেলছে।

"এ ব্যাপারে তুমি কি বলবে, সুজান? তুমি কি সমাজ, বিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপকারের জন্য স্বেচ্ছায় তোমার মস্তিষ্ক উৎসর্গ করবে?"

সুজানের মুখের ভেতর থেকে কথা বের হলো, কিন্তু সেটা ফিসফিসানির মতো শোনালো। তার মুখ অভিব্যক্তিহীন। স্টার্ক সুজানের সামনে ঝুঁকে এলো শোনার জন্যে। তিনি তার মুখ নিয়ে এলেন সুজানের ঠোঁটের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে।

"আবার বলো সুজান। আবার বললে আমি শুনতে পারবো।"

সুজান কথা বলার জন্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছে। কথাটা আবারো ফিসফিসানির মতোই শোনালো। "বানচোত—" সুজানের মাথা পেছনের দিকে ঢলে পড়লো। তার মুখটা হা হয়ে দম নেবার চেষ্টা করছে এখন।

স্টার্ক সুজানের নিথর দেহের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। সুজানের অবাধ্যতা তাকে রাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তার রাগটা অবশেষে নিরাশায় পরিণত হলো। "সুজান, আমরা তোমার মস্তিষ্কটা ব্যবহার করতে পারতাম," স্টার্ক তার মাথা ধীরে ধীরে নাড়লেন। "তো এখনও সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে।"

স্টার্ক তার ফোনটা তুলে নিয়ে জরুরি বিভাগে ফোন করলেন। এডমিটিং রেসিডেন্টকে ডাকলেন তিনি।

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি,
বৃহস্পতিবার, রাত ১১টা ৫১মিনিট

মেমোরিয়ালের সার্জিক্যাল রেসিডেন্টের অন-কলের সুযোগ সুবিধা খুব বেশি নয়। এটার একটা বিছানা আছে, হাসপাতাল বেড হিসেবে। একটা ছোটো ডেস্ক, আর টিভি সেট, যাতে মাত্র দুটো স্টেশন ধরে তাও আবার ত্রুটিপূর্ণ ছবি ভেসে ওঠে তাতে। আর আছে ছেড়া এবং পুরেনো *পেন্থহাউজ* ম্যাগাজিন।

বেলোজ তার ডেস্কে ব'সে আছে, চেষ্টা করছে আমেরিকান জার্নাল থেকে সার্জারির উপর একটা আর্টিকেল পড়তে, কিন্তু মনোযোগ দিতে পারছে না। তার মন বিক্ষিপ্ত, বিশেষত তার বিবেক তাকে দংশন ক'রে যাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা আগে সুজানের হাবভাব দেখে সে খুবই ভাবনায় পড়ে গেছে। মেমোরিয়ালে প্রবেশ করার সময় বেলোজ তাকে দেখেছে। সে জানতো মেয়েটা তার পেছন পেছন আছে। আশা করেছিলো সুজান তাকে থামাবে। কিন্তু মেয়েটা যখন তা করলো না তখন তার কাছে সেটা খুবই বিস্ময়কর ব'লেই মনে হলো।

বেলোজ সুজানের দিকে সারাসরি তাকায় নি, কিন্তু তার বিবর্ণ চুল, রক্তমাখা এবং ছেঁড়াফাড়া পোশাকটি ঠিকই দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে, আবার একই সাথে অনুভব করেছে তাকে কিছু না বলাই ভালো। মেমোরিয়ালে তার চাকরিটা হুমকির মধ্যে আছে। সুজানের যদি মেডিকেল সাহায্যের দরকার হয় তো সে একেবারে ঠিক জায়গাতেই চলে এসেছে। আর তার যদি মানসিক সাহায্যের দরকার পড়ে তাহলে তার সাথে এই হাসপাতালের বাইরে কোথাও দেখা করাটাই বেশি মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু সুজান তাকে থামায় নি, এমন কি তাকে কিছু বলেও নি।

বেলোজ এখন জানতে পেরেছে সুজান স্টার্কের অধীনে একজন রোগি হিসেবে এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। স্টার্ক নিজেই কেসটা সামলাচ্ছেন। তার উর্ধতন সার্জিক্যাল রেসিডেন্টকে ডেকে পাঠালে বেলোজ আরো জানতে পেরেছে যে, সুজানকে একটা এ্যাপেনডেকটমি অপারেশন করার জন্য শিডিউল ঠিক করা হয়েছে। মনে হয় পুরোটাই কাকতালীয় কোনো ব্যাপার, কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে। স্টার্ক নিজেই অপারেশন করবে। প্রথমে বেলোজ ভেবেছিলো সে স্ক্রাব করার কাজটি করবে। তারপর তার কাণ্ডজ্ঞান তাকে জানিয়েছে সে সুজানকে অপারেশন রুমে তেমন সাহায্য করতে পারবে না, বরং হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। সুতরাং সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে একজন জুনিয়র রেসিডেন্টকে পাঠিয়ে বাইরে অপেক্ষা করবে।

বেলোজ তার ঘড়ি দেখলো। ইতিমধ্যেই মাঝ রাত হয়ে গেছে। সে জানে তারা সুজানের এ্যাপেনডেকটমি অপারেশনটা দশ মিনিটের মধ্যেই শুরু করতে

যাচ্ছে। জার্নাল আর্টিকেলে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু কিছু একটা তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। বেলোজ ঘোলা কাঁচের জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে রইলো, তারপরই ফোনটা তুলে নিয়ে জানতে চাইলো কোন্ রুমে অপারেশনটা হচ্ছে।

"৮ নাম্বারে, ডাঃ বেলোজ," অপারেশন রুমের ডিউটি নার্স জানালো তাকে।

বেলোজ ফোনটা নিচে নামিয়ে রাখলো। হাস্যকর। সুজান তাকে অক্সিজেন লাইনের সাথে একটা টি-ভালভ্ সমন্ধে বলেছিলো যেটা সে ৮ নাম্বার রুমেই খুঁজে পেয়েছিলো। আর এখন কিনা সে নিজেই ঐ রুমটাতে আছে, যেখানে এর আগে অনেক গড়বড় হয়েছে।

বেলোজ আবার তার ঘড়ি দেখে আচম্কা উঠে দাঁড়লো। ক্যাফেটেরিয়া থেকে মধ্যরাতের খাবার খেতে সে ভুলে গিয়েছে। সে খুবই ক্ষুধার্ত। নিজের জুতোগুলো পরে নিয়ে ক্যাফেটেরিয়ার দিকে পা বাড়ালেও টি-ভালভের ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকলো সে।

এলিভেটরে উঠে ক্যাফেটেরিয়ার দিকে রওনা হলেও মাঝপথে সে মত পরিবর্তন ক'রে দুই নাম্বার বোতামে চাপ দিলো। সুজানের সার্জারির সময় অক্সিজেন লাইনের টি-ভালভ্-এর ব্যাপারটা সে নিজেই দেখে আসবে। এটা নিবুর্দ্ধিতার কাজ হলেও সিদ্ধান্ত নিলো যাইহোক না কেন এটা সে করবে। অন্তুতপক্ষে এটা তার বিবেককে একটু স্বস্তি দেবে।

দৃষ্টি বিভ্রম জ্যামিতিক আকৃতি, রঙ আর গতি অন্ধকার ভেদ ক'রে উদ্ভাসিত হচ্ছে। ক্রমশ বাড়ছে সেগুলো। জ্যামিতিক আকৃতিগুলো একে অন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, পুণরায় একত্রিত হয়ে কোনো অর্থ ছাড়াই নানান আকৃতি লাভ করছে সেগুলো। অস্পষ্টভাবে কাঁচির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হওয়া একটা হাত দেখা যাচ্ছে। মেমোরিয়ালের অটোপ্সি রুমটা এবার শাব্দিক এবং ঘ্রানের দিক থেকে সত্যি সত্যি দৃশ্যমান হতে লাগলো। প্যাঁচানো সিড়িটা স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে। তারপর করিডোরটা যেনো ডি'এমব্রোসিও'র মর্ষকামি হাসিতে ভরে উঠলো, আস্তে আস্তে সেটা আরো কাছে চলে আসছে। আরো কাছে। কিন্তু ডি'এমব্রোসিওর মুখটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো, ঘুরতে ঘুরতে একটা গভীর খাদে পড়ে যেতে লাগলো সে। করিডোরটাও পেঁচিয়ে একটা কেলিডোস্কোপিক রূপ লাভ করলো।

অবশেষে সুজানের জ্ঞান ফিরে এলে সে বুঝতে পারলো একটা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে। করিডোরের সিলিং, যেটা চলছে। না, আসলে সে নিজেই চলছে। সুজান তার মাথা ঘোরাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার মনে হলো মাথাটা

যেনো হাজার পাউন্ড ওজনের। হাত নাড়াতে চেষ্টা করলো, সেগুলোও অবিশ্বাস্যভাবে ভারি বলেই মনে হচ্ছে। হাতটা শুধু কঁনুইয়ের কাছ থেকে উপরে তুলতেই তাকে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিতে হলো। সুজান চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। একটা করিডোর দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবার সে শব্দ শুনতে শুরু করলো। মানুষের কণ্ঠস্বর... কিন্তু সেগুলো দূর্বোধ্য। টের পাচ্ছে কেউ একজন তার হাত ধরে আছে। কিন্তু সে উঠে বসতে চায়। জানতে চায় সে এখন কোথায়। সে আরো জানতে চায় তার কি হয়েছে। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিলো? না, তাকে ড্রাগ দেয়া হয়েছে। হঠাৎ করেই সুজান সেটা বুঝতে পারলো। ড্রাগের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে চলছে সে। চেষ্টা করছে এটার থাবা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে। তার মন আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে শুরু করছে। সে এখন কণ্ঠস্বরগুলোও বুঝতে পারছে।

"তার জরুরি এ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন করা দরকার। খুব দ্রুত। আর সে একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট। আপনারা কি মনে করেন সে খুব জলদি দেখতে পাবার মতো জ্ঞান ফিরে পাবে?"

প্রথমটার তুলনায় গাঢ় আর গভির আরেকটা কণ্ঠস্বর বললো, "আমি জানতে পেরেছি সে আজ সকালে ডিনের অফিসে ফোন ক'রে তার অসুস্থতার কথা বলেছিলো, বোঝাই যাচ্ছে সে জানতো তার কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। হতে পারে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ার কথা ভেবে ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলো।"

"হতে পারে আপনার কথা ঠিক, কিন্তু টেস্ট ক'রে তো সেরকম কিছু পাওয়া যায় নি।"

সুজান কিছু বলার চেষ্টা করলো কিন্তু কোনো শব্দই তার কণ্ঠনালী দিয়ে বের হচ্ছে না। বুঝতে পারলো তার মাথাটা দু'পাশে নাড়াতে পারছে সে। ড্রাগটার প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যেতে শুরু করেছে। তারপরই এতোক্ষণ ধরে সমস্ত নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলে সুজান এলাকাটা চিনতে পারলো। সে এখন স্ক্রাব রুমে আছে। মাথাটা ডান দিকে কাত ক'রে স্ক্রাব সিঙ্কটাও দেখতে পেলো। একজন সার্জন স্ক্রাবিং করছে।

"একজন নাকি দু'জন সহকারি চাচ্ছেন, স্যার?" সুজানের পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর বললো।

স্ক্রাব সিঙ্কের মানুষটা ঘুরে দাঁড়ালেন। তিনি একটা হুড এবং মাস্ক পরে থাকলেও সুজান তাকে ঠিকই চিনতে পারলো। স্টার্ক।

"এরকম সাধারণ অপারেশনে একজনই যথেষ্ট। আমি এটা বিশ মিনিটেই ক'রে ফেলবো।"

"না, না," নিঃশব্দে সুজান কেঁদে কেঁদে বললো। কেবল কিছু বাতাস তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে এলো। এরপরই তাকে নিয়ে যাওয়া হলো অপারেটিং

রুমের দিকে। সে দেখতে পেলো দরজাটা খোলা হচ্ছে। দরজার উপরের নাম্বারটাও দেখা যাচ্ছে।

৮ নাম্বার রুম।

ড্রাগের প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ হতে চলেছে। এবার সুজান তার মাথা আর হাতটা উঁচু করতে পারলো। অপারেশন রুমের তীব্র আলোটা দেখতে পেলো সে। চোখ ঝলসানো আলো তার উপর আছড়ে পড়ছে। সে জানে সে উঠে বসতে পারবে... দৌড়াতেও পারবে।

শক্ত একটা হাত তার কোমর, গোড়ালি আর মাথাটা চেপে ধরে রেখেছে। টের পেলো কয়েকটা হাত তার শরীরের নীচে। তাকে তুলে অপারেটিং টেবিলে শুইয়ে দেয়া হলো এবার। সুজান কোনো কিছু আকড়ে ধরার জন্য তার বাম হাতটা তুলে একটা হাত আকড়ে ধরলো।

"প্লিজ...এটা করবেন না...আমি..." শব্দগুলো প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে তার গলা দিয়ে বেরোলো। মাথাটা খুব ভারি বোধ হওয়া সত্ত্বেও সে উঠে বসার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার কপালে শক্ত একটা হাত চাপ দিয়ে তার মাথাটা আবার নামিয়ে দিলো।

"দুশ্চিন্তা করো না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শুধু বড় বড় ক'রে একটু শ্বাস নাও।"

"না, না," সুজান বললো, তার কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে শক্তি ফিরে পাচ্ছে।

কিন্তু একটা অ্যানেসথেসিয়া মাস্ক তার মুখের উপর পরিয়ে দেয়া হলো। হঠাৎ তার ডান হাতে পিনের খোঁচা অনুভব করলো সে...একটা আই.ভি ইনজেকশন। তরলটা নিজের শিরায় টের পেলো সুজান। না। না। সে দু'পাশে তার মাথা নাড়ানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু একটা শক্তিশালী হাত তাকে ধরে রাখলো সজোরে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো মুখোশ পরা একটা মুখ। চোখ দুটো সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটা আই.ভি বোতল দেখতে পেলো যার মধ্যে বুদবুদ নেচে বেড়াচ্ছে। এবার দেখতে পেলো কেউ একজন আই.ভি লাইনে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

পেন্টাথাল!

"সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। জাস্ট রিলাক্স। বড় ক'রে শ্বাস নাও। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। জাস্ট রিলাক্স। বড় ক'রে শ্বাস নাও..."

রুম ৮-এ ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখের বারোটা ছত্রিশে অতিরিক্ত টেনশন বিরাজ করছে। জুনিয়র রেসিডেন্ট অপারেশন চলার সময় অস্বস্তিতে পড়ে গেলো। এমনকি হাত থেকে একটা আঙটা পড়ে গেলো তার, আর গিট বাঁধার সময় তালগোল পাকিয়ে ফেললো সে। স্টার্কের উপস্থিতি এবং তার সুনাম এই নতুন সার্জনকে

আরো বেশি ঘাবড়ে দিয়েছে। বিশেষ ক'রে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর কাজ শুরু হতেই এমনটি হচ্ছে।

অ্যানেসথেলজিস্ট তার রিপোর্ট লেখার পর দেখা গেলো তার হাতের লেখা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি হিজিবিজি। সে চাচ্ছে এই কেস্‌টা যতো জলদি সম্ভব শেষ করতে। কেসের মাঝামাঝি হঠাৎ ক'রে রোগির হৃদপিণ্ডের অসামঞ্জস্যতা তাকে পুরোপুরি ঘাবড়ে দিয়েছে। কিন্তু তারচেয়েও খারাপ অবস্থা হঠাৎ ক'রে অক্সিজেন লাইনের ভালভ্‌টা বন্ধ হয়ে যাওয়া। তার আট বছরের অ্যানেসথেলজিস্ট জীবনে এই প্রথমবার অক্সিজেন ভালভ্‌ বন্ধ হলো। সে সবুজ রঙের ইর্মাজেন্সি সিলিন্ডারটা নিয়ে এলো অক্সিজেন দেবার জন্যে। এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী যে, এই সিলিন্ডারের অক্সিজেনেই কাজ হবে। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা হলো সেটা খুবই ভীতিকর। সে জানে এই রোগিটি মরতে বসেছে।

"আর কতোক্ষণ?" অ্যানেসথেলজিস্ট টেবিলের ওপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে কলমটা নিচে নামিয়ে রাখলো সে।

স্টার্কের চোখ জোড়া ঘড়ি আর দরজার দিকে বার কয়েক ঘুরে ফিরে এলো অপারেশন টেবিলে। তিনি হতবুদ্ধিকর রেসিডেন্টের কাছ থেকে সবগুলো সুঁচ আর সূতা নিয়ে নিলেন। "বড়জোর আর পাঁচ মিনিট," নিজের দক্ষ হাতে একটা গিট বাঁধতে বাঁধতে স্টার্ক বললেন। তিনি নিজেও নার্ভাস আর এটা খুবই সঙ্গত, কারণ তিনি জানেন এসবের জন্যে তিনিই দায়ি। তার এও মনে হচ্ছে কিছু একটা গড়বড় হচ্ছে।

অক্সিজেনের ভালভ্‌টা বন্ধ হবার কথা নয়। তার মানে মেইন লাইনে অক্সিজনের চাপ শূন্যে নেমে গেছে। অপারেশন দলের মধ্যে একমাত্র স্টার্কই জানেন যে, রোগির হৃদপিণ্ডের অনিয়মের অর্থ হচ্ছে মেইন লাইন থেকে আসা অক্সিজেনের সাথে রোগি কার্বন মনোক্সাইড গ্রহণ করছে। কিন্তু সেই অক্সিজেন যখন বন্ধ হয়ে গেলো, তখন তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না সুজান পর্যাপ্ত পরিমাণে মৃত্যু-গ্যাস গ্রহণ করেছে কিনা।

ঠিক তখনই করিডোর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসলে সারকুলেটিং নার্স করিডোরে গিয়ে দেখে আসতে বাধ্য হলো। কিন্তু স্টার্ক জানেন শব্দটা উপর থেকে আসছে, সিলিংয়ের ফাঁকা জায়গা থেকে।

কিন্তু সেটাই সব নয়। স্টার্ক যখন ত্বকের শেষ সেলাই দিতে উদ্যত হবেন তখনই অপারেশন রুমের দরজার উপরের অংশের ছোট্ট জানালা দিয়ে করিডোরে কিছু হৈহল্লা দেখতে পেলেন। মনে হচ্ছে করিডোরটা লোকজনে ভর্তি। এই রাত বারোটা পয়ত্রিশে ব্যাপারটা একেবারেই অস্বাভাবিক।

স্টার্ক চামড়ার শেষ সেলাইটি সম্পন্ন ক'রে সূঁচটা যন্ত্রপাতির ট্রেতে ফেলে দিতেই অপারেশন রুমের দরজা সজোরে খুলে গেলো। স্টার্ক দেখলেন কমপক্ষে চারজন লোক রুমের ভেতর হুরমুর ক'রে ঢুকে পড়ছে। তাদের মধ্যে আছে মার্ক বেলোজ।

হঠাৎ এসে পড়া এইসব অভ্যাগতদের পরনে রয়েছে সার্জিক্যাল গাউন। কিন্তু স্টার্কের নাড়ির স্পন্দন বেড়ে গেলো যখন তিনি বুঝতে পারলেন অধিকাংশই পুলিশের নিল ইউনিফর্মের উপর সার্জিক্যাল গাউন পরে আছে। মৃত্যুর মতো এক নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়লো অপারেশন রুমে। কিন্তু স্টার্ক যখন অপারেশন টেবিল থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, বুঝতে পারলেন বড় রকমের কোনো সমস্যা হয়েছে। বিশাল একটা সমস্যা।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রি সুজান হুইলার বোস্টন মেমোরিয়াল হাসপাতালে প্রথম কর্ম দিবসেই জড়িয়ে পড়ে একটি ঘটনার সাথে। সাহসী আর ব্যতিক্রমী সুজান একা একা সেই সমস্যার সমাধান করার জন্যে মাঠে নামতেই অজ্ঞাত একদল লোক তাকে বিরত রাখতে মরিয়া হয়ে ওঠে। সমস্ত হুমকি আর মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে সুজান যখন সেই চক্রের নাগাল পেয়ে যায় তখনই ঘটে অভাবিত এক ঘটনা।

সুজান হুইলার কি নিজেই সেই চক্রের শিকার হবে, নাকি সমস্ত রহস্য উঘাটন করতে সফল হবে—এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে পাঠক মুখোমুখি হবেন মেডিকেল থৃলারের জনক রবিন কুক'র কালজয়ী থৃলার *কোমা*'র ভয়ঙ্কর আর শিহরণ জাগানো এক গল্পের সাথে।

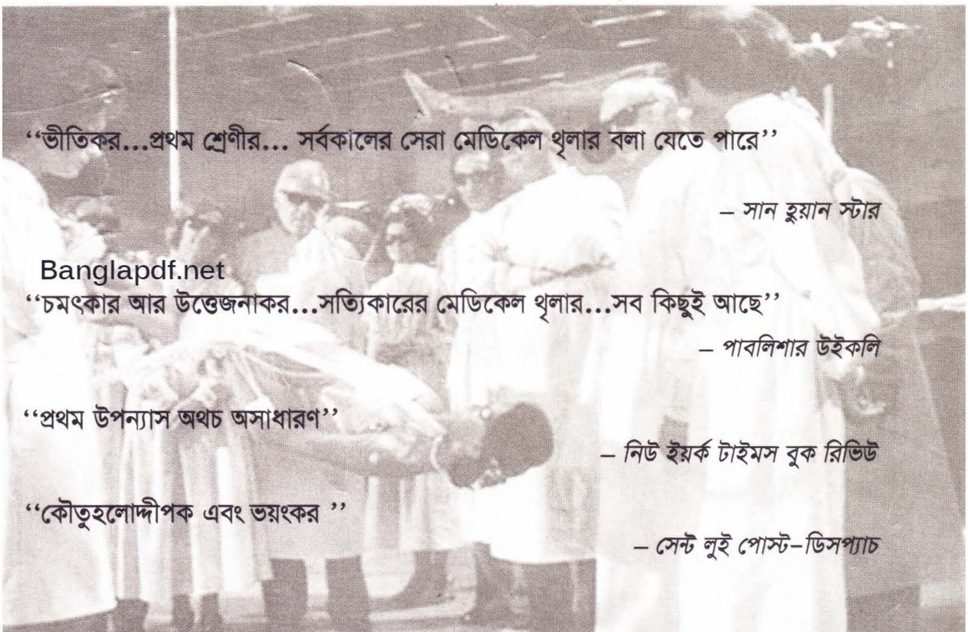

Banglapdf.net

ISBN 984872926-7

9 789848 729267

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net